সঙ্গীত সহস্র।

৬৪।২ নং বিডনষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গ্রন্থকার সমিতি হইতে

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১০৮ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট,

ইণ্ডিয়ান পেট্রিয়ট প্রেসে,

শ্রীনবীনচন্দ্র পাল দ্বারা মুদ্রিত।

১৮৯১—৩১ ডিসেম্বর

দুই একটী কথা।

এই ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠক পাঠিকাগণের হস্তে সমর্পণ করিবার পূর্ব্বে সমিতির দুই একটী কথা বলা একান্ত আবশ্যক। কয়েক জন গ্রন্থকারের সম্মিলনে এই "গ্রন্থকার সমিতি" স্থাপিত হইয়াছে। যাহাতে বাঙ্গালা সাহিত্যে অতি সুলভ ও উৎকৃষ্ট পুস্তক সকল বহুল প্রচার হয়, সমিতির তাহাই উদ্দেশ্য।

কবিতাই সাহিত্যেই রত্নখনি; এক একটী কবিতা এক একখানি অত্যুজ্জ্বল হীরক খণ্ড। সেই কবিতা যখন সুর লয় সংযোগে গানরূপে প্রকাশিত হয়, তখন তাহার সমতুল দ্রব্য আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। বাঙ্গালা সাহিত্যের কবিত্বই শ্রেষ্ঠ, বাঙ্গালা গান আবার তাহাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। বাঙ্গালা গানের ন্যায় এমন মধুর, ভাবময়, সুললিত গান আর কোন ভাষায় নাই। প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায় যে, এমন কি আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যেও বঙ্গীয় কবিগণ গান রচনাতেই উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছেন। বঙ্কিম, রবি, মনোমোহন, গিরিশ প্রভৃতি সকলেরই অন্যান্য রচনাপেক্ষা গানই শ্রেষ্ঠ।

এমন সুন্দর যে গান, তাহারও দেশে আদর নাই। বাঙ্গালার শত শত সুন্দর গান দিন দিন বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে, সেই সকল অতুলনীয় গানের একটী লোপ হইলে একটী রত্ন বিলুপ্ত হয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এ পর্য্যন্ত কেহ যত্ন করিয়া বাঙ্গা-

ন্যায় সমস্ত সুন্দর গান একত্রিত করিয়া তাহাদিগকে চিরস্থায়ী করিবার প্রয়াস পান নাই। যে দুই একখানি সঙ্গীত পুস্তক দেখা যায়, তাহার একখানিও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নহে। তাহাই আমরা বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া এই "সঙ্গীত সহস্র" প্রকাশ করিয়াছি। বাঙ্গালার প্রাচীন ও আধুনিক শ্রেষ্ঠ গীত সমস্ত আমরা ইহাতে সন্নিবেশিত করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। প্রাচীন গানগুলি সংগ্রহ করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছি, কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা পাঠক পাঠিকাগণের বিচার্য্য।

বাঙ্গালার প্রধান গীতরচয়িতাগণকে দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায় ;—এক কবি, অপর সাধক। কবিগণ প্রধানতঃ প্রেমের গান বা শ্রীমতী রাধার প্রেমের গান রচনা করিয়াছেন, সাধকগণ প্রধানতঃ শ্যামাসঙ্গীতই রচিয়াছেন। আমাদের এই পুস্তকে কাজে কাজেই প্রেমের গান ও শ্যামাসঙ্গীত অধিক দেখিতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু এ সম্বন্ধেও দুই একটী কথা বলা আবশ্যক,—আজ কাল দেশে রুচির বড়ই প্রাদুর্ভাব, এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা প্রেমের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করিতে অনিচ্ছুক। অনেকে আবার রাধার প্রেমের কথা মুখে আনেন না। বাঙ্গালার সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিত্বই প্রেমের গানে সম্বদ্ধ, এমন প্রেম পরিত্যাগ করিলে বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সকল নষ্ট করা হয় ; আর শ্রীমতী রাধার প্রেম,—যে প্রেমের জন্য চৈতন্যের ন্যায় মহাপণ্ডিত ও মহাজ্ঞানী উন্মত্ত হইয়াছিলেন, যে প্রেমে এখনও ভারতবর্ষের অর্দ্ধেক লোক পাগল, তাহা বাদ দিলে ভারতের রহিল কি? তবে যে সকল গানে কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনা হইবার সম্ভাবনা, আমরা বিশেষ যত্ন ও সতর্কতার

সহিত সে সকল গান পরিত্যাগ করিয়াছি। অনেকে আবার শ্যামাসঙ্গীত গুলিকে সাকার উপাসনার গান বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখেন, এই সকল গান সাকার কি নিরাকার উপাসনার গান, তাহা অনুগ্রহ করিয়া তাঁহারা একবার এই গুলি পাঠ করিয়া দেখুন। এরূপ ঈশ্বর প্রেমের গান, ভক্তহৃদয়ের এরূপ ভাবব্যঞ্জক গান আর কোন ভাষায় নাই।

আমরা এই পুস্তককে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছি, এক্ষণে ইহা পাঠক পাঠিকাগণকে কিঞ্চিন্মাত্রও সন্তোষ প্রদান করিলেই আমাদের সকল পরিশ্রম সার্থক হয়।

সূচিপত্র।

নির্ঘণ্ট পত্র।

অ

আ

ঐ

ও

ক

গ

ঘ

চ

ছ

জ ঝ

ড ঢ

ত থ

দ

ধ

ন

প

ফ

ব

ভ

ম

র ল

শ

স

হ

ক্ষ

সঙ্গীত-সহস্র ।

প্রারম্ভ ।

তিলককামোদ—ঝাঁপতাল ।

বন্দে মাতরং ।—
সুজলাং, সুফলাং, মলয়জ-শীতলাং, শস্য-শ্যামলাং মাতরং ।
শুভ্রজ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং,
ফুল্ল-কুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীং,
সুহাসিনীং, সুমধুরভাষিণীং,
কে বলে মা তুমি অবলে—
বহুবলধারিণীং, নমামি তারিণীং, রিপুদলবারিণীং মাতরং ।
তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম্ম,
তুমি হৃদি, তুমি মর্ম্ম,
ত্বংহি প্রাণাঃ শরীরে ;
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে ।
ত্বংহি দুর্গা দশ-প্রহরণ-ধারিণী,

কমলা কমলদল-বিহারিণী,
বাণী, বিদ্যাদায়িনী, নমামি ত্বং ।
নমামি কমলাং, অমলাং, অতুলাং, সুজলাং, সুফলাং মাতরং ;
শ্যামলাং, সরলাং, সুস্মিতাং, ভূষিতাং ধরণীং ভরণীং মাতরং ।১

বেহাগ—যৎ ।

আমার সাধের বীণে যত্নে গাঁথা তারের হার ;
যে যত্ন জানে, বাজায় বীণে, উঠে সুধা অনিবার ।
তানে মানে বাঁধলে ভুরি,
শত তারে শত ধারে বয় মাধুরী,
বাজে না আল্‌গা তারে, টানে ছিঁড়ে কোমল তার । ২ ।

প্রেম—সাধারণ।

বসন্ত।

বসন্ত—চৌতাল।

পীতবসন, কুসুম-ভূষণ,
যুবক-যুবতী-রঞ্জন,
কোকিল ভ্রমর, মধুর মধুর,
করয়ে কূজন গুঞ্জন।
ধীরি ধীরি বহে মলয় বায়,
পীতবসন উড়িছে তায়,
ফুল-কুসুম-কলি ফুটিয়া যায়,
প্রেমিক-নয়ন-শোভন।
প্রাণের প্রতিমা : হাসে,
কুসুমে সাজিয়ে দাঁ পাশে।
অপরূপ ছটা বিকাশে
উরে ফুল-ধনু মদন। ৩ ,

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

পিক কুহু বলে, মঞ্জু কুঞ্জ দোলে
মধুর সমীর বহে ধীরে ;
ফুল্ল দিন-কর, ফুল্ল সরোবর
ফুল্ল রতনরাজী নীরে।
শ্যাম ধরণিতল,শ্যাম তরুদল,

কুসুম ভূবণ শিরে ;
ফুলকুল আকুল, আকুল অলিকুল,
ভ্রমিছে চুমিছে ফিরে ফিরে ;
ফুল আকুল দুলিছে সমীরে। ৪।

ইমন কল্যাণ—জলদ তেতালা।

বিরহ হেমন্ত গত, সুখ বসন্ত আইল,
ভাব-মঞ্জু-কুঞ্জ-বনে, রসতরু মুঞ্জরিল !
নিরাশা-কোয়াসা গেল, আশা-মলয় বহিল,
মন-অলি মনোলোভা, হৃদি-সরোবর-শোভা,
প্রেয়সী-কমলনিভা, আজ কিবা বিকশিল।
ছুটিল কামনা-কলি, ছুটিল সোহাগ-অলি,
প্রণয়-পিক-কাকলী মন-কানন মোহিল। ৫।

[illegible]—দাদ্‌রা।

ফুটলো ; জুট্‌লো অলি,
ছু[illegible] নূতন প্রেমের ধারা ;
রবি করে, চাঁদের করে,
খেলচে খেলা দিচ্চে ধরা।
[illegible] ডালে, হেলে দুলে,
উঠ্‌লো লতা সোণার পারা ;
আকাশ, চল্‌লো ভেসে,
কিরণভরা উজল তারা। ৬।

খাম্বাজ—তেতালা।

এলায়ে কবরী, ধীরি ধীরি ধীরি,
চল সহচরী, কুসুম কাননে ;
মলয় মাখিয়ে, হেলিয়ে ছুলিয়ে,
আয়লো চলিয়ে, কুসুম চয়নে।
আঁখিটী মেলিবে, বিজলী খেলিবে,
বসন্ত আসিবে, লইয়ে মদনে ;
গগণেরি গলে, তারাহার দোলে,
দেখিয়ে সকলে, চুমিব বদনে। ৭।

আবেগ।

মিশ্র মোল্লার—একতালা।

কাঁদি কাঁদি বুক বাঁধি,
কেন কাঁদিতে চাইলো!
সেতো কয় না কথা,
সে তো চায় না ফিরে,
কেন বাঁধিতে ধাইলো!
কেঁদে মরি সখি, তবু তারি,
তারি কথা ধ্যানে, তারে হেরি ;
ভাল বাসেনা, প্রাণ মানে না,
মরম ব্যথা কত মরমে পাই লো! ৮।

বাহাঁরা—ঠুংরি।

কেন তারে সঁপিলাম মন,
আগে কি জানিতাম আমি হইবে এমন!
সঁপিয়ে আমারি মন,
না পাই তার দরশন,
স্মর দহে সদা আমি দহিছি এখন!
ভাবিয়ে কি ফল আর,
আঁখিনীর স্বধু সার,
দ্রবিবেনা আর তার কঠিন হৃদি কখন! ৯।

কালেংড়া—কাওয়ালী।

চোখের দেখা একবার দেখিব তারে,
আঁখি ছল ছল করে, তারে না হেরে।
তার রূপ গুণ শুনে, অস্থির হতেছি প্রাণে,
পোড়া প্রাণে, কোন ক্রমে মানা না মানে।
মন জানে, ধর্ম্ম জানে, অন্যে জানিবে কেমনে,
যে জ্বালা সে জন বিনে, কহিব কাহারে! ১০।

কালাহ্যাংড়া—কাওয়ালী।

ভাল বাসিলে যদি সে ভাল না বাসে
কেন সে দেখা দিল।
মধু অধরে অধর হাসি
প্রাণে কেন বরষিল!
দাঁড়িয়ে ছিলাম পথের ধারে,

সহসা দেখিলাম তারে,
নয়ন দুটী তুলে কেন
মুখের পানে চেয়ে গেল! ১১।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কেন দুঃখ দিতে বিধি প্রেমনিধি গড়িল,
বিকচ কমল কেন কণ্টকিত করিল!
ডুবিলে অতল জলে, তবে প্রেমরত্ন মিলে,
কার ভাগ্যে মৃত্যু ফলে, কারও কলঙ্ক কেবল।
বিদ্যুতপ্রতিম প্রেম, দূর হতে মনোরম,
দরশনে অনুপম, পরশনে মৃত্যুফল।
জীবন-কাননে হায়, প্রেম মৃগ-তৃষ্ণিকায়,
যেজন পাইতে চায়, পাষাণে সে চাহে জল।
আজি যে করিবে প্রেম, মনেতে ভাবিয়া হেম,
বিচ্ছেদ অনল ক্রমে, কালি হবে অশ্রুজল। ১২।

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

নয়ন-অমৃতরাশি প্রেয়সী আমার,
জীবন-জুড়ান-ধন, হৃদি-ফুলহার।
মধুর মুরতি তব, ভরিয়ে রয়েছে ভব,
সমুখে সে মুখশশী জাগে অনিবার।
কি জানি কি ঘুমঘোরে, কি চোকে দেখেছি তো
এ জনমে ভুলিতে রে পারিব না আর।
তবুও ভুলিতে হ'বে, কি ল'য়ে পরান র'

কাঁদিয়ে চাঁদের পানে চাহি বারে বার।
কুসুম-কানন মন, কেন রে বিজন বন,
এমন পূর্ণিমা নিশি যেন অন্ধকার!
হে চন্দ্রমা, কার দুখে কাঁদিছ বিবর্ণমুখে,
অয়ি দিগঙ্গনে, কেন কর হাহাকার?
হয় তো হ'ল না দেখা, এ লেখাই শেষ লেখা,
অচিন্ত্য কুসুমাঞ্জলি প্রেম উপহার,
ধর ধর প্রেম উপহার। ১৩।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

সে কেনরে করে অপ্রণয়, ও তার উচিত নয়,
আমি জানি তার সনে কখন বিচ্ছেদ নয়!
কত যে সেধেছি তারে, তবু সে না মনে করে,
তবে কেন তারি তরে, মন উচাটন হয়!
যাচিয়ে যৌবন দিলাম, বিনামূলে বিকাইলাম,
মন প্রাণ সব সঁপিলাম, তাহার প্রেমের দায়!
সখি গো স্বপক্ষ হয়ে, ব'ল তারে বুঝাইয়ে,
প্রণয় করিতে গেলে, দুখ সুখ সইতে হয়।
দিনান্তে প্রাণান্ত হ'ত, একবার যদি দেখা দিত,
তবে কেন অবিরত, হৃদয় মাঝে উদয় হয়! ১৪।

খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা।

ঘরে আর মন্ সরেনা, বোঝালেত বোঝেনা মন্,
যেন নেযায় টেনে, জ্বালা একি যেমন্ তেমন্!

মনে করি মনকে ধরি, পারিনে কেঁদে মরি,
কি ছলে মজালে হায় উপায় কি করি;
অবশে যাইগো ভেসে মনত নয় মনের মতন্! ১৫।

কেদারা—জলদ তেতালা।

সাধিলে করিব মান কত মনে করি,
দেখিলে তাহার মুখ তখনি পাসরি!
মানে মন কহে সখি, আর না হইব সুখী,
দরশনে হয় বপু অধীন তাহারি! ১৬।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

তারে ভুলিব কেমনে,
প্রাণ সঁপিয়াছি যারে আপন জেনে!
আরকি সে রূপ ভুলি, প্রেম-তুলি করে তুলি,
হৃদয়ে রেখেছি লিখে অতি যতনে।
সবাই বলে আমারে, সে ভুলেছে ভুল তারে,
সে দিনে ভুলিব তারে, যে দিন লবে শমনে। ১৭।

সুরট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

আমি তারে চখের দেখা দেখে আসি,
যারে প্রাণের অধিক ভালবাসি!
উচাটন হয় মম প্রাণ দিবানিশি, না হেরে তার মুখশশী।
একে তো অবলা নারী না পারি যাইতে,

সে কি সখি একবার না পারে আসিতে,
সখি হ'য়ে আমিরে সই তারে বড় ভালবাসি ! ১৮।

ভৈরবী—কাওয়ালী।

আঁখিতে কি ফল বল তার যে না দেখে তায়,
রূপেতে বিরূপী রতি, যার তুলনায় !
ঘন জিনি কেশ ধরে—এলাইত হ'লে পরে,
চিকন চিকুর তার চরণে লুটায়।
সে অঙ্গের নাই তুল, নহে কৃশ নহে স্থূল,
হেরিয়ে কনক-লতা লাজেতে লুকায়।
তার চারু মুখচাঁদ, জিনিয়া শরত চাঁদ,
দিবানিশি সম শোভে বিমল শোভায়। ১৯।

সিন্ধু—মধ্যমান।

কে তোমারে শিখায়েছে বল প্রেম ছলনা,
যে তোমারে শিখায়েছে, সে বুঝি প্রেম জানে না !
পরের মন নিতে জান, দিতে বুঝি জাননা,
এমন ক'রে কত জনার বধেছ প্রাণ বলনা ! ২০ ।

বাগেঁয়া বাহার—আড়াখেমটা।

কায় কব দুঃখের কথা মনের ব্যথা মনই জানে,
অবলা সরলা বালা কতই জ্বালা সয়গো প্রাণে !

দারুণ প্রতিজ্ঞা করি, অন্তরে গুমরে মরি,
লাজে প্রকাশিতে নারি, দিবানিশি যায় রোদনে! ২১।

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

যাবত জীবন রবে কারে ভাল বাসিব না,
ভাল বেসে এই হ'লো, ভালবাসার কি লাঞ্ছনা!
আমি ভালবাসি যারে, সে কভু ভাবে না মোরে,
তবে কেন তারি তরে, নিয়ত পাই এ যন্ত্রণা!
ভালবাসা ভুলে যাব, মনেরে বুঝাইব,
পৃথিবীতে আর যেন, কেউ কারে ভালবাসে না! ২২।

কবির সুর।

মনে রৈল সই মনের বেদনা,
প্রবাসে যখন যায় গো সে,তারে বলি বলি বলা হ'ল না;
শরমে মরমের কথা কওয়া গেল না!
যদি নারী হোয়ে সাধিতাম তাকে,
নির্লজ্জ রমণী বোলে, হাসিতো লোকে।
সখি, ধিক্ থাক্ তারে, ধিক্ সে বিধাতারে,
নারী জনম যেন করে না! ২৩।

ঝিঁঝিট—একতালা।

প্রেমের কথা আর বলো না,
আর বলোনা, আর তুলো না,
ক্ষম গো সখা, ছেড়েছি সব বাসনা!

ভাল থাক, সুখে থাক হে,—আমারে দেখা দিও না,
দেখা দিও না,—নিভান অনল আর জ্বেলো না ;
আর বলো না, আর বলো না, আর তুলো না ;
ক্ষম গো সখা, ছেড়েছি সব বাসনা ! ২৪ ।

পিলু বেহাগ—কাওয়ালী।

সাধের প্রেমে না পুরিল সাধ, এ কি রে বিষাদ,
অপরাধী নিরবধি বিনা অপরাধ ;
যারে সদা ভাবি মনে, সে কভু না ভাবে মনে,
আর কত সব প্রাণে বিষম প্রমাদ।
যার লাগি অপরাধ, সেই দেয় অপবাদ,
কে কেন সাধিয়ে বাদ, ঘটালে প্রমাদ। ২৫।

শ্রীরাগ।

সুখের লাগিয়া, এ ঘর বান্ধিনু,
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।
সখি রে, কি মোর করমে লেখি—
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু,
রবির কিরণ দেখি।
উচল বলিয়া অচলে চড়িনু
পড়িনু অগাধ জলে।

লছমী চাহিতে দারিদ্র্য বেঢ়

মাণিক হারায়ু হেলে।

পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু

বজর পড়িয়া গেল;

জ্ঞানদাস কহে মধুর পিরীতি

মরণ অধিক ভেল। ২৬।

ভৈরবী—একতালা।

এবার প্রাণান্ত হ'লে রমণী হব,

পুরুষের যত দুখ নারী হয়ে জানাব!

মান করে বসে রব, সাধিলে না কথা কব,

অপমান তার ফিরে দিব, পায়ে ধরে সাধাব। ২৭।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

দরশন বিনা মম প্রাণ যে যায়,

কোথা গেলে পাব তারে বলে দে আমায়!

শুন লো সজনি, আগেতে না জানি,

ভালবেসে অবশেষে কাঁদালে আমায়। ২৮।

ঝিঁঝিট—একতালা।

আমার যাবার সময় হল আমায় রাখিস না ধরে,

চোখের জলের বাঁধন্ দিয়ে, বাঁধিস্ নে আর মায়া ডোরে!

ফুরিয়েছে জীবনের ছুটি, ফিরিয়ে নে তোর নয়ন দুটী,
নাম ধরে আর ডাকিস্ নে ভাই, যেতে হবে ত্বরা ক'রে।২৯

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

ছেড়ে দে, ছেড়ে দে আমার পাখী, (আমার সাধের পাখী)
বল কে তোরা রাখ্লি ধোরে, অবলারে দিস্‌নে ফাঁকি।
বাঁধা ছিল প্রেম শিকলে, কে তারে নিলে গো ছলে,
কোথা গেল দেগো ব'লে, হৃদ্‌পিঞ্জরে ধ'রে রাখি।
দেখা পেলে এই বার, কভু কি ছাড়িব আর,
চোখে চোখে রাখব তারে, আর কি মুদিব আঁখি! ৩০।

বেহাগ—আড়াঠেকা।

সকলি ফুরায়ে গেল, জীবন কেন গেল না,
আশা, দুরাশা পুরিল না!
যাহারে হৃদয়াসনে, বসায়ে পূজিতাম মনে,
সেজনে লয়েছে অন্যে,এ জ্বালা প্রাণে সহে না!৩১।

সিন্ধু—মধ্যমান।

কেন মন সঁপে ছিলাম নিদয় জনে,
সে যে নিদারুণ অতি আগেতে জানিনে!
আগে ভেবেছিলাম সার, সে আমার আমি তার,
এখন সে বল কার, বাঁচিনে মিলন বিনে! ৩২।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

দারুণ মানের ভরে করেছি তার অপমান,
এখন আমার যায় প্রাণ, সই তারে ডেকে আন!
মানেতে হইয়ে হত, বলেছি কুবাক্য কত,
ঐ যায় প্রাণনাথ, মানের উপর করে মান;
এখন সাধিলে তার বাড়িবে দ্বিগুণ মান। ৩৩।

সিন্ধু ভৈরবী—কাওয়ালী।

অনুগত জনেরে প্রিয়ে কেন এত প্রবঞ্চনা,
মারিলে মারিতে পার, কাটিলে কে করে মানা।
অপরাধ করি পায়, যা কর তা শোভা পায়,
বিনা অপরাধে বধ, এই কি তোমার বিবেচনা! ৩৪।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

প্রাণনাথ এমন কথা আমারে আর ব'ল না,
স্বভাবে অবলা জাতি নাহি জানি ছলনা।
তুমি মোর প্রাণপতি, তোমা বিনে নাহি গতি,
যথা স্র্য্যমুখী সতী, রবি বিনে বাঁচে না।
অলি দেখি সরোজিনী, সদা হয় প্রমোদিনী,
নিদয়া বলিয়ে মোরে বৃথা কর প্রতারণা। ৩৫।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

এমন যে হবে, প্রেম যাবে, এ কভু মনে ছিল না,
এ চিতে নিশ্চিত ছিল, প্রণয়ে বিচ্ছেদ হবেনা।

ভেবে ছিলাম নিরন্তর, হবে রব একান্তর,
যদি হয় দেহান্তর, মনান্তর তায় হবে না।
সে আশা নৈরাশ্য হ'ল, এখন বসে কাঁদ্‌তে হ'ল,
সে গেল, তার প্রেম গেল, আমার মরণ হ'ল না।
কবার নয় কব কার কাছে, যে দুঃখে ভাষায়ে গেছে,
কেবল মাত্র রইলো আমার,লোকে কলঙ্ক ঘোষণা।৩৬।

ভৈরবী—কাওয়ালী।

এখন এখন প্রাণ সে নামে শিহরে কেন,
এখন হেরিলে তারে কেনরে উথলে মন!
বিরক্তি ভ্রূকুটী রাশি, হেরিলে ঘৃণার হাসি,
তবুও ভুলিতে তারে নারিনু কেন এখন!
চোখের দেখা দেখ্‌তে গেলে, তাও দেখা নাহি মিলে,
দারুণ তাচ্ছিল্য ভাবে, সে করে যে পলায়ন!
তাই থাকি দূরে দূরে, ভাসি মর্ম্মভেদী নীরে,
মুহূর্ত্তও দেখা পেলে, স্বর্গ হাতে পাই যেন!
জ্বলে প্রাণ যাতনায়, জ্বলুক্ কি ক্ষতি তায়,
সে আমার সুখে থাক্, নাহি সাধ অন্য মনে। ৩৭।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

সাধিলে করিব মান কত মনে করি,
দেখিলে তাহার মুখ, তখনি পাসরি।
মম মন কহে সখি, আর না হইব সুখী,
দরশনে হয় পুন, অধীন তাহারি। ৩৮।

পূরবী—আড়াঠেকা।

যায় যায় ফিরে চায় সজল নয়নে ওই,
ফিরাও গো ফিরাও গো উহায়, অমীয় বচনে ও সই।
দেখে তার অভিমান, দূরে গেল মম মান,
অস্থির হতেছে প্রাণ, প্রতি পদার্পণে ওই। ৩৯।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

সে কি আমার অযতনের ধন;
মন প্রাণ সুশীতল করে যেই জন!
তবে যে অপ্রিয় বলি, যখন জ্বালাতে জ্বলি,
নতুবা তারি সকলি, প্রেমের কারণ। ৪০।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

এসে বিপিনে সই লো একি হইল,
হেরে নবীন তাপসরূপ নয়ন ভুলিল,
কেন কেন সই আমার মন প্রাণ দহিল?
যখন পরশিল সে কোমল করে, অধীরা হইলাম অন্তরে রে,
কুসুম মুঞ্জরী বিষম রে,—কুসুম-শরসম মম হৃদে পশিল। ৪১।

ভৈরবী খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কণ্টকে গড়িল বিধি মৃণাল অধমে,
জলে তারে ডুবাইল পীড়িয়া মরমে;
রাজহংস দেখি এক নয়ন রঞ্জন,
চরণে বেড়িয়া তারে করিল বন্ধন।
বলে হংসরাজ কোথা করিছে গমন,

হৃদয়-কমলে মোর তোমার আসন।
আসিয়া বসিল হংস হৃদয়-কমলে,
কাঁপিল মৃণাল সহ মৃণালিনী জলে।
হেন কালে কাল মেঘ উদিল আকাশে,
উড়িল মরালরাজ মানস বিলাসে।
ভাঙ্গিল হৃদয় পদ্ম-তার বেগ ভরে,
ডুবিয়া অতল জলে মৃণালিনী মরে। ৪২।

মূলতান—আড়াঠেকা।

অন্বেষণে তারি, হব আমি ব্রহ্মচারী,
মন চোরে ধরিবারে দেখি পারি কিনা পারি।
প্রেমের যোগিনী হ'ব, প্রেম তীর্থে তপে রব,
প্রেমনীর নাম ল'ব, প্রেম বাঘছাল পরি।
প্রেম ছাই গায়ে মাখিব, প্রেমসিদ্ধি ঘুটে খাব,
প্রেম বাসে বেড়াইব, প্রেম দণ্ড হাতে ধরি।
প্রেম ডমরু নিব, প্রেম মালা গলে দিব,
প্রেম বলি গাল বাজাব, প্রেম পীতধড়া পরি। ৪৩।

কাফি সিন্ধু—ঠেপ্‌কা।

কামিনী-কুসুম-শোভা আরো মনোহর হ'তো,
সতত [illegible] যদি সতীত্ব সৌরভ র'তো।
না তেয়াগি কুলমান, এক জনে সঁপে প্রাণ,
জীবনের চির [illegible] কাটাইতো।
কীট সম কল[illegible], [illegible] যদি থাকেতে,

নব বিকশিত কালে, শোভা তায় না রহিতো।
কিম্বা সহৃদয় জনে, যুঝিয়ে অতি যতনে,
গাঁথিয়ে প্রণয় হার, হৃদয়ে সদা রাখিতো। ৪৪।

সাহানা—খেমটা।

কাঁদিছে প্রাণ আমার কেন সখি তারি তরে,
বিচ্ছেদের শরানল দহিছে এ অন্তরে রে।
না জেনে তাহার মন, করেছি যে সমর্পণ,
কি করি প্রাণ সজনি, উপায় বলে দাও আমারে।
আমি থাকি আবাসে, সে কভু আসে না বাসে,
কেমনে বাঁচিব শেষে, উপায় বলে দাও আমারে।৪৫।

কীর্ত্তন সুর।

ঘাট বাট তট মাঠ ফিরি, ফিরিনু বহু দেশ,
কাঁহা মেরা কান্তবরণ, কাঁহা রাজবেশ!
হিয়াপর রোপিণু পঙ্কজ, কৈনু যতন ভারি,
কাঁহা গেল পঙ্কজ সই, কাঁহা মৃণাল হামারি! ৪৬।

সাহানা—একতালা।

শারদ লতিকা সম ললিত ললনা কায়,
বিধি কি সুখের নিধি নারী নিরমিল হায়!
যদি রে কামিনী ফুল, হ'ত কাননের ফুল,

তুলে এনে অনুরাগে জোড়া বাঁধিতাম ;—
অথবা গাঁথিয়া মালা দিতাম গলায়। ৪৭।

সিন্ধু—মধ্যমান।

যার প্রাণ তার আছে, লোকে বলে নিলে নিলে,
দেখা হ'লে জিজ্ঞাসিব, সে নিলে কি আমায় দিলে।
দৈবযোগে এক দিন, হয়েছিল দরশন,
না হ'তে প্রেম মিলন, কলঙ্ক রটালে। ৪৮।

সিন্ধু খাম্বাজ—আড়া।

মনে মনে তোমায় যে ভালবাসি,
লোকলাজ ভয়ে, নাহি প্রকাশি।
হ'লে অদর্শন, হু হু করে মন,
পলকে প্রলয়-জ্ঞান, হয় লো রূপসি। ৪৯।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

দেখ ভুল না রে এ দাসীরে,
এই অনুরাগ যেন, থাকে চিরদিন তরে।
তোমা বিনে অন্য আর, কি ধন আছে আমার,
প্রাণে মরি, ও বদন ক্ষণে না হেরিলে পরে।
কুল-শীল লাজ-ভয়, পরিহরি সমুদয়,
সঁপেছি জনমের মত, প্রাণ মন তব করে। ৫০।

সুরট—কাওয়ালী।

তবে প্রেমে কি সুখ হতো,
আমি যারে ভালবাসি সে যদি ভাল বাসিত!
কি সুখ কিংশুক ঘ্রাণে, কেতকী কণ্টক হীনে,
ফুল ফুটিত চন্দনে, ইক্ষুতে ফল ফলিত।
প্রেম সাগরেরি জল, যদি হইত শীতল,
বিচ্ছেদ বাড়বানল, তাহে যদি না থাকিত। ৫১।

খাম্বাজ—ঠুংরী।

মন চায় দেখিতে যারে,
সে কেনরে দেখা দিতে এত ছল করে!
যারে ভাবি নিরন্তর, সে ভাবেনা একবার,
তবু তার তরে কেন, মন কেমন করে!
আমি আছি তার আশে,
অপরে সে ভাল বাসে,
চতুরে সঁপিয়ে প্রাণ সদা নয়ন ঝরে। ৫২।

বেহাগ—আড়াঠেকা।

প্রেম পাব বলে লোকে নানা কাজ সদা করে,
প্রতপ্ত মরুর মাঝে, পাওয়া বার কি সরোবরে?
দূর থেকে বোধ হয়, যেন সব পদ্মময়,
সংশয় হইবে প্রাণ, নিকটে যাইলে পরে!
টল টল হয়ে লীলা, নয়নে লহরী খেলা,

অধরে হঠাৎ হাসী, গলে যায় মন,—
অত কি গণিতে হয় ? যা ভেবেছ তাতো নয়,
করাল ভুজঙ্গ ও যে, নাচিতেছে ফনা ধরে। ৫৩।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

কঠিন হইয়ে তোমারে রাখিয়ে,
কেমনে যাইব প্রেয়সি !
তুমি কি ভাব, আমি কি ভাবিনে,
বলে কি জানাব যে দুঃখ জীবনে,
বিরহ যন্ত্রণা সহিব কেমনে,
তাই ভাবি দিবানিশি।
যে দেখি বদন মলিন তোমার,
রাহুগ্রস্ত যেন পূর্ণ শশধর,
দুঃখানলে দাহ সতত অন্তর,
আঁখি নীরে সদা ভাসি। ৫৪।

সরফরদা—জলদ তেতালা।

যারে যারে আর তারে, কেমন করিয়ে সই,
বলগো সাধিতে,
যে জন আপন দোষ না পায় দেখিতে।
করিয়াছে মন চুরি, তবু না ছাড়ে চাতুরী,
চোরের অধীন সাধু, কি লজ্জা শুনিতে।

চোর হয়ে সাধু প্রায়, সাধিলে কি হবে তায়,
তারে অভাব ঘটায়, হিতে বিপরীতে। ৫৫।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

জানি না যে কেন ভাল বাসি,
যতনে যাতনা বাড়ে, কেন মন অভিলাষী!
বাসি বা না বাসি ভাল, ভাল বেসে থাকি ভাল,
কি হলো বিফল আশা,আমি বাসনা সাগরে ভাসি।৫৬।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

অশেষ যাতনা সয়ে বিশেষ করেছি পণ,
প্রেম করা দূরে থাকুক, কর্ব্ব না আলাপন।
যে কবে পিরিতের কথা, তার সঙ্গে কব না কথা,
প্রেম শব্দ কর্ণে আর কর্ব্বোনা ধারণ। ৫৭।

খাম্বাজ—একতালা।

মরমে মরম যাতনা সই, ভালবাসার অযতনে,
না বুঝে লুকাকে মজে বাজের অধিক বাজে প্রাণে!
যে জন পিরীতে নাচায়,
সে যদি ফিরিয়ে না চায়,
মন প্রাণ যাহারে চায়,
কে বল রাখিবে পায়,
সে যদি না বাঁচায় প্রাণে। ৫৮।

বেহাগ—কাওয়ালী।

কি কুক্ষণে তারি সনে হ'ল প্রেম আলাপন,
প্রেম গেছে, সে ভুলেছে, ভুলে নাতো পোড়া মন।
ঘুমায়ে দেখি স্বপনে, যেন সেই চন্দ্রানন,
আসি সহাস্য বদনে, বলে উঠ প্রাণধন। ৫৯।

খাম্বাজ—একতালা।

আজ তোমারে দেখ্‌তে এলাম অনেক দিনের পরে,
ভয় নাইকো সুখে থাক, অধিকক্ষণ থাক্‌বো নাক,
এসেছি দুদণ্ডের তরে—
দেখ্‌বো শুধু মুখখানি, শুন্‌ব দুটি মধুর বাণী,
আড়াল থেকে হাসি দেখে, চলে যা'ব দেশান্তরে।৬০।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—টিমেতেতালা।

দেখা হ'লে তারি সনে আমার কথা বলো বলো,
যে যাহারে ভাল বাসে, তারে কি কাঁদান ভাল।
আমি মরি যার তরে, সে ভাল বাসেনা মোরে,
তথাপিও আমি তারে এখন যে বাসি ভাল।
যার লাগি সর্ব্বত্যাগী, সে মরে কি মম লাগি,
ব'লো তারে তারি তরে, ত্বরায় যেরিবে কাল।
ব'লো তারে আমার কথা, শুনে যেন পায়না ব্যথা,
আমি মরি কারাগারে, সে আমার থাকুক ভাল।৬১।

সিন্ধু—মধ্যমান।

নাহি যদি আসি তবে কর প্রিয়ে অভিমান,
আসিলে বদন বাঁকা, মরি এ কোন বিধান!
ভাবিয়ে ভাবের ভাব, এই হয় অনুভব,
লাভ তব ভাবে ভাব, অভাবেতে সমাধান। ৬২।

সুরট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

আমি তারে চোকের দেখা দেখে আসি,
যারে প্রাণের অধিক ভাল-বাসি।
উচাটন হয় মন প্রাণ দিবানিশি,
না হেরে তার মুখশশী।
একে অবলা নারী না পারি যাইতে,
সে কি সখি একবার পারে না আসিতে,
চাঁদ মুখে মধুর হাসি, আমি বড় ভাল বাসি। ৬৩।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

মনেরে বুঝায়ে বল, নয়নের দোষ কেন,
আঁখি কি মজাতে পারে না হ'লে মন মিলন?
আঁখিতে যে যত হেরে, সব কি তার মনে ধরে,
প্রাণের মত পেলে পরে সেই হয় হৃদিরঞ্জন। ৬৪।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

মন যে তোমারই বশ নিতান্ত হইল,
তুমি যে পরেরি প্রাণ উপায় কি বল;

বাসনা করে বাসনা,বাসনা মানা শুনে না ,
পারিলে সাধ পুরে না, বিষম দায় ঘটিল । ৬৫ ।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

বোলনা বোলনা, আমারে বোলনা,
মিনতি তোমার পাশে ;
নিদারুণ কথা, শুনিলে শ্রবণে,
অন্তর দুখেতে ভাসে ।
কি লাগি কি বলি, যাব গো সেখানে,
যে স্থানে হেরিলে পাই ব্যথা প্রাণে,
কেমনে সহিব, মরমে মরিব, সে যদি উপহাসে ।৬৬।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

ভোলা হলো দায়, সখি তায় পড়ে মনে,
কি ক্ষণে সে ধনে হেরেছি, ছি ছি ছি নয়নে !
লোকে করে লাঞ্ছনা, ঘরে গুরু গঞ্জনা,
সই যারে কই, তারে বই, দুঃখ রইল মনে মনে ।৬৭।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

প্রিয়ে ভুলিব কেমনে,
রাখিব সতত তোমায় নয়নে নয়নে ।
আমার হৃদয়-পটে, লিখিব হে অকপটে,
মধুর মূরতি তব, অতি হে যতনে । ৬৮ ।

ললিত বিভাস—একতালা।

কেমনে ভুলি তারে,
কি বল সই আমারে, যে জন বিরাজে
হৃদয় মাঝারে।
আমি চকোরিণী, সে যে সুধাকর,
প্রেম সুধাদানে তুষিবে অন্তর,
সে হলে অন্তর, কেমনে অন্তর
জুড়াইবে বল বিরহ-বিকারে।
বারিহারা মীন হয় গো যেমন,
সে বিনে সতত আমি গো তেমন,
হারা হয়ে সেই হৃদয়-রতন,
ভাসিব কি শেষে অকূল পাথারে! ৬৯।

যোগিয়া—আড়াঠেকা।

ভাল বাসিবে বোলে, ভাল বাসিনে,
আমার স্বভাব কেমন, তোমা বই জানিনে।
চাঁদমুখে মধুর হাসি, আমি বড় ভাল বাসি,
তাই তোমারে দেখ্‌তে আসি, দেখা দিতে আসিনে। ৭০।

ভৈরবী—কাওয়ালী।

প্রেম সাধ করি,
কি করি, মনেরে বুঝাতে নারি, বল সহচরী,
সতত বাসনা যারে, রাখিতে হৃদিমাঝারে,

সে করে চাতুরী
তিলেক [illegible] বাঁচিলে, মরি মরি ।১১

খাম্বাজ—মধ্যমান ।

[illegible] সঁপেছিলাম কারে,
[illegible] বাসনা [illegible] অকূল পাথারে !
[illegible] তরি [illegible] নাহারধার,
কিসে হইব [illegible] পোড়েছি বিষম ঘোরে ।
মুদিয়ে [illegible] শান্ত ভাবে থাকি,
[illegible] উদিত হৃদি-মন্দিরে । ১২ ।

সিন্ধু—মধ্যমান ।

[illegible] সতনে, মনে মনে, মন জানে,
[illegible], লোকলাজে প্রকাশ করিনে ।
[illegible] অপরাধী,
[illegible] প্রাণপনে ;
[illegible] নাহি তোষে,আরো দোষে অকারণে ।১৩

বেহাগ—আড়াঠেকা ।

[illegible] ভুলিব কেমনে,
সে [illegible], সে কি তা জানে !
[illegible] স্মরণ,
[illegible] হয় নাকো প্রাণে !

মনে যত মান, যদি হয় মিলন,
উপহার ছলে, দিবলো চরণে। ৭৪।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

সই সঁপেছি প্রাণ সে চরণে,
তিনি বিনে মম জ্ঞানে, নাহি জানি অন্য জনে।
যত দিন রবে প্রাণ, তিনি জ্ঞান, তিনি ধ্যান,
এ হৃদে অন্যের স্থান, দিবনা স্বপনে।
যার প্রেম-সুধাকরে, সতত শীতল করে,
বল সেই সুধাকরে ভুলিব কেমনে? ৭৫।

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

দুখ হলো বলে কি প্রেম ত্যজিব,
দুখে সুখ বোধ করে সদা তারে তুষিব।
না থাকে তাহার মন, না করিব আলাপন,
তবু সে চাঁদবদন বিরলেতে হেরিব। ৭৬।

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

রূপেরি সাগরে ডুবিল (আঁখি আমার);
না জানে সাঁতার, আঁখি কেমনে পার হবে বল।
আঁখিরে তুলিতে বলে, মন পুনঃ ঝাঁপ দিলে,
কিন্তু তার মায়া জালে, বন্দি হয়ে রহিল।

ছিঁড়িল হৃদয়জ গুণ, অস্থির হতেছে মন,
বাড়িল বিচ্ছেদ তুফান, দেহ তরি ভাঙ্গিল। ৭৭।

ঝিঁঝিট—একতালা।

সাগর-কূলে বসিয়ে বিরলে হেরিব লহর-মালা;
মনোবেদনা ক'ব সমীরণে, গগনে,—জুড়াব জ্বালা।
প্রতারণাময় মানব প্রাণ, আর না হেরিব নর-বয়ান,
সমাজ-শ্মশানে রহিব না আর, বহিব না দুঃখ-ডালা।৭৮

ইমন কল্যাণ—ঢিমেতেতালা।

প্রণয় যে জানে সে কেন করে না,
সে বিনে আমারি মনে আর তো ধরে না।
আঁখিতে পরখিতে পারে যেই জন,
তারি তরে মন দিতে সদা আকিঞ্চন;
যতন করিয়ে তারে পাই যাতনা। ৭৯।

সুর্ ঝিঁঝিট—একতালা।

ভুলিব কেমনে সে বিধুবদনে,
হৃদয় শোণিতে নয়ন বারীতে—
পূজিয়াছি যারে চিতে, বসি যোগ ধ্যানে,
সাধ ছিল মনে, সে জীবন ধনে
রাখি যুগ যুগ ভরি নয়নে নয়নে। ৮০।

সাহানা—যৎ।

সাধে কি গোলাপ ফুলে আমি ভাল বাসি সই,
আমার মনের কথা শোন সখি তোরে কই।
আমি যারে ভালবাসি, তার মৃদু মৃদু হাসি,
সুধাংশু কিরণ সম মাঝে মাঝে পড়ে খসি।
সে অমূল্য ধন পেয়ে, চির পিপাসিত হিয়ে,
পৃথিবী হৃদয় মাঝে রাখে সখি লুকাইয়ে।
সে হাসি জমাট হয়ে,ধরা বক্ষ বিদরিয়ে,
বাগানে গোলাপ রূপে, ফুটে ফুটে উঠে ওই। ৮১।

ঝিংঝা—কাওয়ালী।

কে জানে প্রেম কি রতন,
কেন দেখে শশী, উথলে সরসী,কুমুদিনী হাসে অনুক্ষণ?
তপন সন্তাপে ধরণী তাপিত,পদ্মিনী সে ভাবে হয় প্রফুল্লিত—
জলন্ত দহনে পতঙ্গ পড়িছে, কে জানে কি ভাব সে কেমন। ৮২

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

"যাই যাই" বলি নাথ দিওনা মোরে যাতনা,
যেতে হয় যাও তবে, "যাই" কথা সহেনা।
বজ্রপাত হবে হবে,বলি যে আশঙ্কা তবে,
পতনে বেদনা কবে, যাও তবে, "যাই" বল না। ৮৩।

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

কেমনে যাতনা প্রাণে সহিবে ললনা হায়,
কেমনে কুসুম কলি নিরবে শুকায়ে যায়।
দুরন্ত কৃতান্ত করে, একান্ত প্রাণান্ত করে,
ছিঁড়িয়াছে পাতা গুলি, বৃন্তটি ছেদিতে চায়। ৮৪।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

মনে মনে মন চুরি করিল যেই জন,
কহলো সজনী তায়, কহ তার বিবরণ?
কি জাতি কি নাম ধরে, কোথায় বসতি করে,
আমিতো চিনিনে তারে, চেনে আমার দুনয়ন। ৮৫।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

আঁখিতে মানেনা সই মনেরে লুকায়ে রাখি,
যে পথে গেছেন তিনি তার পানে চেয়ে থাকি,
অভাগীর অশ্রুজল, ঝরিতেছে অবিরল,
বহে অশ্রুস্রোত তায়, পদচিহ্ন দেখি দেখি;
যেন ভগীরথ পিছে গঙ্গা স্রোত বহিতেছে,
দেখা হলে বলো তারে অন্ধ হ'ল দুটী আঁখি। ৮৬।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কথা ক'ব কিরে কহিতে যে কেঁদে উঠে প্রাণ,
তুমি কি জাননা প্রিয়ে কেন করি মান।

আমারে রেখে এখানে, তুমি যাও সুখে সেখানে,
যেমন ব্যথা দিলে প্রাণে, ব্যথা পাবে প্রাণ। ৮৭।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

মন চুরি যে করেছে, তারে কি সই পাব আর,
বিধি কি সদয় হবে, সে মুখ হেরিব তার!
এ প্রাণ সঁপেছি যারে, সে ভাসায় অকুল পাথারে,
মন প্রাণ চুরি করে, সে গেছে যমুনা পার!
আমার মন চুরি করে, সে গেছে সেই দেশান্তরে,
কেমন করে রব ঘরে, প্রাণ বাঁচান হলো ভার! ৮৮।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

এক বাঁধনে বাঁধা আছি, এম্নি আমার মনে লাগে,
নামটী শুনে আমার মনে, রূপটী গো তার কেন জাগে!
খুঁজ্‌বো তারে খুঁজে খুঁজে, রাখ্‌বো সাথে মরম মাঝে,
পূজ্‌বো তারে, ভজ্‌বো তারে, মজ্‌বো তারি অনুরাগে।৮৯।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

আমার মন মানে না সই, নয়ন মানে না,
আমি মনেরে বুঝাতে পারি, নয়নেরে পারি না।
তুমি যাবে দেশান্তরে, একাকিনী রেখে ঘরে,
আশার আশে রব বসে, এ জীবন তো রবে না। ৯০।

সুরট মল্লার—আড়াঠেকা।

জনম আমার শুধু সহিতে যাতনা,
জীবন ফুরায়ে এল, আঁখিজল ফুরালো না।
কই সে সজনী সখি, যার বুকে মাথা রাখি,
ভাবিতাম হব সুখী, তাও হলো না;—
কাঁদিতে কাঁদিতে ওরে, চলিনু জন্মের তরে,
না মিটিল আশা কভু, অন্তিম বাসনা। ৯১।

ঝিঁঝিটখাম্বাজ—কাওয়ালী।

এ জনমের সঙ্গে কি সই, জনমের সাধ ফুরাইবে,
কিম্বা জন্ম জন্মান্তরে, এ সাধ মোর পুরাইবে!
বিধি তোমারে সাধি শুন, জন্ম যদি দিবে পুন,
আমারে আবার যেন, রমণীজনম দিবে।
লাজ ভয় তেয়াগিব, এ সাধ মোর পুরাইব,
সাগর ছেঁচে রতন দিব, কণ্ঠে রাখ্‌বো নিশি দিবে। ৯২।

ভৈরবী—কাওয়ালী।

আগে জান্তাম্ যদি নিরবধি কাঁদাবি আমায়,
তা'হলে কি মন প্রাণ সঁপিতাম তোমায়!
আগে না বুঝিয়া মনে, মজেছি তোমারি সনে,
এখন দুকুল গিয়াছে আমার, এবার বুঝি প্রাণ যায়!
ভেবেছিলাম পরেশ পাথর, কপাল ক্রমে হলো পাথর,
বোবারি স্বপনেরি মত, প্রকাশ করা দায়। ৯৩।

বিরহ।

সিন্ধু—মধ্যমান।

বিচ্ছেদ যাতনা অতিশয়, তাত নয় গো,
সুখের জলধিস্রোত, নিরবধি বয় গো!
সদা নেত্র উন্মিলনে, হেরি সে মনোরঞ্জনে,
প্রতি পলক পতনে অঞ্জনে মিশায় গো!
যখন থাকি নিদ্রিত, স্বপনে প্রাণ পুলকিত,
সে হয় মনে উদিত, যেন কথা কয় গো! ২৪।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

যাবে যদি অবলা বধিয়ে,
তবে কি ফল বল এ দেহভার বহিয়ে।
দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণের প্রাণ,
সম্মুখে ত্যজিব প্রাণ,
শব দেখি যাত্রা কর, বামেতে রাখিয়ে। ২৫।

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

(তারে) এনে দে ওরে,
যারে না হেরিলে, পলকে প্রলয়, ভাসি নয়নাসারে।

একে একে দিন যায়, তবু সে না আসে হায়,
কে বুঝি ধরেছে তায়; বধিতে আমারে।
করেছি কি অপরাধ, কে হেন সাধিল বাদ,
পাতিয়ে মন্ত্রের ফাঁদ, কাঁদালে আমায়,—
জীবন আকুল হল, নয়নে ঝরিছে জল,
হতেছে মন চঞ্চল, কব বা কাহারে। ৯৬।

খাম্বাজ—একতালা।

উহু মরি মরি, কি করি কি করি, বলনা বলনা সই,
অবলা সরলা কি জানে নারী, পরের অধীন বই তো নই।
পিক করে গান বসিয়ে বৃক্ষে, নাথ পড়ে মনে মরি মনোদুঃখে,
অবলার প্রাণ কে করে রক্ষে, নাথ বিনে বল কি সুখেরই। ৯৭।

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

আয় রে বিচ্ছেদ, রাখি তোরে যতনে হৃদি মাঝারে,
এ জনমের মত তোরে, সে সোঁপে গেছে আমারে!
বিচ্ছেদ রে বিচ্ছেদ হওনা, করি তোমায় উপাসনা,
অন্তরে থাকিয়ে তুমি, সতন্তর কর তারে।
তুমি থাকিলে অন্তরে, সে থাকিবে অন্তরে,
তুমি যাইলে অন্তরে, সে আসিবে অন্তরে। ৯৮।

সিন্ধুভৈরবী—মধ্যমান।

এখন কি তার আসিবার সময় হয় না গো,
ও সে কেমনে আমারে ভুলি রহিল কোথায় গো।

যদি থাকে প্রেম দাওয়া, সুচাব সেখানে যাওয়া,
অবলা সরলা আমি, ওতার, কেমন কঠিন প্রাণ গো। ৯৯।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

বিরহ জ্বালা প্রাণে কত সহিব,
মন দুখ অন্য কারে কহিব!
সে যদি আমারে সখি নিষ্ঠুরতা করে,
তবে কাহার লাগিয়ে ভার বহিব!
সহেনা সহেনা সখি আর দেহ মাঝে,
অধৈর্য্য হইয়ে ধৈর্য্য ধরি লোক লাজে;
শীঘ্র গতি, কহ তুমি গিয়ে রসরাজে,
অবিরত দুখানলে আর কত দহিব। ১০০।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

কি কাল হইল কাল, এই কি বসন্ত কাল,
ঐ দেখ ডাকিতেছে, ডালেতে কোকিল কাল!
একে প্রাণপতি কাল, তাহে তো যৌবন কাল,
বিদেশেতে চিরকাল, নাহি তার কালাকাল। ১০১।

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

বিচ্ছেদ যাতনা হতে, মরণ যন্ত্রণা ভাল,
সে যে অনন্ত যাতনা, এ যাতনা অল্প কাল।
বিচ্ছেদের হুতাশন, করে প্রাণেরে দাহন,
মরণ যন্ত্রনা লঘু, মোলেতো ফুরায়ে গেল। ১০২।

সুরট—কাওয়ালী।

তোমার বিরহ সয়ে, বাঁচি যদি দেখা হবে,
হেন জ্ঞান হয় প্রিয়ে, দেহে প্রাণ নাহি রবে।
আমি মাত্র এই চাই, মরি তাহে ক্ষতি নাই,
তুমি সুখে থাক প্রিয়ে, এ দেহে সকলি সবে। ১০৩।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

কি জানি কি ছলে ছিল বসে,
আমারে ত্যজিবার আশে;
আগেতে জানিতাম ভাল, সে যে বড় ভাল বাসে।
অভিমান ছল পেয়ে, প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়ে,
মন মত ধন লয়ে, রয়েছে মনের উল্লাসে।
আমার মন বেদনা, সে কি তা জেনে জানেনা,
কিসে যাবে এ যন্ত্রণা, তাই ভেবে মরি হুতাশে। ১০৪।

মুলতান—আড়াঠেকা।

এ সময় রসময় দেখা দাও অবলায়,
জনমেরি মত তব প্রেমাধিনী হয় বিদায়।
সখা হে দারুণ কাল, নাহি মানে কালাকাল,
তোমার বিচ্ছেদ কাল, দুই কালে প্রাণ যায়।
মম মৃত্যু কাল আজ, সন্নিকট রসরাজ,
কর এক প্রিয় কাজ, জন্ম দুঃখিনীর;
মোহন বেশে গুণরাশি, মুখে মৃদু মৃদু হাসি,
সম্মুখে দাঁড়াও আসি, মনের কথা কই তোমায়। ১০৫।

পূরবী—আড়াঠেকা।

কোথা গেলে প্রাণনাথ অভাগী কাঁদে কাননে,
ফুরাল কি জীব-লীলা কঠোর কাল শাসনে।
কে আছে আমার আর, তোমা বিনে শূন্যাকার,
কানন কমলাশ্রম সকলি হেরি নয়নে!
উঠ নাথ কথা কও, তাপিত প্রাণ জুড়াও,
নিবিড় আঁধারে কেন পড়িয়ে থাক বিজনে। ১০৬।

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

করেছি প্রণয় বিসর্জ্জন, যাবত জীবন,
প্রেম তত্ত্ব উত্থাপনে আর নাহি প্রয়োজন।
হয়েছি প্রেম সন্ন্যাসী, নিরাশা কাননবাসী
বিচ্ছেদের ভস্মরাশী অঙ্গে করেছি লেপন। ১০৭।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

হেরে ও বয়ান, জুড়াই তাপিত প্রাণ,
এস হে বঁধু—এস এস।
হৃদয়-সিংহাসন শূন্য আছে হে, রাজা হয়ে বসো বসো
সেই ভাবে এ হৃদয়ে আবার এসে বসো বসো।
দারুণ বিচ্ছেদের নিদয় শাসন হে, আসি তারে নাশো নাশো। ১০৮।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা।

যাতনা সহেনা, সহেনা সই,
আশায় প্রবোধ আর অবোধ মন মানে না!
শুনেছি নিদাঘে সখী, চাতকী নীরদ মুখী,
কিন্তু নীরদ নাকি, (ওগো) তথাপি বারি বর্ষে না।
আমার সে নবঘন, কভু ত নহে তেমন,
শীতল বারি মিলন (তাতে) বঞ্চিত কভু করে না।

আজ সে জীবন কান্ত, কেন সখি হলো ভ্রান্ত,
তা ভেবে প্রাণ নিতান্ত, (বুঝি) এ দেহে রহে না। ১০৯।

খাম্বাজ—ঠুংরী।

প্রাণনাথ হে,
কোথায় তুমি রহিলে;
অবলারে অকূল পাথারে
ভাসাইয়ে প্রাণনাথ, কোথা তুমি রহিলে!
ডাকি ডাকি, ঝরিতেছে আঁখি,
তবু তুমি গুণমণি, কথা নাহি কহিলে। ১১০।

সিন্ধু ভৈরবী—একতালা।

মিছে ভালবাসা, মনের আশা, মনে রহিয়ে গেল,
যাহার কারণ, আকুল পরাণ, সেতো বাসেনা ভাল!
প্রাণ সঁপিয়ে প্রেম লাভ, হইবে মনে ছিল,
যতন সকল বিফল তার, যাতনা সার হলো।
বিচ্ছেদ রূপ অনল জ্বলিছে,
প্রবল তাপে দেহ দহিছে, অবলা প্রাণে মলো। ১১১।

সিন্ধু—মধ্যমান।

এ বিরহে যায় যদি প্রাণ,
তবু হের্‌বোনা তার ও বয়ান;
নিত্য নিত্য ঘরে পরে, কত সব অপমান!
শুন ওলো প্রাণ সখি, মন দুখ বোল্‌বো বা কি,
মরিলে হইব সুখী, তবু রাখ্‌বো আপনার মান্। ১১২।

যোগিয়া—মধ্যমান।

বিরহানলে সইরে রহে যদি এ জীবন,
তবেত সুখ মিলনে, হব সুখী অনুক্ষণ।
আশ্বাসে বিশ্বাস করি, আছি দিবা বিভাবরী,
অতি ক্লেশে প্রাণ ধরি, কেবল করি রোদন। ১১৩।

ইমন্ কল্যাণ—একতালা।

সখি তার লাগি ভেবে ভেবে প্রাণ যায়,
মরি হায়, দুঃখ কব কায়, সতত বিষাদিত চিত,
হলেম জ্ঞান হত, পাগলিনীর প্রায়।
কিসেরি তরে, নিদয় অন্তরে, বধিল দারুণ বিচ্ছেদ শরে
আমি সই, দাসী নই, তোমায় কই;
কে কি বলে তায়, বিচ্ছেদ ঘটায়, শত্রু পায় পায়। ১১৪

ভৈরবী—কাওয়ালী

চলো গৃহে বিয়োগো বিধুরা রাজবালা,
বিফল বিপীনে, বাড়ে জ্বালা;
বিধি বিরোধি, সুখ সাধে তোমারি,
হয়েছে প্রেম সাধনা জপ মালা। ১১৫।

বেহাগ খাম্বাজ—কাওয়ালী।

আরত রহে না, সই লো এ পোড়া প্রাণ;
আশার আশে, কদিন থাকে জীবন;
সাধে কি সখি, অভিলাষ করি মরণ।

যদি সে যতনে হৃদয় আসনে রেখে,
মম বাসনা না পূরে দেখে,
কিবা সুখ জগতে আর থেকে, মনে জ্বলে হুতাশন।
বিধি গড়েছে আমারে সহিতে দুখ,
তাদে কেমনে হইবে সুখ,
দুখানলে সজনী ফাটে বুক, বলি কারে এ বেদন।১১৬

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

বিরহ যন্ত্রণা সখা তুমি জানিবে কেমনে,
জানিলে আমি কি সদা থাকি হে রোদনে!
নানা স্থানী যেই জন, তার কি মন কখন,
স্থির কোন থানে, তারে দেখা দেয় মনসুখী কি কখনে! ১১৭।

পিলু খাম্বাজ—খেমটা।

বিচ্ছেদের এত দুঃখ জানিনে স্বপনে;
ভাল বেসে তারে এই হইল,
তাহারি ভালবাসা ভুলিব কেমনে?
কেন প্রেম নিধি সৃজিল বিধি,
সদা জাগিছে রূপ, আমারই নয়নে। ১১৮।

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

আর আমি সহিতে নারি তোমার বিচ্ছেদ জ্বালা,
রমণীর কঠিন প্রাণ, যওয়া আছে সব জ্বালা।
মনে করি স্বর্ণকারে, গাঁথাইব স্বর্ণ হারে,
হৃদেতে রাখিয়ে তোমায়, নিভাব মনেরি জ্বালা।

শুন ওলো বিধুমুখী, ঘুমালে স্বপনে দেখি,
জাগ্রতে হেরি যেন, করিতেছ কত খেলা। ১১৯।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

সদা মন আগুণে আমার দহিছে জীবন,
দারুণ হুতাশন, না হয় নিবারণ,
যেমন বাড়বানল জলে সর্ব্বক্ষণ,
দেহ দগ্ধ নিরন্তর, ব্যথিত সদা অন্তর,
কে করিবে দুখান্তর, ভাবি তাই এখন।
কোথা ওহে সর্ব্বময়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়,
দেহে কেন প্রাণ রয়, ভাবি তাই অনুক্ষণ। ১২০।

ভৈরবী—কাওয়ালী।

প্রণয় বিচ্ছেদ দুখ কিসে নিবারিব,
ইহাতে উপায় সখী বল কি করিব?
সুখ আশে ধন প্রাণ, করে তারে সমর্পণ।
এখন ভুলিয়ে তারে, কেমনে রহিব! ১২১।

সুরট তাল—একতালা।

কি কব চারু বদনে;
কি কষ্ট তব বিহনে, বনে বনে তাহা আজ,
জাগিছে মম মনে।
তব অদর্শন-বিরহ শূল, যাতনা যে তাতে নহে সে তুল,
দিবানিশি মন ছিল ব্যাকুল, গেছে কি দুঃখ মনে।

চাঁদ বদনা, কি যে সে ভাবনা, জান না তুমি বিরহ বেদনা,
হইত মনে আর পাবনা, প্রেয়সী প্রাণ ধনে।
তুমি ত প্রিয়ে সদা সুখমনে, থাকিতে হরিষে অশোক বনে,
ভ্রমে ভুলে চন্দ্রাননে, ভাবতেনা প্রিয়জনে। ১২২।

পাহাড়ি—আড়াঠেকা।

আমার কপালে বিধি এত দুখ লিখেছিল,
ভাবিতে ভাবিতে সখি এ ছার জীবন গেল।
দারুণ বিরহানলে, নিয়ত মরম জ্বলে,
এত দহে, তবু সখি কেন ভস্ম না হইল ?
ক্ষণেক মিলন হলে, বিরহ ঘটিল বলে,
আশঙ্কায় প্রাণ যায়, এ হতে মরণ ভাল। ১২৩।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

হৃদয় পিঞ্জরের পাখী কোন দেশে উড়ে গেল।
তাহার বিরহ শোকে প্রাণ হয়েছে আকুল।
উভয়ে উভয় পাশে, ছিলাম মনের উল্লাসে,
সমভাবে ভাবি হরে, সুখে কাটাইতাম কাল।
ভাঙ্গিল সুখের বাসা, ঘুচিল আশা ভরষা,
কার মুখ চেয়ে এখন জীবন ধরিব বল।
প্রণয় প্রতিমা তার, জাগিছে হৃদে আমার,
ভাসিছে নয়নে সদা হইয়ে উজল।
চির প্রেমের বন্ধনে, বাঁধা আছি তার মনে,
বিধি হেন জনে কোথায় লুকায়ে রাখিল। ১২৪।

কাণাংড়া—কাওয়ালী।

আমার মনের দুখ চির দিন মনে রহিল।
ফুকারে কাঁদিতে নারি, বিচ্ছেদে প্রাণ দহিল।
একবার ভাবি সখি, মনেরে বুঝায়ে রাখি,
প্রবোধ না মানে আঁখি, সদা করে ছল ছল। ১২৫।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

কেন আজি কাঁদে প্রাণ মন,
নিয়ত নাচিছে সখি মম দক্ষিণ নয়ন।
মনে নাহি সুখোদয়, কেন লো এমন হয়,
চারিদিক শূন্যময় করি দরশন।
কি আছে বিধির মনে, বল জানিব কেমনে,
হেন জ্ঞান হয় মনে, হারাই বুঝি পতিধন। ১২৬।

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

বিরহ বেদনা কেমন,
সে জানে বিরহানলে জলে যার মন।
দহন দাহন ক্লেশ, সেই জানে সবিশেষ,
বারেক দহনে দগ্ধ হয়েছে সে জন। ১২৭।

খট্ মিশ্র—ভরতদ্বা।

বিরহ বরং ভাল এক রকমে কেটে যায়।
প্রেম তরঙ্গে রঙ্গ নানা, কখন হাসায় কখন কাঁদায়।

এই পায়ে ধরি, এই মুখ দেখ প্রাণ উঠে জ্বলে,
কাছ থেকে সরি—
আবার না দেখে তা'য় তখনি মরি,—
হায় রে হায় বলিহারি, নাচিয়ে বেড়ায় পায় পায়। ১২৮।

আলেয়া—আড়াঠেকা।

উতলা হয়োনা ব্যাকুলা ললনা,
স্বামীর তরেতে বিরহে মগনা।
কমলিনী সোহাগিনী, আসিবে সে নৃপমণি,
ভেবোনা লো আর ভেবোনা ভেবোনা। ১২৯।

কানেড়া মিশ্র—কাওয়ালী।

কেমনে বল সজনী আশা দিব বিসর্জ্জন।
আসি বল সে গিয়াছে, আশায় আছে জীবন।
আশা বিনা সে কি জানে, ভুলেছে সে প্রাণ কি মানে,
প্রাণ রেখেছি সযতনে, পাব বলে সেই ধন। ১৩০।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

আমার মন বেদনা কভু জানাওনা তায়।
শুনিলে আমার দুখ সে বুঝি বেদনা পায়।
সে বাসে না বাসে ভাল, ভাল থাকে সেই ভাল,
শুনে তার ভাল ভাল, তবু মোর প্রাণ জুড়ায়। ১৩১।

দেহাগ—মধ্যমান।

আমি মরি যার বিরহ অনলে।
সে না মনে করে অধিনী বলিয়ে।
শুনলো সজনী, উপায় না জানি,
দিবা নিশি ভাসি নয়নেরি জলে। ১৩২।

ভৈরবী—খাড়াঠেকা।

কামিনী কোমল মনে বিরহ কি যাতনা।
অনাথিনী জানে সখি অনাথিনী বেদনা।
যেন ফণি মণি হারা, নয়নে সলিল ধারা,
দীনা হীনা ক্ষীণাকায়া, অবিরত ভাবনা। ১৩৩।

পাহাড়ী—আড়াঠেকা।

কি সুখ জীবনে আর, হে সখি আমার গো।
জীবন রতনে আমি পাব কি আবার গো।
প্রাণনাথ ছাড়ি মোরে, অকালে অনাথা করে,
লুকালেন চিরতরে, করিয়ে আঁধার গো।
বলনা কেমনে তবে, দুখিনা বাঁচিয়া রবে,
ত্যজিব এ পোড়া প্রাণ, পাপ দেহভার গো। ১৩৪।

ভৈরবী—একতালা।

যায় দিন যায়, দিনমণি যায়,
নিবিয়া নিবিয়া রে।

সাগর নীলিমে, বাড়ব অনল,
মিশিয়া মিশিয়া রে!
হায় দিন যায়, দেখিতে দেখিতে,
ছায়াতে মিশায় রে।
সকলিতো যায়, কেবল দুখের,
জীবন না যায় রে। ১৩৫।

ঝিঁঝিট—একতালা।

এত আশা ভালবাসা ভুলিলে কেমনে।
এই কালিন্দীর তীরে, এই কালিন্দীর নীরে,
এই তরুতলে এই নিবিড় কাননে।
বসি এই শীলা তলে, এই নির্ঝরণী কূলে,
বলে ছিলে কত কথা, ভুলিলে কেমনে। ১৩৬।

পূরবী—আড়াঠেকা।

বসন্তের কাল গেছে, কেন ফুল ফুটিবে আর।
ভানু গেছে অস্তাচলে হবে নাকি অন্ধকার?
ছিল প্রাণ সে দিয়াছে, দেহ কি আর দেহ আছে,
কাহারে কেমন আছ শুধাইছ বার বার। ১৩৭।

আলেয়া—জলদ তেতালা।
প্রেম বিচ্ছেদে কি যায়,
বিরহ না হলে, প্রেমে নাই সুখোদয়।

মিলনে থাকিলে পরে, ভাবে নাকো কেহ কারে,
পড়িলে বিচ্ছেদ নীরে, অঙ্কুর বাড়ায়। ১৩৮।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

বিধি দিলে যদি বিরহ যাতনা,
প্রেম গেল, কেন প্রাণ গেল না ?
হইয়া বহিয়া গেছে, প্রেম ফুরায়েছে,
রহিল কেবল প্রেমেরি নিশানা। ১৩৯।

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কি হল কি হল আজ অভাগিণী কপালে,
ওরে পোড়া বিধি কেন এত বাদ সাধিলে।
অনেক যতন-নিধি, দিয়ে হরে নিলি বিধি,
এই কি তোমার বিধি কাঙ্গালিনী করিলে ! ১৪০।

সিন্ধু খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

মরি হায় প্রাণ যায় তার বিরহ বাণে ;
সে আমারে আমি তার জানিতাম মনে।
সদা অন্তর অন্তরে, যতনে রেখেছি যারে,
কে জানে বিচ্ছেদ হবে তাহারি সনে ! ১৪১।

পিলু—ঠুংরী।

সাধে কি কাঁদে আমার প্রাণ,
হৃদে হানিছে বিচ্ছেদ বাণ।

তাহারি কারণ, জীবন ধারণ,
তাহার অদর্শন মরণ সমান। ১৪২।

সিন্ধু—আড়খেম্‌টা।

না হলে বিচ্ছেদ-দুখ প্রণয়ে কি সুখোদয়।
সোহাগা সংযোগে সই সুবর্ণ উজ্জ্বল হয়।
শুন ওলো গুণবতী, দুঃখিত হওনা অতি,
প্রণয়ের এই গতি, সুখ দুখ সবে কয়। ১৪৩।

পূরবী—আড়াঠেকা।

তাই কি মনে করে মানভরে অভিমানে আছ,
জ্বালিয়ে বিরহানল, দাহন হতেছ!
প্রণয়ে যতেক হয়, সকলি কি মনে রয়,
তা হলে কি বিচ্ছেদ হয়, কার মুখে শুনেছ। ১৪৪।

সম্ভাষণ।

পাহাড়ী—আড়া।

মনে কি পড়েনা প্রিয়ে সেই দিন সেই স্থান,
যে দিন তোমার হাতে দিয়ে ছিলাম মন প্রাণ।
দিবা অবসান হলে, সেই যে কদম্ব তলে,
প্রেমের পুতলী ভুলে হৃদয়ে দিলাম স্থান।
সে রস নিরখি পাখী, শাখার উপরে থাকি,
আনন্দে অধীর হয়ে গেয়েছিল প্রেম গান।

প্রেমামৃত রস নিয়ে, ছিলেন বিভোর হয়ে,
আদর করিনি বলে করেছিলে অভিমান। ১৪৫।

কালাংড়া—খেম্‌টা।

আয় লো সজনী তোরা কে নাচিবি আয় লো,
মন সাধে প্রেম সাধ, কে মিটাবি আয় লো।
গগণে হাসিছে শশী, ফুল হাসে মৃদুহাসি,
চঞ্চল তটিনী-হাসি কে দেখিবি আয় লো।
গগণে উধাও হায়, মৃদুল পবন বায়,
অঞ্চলে সুচারু চাঁদে কে বাঁধিবি আয় লো। ১৪৬।

সরজ—ঝাঁপতাল।

সরসে কমল বালা আঁখি মেলে চায় না,
ভ্রমরেতে ঘুম ঘোরে গুণ গুণ করে না।
খুলে বেণী কুমুদিনী, শশী প্রেমে পাগলিনী,
দলে দলে, ঢলে ফুটে, নিশিতে ঘুমায় না।
ফুলে ফুলে বুলে বুলে, মলয় আকুল হলে,
তারা দলে চলে চলে নীরদে মিশায় না;
নেহার গগণে শশী, যামিনী যে যায় না। ১৪৭।

জুম-খাম্বাজ—খেম্‌টা।

ফুল তুলি আয় লো সজনী, সাজাবো মনের সাধে;
দেখ্‌বো কেমন প্রেমিক অলি, কাঁদে কি না কাঁদে।

কুসুমের মালা গাঁথা, একলা কেন পরবে লতা,
তুলবো রতন, কুসুম ভূষণ, ধরবো রসিক চাঁদে।
ধরবো মোহিনী ছবি, সাজবো আজ বনদেবী,
রাখবো খোঁপাতে বেঁধে, মদনেরি ফাঁদে। ১৪৮।

পিলু বারোঁয়া—দাদ্‌রা।

প্রেমের এই মানা, না হলে প্রেমতো রবে না,
পিয়া বিনে কারু পানে চাইতে পাবে না।
প্রেমে সদাই অভিমান, প্রেম চায় ষোল আনা প্রাণ,
(ময়না কথার টান)
প্রেম সরু সুতোয় বাঁধা বাঁধি,বাতাসের তো ভার সবে না।১৪৯।

বেহাগ—জয়জয়ন্তী।

চাও চাও মুখ ঢেকো না সরম পাবে না,
চখে নাও সুখের ছবি, ভাঙ্গলে যুগল ভাব রবে না।
যে ভাব যার উঠ্‌ছে মনে, দেখ সে ভাব চাঁদ বদনে,
চখে চখে চাওনা দুজনে—
না হলে আঁখির মিলন, মরম কথা কেউ পাবে না। ১৫০।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

গেল সুদিন কুদিন তোমার চারুবদনী।
শুনে হাসি পায়, মরি গো লজ্জায়,
কাল প্রভাতে নাকি হবে সন্ন্যাসিনী।

অনাহারে উপবাসে, পূজে ছিলে কীর্ত্তিবাসে,
তার কীর্ত্তি রাখ্‌লে শেষে, ধন্য লো ধনী। ১৫১।

কালাংড়া—একতালা।

জানি যত ভাল বাস, কেন শঠতা প্রকাশ,
হৃদে বিষ, মুখে মধু, কাষ্ঠের হাসি হাস।
কথাতে তোষ হে মন, বাক্যে সুধা বরিষণ,
কাজে সরল নয় তেমন;
দিব দিব কথায় বল, পূরাও অভিলাষ। ১৫২।

মুলতান—কাওয়ালী।

আগে ভালবাসা জানাইলে প্রিয়ে বলে,
শেষে ছলনা করিয়ে আমার মন নিলে।
প্রথম মিলন কালে, করিয়ে যতন,
শেষে অকূল পাথারে আমায় ভাসাইলে। ১৫৩।

সিন্ধু—মধ্যমান।

পরেরই কথায় কে কোথায় প্রেম ত্যজেছে,
যে জন মজেছে, দুঃখ পেয়েছে, সুখ জেনেছে।
সকলে বড় তাতে, অন্যের হলে সবাই তাতে,
দেয় না কেন হাতে তাতে, কেনা প্রেমে কেনা আছে? ১৫৪।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—আড়াখেমটা।

প্রাণ সই সইলো সই, ও তার এত অযতন,
আমি যারে তুষি, সে ত তোষে না তেমন।
প্রথম প্রেমেরি তরে, যে সেধেছে পায়ে ধরে,
এখন সাধিলে তারে, সে হয় জ্বালাতন। ১৫৫।

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

চখের দেখা দেখে যাব, কিন্তু আশা না ছাড়িব,
তোমার যে ভালবাসা কোন দিন অপমান হব।
মনে যত ছিল আশা, সে আশা হল নৈরাশা,
হতেছে প্রেম পিপাসা, যত দিন প্রাণে বাঁচিব। ১৫৬।

অহং কানেড়া—পোস্তা।

বলে ফুল দুলে দুলে, তুলে দেলো বঁধুর গলে,
সোহাগ আর কোরবি কবে, যাবে মধু বাসি হলে।
ফুটেছি আমোদ ভরে, তুলে নেযা আদর করে,
তোলনা আর পাবেনা, বলে কুসুম হেঁসে ঢলে। ১৫৭।

আশা যোগিয়া—একতালা।

কিরে চাও প্রেমিক সন্ন্যাসী,
ঘুচাও ব্যথা, কওনা কথা, কার প্রেমে হে উদাসী।

রয়েছ মত্ত ধ্যানে, তবু তোমার কেবা জানে,
অনুরাগী, সুধাই যোগী, প্রাণ দিলে কি লও হে আসি ? ১৫৮।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

প্রিয়জন সমাগমে আজি মন আনন্দে পুলকিত হইল,
বহুদিন পরে দেখিয়া তোমারে প্রীতি সরোবর উথলিল।
করহে বিতরণ প্রণয়ালিঙ্গন, নির্ব্বাণ কর বিরহানল,
আশাভরে মন ছিল এত দিন, উচাটন সদা চঞ্চল ;
হেরি তোমাধনে সকল ভাবনা দূরে গেল। ১৫৯।

খাম্বাজ—একতালা।

সুখের হাসি চাপ্‌লে কি হয়, প্রাণের হাসি চোকে খেলে,
হৃদয়ের ভাব লুকিয়ে কি রয়, প্রেমের তুফান ঢেউয়ে চলে।
লাজের শাসন মানে কি মন, সরম ভূষণ নারীর বলে,
(ওলো) ব্যথার ব্যথা হয়লো যে জন তারে কি ভুলাবি ছলে ?১৬০

পাহাড়ী পিলু—খেম্‌টা।

ছি ছি ছি ভালবেসে আপন বশে কে রয়েছে ?
সাধে বাদ আপনি সেধে কেঁদে কেঁদে দিন বয়েছে।
যেচে প্রাণ ধারে বেচে, কে কবে দাম পেয়েছে ?
দিন গিয়েছে, প্রাণ রয়েছে, সাধের খেলা কাল হয়েছে।১৬১।

বারোয়াঁ—ঠুংরী।

আর তোমার আলাপে কাজ নাই,
যে আলাপে মনস্তাপে প্রাণে ব্যথা পাই।
যে দিয়েছ প্রাণে ব্যথা, হৃদয়ে রয়েছে গাঁথা,
এখন যে কই কথা, লোকলাজ নাই।
গোড়া কেটে জল ঢালা, লাথি মেরে পায়ে ধরা,
এই কি তোমার প্রেমের ধারা, বলিহারি যাই। ১৬২।

গৌরী—দাদ্‌রা।

প্রেম যদি শিখিতে হয়, মানুষের কাছে নয়,—
সাঁজের রবি প্রেমের ছবি, প্রেমের আলো আকাশময়।
ঐ রবি সই প্রেমের খেলা, খেল্‌চে কেমন সাঁজের বেলা,
আধেক আঁধার আধেক আলো, কমল বালা চেয়ে রয়;
দূরে দুজন—তবুও প্রাণে প্রেমের তুফান বয়। ১৬৩।

ইমণ বেহাগ—একতালা।

হায় রে হায় প্রেমিক যে জন, সে কেন চায় ভালবাসা,
দিলে নিলে বদল পেলে, ফুরিয়ে গেল প্রেম পিপাসা;
প্রেমে চায় ভাল বাসি, পরাবে না পর্‌বো ফাঁসি,
চায় না প্রেম কেনা বেচা, ভাল বেসে পুরায় আশা। ১৬৪।

ঝিঁঝিট—একতালা।

তোমার আশায় রয়েছে চারিজন;
কে কে শোন্—আমার মন, প্রাণ, নয়ন, আর শ্রবণ।

আশাতে আকাশে তুলে, শানে ফেলে আছাড়িলে,
ছি ছি নাথ কঠিন এমন। ১৬৫।

ঝিঁঝিটখাম্বাজ—পোস্তা।

আমার এ সাধের তরি, প্রেমিক বিনে নিই না কারে,
যে জনা প্রেম জানে না চড়তে মানা, ডোবে তরি একটু ভারে।
মনে মনে বুঝে দেখ, এস যদি প্রেমিক থাক,
যে ধর প্রেম-পসরা, এস ত্বরা নে যাই পারে।
প্রেম তুফানে তরি ভাসে, দেখ্‌লে প্রেমিক কূলে আসে,
ঢেউ দেখে যে ভয় পাবে না, অকূলপারে নে যাই তারে। ১৬৬।

বাংলা—কেরতা।

বিধুমুখী আমি তোমারে
ভিন্ন ভাবিনা অন্তরে।
আমি তরুমূল, তুমি লো লতা,
তুমি বৃক্ষ ডাল, আমি লো পাতা,
বদন তুলে প্রিয়ে কহ লো কথা,
আজ প্রিয়ে কর প্রেম দান আমারে। ১৬৭।

ঝিঁঝিট—আড়খেম্‌টা।

ক্ষান্ত দিয়েছি আমি দেখে শুনে,
আমি চোর দায়ে পড়েছি ধরা, প্রেম করে তোমার সনে।
যার নদীর কূলে বাস, তার ভাবনা বার মাস,
হয় তো ভাল, নয় তো মন্দ, নয় তো সর্ব্বনাশ,
আর প্রেম কর্‌বো না তোমার সনে। ১৬৮।

পিলু—কাওয়ালীখেম্‌টা।

সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে,
কে আছ কাণ্ডারী হেন, কে যাইবে সঙ্গে।
ভাস্‌ল তরি সকাল বেলা, ভাবিলাম এ জল খেলা,
মধুর বহিবে বায়ু, ভেসে যাবে রঙ্গে।
গগনে গরজে ঘন, বহে খর সমীরণ,
কূল ত্যজি এলাম কেন মরিতে আতঙ্কে।
মনে করি কূলে ফিরি, বাহি তরি ধীরি ধীরি,
কূলেতে কণ্টক তরু বেষ্টিত ভুজঙ্গে।
যাহারে কাণ্ডারী করি, সাজাইয়া দিনু তরি,
সে কভু নাদিল না পদ তরণীর অঙ্গে। ১৬৯।

পাহাড়ী পিলু—খেম্‌টা।

না জানি সাধের প্রাণে, কোন্‌ প্রাণে প্রাণ পরায় ফাঁসি;
আমি ত প্রাণ দেব না প্রাণ নেবনা, আপন প্রাণে ভাল বাসি।
চপলা করে খেলা ধরে গলা, বেড়াই সদাই অভিলাষী;
তারা তুলে পর্‌বো চুলে, কর্‌বো চুরি চাঁদের হাসি। ১৭০।

পিলু—খেম্‌টা।

চাইব না লো কুসুম পানে, চাইবো নাকো আর,
চাইলে পরে শুকিয়ে যাবে, ফুটবে নাতো আর।
এ ফুল যখন ফুটবে ধনি, শোভা হবে কমলিনী,
ও তার মন-মজানে হৃদয় খানি সুখের পারাবার। ১৭১।

ঝিঝিট—দাদরা।

মনমোহিনী প্রাণ সজনী তুমিলো মোর প্রেমের মহাজন,
আমায় শিখিয়াছ যা, শিখিয়াছি তা,
জানিনে কি হবে এখন।
তুমি উঠাও বসাও কাঁদাও হাসাও,
কে আছে তোমার মতন। ১৭২।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

মেঘ দরশনে হায় চাতকিনী ধায় রে,
সঙ্গে যাবি কে কে তোরা, আয় আয় আয় রে।
মেঘেতে বিজলি হাসি, আমি বড় ভালবাসি,
যে যাবি সে যাবি তোরা, গিরিজায়া যায় রে। ১৭৩।

কীর্ত্তন—ভুক সুর।

সিন্ধু কূলে রই নূতন তরি বই,
পারে তোরা কে যাইবি গো।
নূতন ডিঙ্গায় নূতন মাঝি, পারে তোরা কে যাইবি গো,
দান দিবে যেই, পার হবে সেই,
দান দিয়ে কে যাইবি গো।
ওই দেখ বয়, মধুর মলয়,
এই বেলা কে যাইবি গো।
তুলে দিব পাল, না ছাড়িব হাল,
সুখের পারে কে যাইবি গো।

যদি পথিক পাই, কূল ত্যজে যাই,
অকূল মাঝে কে যাইবি গো।
পাইলে তুফান, আগে দিব প্রাণ,
আমার সাথে কে যাইবি গো। ১৭৪।

কানাংড়া—খেম্‌টা।

যদি বুক ফেটে যায় প্রাণ সজনী,
তবু মুখ ফুটে বোল্‌বো না।
ইসারাতে জানিয়ে যাবো,
রসিক হয় তো যাবে জানা।
নাগরে কামনা করে, এবার পুরুষ হব মোরে,
সকল দুঃখ যাবে দূরে, মনের বেদনা। ১৭৫।

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

মানে মানে প্রাণে প্রাণে, যদি রে প্রিয়ে বেঁচে থাকি,
দেখবো কত, দেখ্‌লাম কত, আর কত আছে বাকি।
যে জ্বালা দিয়েছ মোরে, রেখেছি সব জমা করে,
জমা খরচ মিলন করে, শেষে বুঝেলব বাকী। ১৭৬।

পিলু খাম্বাজ—ভরতঙ্গ।

মুচ্‌কি হেসে চাঁদের হাসি চল্‌লো চাঁদবদনি,
চাঁদের করে সুর মিলিয়ে, তোল্‌ লো সই সুতান খানি।
রঙ্গন ফুলের রঙিন হাসি, দেখ্‌বি যদি আয় লো ধনি,
ঝোরে গেছে পাপ্‌ড়িগুলি, যেন ভাঙ্গা রাঙ্গা চুনি।১৭৭।

মালকোষ—মধ্যমান।

কপটে আমারে, এত দুখ দেওয়া ভাল নয়,
মনে দুখ দিলে পরে, প্রাণে দুখ পেতে হয়।
ভাল বাসা গেছে জানা, কথায় কথায় প্রবঞ্চনা,
যে যাহারে ভাল বাসে, ব্যাভারে তা জানা যায়।
মুখে মধু, হৃদে বিষ, কথায় কথায় কর রিস্,
মুখে বল ভাল বাসি, ও কথা কি প্রাণে সয় ? ১৭৮।

সিন্ধু—মধ্যমান।

আমি কি প্রিয়ে তোমারে ভুলিতে পারি,
যেখানে সেখানে থাকি, অনুগত তোমারি।
শুন প্রিয়ে তোমারে কই, তোমা ছাড়া কারো নই,
কথায় কথায় প্রাণেশ্বরী করো না বদনভারি। ১৭৯।

খাম্বাজ বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

সাধে কি প্রেয়সী শশী, তোমায় এত ভাল বাসি,
কে কোথা দেখেছে হেন, অনুপম রূপরাশি।
অনিল-তড়িত কেশ, বিমল কমল কেশ,
পুনঃ পুনঃ পরশিছে, কিবা রূপ পরকাশি।
কিবা রূপ মনোহর, শরতের শশধর,
অধর অমিয়াময়, মরি কি মধুর হাসি।
হেরি জ্ঞান হয় হেন, প্রভাতের পদ্ম যেন,
বসিছে ভ্রমরা বৃন্দ, মকরন্দ অভিলাষী। ১৮০।

সিন্ধু খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

ঐ দেখা যায় বাড়ী আমার, চারদিকে মালঞ্চ ঘেরা,
ভ্রমরাতে গুন্ গুন্ করে, কোকিলেতে দিচ্ছে সাড়া।
ভ্রমরা ভ্রমরী সনে, আনন্দিত কুসুম বনে,
আমার ঐ ফুল বাগানে, তিলেক নয় বসন্ত ছাড়া।১৮১।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

আমি কি জানি প্রিয়ে অন্তর অন্তরে,
কি আর নাস্তিক জানি তোমার অন্তরে।
দিবা নিশি আছ তুমি আমার অন্তরে,
অন্তর অন্তর হলে, জানিতে অন্তরে। ১৮২।

বারোঁয়া খাম্বাজ—খেম্‌টা।

প্রাণ সঁপে যে এমন হবে তাও তো জানিনে,
ভাল বেসে অবশেষে প্রাণে বাঁচিনে।
জান্‌তেম যদি এমন হবে, অমৃতে গরল উঠিবে,
তা হলে কি ভুলি কভু নারীর ছলনে? ১৮৩।

প্রেম—কৃষ্ণ-প্রেম।

বৃন্দাবন।

লয়ী—খং।

নির্ম্মল সলিলে, বহিছ সদা তটশালিনী সুন্দরী যমুনে ও,
কতকত সুন্দর, নগরী তীরে, রাজিছে তটযুগ ভূষি ও।
পড়ি জল নীলে, ধবল সৌধ-ছবি, অনুকারিছে নভ অঙ্গন ও,
যুগ যুগ বাহী,প্রবাহ তোমারি, দেখিল কত শত ঘটনা ও।
তব জলবুদ্বুদ, সহ কত রাজা, পরকাশিল লয় পাইল ও,
কল কল ভাষে, বহিয়ে কাহিনী, বহিছে সবে কি পুরাতন ও।
স্মরণে আসি, মরম পরশে কথা, ভূত সে ভারত গাথা ও.
তব জল কল্লোল, সহ কত সেনা, গরজিল কোন দিন সমরে ও।
আজি সব নীরব, রে যমুনে সব, গত যত বৈভব কালে ও,
শ্যাম সলিল তব, লোহিত ছিল কভু, পাণ্ডব কুরুকুল শোণিতে ও।
কাঁপিল দেশ, তুরগ গজভারে, ভারত স্বাধীন যে দিন ও।
তব জল তীরে, পৌরব যাদব, পাতিল রাজ সিংহাসন ও।
শাসিল দেশ, অরিকুল নাশি, ভারত স্বাধীন যে দিন ও।
দেখিলে কি তুমি, বৌদ্ধ পতাকা, উড়িতে দেশ বিদেশে ও।
তিব্বত চীনে, ব্রহ্ম তাতারে, ভারত স্বাধীন যে দিন ও।
এ জলধারে, ধারে বহিল কভু, প্রেম বিরহ আঁখি নীর ও।
নাচিল গাইল, কত সুখ সম্পদ, এ তব সৈকত পুলিনে ও।
এ তনু মুকুরে আসি পূর্ণশশী, নিরখিত মুখ যবে শরদে ও।
ভাসিত দশদিশি উৎসব রঙ্গে, প্লাবিতো চিত সুখ উৎসে ও।

সে তুমি সে শশী, তীরে অনিল সে, তবু সব মগন, বিষাদে ও।
নাহিক সে সব, প্রমোদ উৎসব, গ্রাসিল সকলে কালে ও।
যে মুরলী স্বনে, নিবিড় নিশীথে, উন্মাদিত ব্রজবালা ও।
আকুল প্রাণে, তব তট পানে, ধাইত হব সন্ধানে ও।
মন্থিত বিরহে শ্বাস পবন কত, বিরচিতো বলি তব হৃদয়ে ও।
সুহৃদ সমাগমে, পুন এই দর্পণে, প্রতিবিম্বিতো সিত হাসি ও।
সে সব কৌতুক, কাল কবল আজি, রেশ না রাখিল শেষ ও।
কই সেই গৌরবনিকুঞ্জ সৌরভ, হলো পরিণত হত-কাহিনী ও।১৮৪।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

নীল সলিলা লহরী লীলা ওগো যমুনা তটিনি ;
তোর শ্যাম তটে, শ্যামের বাঁশরী,
বাজিত দিবা যামিনী।
ও তোর নীল কোমল গায়,
ছলিত শ্যামের নীল ছায়,
নীলে নীলে নিখিল ধরণী, হইত নীল বরণী।
শুনিয়ে মুরলী, উছলি উছলি,
হতিস্ উজান বাহিনী। ১৮৫।

পাহাড়ী—কারকা।

আমি বৃন্দাবনে বনে বনে ধেনু চরাব।
খেল্‌বো কত ছুটোছুটী বাঁশী বাজাব।
খেলতে বড় ভালবাসি, ছুটে ছুটে তাইত আসি,
আমার মনের মত খেলার জুটি, কতজন পাব। ১৮৬।

কীর্ত্তন।

আজকের মতন যতন করে সাজিয়ে দে মা নন্দরাণী,
আর আমি যাবনা বনে, ত্বরা খেতে দে মা ক্ষীর ননী।
রাখালেরা আর আস্‌বে না, সাধের গোষ্ঠে আর যাব না,
গোষ্ঠের কথা আর বল্‌ব না, মিনতি শোন গো জননী।
(ও মা নন্দরাণী আজকের মতন সাজিয়ে দে মা)
নন্দরাণী তোরে আকুল করে গোকুল ছেড়ে
গোধন লয়ে গোষ্ঠে আমি যাব না জননী। ১৮৭।

পূরবী—আড়াঠেকা।

দিবা অবসান হল,
এখনো কেন গোপাল আমার,
গৃহে না এল।
গোপালে পাঠায়ে বনে,
চেয়ে আছি পথ পানে,
কতক্ষণে আস্‌বে গোপাল,
অস্তাচলে সূর্য্য গেল।
লয়ে ধেনু বৎসগণে,
রঙ্গিয়ে রাখালের সনে,
গেছে বুঝি দূর বনে, খেলিতে খেলিতে;
কিম্বা সে উদ্ধত হয়ে,
বলরামে না কহিয়ে,
ক্ষুধাতে ব্যাকুল হয়ে,
বুঝি কারে মা বলিল। ১৮৮।

ললিত যোগিয়া—আড়াঠেকা।

নীলমণি ধন দিব না আর গোষ্ঠেতে,
বলাই ফিরে যা তোর গৃহেতে।
আমার একেলা নিমাই, মা বলিতে নাই,
গোপাল যদি নিবি বনে, পাষাণ দে আমার বুকেতে। ১৮৯।

পাহাড়ী—কার্ফা।

শ্রবণ ভরে শোন্‌রে ওই, বাঁশী বেজেছে,
নয়ন ভরে দেখ্‌রে (আমার) কানু এসেছে।
টেনে কেন বৎস গুলি, চাচ্ছে ফিরে চক্ষু খুলি,
শুক্‌সারী কুল আপ্‌না ভুলি, কেন মেতেছে?
ওপাশ থেকে বলার শিঙ্গে,—ধু, ধু,—বেজেছে।
উঠ্‌লো ওধার ধবল কায়া,
ভাস্‌লো এবার শ্যামল ছায়া,
সাদায় কালোয় মিশিয়ে গিয়ে, এক হয়েছে। ১৯০।

দেওগিরী—ঢিমাতেতালা।

পাষাণ চাপা মায়ের বুকে, স্বচক্ষেতে দেখে গেলে।
যত দ্বারী করে বন্ধন, তত ডাকি আয় কৃষ্ণধন,
মনে নাই দুখিনীর বেদন, হয়ে যশোদার ছেলে।
জনকের যন্ত্রণা বল শুনে হবে সুখজনক,
পাসরি রয়েছ জনক, গোকুলে পেয়েছ জনক,
ঐ দেখ দাঁড়ায়ে পায়ে, আরও প্রহার পারে না রে,
দিনান্তে না খেতে পেয়ে বাঁচে কেবল কৃষ্ণ বলে।

বল তারে ভাল করে, গিয়াছে খুব ভাল করে,
মাতা পিতা হত্যা পাতক কিছুই না মনে করে;
সুদন বলে ও দেবকি, ও কথা আর বল্‌ব কি;
চিরকাল ত এমনি দেখি, পাতকী তোমার ছেলে। ১৯১।

লোলিত যোগিয়া—আড়াঠেকা।

হায় আমি কি করিলেম, রতন পেয়ে হারালেম,
পরের কথায় ঘরে দিলাম অনল গো।
অক্রুর বা কোথা কার কে, সে আমা সবাকার কে,
তাহাকে বা চিনে কে,
সে কেন নীলমণিকে হোরে নিল গো। ১৯২।

ললিত যোগিয়া—আড়াঠেকা।

বল বল নারদ মুনি মথুরায় এই দুঃখের সমাচার,
দিবা নিশি ব্রজবাসী করে হাহাকার।
কেঁদে কেঁদে ব্রজের রাখাল ধুলাতে লুঠায়,
গোপাল বিনে ব্রজের গোপাল উর্দ্ধ মুখে ধায়,
শত বর্ষ কৃষ্ণহারা, এ দুঃখিনীর বাঁচা ভার। ১৯৩।

মঙ্গল বিভাস—একতালা।

এত দিনের পর, কৃষ্ণ রে আমার,
দুখিনী মা বলে মনে হয়েছে।
হারায়ে কৃষ্ণ নিধি, কাঁদি নিরবধি,
সেই অবধি বুকে পাষাণ চাপা আছে।

কৃষ্ণ তোমায় করে গর্ভেতে ধারণ,
নিরবধি মায়ের নিগূঢ় বন্ধন।
বেদে শাস্ত্রে বলে, ওরে বাছাধন,
কৃষ্ণ নামে ভবের বন্ধন জ্বালা ঘুচে। ১৯৪।

ভৈরবী—একতালা।

কে এলি রে গোকুলে,
কে আমায় ডাক্‌লি মা বলে ?
এলি কি গোপাল আমার,
আয় করি কোলে। ১৯৫।

জংলা—একতালা।

কি হবে কি হবে, হোল কি একি দায়,
কাল ছায়া দেখে রাণী গোপাল বলে ধত্তে যায়।
গগনেতে দেখে শশী, বলে আমার কাল শশী,
এনে দে ঐ প্রাণের শশী, বলে রাণী মূর্চ্ছা যায়।
জলে দেখে নীল কমল, বলে আমার কাল কমল,
জলে কেন কাল কমল গেল ?
ধেয়ে গিয়ে সরোবরে, কাল কমল লয়ে করে,
বলে এনেছি ধরে,—যেন পাগলিনী প্রায়। ১৯৬।

আলাইয়া—মধ্যমান।

কি দেখিলাম কেশব, ব্রজবাসী সব,
শবপ্রায় সব, পড়ি ধরাসনে।

জীর্ণ শীর্ণ ছিন্ন ভিন্ন, জ্ঞান বিভিন্ন,
তোমা ভিন্ন হয়ে আছে বৃন্দাবনে।
গোকুল আকুল গোকুলচন্দ্র হয়ে হারা,
শুন ওহে তারানাথের নয়ন তারা,
তারায় বহে ধারা, তারাকারা ধারা,
জ্ঞান নাই আর, বাঁচে কত তারা, নয়নতারা বিনে।
মা যশোদা সদা করে ধরে গর,
ডাকে গোপাল গোপাল করে উচ্চৈস্বর,
একবার গুণেশ্বর, হয়নি অবসর আসিবার,
ধর ধর সর তোর দিই চন্দ্রাননে। ১৯৭।

মধুকানের সুর।

দেখতে যেন কাঙ্গালিনীর মত,
না হইলে কাঁদিবে কেন এত!
গোপাল আয়, গোপাল আয় বলে,
বলে, এই ছিল কপালে, আনতেম নারে জানতেম যদি এত।
মুক্ত কেশে, মুক্ত ভাসে নয়নের নীরে,
বলে, মলেম দারীর হাতে মুক্ত কর মোরে।
ধন হারা কাঙ্গালী নয় রে, উহার প্রাণ কেবল কৃষ্ণগত। ১৯৮।

পাহাড়ী—খং।

এস রে কানাই, কোথা আছ ভাই,
মরেরে রাখাল দেখ না দেখ না।

আরে রে গোপাল, ব্রজের রাখাল,
তোমা বিনে আর কিছুত জানে না।
চারি দিকে ঘেরি দিব করতালি,
গোঠে গিয়ে খেলি, এস বনমালী;
লয়ে বনফল, চক্ষে বহে জল,
ওরে কানু তোরে আর কি পাব না?
হাম্বা রবে ধেনু ডাকিছে তোমায়,
সকাতরে চায় দূর যমুনায়,
তৃণ না পরশে, আঁখি জলে ভাসে,
তুমি কি বেদনা বুঝ না বুঝ না? ১৯৯।

ঝিঁঝিট—একতালা।

আয় রে আয় কানাই বলাই,
আয়নারে ভাই ব্রজে যাই।
তিন দিন না দেখে তোদের,
বুঝি মা যশোদা বেঁচে নাই।
সবাকার প্রাণ হরণ করে, কেমন করে পরাণ ধরে,
এ ছার মথুরাপুরে, সব ভুলে রয়েছ ভাই;
গোঠের খেলা কদমতলা, কিছুই কি আর মনে নাই? ২০০।

খাম্বাজ—একতালা।

আর তো ব্রজে যাবো না ভাই যেতে প্রাণ নাহি চায়,
ব্রজের খেলা ফুরিয়ে গেছে, তাই এসেছি মথুরায়।

বাপ পেয়েছি, মা পেয়েছি,
ছেলে খেলা ভুলে গেছি,
তোমরা সবাই মা বলে ভাই, ভুলিয়ে রেখো যশোদায়।
ননী খেও, গোঠে যেও, প্রেম বিলাইও গোপীকায়।
এই নে চূড়া, এই নে ধড়া, জন্মের মত বিদায় দেরে,
আমার মত বাঁকা হয়ে দাঁড়িও রে কদমতলায়;
বাজিও বাঁশী, বাঁশীর রবে ব্রজবাসীর প্রাণ জুড়ায়। ২০১।

কীর্ত্তন সুর।

আয় রে আয় শ্রীদাম আয় বলি বিরলে রে,
এ জনমের মতন আমি আর যাবনা গোকুলে রে।
আমারে না দেখে চক্ষে, মা যশোদা মনের দুঃখে,
করাঘাত করি বক্ষে, হবেন কাতরা,
তখন তুমি ভাই অঞ্চলে ধরে ডেকো মা বোলে রে।
করে ধরি কথা রেখো, মায়ের কাছে থেকো,
দেখো দেখো দেখো, শ্রীদাম ভুলনা রে।
করে লয়ে ক্ষীর ননী, ব্যাকুল হয়ে নন্দরাণী,
কোথায় রইলে নীলমণি, বলে ডাকিলে,
তখন তুমি ভাই এই এলাম বলে, যেও মায়ের কোলে রে। ২০২।

সিন্ধুড়া।

আজুকার নিশি, নিকুঞ্জে আসি,
ক রল বিবিধ রাস।
রসের সা ডুবাইল মোরে,
হলে চলিল বাস।

শুন হে সুবল সখা,
সে হেন সুন্দরী, গুণের সাগরী,
পুনঃ কি পাইব দেখা ?
বদনে আঙুলি, গলে গলে মিলি,
চুম্বন করল যত।
কেশ বেশ যত, বিথার হইল,
তাহা বা কহিব কত।
অশেষ বিশেষ, বচন কহিয়া,
আবেশে লইয়া কোরে,
অঙ্গের পরশে, হিয়া ডুবাইল,
কেমনে পাসরি তারে।
চণ্ডীদাস কহে, শুন হে নাগর,
এ বড় লাগল ধন্ধ।
সে রাধা রমণী, রস শিরোমণি,
তোমারে করল বন্ধ। ২০৩।

মঙ্গল মিশ্রিত—একতালা।

রাধা বই আর নাইক আমার, রাধা বলে বাজাই বাঁশী,
মানের দায়ে সেজে যোগী, মেখেছি গায় ভস্মরাশি।
কুঞ্জে কুঞ্জে কেঁদে কেঁদে,
রাধা নাম বেড়াই সেধে,
যে মুখে বলে শ্রীরা ম,
তারে বড় ভালবাসি। ২০৪।

সিন্ধুড়া—কাওয়ালী।

রাই কাল ভাল বাসে না,
কাল দেখে বলেছিল কুঞ্জে যেন এসে না।
রূপের বড় গরব করে রাই,
দেখ্‌বো এবার মন যদি তার পাই,
এবার গউর হয়ে ধর্‌বো পায়ে, আর্‌ত কাল রব না।
বড় অভিমানী রাই, বাঁশী ছেড়ে কেঁদে ফিরি তাই,
যোগীবেশে ফির্‌বো দেশে, ঘরে ত মন বসে না। ২০৫।

বিভাস—একতালা।

কাঁহা মেরি বৃন্দাবন, কাঁহা যশোদা মাই,
কাঁহা মেরা নন্দ পিতা, কাঁহা বলাই ভাই?
কাঁহা মেরি ধবলী, শ্যামলী,
কাঁহা মেরি মোহন মুরলী,
শ্রীদাম সুদাম রাখালগণ, কাঁহা মে পাই?
কাঁহা মেরা যমুনা তট, কাঁহা মেরা বংশীবট,
কাঁহা গোপনারী মেরি, কাঁহা হামারি রাই? ২০৬।

সখীগণ।

কীর্ত্তন।

বৃন্দাবন বিলাসিনী, রাই আমাদের,
রাই আমাদের, রাই আমাদের,
আমরা রাইয়ের, রাই আমাদের।

শুক বলে আমার কৃষ্ণ মদনমোহন,
সারী বলে আমার রাধা বামে যতক্ষণ,
নৈলে শুধুই মদন।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল,
সারী বলে আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল,
নৈলে পারবে কেন?
শুক বলে আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়ূর পাখা,
সারী বলে আমার রাধার নামটি তাতে লেখা,
ঐ যে যায় গো দেখা।
শুক বলে আমার কৃষ্ণের চূড়া বামে হেলে,
সারী বলে আমার রাধার চরণ পাবে বলে,
চূড়া তাইতে হেলে।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ যশোদার জীবন,
সারী বলে আমার রাধা জীবনের জীবন,
নৈলে শূন্য জীবন।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ জগৎ চিন্তামণি,
সারী বলে আমার রাধা প্রেম প্রদায়িনী,
সে তোমার কৃষ্ণে জানি।
শুক বলে আমার কৃষ্ণের বাঁশী করে গান,
সারী বলে সত্য বটে, বলে রাধার নাম,
নইলে মিছা গান।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ জগতের গুরু,
সারী বলে আমার রাধা বাঞ্ছা-কল্পতরু,
নইলে কে কার গুরু।

শুক বলে আমার কৃষ্ণ প্রেমের ভিখারী,
সারী বলে আমার রাধা লহরী লহরী,
প্রেমের ঢেউ কিশোরী। ২০৭।

বেহাগ খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কি লাগি লো প্রাণসখী, ভাব অকারণ,
কেন বল ছল ছল করে ছুনয়ন ?
কেন গো হেরি তব, মলিন ও সুধামুখ,
জাননা কি চিন্তামণি কণ্ঠ-আভরণ ? ২০৮।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

যমুনা পুলিনে বসে কাঁদে রাধা বিনোদিনী,
বিনে সেই বাঁকা শশী, বাঁকা শ্যাম গুণমণি।
শুকাল কমল মালা, বাড়িল বিরহ জ্বালা,
কাঁদে যত ব্রজবালা, বিনে শ্যাম গুণমণি। ২০৯।

পিলু—দাদ্রা।

ফুলের বাসর সখি সাজাইব আজি লো,
আয় সখি সবে মেলি ফুল সাজে সাজি লো।
ফুল-ধনু ফুল-তূণ, তাতে দিব ফুল-গুণ,
ফুল-হারে ফুল-ভারে, সাজা ফুল-সাজি লো। ২১০।

খাম্বাজ—বারো।

ফুল্ল প্রাণে ফুল্ল মনে, চল লো সজনি কুল্ল কাননে,
ফুটেছে সোহাগে ফুল্ল ফুল, নাচিছে ফুল্ল মধুপ কুল;
ঘুমে মাতোয়ারা, প্রভাতেরি তারা,
হয়ে দিশেহারা বিরস বদনে।
মলিন আঁচল পাতি, চল তুলি যূথী জাতী,
সাজিব সকলে সখি, ফুল্ল ফুল ভূষণে;
কাঁদাব মধুপ-কুলে, ফুল-কুল বিহনে। ২১১।

কাফি—যৎ।

শ্যামের কি রঙ্গ হেরি ও ত্রিভঙ্গ মুরারি,
খেলেছে হরি লয়ে সহচরী অধরে ধরে বাঁশরী;
রাধে রাধে বলি বাঁশী বাজিল, মজিল গোকুল নারী।
বাঁশী কেড়ে লব, আমরা বাজাইব, সাজাইব তোমায় নারী;
নারী সাজাইব,বামে বসাইব, আমরা হইব বংশীধারী। ২১২।

বাহার—খেম্‌টা।

ছি ছি ছাড় ছাড় বাঁকা মদনমোহন,
অসময় রসময় রঙ্গ কি কারণ?
একে গৃহে গুরুজনা, সতত দেয় গঞ্জনা,
বারণ করি কাণ সোনা, ধরনা নারীর বসন।
আমরা গোপেরি নারী, তব প্রেমে বদ্ধ হরি,
নির্জ্জন নিশিতে প্যারীর কুঞ্জে দিও দরশন। ২১৩।

কাফি জংলা—যৎ।

মনে বুঝে দেখ না,
এ মান সহজে যাবে না,
তাকি জান না ?
যে করে তোমারে যতন অতি,
চাতুরি তাহার প্রতি ;
তার প্রতিকার না হলে আর,
কোন কথা কবে না !
যে দোষে তোমার মনোমোহিনী,
হয়েছে অভিমানিনী,
সে দোষে এ বিধি, হে গুণ নিধি,
পায়ে ধরে সাধনা। ২১৪।

সিকড়া খাম্বাজ—চিমে তেতালা।

এল কৃষ্ণ এল ঐ বাজে লো বাঁশরী,
সুখে শুক সারী, মুখোমুখী করি,
হের নৃত্য করে ময়ুর ময়ুরী।
মত্ত ভৃঙ্গ ধায়, সুখে পিক গায়,
হের কুঞ্জবন সুখে ভেসে যায়।
রাধা অভিলাষী, রাধা বলে বাঁশী,
বাঁশী ডাকে তোরে, উঠলো কিশোরী। ২১৫।

কীর্ত্তন ভুক।

মদন মোহন,
মুরলী বদন,
বল বিবরণ,
কোথায় ছিলে ?
বাঁধি প্রেমজালে,
কে নিশি জাগালে,
কে বল কপালে,
সিন্দুর দিলে ?
নরেশ নন্দিনী,
কুলের কামিনী,
বিপিন বাসিনী,
তোমার তরে।
বিনা দরশন,
বিবর্ণ বদন,
ফুলেছে নয়ন,
রোদন করে।
আর নিশি নাই,
কেঁদে কেটে যাই,
ঘুমায়েছে ভাই,
ভুলনা তায়।
নীরবে শ্রীহরি,
কহিছে শ্রীহরি,
উঠিলে সুন্দরী,
ঘটিবে দায়। ২১৬।

বারোঁয়া—একতালা।

কৈবল্যে কে পায়, ধর্ত্তে রাধার পায়,
অনুকম্পায় যে জন আছে, অনুপায় তার গেছে,
ধরে পায়, ভবের উপায়, সে করেছে।
জন্ম জন্ম যে রাধার পায় ধরেছে,
সে কি পায় ধরিতে ক্ষান্ত পায়।
ব্রহ্মজ্ঞানী সকলে করেছেন কিশোরী,
আর কি এখন মোরা ব্রহ্মার পদে ধরি,
ব্রহ্মপদ তুচ্ছ করি, রাই ব্রহ্মময়ীর কৃপায়। ২১৭।

সুরট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কেন যোগী বেশে ভ্রম এ বিজন কাননে,
না জানি কোন্ অভাগিনী, কাঁদে তোমা বিহনে!
কেন ধরিয়াছ ধনু, ভ্রূভঙ্গে ফুল-ধনু,
কটাক্ষ কুসুম-শরে, কেবা স্থির ভুবনে;
অধরে সুধার রাশি, রেখেছ কি গোপনে?
অমর নগরবাসী, তব প্রেম অভিলাষী,
চল হে হৃদয়ে ধরে লয়ে যাই যতনে;
নন্দন-কানন মাঝে, সুরগণ সদনে। ২১৮।

ঝিঁঝিট—খেমটা।

হাস রে যামিনী হাস প্রাণের হাসি রে,
আজ পেয়েছি যারে তারে ভালবাসি রে।

মুচকে হাসে কুসুম কলি,
মন বুঝেছি খুলে বলি,
প্রাণ বয়ে যায় সুধার রাশি, সুধার রাশি রে। ২১৯।

লুম্ ঝিঁঝিট—একতালা।

নাচ বনমালি, দিব করতালি, শুনিব নূপুর বাজিবে পায়,
হরি বোলে সবে নেচে চলে, হরি বোলে সবে প্রাণ যুড়ায়।
নাচ হরি, হেরি নয়ন ভরি, পরাণ ভরি ডাকি হরি হরি,
সবে ভালবাসে পীতবাসে, প্রাণ দেখিতে ধায়।
বাঁকা শিখি-পাখা, দুটি নয়ন বাঁকা, কিবা অলকা তিলকা রেখা,—
পায়ে পায়ে বাঁকা শ্যাম দাঁড়ায়, সবে ও দুটি চায়। ২২০।

ময়ূরপঙ্খীর সুর।

ভাসিয়ে প্রেম-তরি, হরি যাচ্চে যমুনায়,
গোপীর কুলে থাকা হলো দায়।
একেতে ত্রিভঙ্গ বাঁকা আড়-নয়নে চায়,
চূড়ার উপর ময়ূর-পাখা বাঁশরী বাজায়। ২২১।

পিলু জংলা—কাফা।

আর কি আমাদের রাধে আছে গো সে কুল,
কুল নাশ করি হরি ত্যজেছেন গোকুল।
গোপিকার কুল করে ভঙ্গ, কুলীন হলেন সে ত্রিভঙ্গ,
মথুরায় কুব্জার সঙ্গ,—পরিবর্ত্ত কুল।

কুলক্রান্ত কুলীন পেয়ে, কুলশীল সকল দিয়ে,
করেছিলাম কুলক্রিয়া বাড়াইতে কুল ;
কপাল ক্রমে এই হল, কুল বাড়াইতে কুল গেল,
রামচন্দ্র বলে ভাল করেছিলে কুল। ২২২।

রামকেলী—ভরতঙ্গা।

চল চল সবে মোরা ত্বরায় যাই,
লয়ে বারি, দেখিব কে বলে অসতী রাই।
যশের সৌরভে, জগত পূরিবে,
পাইবে প্রাণ, প্রাণ-কানাই,
কুটিলার মুখে পড়িবে ছাই। ২২৩।

পিলু—খং।

হোলি খেলিবেন আজ শ্রীহরি,
চল নিকুঞ্জ বনে কিশোরি।
রঙ্গ দিয়ে অঙ্গে, সাজাব মনোরঙ্গে,
মধ্যে রাখি ত্রিভঙ্গে, সব সখী ঘেরি।
মনোসাধ পূরাইব, যুগল অঙ্গে আবির দিব,
যুগল আঁখি জুড়াইব, যুগলরূপ হেরি। ২২৪।

আড়ানাবাহার—আড়খেম্‌টা।

চোরের বিচার রাজা করে, জানি রে অন্তরে,
রাজা হয়ে চুরি করে, তার বিচার কে করে ?

তুমি তো ভাই রাখাল রাজা, ব্রজবালক তোমার প্রজা,
মধুপুরে হলে রাজা, ব্রজনারীর মন হরে।
ঘরে ঘরে মাখন চুরি, যমুনাতে বসন চুরি,
বাঁশির গানে মন চুরি,—কোরেছ তুমি। ২২৫।

পরজ কালাংড়া—খেম্‌টা।

আঁখি ভরি দেখ লো সই, আঁখি ভরি দেখ লো।
রমণীর শিরোমণি, ধরামাঝে হেন মণি কৈ ?
রূপেতে আলো, করেছে ভাল,
আঁখি ভরি দেখ লো।

জয় জয় জয় কৃষ্ণ রাধিকা-রমণ ;
ভকত-বৎসল ভব-ভয়-নিবারণ।

কেশব প্রাণ-পুতলী রে রাই—
মিলি দোঁহে এক ঠাঁই,
গোকুল আলো করেছে ভাল,
আঁখি ভরি দেখ লো।

জয় জয় লোক-পাল, মদন মোহন,
কেশব করুণাময় পতিত পাবন। ২২৬।

কলিঙ্গড়া রামকেলী—জলদ একতালা।

আয় সারি সারি, গোকুলের নারী,
সোণার গাগরী ভরিয়ে জলে ;
হুলুধ্বনি দিয়ে, আয় আয় ধেয়ে,
চাঁদ পারা ছেলে লইয়ে কোলে।

গোপের ঝিয়ারী, যায় ধীরি ধীরি,
চায় ফিরি ফিরি আপনা ভুলে ;
আয় লো সকলে, দেখ লো সকলে,
পরাণ ভরিয়ে, নয়ন তুলে। ২২৭।

সারঙ্গ—ঝাঁপতাল।

আজ কেন প্যারী, বিপরীত হেরি,
এলাইত কেশ নেত্রে বহে বারি ;
গলিত অঞ্জন, দ্বিখণ্ডে পতন,
চন্দ্রানন রাহুগ্রস্ত তব হেরি ?
নাসারন্ধ্রে বহে সঘনে নিশ্বাস,
বিমলিন কেন মুখে নাহি হাস,
কম্পিত অধর, শুষ্ক পয়োধর,
স্বর্ণলতা শীর্ণ, আমরি আমরি !
বহু সম্ভাষণে নাহি কহ কথা,
বল শুনি ধনি কি মনের ব্যথা,
নখে নখ দিয়ে, ভাব কি বসিয়ে,
না বলিলে এ ভাব বুঝিতে নারি। ২২৮।

খাম্বাজ—পোস্তা।

রূপের ভরে, গরব করে, চল্‌লো রূপের গরবিনী,
রূপের আলো ছড়িয়ে যথা হাস্‌ছে লো সই বদনখানি।
সোহাগভরে দেখ্‌বো সবে, রূপের মাঝে রূপের খনি,
শোন্‌লো শোন্ পাপিয়া ডাকে, মন-মজান গলাখানি।২২৯।

খাম্বাজ—কাওয়ালি খেম্‌টা।

আয় লো আলি, কুসুম তুলি, ভরিয়ে ডালা,
করে যতন, চারু চিকণ, গাঁথ্‌বো লো মালা ;
দিব সজনি সখীর গলে, প্রাণ জুড়াবে রাজবালা।
মালার মতন, মোহন বাঁধন, নাইকো সখি আর,—
প্রেম-বাঁধনে, পতি-রতনে, বাঁধ্‌বে সখি, গোকুল বালা।২৩০।

পাহাড়ী পিলু—দাদ্‌রা।

অলি ব্যাকুল কাঁদিছে গুঞ্জরি লো,
নাহি হেরি কুসুম মুঞ্জরি লো।
চিত চঞ্চল ধাইছে সরোবরে,
গুণ গুণ স্বরে, মন ব্যথা করে সকাতরে,
শূন্য সরসী-নীর নেহারি লো। ২৩১।

পিলু—যৎ।

আজি গো সজনি, তোমায় সাজাইব যতনে,
যেখানে যা শোভা পায় সেই সেই রতনে।
বেঁধে দিব কেশপাশ, ওলো চন্দ্রবদনে,
অঞ্জন পরায়ে দিব সচঞ্চল নয়নে।
পরাব চিকণমালা গেঁথে নব প্রসূনে,
শোভা হেরে রতিপতি পড়ে রবে চরণে। ২৩২।

আলাইয়া—আড়াঠেকা।

তোমার কি এই ছিল হে কপালে লিখন, শ্রীমধুসূদন,
বিপত্তি ভঞ্জন নামে বিপদ্ হলো ঘটন ?

স্বর্ণস্বরোজিনী যিনি, প্রেমময়ী প্রেমার্থিনী,
তারে ত্যজে চিন্তামণি, কুবুজারে হইল মন ?
অলি যেমন পদ্ম ছেড়ে, কেয়াফুলে বসে উড়ে,
শেষ তার পাখা ছিঁড়ে, ভাগ্যে ভাগ্যে রয় জীবন।
ব্রহ্মা ধরেন তোমার পদে, ভুলে তুচ্ছ রাজ্যপদে,
ধল্লে কুব্জা দাসীর পদে, করিতে তার মান হরণ। ২৩৩।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

শ্যাম চরণ ছাড়িয়ে কথা কওনা,
চরণ ধরিতে তোমার লজ্জা কি গো হয় না ?
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে সারা রাতি পোহাইয়ে,
প্রভাতে আসিলে শ্যাম দিতে মন বেদনা। ২৩৪।

কবির সুর।

তোমায় নিয়ে শ্যাম বড় হলো দায় ;
কেশব কি কব, দেখি স্বভাবে অভাব, প্রলাপ যে তব,
মাধব, এ বিকারে, কি উপায় ? দেখিয়ে বিদরে হৃদয়।
সেধে কেঁদে আর তোমার শক্তি নাই !
এবার তোমার হয়ে, না হয় আমি গিয়ে,
দুটো বলে কয়ে রাধারে বুঝাই।
যদি কথায় না ফিরে চায়, সাধ্‌লো তার ধরে পায়,
আর তোমার এ দশা কি দেখা যায় ! ৩৫।

বাউলের সুর।

শ্যাম তুমি মানে মানে, নিজ স্থানে,
গমন কর ধীরে ধীরে।
প্যারী করে না কথা, দারুণ ব্যথা,
আবার এলে পায়ে পড়ে।
তুমি নিজে রাখাল, নন্দের গোপাল,
ধেনু রাখ বনে বনে ;
জান না নারীর বেদন, মধুসূদন,
প্রভাতে জ্বালাও হে কেনে।
তুমি নিজে চাষা, বুদ্ধি নাশা,
ঘোল খেতে চাও মাখন ফেলে ;
মাথাটি মুড়িয়ে দেব, ঘোল ঢালিব,
মুখ দেখাবে কেমন করে ?
কাল আস্‌বার আশে, থাক্‌লেম বসে,
আমরা সখী সবাই মিলে ;
জ্বালায়ে মোমের বাতি, সারা রাতি,
প্রেম কালাচাঁদ আস্‌বে বলে। ৩৩৬।

পিলু—জলদ একতালা।

চললো বেলা গেললো, দেখ্‌বো রাধা শ্যামের বামে,
দুকথা শুনিয়ে দিব, কপট নিঠুর বাঁকা শ্যামে।
বলব কি পড়ে মনে, ননি চুরি বৃন্দাবনে,
কাল কি হয় না ভাল,
এমনি কি গুণ কৃষ্ণ নামে !

যুগলে দিব মালা, ভুল্বো সই প্রাণের জ্বালা,
মোহন ছাঁদে,রূপের ফাঁদে, কাঁদ্বে পড়ি রতি কামে।৩৩৭।

কাফি ঝিঁঝিট—একতালা।

ছাড় মান, ধরনা পায়, নইলে যে তার মান যাবে না,
না হলে মানিনীতো, বদন তুলে আর চাবে না।
দেখ না করি মানা, তুমিতো নারীর মন জান না,
সহজে মান গেলে হে, মান ফিরেতো আর পাবে না। ৩৩৮।

অহং কানেড়া—পোস্তা।

প্রাণে প্রাণ পড়্লো ধরা, বনে গেল সোণার পাখী,
প্রেমের খেলা প্রেমের লীলা, চোকে চোকে রইল বাকি।
নয়ন কোণে চাইবি যত, বাণ খাবি বাণ হান্বি কত,
নীরবে প্রাণের কথা আঁখির সনে কবে আঁখি। ৩৩৯।

ঝিঁঝিট—আড়খেম্‌টা।

এ চাঁদ মুখের হাসি নিয়ে,
ফুলের কুঁড়ির কাছে যাই।
কচি ঠোঁটে মাখিয়ে দিবো,
ফুটবে কুঁড়ি দেখ্‌বো তাই।
জ্যোতির্ম্ময়ীর জ্যোতি নিয়ে,
ফুল বাগানে জ্যোতির খেলা,
খেল্‌বো সুখে আয় না ভাই। ৩৪০।

ইমন—কাওয়ালী।

বঁধুয়া অসময়ে কেন হে প্রকাশ,
সকলি যে স্বপ্ন বলে হতেছে বিশ্বাস!
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে ছিলে, সেথায় তো আদর মিলে,
এরি মধ্যে মিটিল কি প্রণয়েরি আশ?
এখনো রয়েছে রাত, এখনো হয়নি প্রভাত,
এখনতো রাধিকার ফুরায়নি অশ্রুপাত;—
চন্দ্রাবলীর কুসুমসাজ, এখনি কি ফুরাল আজ,
চকোর হে,মিলাল কি সে চন্দ্রমুখের মধুর হাস? ৩৪১।

কীর্ত্তন—তুকশ্বর।

কমল নয়নে কমল বদনে, বিষাদিত মনে ভাব কেন,
শ্রীরাস-রঙ্গিনী, নব-হেমাঙ্গিনী,
ভুবন-মোহিনী, কেবা হেন?
তব মন চোর, তব প্রেমে ভোর,
তব প্রেম ডোর আছে পরি, তব মন হরি,
তব প্রাণ হরি, ভুলিবে কি করি প্রাণ ধরি! ৩৪২।

খাম্বাজ—একতালা।

প্রাণে বয় প্রেমের তুফান,
শ্যামের বামে রাই কিশোরী,
চাঁদের ফাঁদে চাঁদে বাঁধে, চাঁদে চাঁদে ধরাধরি,
আমরা যুগল ভালবাসি।

চখে চখে মেশামিশি, ঢলে পড়ে প্রেমের ভরে,
ঝলকে রূপের রাশি, প্রাণের ফাঁসী প্রাণে পরে ;
মরি মরি যুগল মাধুরী, বয়ে যায় সুধার লহরী,
সখি, কি দেখি কি দেখি আপনা পাসরি ;
আমরা যুগল ভাল বাসি। ৩৪৩।

কবির স্বর।

এতো ভৃঙ্গ নয়, ত্রিভঙ্গ বুঝি এসেছে শ্রীমতীর কুঞ্জে,
গুনো গুনো স্বরে কেনো, অলি শ্রীরাধার পদে ভুঞ্জে ?
কৃষ্ণ বই কে আর আস্‌তে পারে সই,
শ্রীরাধার রাসকুঞ্জে ?
জানি শ্রীমুখে বলেছেন শ্রীকান্ত,
গীতা যোগ মধ্যে, তিনি ঋতুর মধ্যে বসন্ত,
আরো পতঙ্গেরই মধ্যে, কৃষ্ণ ভৃঙ্গরাজ ;
নৈলে ও কেন ও রস ভুঞ্জে ! ৩৪৪।

কবির স্বর।

দ্বারি একবার বল্ তোদের কৃষ্ণ রাজার সাক্ষাতে,
গোপিনী, কৃষ্ণতাপে তাপিনী, তোমায় দেখ্‌বে বলে,
আছে বসে রাজপথে, এসেছি আমরা অনেক দুখেতে।
তোদের রাজা নাকি দয়াময়,
দুখিনীর দুখ দেখ্‌লে, দেখ্‌ব কেমন দয়া হয় !
মধুর রাজ্যের অধিপতি কৃষ্ণ,
শুনে তাইতে এলাম কংসাগার।

মনে অন্য অভিলাষ নাই,
রাখাল রাজার বেশ, কেমন শোভা দেখে যাই।
কোথা ভূপতি, জানাও শীঘ্রগতি,
বিনতি করি ধরি তোর ঐ করেতে। ৩৪৫।

বেহাগমিশ্র—একতালা।

রতন আসনে রতন ভূষণে যুগল রতন রাজে,
চরণে নূপুর আহা কি মধুর, রুণু ঝুনু ঝুনু বাজে।
সবে আঁখি ভরি হেরিয়ে মাধুরী, প্রাণ ভরিয়ে বল হরি হরি,
সুমধুর তানে হরিগুণ গানে নাচিল মধুর সাজে।৩৪৬।

বেহাগ—জলদ তেতালা।

কি দেখি—কি দেখি—অপরূপ একি, সই গো,
কুঞ্জদ্বারে, কে আজি দাঁড়ায়ে, দেখ দেখ ঐ গো।
রাই রাজার রাজত্ব আজি যে সকল,
উপযুক্ত দ্বারী—প্রহরী—জুটিল,
এমন্ চিক্কণ্ কালো, ত্রিভঙ্গ কোটাল,
জগতে আর আছে কৈ গো?
শিরে পাগ্ বাঁধা, কেলে মোহনচূড়া;
আজানুলম্বিত অঙ্গে [illegible]মা যোড়া;
কটিতে বন্ধনী, প্যাঁচে প্যাঁচে বেড়া;
সেই রাখাল ধড়া আর নাই গো।

ত্যজি মোহন বাঁশী, অসি আজি করে,
চিন্‌লেম্ কেবল সখি, বাঁকা আঁখি হেরে,
যে বাঁকা নয়নে মন প্রাণ হরে,—
ধৈর্য্য হারা মোরা হই গো!
চোরের দমন কারণ, দ্বারী রাখে দ্বারে,
এ নিলাজ দ্বারী নিজেই চুরি করে,
চল, ধরে তারে হৃদি-কারাগারে,
বেঁধে রেখে সুখে রই গো। ৩৪৭।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

এলায়ে কবরী, ধীরি ধীরি ধীরি,
চল সহচরী, কুসুম কাননে।
মলয় মাখিয়ে, হেলিয়ে দুলিয়ে,
আয়লো চলিয়ে, কুসুম চয়নে।
আঁখিটী মেলিবে, বিজলী খেলিবে,
বসন্ত আসিবে, লইতে মদনে।
গগনেরি গলে, তারাহার দোলে,
দেখিয়ে সকলে, চুমিব বদনে। ৩৪৮।

তুরুস্বর—একতালা।

মথুরা-বাসিনী, মধুর-হাসিনী, শ্যাম-বিলাসিনী রে,
কহ লো নাগরি, গেহ পরিহরি, কাহে বিবাসিনী রে।
বৃন্দাবন-ধন, গোপিনী-মোহন, কাহে তু তেয়াগি রে,
দেশ দেশ পর, সো শ্যাম সুন্দর, ফিরে তুয়া লাগি রে।

বিকচ নলিনে, যমুনা পুলিনে, বহুত পিয়াসা রে,
চন্দ্রমা-শালিনী, যা মধুযামিনী, না মিটিল আশা রে।
সা নিশা সমরী, কহ লো সুন্দরি, কাঁহা মিলে দেখা রে,
শুনি যাওয়ে চলি, বাজায়ে মুরলী,বনে বনে একারে।৩৪৯।

ঝিঁঝিট—আড়খেমটা।

কালা তুমি ছল করে অবলা মজাও,
বাঁশরী স্বরে এনে বনে, এখন বল ফিরে যাও।
জয় রাধে শ্রীরাধে প্যারী, কি বংশী বাজালে হরি,
এখন কেন বংশী-ধারী কোমল প্রাণে দাগা দাও ? ৩৫০।

খাম্বাজ—পোস্তা।

মালঞ্চে ফুল আপনি ফোটে বাস বিলাতে চায়,
উষার কোলে হেসে দুলে শিশির মাখে গায়।
ফুলে ফুলে করি খেলা, ফুলে ফুলে গাঁথি মালা,
ফুল কুমারী ফুলের রাণী হাসলে হাসি পায়।
তাড়িয়ে অলি চুমিয়ে কলি শিহরি মলয় বায়। ৩৫১।

কালাংড়া—একতালা।

আগে তারে দিওনারে মন,
সখি সে নহে আপন।
সে যে শঠের শিরোমণি,
আমি তারে ভাল জানি,
শঠের পীরিতি যেন বালির লিখন। ৩৫২।

কবির স্থর।

যোগী বেশে আজ কোথায় চলেছ,
বল শ্যাম গুণধাম, মনের রাগে, কি বিরাগে,
কিবা কার সোহাগে, বিরাগী, গৃহত্যাগী হয়েছ ?
বিভূতি অঙ্গে মেখেছ।
যেতে যেতে শ্যাম, কেন শঙ্কা পাও,
যেন কারে দেখে, দাঁড়াও থেকে থেকে,
চন্দ্রাবলীর দিকে একবার ফিরে চাও।
কত স্থবাসে, স্থভাষে, সরসে সম্ভাষে,
বিলাসে কাল তারে তুষেছ। ৩৫৩।

কবির স্থর।

ওগো ললিতে গো, তোরা দেখে যা গো,
রা ই কেন এমন হল !
কইতে কইতে কৃষ্ণ কথা, এল থেলো স্বর্ণলতা,
কোথা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে,—আছে কি মলো।
ডুবে শ্যাম-সাগরে, যদি প্যারী মরে,
রাই বধের ভাগী কে হবে !
ধরাধরি করে তোল, মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল,
হরি-ধ্বনি শুনে ধনী, উঠে দাঁড়াবে। ৩৫৪।

কবির স্থর।

যদি চলিলে মুরারি, ত্যজে ব্রজপুরী,
ব্রজনারী কোথা রেখে যাও ;
জীবন উপায় বলে দাও ?

হে মধুসূদন, করি নিবেদন,
বদন তুলিয়ে কথা কও।
শ্যাম যাও মধুপুরী, নিষেধ না করি,
থাক হরি যথা সুখ পাও।
একবার সহাস্য-বদনে, বঙ্কিম নয়নে,
ব্রজ-গোপীর পানে ফিরে চাও। ৩৫৫।

কবির সুর।

শ্রীমতীর মন, মানেতে মগন,
ওখানে এখন যেও না।
(মান। করি, কলহ আর বাড়াও না।)
বিষাদের বাতি, জ্বেলেছেন শ্রীমতী,
তাহাতে আহুতি দিও না।
নিবেদন করি, ফিরে যাও হরি,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে থেক না।
কত নারীর সঙ্গ, করেছ কি রঙ্গ,
শ্রীমতীর শ্রী-অঙ্গ ছুঁও না।
সুখের নিশিতে, এখানে আসিতে,
তোমারো মনেতে ছিল না।
বিপক্ষ হাসাতে, এসেছ প্রভাতে,
করিতে কপট ছলনা।
শ্যাম, মরমে কি করে, বলি হে তোমারে,
শ্রীমতী রাধার কথাটী।

এবারে যাধবে, যে আনি মিলাবে,
সে খাবে রাধার মাথাটী।
দিয়ে পদ ছুটী, মাড়াবে যে মাটি,
শ্রীমতী তো সেটী ছোঁবে না।
তুলিয়ে সে মাটি, দিবে ছড়া কাটি,
শ্রীরাধার এটী কট্‌কানা। ৩৫৬।

শ্রীমতী রাধা।

ঝিঁঝিট—খেম্‌টা।

আর যেন শ্যামের বাঁশী বাজে না বাজে না,
বাঁশীর কাতর রবে জীবন যে রহে না।
বাঁশী ডাকে রাধা বলে, গুরুজনা কতই বলে,
প্রাণের হরি পরিহরি প্রাণত রহে না।
আমি কাঁদি যার তরে, সে কাঁদে ডাকিয়া মোরে
রাধে বলি বনে ফিরে, এ যাতনা সহে না। ৩৫৭।

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

সেই কাল রূপ সদা পড়ে মনে ; (পড়ে মনে রে)
ভুলিতে বাসনা করি যাতনাতে মরি প্রাণে।
গৃহেতে হইলাম দোষী, প্রতিবাদী প্রতিবেশী,
সেই কালরূপ ভালবাসি, অভিলাষী নিশি দিনে।
যার জন্যে এত জ্বালা, তারি রূপ জপ-মালা,
কি গুণ করিল কালা, হেলা হল কুল মানে। ৩৫৮।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

বাজে বাঁশী কিবা সুমধুর স্বরে,
এতে কি অবলা পারে, রহিতে ঘরে!
কে বাজায় এই বাঁশী, মন চাহে দেখে আসি,
বিনা মূলে হইগে দাসী।
লাজ ভয় কুলে শীলে, জলাঞ্জলি নাহি দিলে,
প্রেম কি সহজে মেলে,
সুখ মোক্ষ লাভ হবে, হেরিলে সে বংশীধরে। ৩৫৯।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কি ভাবে ভাব আমারে নাথ, ভাবিয়ে না পাই হে,
প্রকাশিয়ে কওনা নাথ, শুনে প্রাণ জুড়াই হে।
আমি তব প্রেমাধিনী, তোমাবই কিছু না জানি,
তুমি কি মোর তেমনি, ভাবি তাই সুধাই হে। ৩৬০।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

প্রেম সুধারস পানে, মোহিত সুজনে,
রসহীন জনে, রস নাহি পায়।
সুজনে সুজন, যদি হয় মিলন,
থাকে দিন, বিচ্ছেদ না হয়। (প্রেম)
যদি প্রাণ অন্তে, বিচ্ছেদ হয় একান্তে,
সেই প্রাণকান্তে, পায় পুনরায়। (পুনঃ)
যা ভেবেছিলাম মনে, তারি মুখ পানে,
চাহিব না, চাহিব না, যদি প্রাণ যায়। (কিরে) ৩৬১।

বাহার খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কত নেচেছি লো ময়ূরী সনে,
কুহু প্রাণে মরি মধুর তানে,
কত গাইত শাখি-শিরে পাখিগণে।
ফুল কুলে, সখী ছলে,
হাসি হাসি সম্ভাষি প্রাণ খুলে;
হাসি হাসি আঁখি নীরে ভাসি,
কিশোর কথা কত জাগিত মনে;
নাথ সনে সখি, গহন বনে। ৩৬২।

কবির সুর।

ইহাই কি তোমারি, মনে ছিল হরি,
ব্রজকুল নারী বধিলে; বলনা কি বাদ সাধিলে?
নবীন পিরীত, না হইতে নাথ,
অঙ্কুরে আঘাত করিলে?
একি অকস্মাৎ, ব্রজে বজ্রাঘাত,
কে আনিল রথ গোকুলে!
অক্রুর সহিতে, তুমি কেন রথে,
বুঝি মথুরাতে চলিলে! ৩৬৩।

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

সে বিনে যাতনা যত, সে বিনে জানাব কারে,
অন্তরের দুখ আমি, রাখি অন্তরে অন্তরে।

সে মোর আঁখি অঞ্জন, আঁখি মোর নিরঞ্জন,
করে গেছে সে খঞ্জন, অনঙ্গ দিয়ে অন্তরে। ৩৬৪।

কীর্ত্তন।

আমি মুক্তি চাই নে হরি,
পড়িয়ে বিপদে, তোমারি শ্রীপদে,
ভক্তি ভিক্ষা করি।
আমি আসিব যাইব, চরণ সেবিব,
হইব প্রেম অধিকারী।
আমায় এই দেও প্রসাদ, সেবা অপরাধ,
যেন ঘটায়ো না বংশিধারী।
চিনি হওয়া চেয়ে চিনি খাওয়া ভাল,
আমি দেখিলাম চিন্তা করি ;—
যাষ্টি সাযুজ্য, করি লক্ষ লক্ষ,
মোক্ষ বাঞ্ছা নাহি করি।
সেই যমুনার কূলে, শ্রীরাস মণ্ডলে,
রহিবে রাসবিহারী।
যেন জন্মে জন্মে আমি, হয়ে সেবাদাসী,
চামর ব্যজন করি। ৩৬৫।

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

মনে কি পড়েছে তোমার দাসী বলে গুণমণি,
ভুলে এতক্ষণ কোথা ছিলে হে হরি,
বল কি দোষে, বঞ্চিত শ্রীপদে, দুখিনী গোপেরি রমণী।

(হরি এ খেলা কার বুঝতে নারি)
কৃষ্ণ-ভ্রষ্ট যেন মণিহারা ফণি। ৩৬৬।

মুলতান—আড়াঠেকা।

আর তো যাব না লো সই যমুনার কাল জলে,
ভরিয়ে এনেছি কুম্ভ নয়ন সলিলে।
যে হেরিলাম রূপ তার, গৃহে আশা হল ভার,
নাম নাহি জানি তার, সে থাকে গোকুলে। ৩৬৭।

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

কারে কব লো যে দুঃখ আমার,
সে কেমনে বুকে ধরে এত জ্বালা যার!
বাঁধা আছি কুলফাঁদে, পরাণ সতত কাঁদে,
না দেখিয়ে শ্যামচাঁদে, দিবসে আঁধার।
ঘরে গুরু দুরাশয়, সদা কলঙ্কিনী কয়,
পাপ ননদিনী-ভয়, কত সব আর!
শ্যাম অখিলের পতি, তারে বলে উপপতি,
পোড়া লোকের পাপ মতি, না বুঝে বিচার। ৩৬৮।

সাওন মোল্লার মিশ্র—ঢিমে তেতালা।

এখনও এ প্রাণ আছে সই,
এলে সখি দেখা হতো, কালা এল কই?
যদি লো না দেখা হলো, দেখা হলে বলো বলো,
দেখিতে সাধ ছিল মনে; জানি না যে কৃষ্ণ বই।

রঙ্গে যদি আসে কালা, গেঁথে দিও বনমালা,
বাজাতে বলো গো বাঁশী রাধা বলে রসময়ই। ৩৬৯।

সুরট মিশ্রিত—একতালা।

কই কৃষ্ণ এল কুঞ্জে প্রাণ সই,
দেরে কৃষ্ণ দে, কৃষ্ণ এনে দে,
রাধা জানে কি গো কৃষ্ণ বই!
ছি, ছি, করে মান সখি, মরি মরি!
এলো, কোথা গেল, এনে দেলো হরি,
(আমারি কালাচাঁদ, প্রাণের প্রাণের সাধ),
সই কি জান না, কৃষ্ণ আন না।
বলো বলো তারে, রাধে প্রাণে মরে,
কালা বিনা রইতে পারি কই! ৩৭০।

খাম্বাজমিশ্রিত—একতালা।

হরি মন মজায়ে লুকালে কোথায়,
আমি ভবে একা, দাও হে দেখা,
প্রাণ সখা রাখ পায়।
কাল শশী বাজালে বাঁশী,
ছিলাম গৃহবাসী, কল্লে উদাসী,
কুল ত্যজে অকুলে ভাসি,
বনবিহারী কোথায় হরি, পিপাসী-প্রাণ তোমায় চায়। ৩৭১।

বেহাগ—একতালা।

সখি, শ্যাম না এল,
অবশ অঙ্গ শিথিল কবরী, বুঝি বিভাবরী, স্বজনি পোহাল।
শর্ব্বরী-ভূষণ খদ্যোতিকা তারা, ঐ দেখ সখি, আভাহীন তারা,
নীলকান্তমণি হল জ্যোতিহারা, তাম্বুলের রাগ অধরে মিশাল।
ঐ দেখ সখি, শশাঙ্ক কিরণ, উষার প্রভায় হল সঙ্কীরণ,
বহিছে লো সখি মৃদুল পবন, কুসুমের হার শুকাল।
শিখি সুখে রব করিছে শাখায়, পুলকিত হেরি প্রিয় সখায়,
পতি-বিচ্ছেদোন্মুখী নারীপ্রায়, কুমুদিনীর হাস্য বদন লুকাল।
বিহঙ্গম আদি করে উদ্বোধন, বন্ধু দরশনে চিত্ত বিনোদন,
আমার কপালে বিরহ-বেদন, বুঝি বিধাতা ঘটাল।
তাপিত হৃদয়ে রমাপতি কয়, এ বিরহ রাই তোমা বলে নয়,
বৃন্দাবন হল অশ্রুধারাময়, সর্ব্বরীর সুখ-বিলাস ফুরাল। ৩৭২।

বেহাগ—একতালা।

সখি, শ্যাম আইল,
নিকুঞ্জ পূরিল মধুপ ঝঙ্কারে, কোকিলের স্বরে গগন ছাইল।
সুলক্ষণ চিহ্ন নাচিছে বামাঙ্গ, আনন্দে স্পন্দিত হতেছে অপাঙ্গ,
পুলকিত রবে ডাকিছে বিহঙ্গ, কুরঙ্গ কুরঙ্গী আনন্দে ধাইল।
মলয় অনিল প্রলয় রহিত, বিহরে বিহরে প্রণয় সহিত,
সহসা অহিত কহিতে রহিত, তারে কে শিখাল!
এই হতে ছিল চাতকের ধ্বনি, জল দে জল দে বলিয়া অমনি,
(এখনি) আজি বুঝি তার দুখের রজনী, সজনি পোহাইল।

ফলিল তাহার আশা-তরুবর, হেরিয়ে নবীন-নীল জলধর,
আশাংশু চকোর সুধাংশু কিঙ্কর, বিধিকৃত কাল-বিধুরে পাইল।
প্রণয় ভাজন রমাপতি কয়, নিশান্তরে রাই প্রভাত নিশ্চয়,
তাহাই দুঃখান্তে সুখের উদয়, বিয়োগ নিশির ভোগ ফুরাল।৩৭৩।

কবির সুর।

গোবিন্দের পদারবিন্দ হৃদয়ে করে ধারণ,
নির্জ্জনে শ্যামধনে করেছি অঙ্কন,
লিখে ত্রিভঙ্গের শ্রীঅঙ্গ, লিখি নাই যুগল চরণ।
সখি শোন্ গো শোন্,
চরণের কি আচরণ;
লয়ে গিয়ে শ্যামে মথুরায়,
আন্‌লে না পুনরায়,
আমার সচল গিয়ে অচল হয়ে রইলো মথুরায়;
তাইতে নিরদয় পদ দ্বয় লিখি নাই।
সই সময় যখন মন্দ হয়, চিত্র ময়ূরে হার খায়,
এ কথা বিচিত্র নয়,
পাছে চিত্র-শ্যাম মধুপুরে চলে যায়,
তাইতে পদ দ্বয় লিখি নাই। ৩৭৪।

মূলতান—৪৫।

আমি শ্যাম রাখি কি কুল রাখি বৃন্দে সই
উভয় সঙ্কট সখি রে—
যদি ত্যজি গো কুল,—তবে হাসে গোকুল,
যদি রাখি গো কুল, তবে কৃষ্ণধনে বঞ্চিত হই।

প্রাণ সঁপে কৃষ্ণের পায়,
যে প্রকার নিরুপায়,
কেউ ডেকে সুধায় না একবার ;
কৃষ্ণ বিচ্ছেদে প্রাণ যায় নিরুপায়,
কুকথার জ্বালায় অনিবার,
হলেম যার লাগি গৃহত্যাগী,
সেই হল আমার ত্যাগী,
কই গো তার সুখের ভাগী হলেম কই,
কেবল কলঙ্কের ভাগী হলেম সই।
আর কি কেউ গোকুলময়,
শ্যাম প্রেমের প্রেমী নয়,
কলঙ্কের ভাগ কেবল শ্রীরাধায়।
তুলে মিথ্যাবাদ অপবাদ,
দেয় কালায় পরিবাদ,
বলে শ্যাম ভেবে, শ্যাম কলঙ্কিনী কাঁদ্‌চে ওই। ৩৭৫।

কবির সুর।

নিদয় বসন্ত উদয় বৃন্দাবনে,
ডাকে কোকিলে কৃষ্ণ বলে কাননে।
সই ফুটিল মাধবী, মল রাই মাধবী,
বিনে মাধবায়
শত ধার বহে রাধার নয়নে।
গোবিন্দে গোবিন্দ কই এল গোকুলে,

ঋতু বসন্তে ;

প্রেম করে অতি সাধে, মরে বিনোদিনী রাধে,
সই, সই, সই রে,—
না হেরি সে কালাচাঁদে পড়ে আছে ভূতলে। ৩৭৬।

কবির সুর।

মরি মরি হরি তুমি জান হে কত ছল,
নিলে গোপীর সর্ব্বস্ব ধন ছুঁয়ে গঙ্গাজল।
তুমি বাড়ালে বলির মান,
দিলে পাতালে স্থান,
মাথায় পা দিয়ে হরি, দিলে রসাতল। ৩৭৭।

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

কুটিলা মজালে সই,
কুটিলা কুটিলপনা, ছিদ্র কুম্ভে বারি আনা,
মজালে সব ব্রজাঙ্গনায় মজালে ওই।
কুটিল সে কালাচাঁদ, পেতেছে কুটিল ফাঁদ,
কুটিলার সতীত্ব অকূল ভাসালে ওই। ৩৭৮।

মুলতান—একতালা।

আজ কেন যমুনায় এলাম,
বারি আনিবারে,—
আমি কারও কথা না শুনিলাম,
বিনতা তনয়া জিনিয়ে ভ্রান,

চন্দ্র মুখে দিতেছে তান,
গেল গেল প্রাণ,
নিলে, নিলে, নিলে, ভুলালে ভুলালে,
ধরম করম সরম সহিত জ্ঞান,
কি নয়ন বাণ, প্রাণ হারালেম। ৩৭৯।

আশাগৌরী—আড়াঠেকা।

বাঁশী বাজায়ো না আর,
ও ধ্বনি অধৈর্য্য করে, তিষ্ঠা হয় ভার।
যদি থাকি গৃহ-কাজে, বাঁশী আনে বলে,
ব্যথিত করিয়ে প্রাণে;
মানে না বারণ, করে জ্বালাতন,
কালসম হয় সদা গো রাধার।
একে কুলের ললনা, জানে না ছলনা,
কেন কর হে লাঞ্ছনা;
মরমেতে মরি, গুরুজনে ত্রাশি,
এ কেমন শ্যাম তব ব্যবহার? ৩৮০।

বেহাগ—একতালা।

সখি! আমায় ধর ধর;
উরু-নিতম্ব হৃদি পয়োধর ভারে ভূমে ঢলিয়া পড়ি লো।
ছিলাম অন্য মনে, বেণু রব শুনে,
কেন বা ধাইয়া আইলাম বনে,
উহু মরি মরি বাজিছে চরণে, নব নব কুশাঙ্কুর।

ঘোরা-তিমিরা-রজনী সজনি, নাহি কোথা শ্যাম গুণমণি,
পৃষ্ঠেতে দুলিছে লম্বিত-বেণী, কাল হইল মোর।—
চাতকী যেমন ধায় বারি পানে,
তেমতি আমি ফিরি বনে বনে,
শ্যাম জলধরে না হেরি নয়নে, চিত হইল অস্থির। ৩৮১।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

মরি, এ জ্বালা কেন কালা দেয় গো।
প্রাণ সই গো, কত সই গো!
কারে কই গো, এলো কৈ গো!
দারুণ বিরহে প্রাণ যায় গো, যায় গো!
বনদগ্ধা কুরঙ্গিনী, মণিহারা ভুজঙ্গিনী,
তারাও হেন সন্তাপিনী, নয় গো, নয় গো!
মাতঙ্গ সরসীজলে, দলে যথা পদ্মদলে,
বিচ্ছেদকরী তেম্‌নি দলে, হায় গো, হায় গো! ৩৮২।

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

বিনে সখী সেই রসময়,
অবলা সরলা বালা জ্বালা কত সয়।
মনেতে বাসনা করি, প্রেম আশা পরিহরি,
ভুলিতে নাহিক পারি, সমভাবে রয়।
মুদিয়া যুগল আঁখি, যদি শান্তভাবে থাকি,
তখনই হৃদয়ে যেন হয় লো উদয়। ৩৮৩।

সিন্ধু—খেম্‌টা।

যাব সই আন্‌তে বারি করো না মানা;
লজ্জা পেলে ডুব্‌বো জলে তাকি জান না ?
বলে সই কলঙ্কিনী, নইলো তাতে বিষাদিনী,
কৃষ্ণ-প্রেমে যাই আমোদিনী;—
আমার ধরাসনে গুণমণি,লাজে কি বাধে বল না ।৩৮৪।

সোহিনী—কাওয়ালী।

কে আছে গোকুলে । (গো আমার)
সলিল থাকিতে রাধা কলঙ্কিনী বলে ।
যিনি অখিলের পতি, তাঁরে বলে উপপতি,
পাপলোকে পাপমতি; এ ব্রজমণ্ডলে । ৩৮৫ ।

খাম্বমিশ্র—পোস্তা।

যাই গো অই বাজায় বাঁশী প্রাণ কেমন করে,
একলা এসে কদমতলায় দাঁড়িয়ে আছে আমার তরে ।
যত বাঁশরী বাজায়; তত পথ পানে চায়;
পাগল বাঁশী ডাকে উভরায় ;
না গেলে সে কেঁদে কেঁদে চলে যাবে মানভরে । ৩৮৬ ।

কীর্ত্তন।

এ পরাণ না গেলো ।
যে দিন দেখিনু সই, যমুনা কি তীরে,
নাচত গায়ত সুন্দর ধীরে ধীরে,

ও হি পর পিয় সই, কাহে বাঁধি তীরে।
এ পরাণ না গেলো।
ফির ঘর আয়নু না কহিনু বোলি,
তিতাইনু আঁখিনীরে আপনা আঁচোলি,
রোই রোই পিয় সই, কাহে লো পরাণি,
অইখন না গেলো ?
শুনয়ু শ্রবণ পথে মধুর বাজে,
রাধে রাধে রাধে বিপিন মাঝে,
যব শুনন্ লাগি সই, সো মধুর বোলি,
কাহে জীবন না গেলো ?
ধাইনু পিয় সই, সোহি উপকূলে
লুটায়নু কাঁদি সই শ্যামপদমূলে,
সই পদমূলে রই, কহে লো হামারি,
মরণ না ভেল ? ৩৮৭।

জংলা—খেমটা।

তারে পঙ্খী সই, করে গায় অলঙ্কার ;
কালা মোর গলায় দোলে, মুক্তোর মালা, পৈঁছে পলা,
ওলো সই, কানবালা আর চন্দ্রহার।
কালা মোর বীরবৌলি, চাবিশিকলি, গোট মাদুলি, চন্দ্রহার।
কালা আমার, আম্লা তেল মাথার,
কালা আমার, কুম্কুম্ চন্দন গায় ;
কালা আমার, মাজন মিশি, ফিতে ঘুন্সি,
কি রসের রসকলি সে আমার। ৩৮৮।

খাম্বাজ—একতালা।

আর কি সময়, নাহি রসময়,
বাজাতে মোহন বাঁশী?
তোমারে হেরিতে, কাননে আসিতে,
নিরন্তর অভিলাষী।
সদা গুরুজন নিকটেতে রই,
বাঁশী শুনে প্রাণে ব্যাকুলিতা হই,
কত আর যাতনা সই,
প্রতিবাদি প্রতিবাসী। ৩৮৯।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

মন লয়ে যায় গো আমার প্রাণ লয়ে যায়,
কে এমন ব্যথিত আছে কালারে ফিরায়?
একেত শ্যাম চিকণ কালা, গলেতে বনফুলের মালা,
মোহন চূড়া বামে হেলা, বাঁশরী বাজায়।
মনে করি ধরি কালা, ধরা নাহি যায়,
অন্তরে থাকিয়ে কালা অন্তরে মিশায়। ৩৯০।

ইমনকল্যাণ—একতালা।

আর কি গোকুলে, আছি গো স্বকুলে,
দিতেছি সকলে, কুলে বিসর্জ্জন।
বাড়াইতে কুল, গেল দুই কুল,
অকুল সাগরে মরি গো এখন।

শুনেছি যে দিনে শ্যামের বাঁশরী,
সেই দিন হতে কুল ত্যাগ করি,
হয়েছি সকলে অধীন তাঁহারি,
তাঁর করে করে প্রাণ সমর্পণ।
ত্যজি গৃহবাস, করি বনে বাস,
স্বামী সহবাস, নাহি সে প্রয়াস,
অন্তরে নিবাস করে শ্রীনিবাস,
সদা তারি ধ্যানে মন নিমগন। ৩৯১।

বেহাগ—একতালা।

কেন সই এলাম বনে,
আমার বিফল ফুল-শয্যা কৃষ্ণ অদর্শনে।
দেখ পূর্ব্ব দিক্ হইল প্রকাশ, পশু পক্ষী ছাড়ে নিজ নিজ বাস,
নক্ষত্র-মণ্ডল, ক্রমে অনুজ্জ্বল, নিশানাথ যায় নিজ-নিকেতনে।
আশা ছিল শ্যামের প্রেমরস-সিন্ধু,
এবে দেখি তায় নাই রস বিন্দু,
না জেনে ধর্ম্ম, করে যে কুকর্ম্ম, ব্যথা দেয় অবলার প্রাণে।
প্রজ্বলিত হৃদে প্রেম-হুতাশন, আশার কলিকা হতেছে দহন,
বিনা মিলন বারি, কিসে নিবারি ?
মলাম মলাম সই তার অদর্শনে। ৩৯২।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

ননদিনি, বলো বঁধুরে,
ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণ-কলঙ্ক-সাগরে।

কাজ কি গোকুল, কাজ কি গো কুল,
ব্রজ-কুল সব, হোগ্ প্রতিকূল;
আমি ত সঁপেছি গো কুল, অকূল-কাণ্ডারীর করে।
কাজ কি বাসে, কাজ কি বাসে,
কাজ নাই আমার পীতবাসে,
সে যার হৃদয় বাসে, সে কি বাসে বাস করে! ৩২৩।

কবি।

দেখে রঙ্গ ত্রিভঙ্গেরি, অঙ্গ দহিছে দুখে;
করেছি এই পণ, আর কাল বরণ,
নাহি হেরিব চখে।
মাথায় কালকেশ ধর্‌ব না,
কুঞ্জে কাল সখী রাখ্‌ব না,
কাল কোকিলের ধ্বনি আর শুন্‌ব না;
কাল ভালবেসে হল এই যাতনা।
আগে মানি নাই কালা, কালে জানি কালা, কালে
জানিলে কালার প্রেমে মজ্‌তাম না;—
শঠ লম্পট কুটিল অতি কালাচাঁদ, আগে জানি না।
কাল অঙ্গ কালপ্রায় জ্ঞান হয়েছে মনে,
প্রাণান্তে সে কালায়, দেখ্‌তে আর আমায়,
সখি বলনা বলনা।
কাল চক্ষের তারা আর রাখ্‌তে সাধ নাই আমার,
কাল তমালের তরু কুঞ্জে আর রাখ্‌ব না। ৩২৪।

কীর্ত্তন।

তুমি আমার, আমার বঁধু,
কি বলি কি বলি তোমায় বলি নাথ!
কি জানি কি বলি, আমি অভাগিনী নারী জাত।
তুমি হাতকি দর্পণ, মাথকি ফুল,
তোমায় ফুল করে কেশে পরব বঁধু।
(তোমায় শ্যাম ফুল করে কেশে পরব বঁধু)।
(তোমায় কবরীর মাঝে লুকায়ে লুকায়ে রাখ্‌ব বঁধু)।
তুমি নয়নেরি অঞ্জন, বয়ানের তাম্বুল,
(তোমায় শ্যাম অঞ্জন করে এঁকে পরব বঁধু)।
তুমি অঙ্গ কি মৃগমদ, গিমকি হার,
(শ্যাম-চন্দন মেখে শীতল হব বঁধু)।
(তোমায় হার করে যত্নে পরব বঁধু।)
তুমি দেহকি সর্ব্বস্ব, গেহকি সার,
পাখীকো পথে মীনকো পাণী
তেয়সী হাম বঁধূ তুয়া মানি। ৩৯৫।

কীর্ত্তন।

বাসি হলো বনমালা দেখ ওলো প্রাণ সই,
ধূসর গগনে শশী কালশশী এল কই?
মজিয়া শঠের ছলে,
ভাসি লো নয়ন-জলে,
দেখ লো কমলদলে ভ্রমরা বসিল অই!

এলো না, এলো না কালা,
বিফল বিপিনে জ্বালা,
বিরহ বিধুরা বালা, বল বল কত সই? ৩৯৬।

পরজমিশ্র—কাওয়ালী।

দেখ দেখ কানাইয়া আঁখি ঠারে ঐ!
ইঙ্গিতে অঙ্গুলি, চম্পক-কলি, খেলিছে লো;
আমি চলিতে নারি ধর আমারে সই।
রাধা রাধা বলে মুরলী, উঠে তাল তরঙ্গিণী,
উথলি, ধীর মধুর রোল, প্রাণ উতরোল,
ঘোরা যামিনী কামিনী, সাধে কি কাননে চলি,
আকুলা মুরলী, রাধা রাধা বলি,
ধর লো ধর লো, পড়ি লো চলি,
মুরলী ডাকিছে বারে বার কই রসময়ী। ৩৯৭।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

কৃষ্ণ-প্রেম-সাগরে ভাসিয়ে দেহ সই,
এখন কূল কিনারা পাই লো কই;
হরি বলে এক টানাতে রই।
উঠ্‌ছে সদা আতঙ্ক তুফান,
ডুবে গেছে কুল মান,
বুঝি যায় লো শেষে প্রাণ,
পারের কে জানে সন্ধান,
সেই অকূলের কাণ্ডারী হরি বই? ৩৯৮।

বেহাগ—একতালা।

দেখ লো সজনি, চাঁদিনী রজনী,
  সমুজল যমুনা গাওত গান,
কানন কানন, করত সমীরণ,
  কুসুমে কুসুমে চুম্বন-দান।
কাহে লো যমুনা, জোছন ঢল ঢল,
  সুহাস সুনীল বারি?
আজু তোঁহারই, উজল সলিল পর,
  নয়ন সলিল দিব ডারি।
কাহে সমীরণ, লুটই কুসুম-বন,
  অলসি পড়সি যমুনায়!
তোঁহার চম্পক বাসিত লহরে,
  মিশাব নিশাস-বায়।
জনম গোয়ায়নু, রোয়ত রোয়ত,
  হামকো কোইত সাধল না।
সকল তয়াগনু, যো ধন আশে,
  সো বি তয়াগল মোয়;
আপন ছোড়ি সব, আপন করনু রোয়,
  সো বি সজনি পর হোয়!
যমুনে হাগ, হাস লো হরষে,
  হাম তব রোয়বে কে?
তোঁহারি সুহাসিত, নীল সলিল পরি,
  রাধা সঁপদে দে। ৩৯৯।

বেহাগ—একতালা।

ওহে রসরাজ, ছি ছি কেন কাজ,
সাজে কি তোমারে হরি?
কুলনাশা বাঁশী শুনি শ্রবণে,
কুলনারী হয়ে নিঃশঙ্ক মনে,
নিশিতে ধাইয়ে আইলাম বনে,
কুল লাজ পরিহরি।
তার প্রতিফল, দিলে হরি ভাল,
চল, নাথ হে করেতে ধরি;—
অন্তর মাঝে পশি অনঙ্গ, দাহন করিছে হৃদয় অঙ্গ,
রাখ রাখ প্রাণ হে ত্রিভঙ্গ, উহু উহু মরি মরি। ৪০০।

সিন্ধু—কাওয়ালী।

হেরিলে বয়ান, থাকে নাকো মান,
প্রেমের তুফান প্রাণেতে লো বয়।
সে বঙ্কিম আঁখি কি যে বলে সখি,
আঁখিতে আঁখিতে কত কথা কয়।
মধুর মুরলী, প্রেম যন্ত্র বলি,
ইন্দ্রজালে যেন মন লয় হরি।
মান অভিমান, প্রেম অপমান,
নিমেষে সকলি, হায় লো পাশরি।
কিযে হল জ্বালা, দেখিলে বিহ্বলা,
না দেখে উতলা কি হবে উপায়।
সহেনা যাতনা, কই লো মন্ত্রণা,
কালা যেন আর নাহি ঠেলে পায়। ৪০১।

বেহাগ—একতালা।

ছি ছি কি লাঞ্ছনা,
না পুরিতে সাধ, বিষম প্রমাদ, হরিবে বিষাদ, হইল ঘটনা!
থাকিলে স্ববশে, পর প্রেমরসে,
মজে নিজদোষে, দোষী হলাম শেষে ;
পোড়া লোকে হাসে, অপযশ ভাষে, হল একি বিড়ম্বনা।
গেল কুল মান, হলেম অপমান, এখন এ দেহে কেন আছে প্রাণ,
পর কি আপন, হয় কি কখন, বৃথা সে প্রেম বাসনা।
ত্যজি গুরুজন, আর পরিজন, কেন অকারণ সহিব গঞ্জনা,
বরঞ্চ জীবন, দিব বিসর্জ্জন, লাজ ভয় ত্যজিব না। ৪০২।

ঝিঁঝিট—একতালা।

প্রাণ যায় প্রাণ যায় প্রাণ যায় প্রাণ সজনি,
কৃষ্ণ কই কৃষ্ণ কই বল সই, বিফলে গেল যে রজনী ;
প্রেম পিপাসায় লাগে প্রমদায়, কি উপায় করে রমণী ?
দিলেম আপনা হতে কুলে কালি,
জল বাঁধ্‌লাম বাঁধ দিয়ে বালি,
বলো যদি এসে বনমালী, বলো শ্যাম বলে মরিল ধনী। ৪০৩।

মল্লার—আড়াঠেকা।

যমুনারি জলে মোর কি নিধি মিলিল।
ঝাঁপ দিয়ে পশি জলে, যতনে তুলিয়া গলে,
পরেছিনু কুতূহলে, যে রতনে

নিদ্রার আবেশে মোর, গৃহেতে পশিল চোর,
কাটিল কণ্ঠের ডোর, মণি হরে নিল! ৪০৪।

গারা-ঝিঁঝিট—একতালা।

আগে কি জানি বল নারীর প্রাণে সয় হে এত,
কাঁদাব মনে করি, ছি, ছি, সখী কাঁদি তত!
সাধ করি সে সাধুবে এসে, প্রাণের জ্বালায় সাধি শেষে,
লাজ মান ভাসিয়ে দিয়ে, অপমান আর সব কত! ৪০৫।

কানেড়া মিশ্রিত কীর্ত্তন।

হেরি চম্পক কলি, পড়ে ঢলি ঢলি,
আমা বিনে সে কি জানে?
চাঁদ নিরখি, ভাসে দুটী আঁখি,
ফিরে ফিরে চায় চাঁদের পানে।
মনমোহনে, আন যতনে,
কেঁদে ফিরে গেছে অভিমানে।
না হেরে আমায়, লুটায় ধরায়,
তার প্রাণ জানিত প্রাণে প্রাণে।
(ওলো) তেমনি সজনি, আমি পাগলিনী,
প্রবোধ মন না মানে।
মরম ব্যাথায়, সে আছে কোথায়,
কাজ কি ছার মানে! ৪০৬।

বাঁরোয়া—ঠুংরি।

প্রাণ কি চায়রে কে জানে,
পোড়া মন টেঁক্‌না এখানে।
হায় রে যদি চকোর হতেম, উধাও হয়ে উড়ে যেতেম,
বসে বসে সুধা খেতাম, চেয়ে রইতেম চাঁদের পানে। ৪০৭।

পুরবীমিশ্র—একতালা।

বনে বনে ফিরি, বনে বনে ঢুঁরি,
কার যেন অভাব পাই।
কি যেন হল না, কি যেন এলো না,
বনে বনে তাই কেঁদে বেড়াই।
নিরালায় ভাবি, আপন মনে,
প্রাণে প্রাণে কত কথা সুধাই।
চন্দ্র কিরণে, চন্দ্র বদনে,
কভু কভু যেন আভাষ পাই।
নিঝুম হইয়ে, যবে যাই চলে,
পদধ্বনি পিছে উঠে নানা তালে,
অমনি তখনি, পিছনে চাই,
কই কই হায়—কেউ যে নাই। ৪০৮।

ছায়ানট—মধ্যমান।

আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধরে।
যেখানে যাই সে যায় পাছে, আমায় বল্‌তে হয় না জোর করে।
মুখ খানি সে যত্নে মুছায়, আমার মুখের পানে চায়,

আমি হাস্‌লে হাসে, কাঁদলে কাঁদে, কতই রাখে আদরে।
আমি জানতে এলাম ভাই, কে বলুবে আপনার রতন নাই,
সত্যি মিছে দ্যাখনা কাছে, কচ্ছে কথা সোহাগ ভরে। ৪০৯।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কুহুতানে আকুল করে প্রাণ।
বুঝি রাখ্‌তে নারি কুল মান।
কুসুম হেরি ভুল্‌তে নারি,
মনে পড়ে সে বয়ান।
গুঞ্জরি ভ্রমরা চলে, মনের কথা পদ্মে বলে,
সাধ হয় সাধি গিয়ে ভাসিয়ে দিয়ে অভিমান। ৪১০।

ঝিঁঝিট—পোস্তা।

পূরব গগনে উদল ভানু,
পশ্চিম আকাশে পড়িবে ঢলিয়া।
বরষ আইল, বরষ যাবে,
আজি কালি করি যাইবে চলিয়া।
জীবনের আশ, মিটেনা পিয়াস,
পিয়াসে পিয়াস বাড়িবে রে।
এ হেন পিয়াসে, কেন কর আশ,
যে পিয়াস কভু নাহি নিভে রে।
কবি কহে শুন, আশ না করিহ,
আশে পিয়াস বাড়িবে বাড়িয়া।

মিটিয়ে দে আশ, কভু নাহি মিটে,
তবহুঁ আশ রহিবে পড়িয়া।৪১১।

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

ভাবের ভাবনা জলে, ঝাঁপ দিয়ে কুতূহলে,
প্রেমমণি নিতে তুলে, আসিয়াছি প্রেমময়!
প্রেমের দুয়ারে বসি, প্রেম পাই দিবানিশি,
গলায় প্রেমের ফাঁসী, সাধে পরি প্রেমালয়!
নাথ হে, প্রেমের প্রীতি, শিখাও প্রেমের রীতি,
তোমার প্রেমের প্রতি, মন আঁখি চেয়ে রয়! ৪১২।

ভৈরবী—যৎ।

তোরা যাস্‌নে যাস্‌নে যাস্‌নে ছুটি,
গেলে কথা কবে না সে নব ভূপতি।
যদি যাবি মধুপুরে, আমার কথা বলনা তারে,
বুন্দে লো তোর ধরি করে, করি মিনতি। ৪১৩।

মিশ্র—আড়খেম্‌টা।

মরি লো মরি, আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে?
ভেবেছিলাম ঘরে রব, কোথায়ও যাব না,
ঐ যে বাহিরে বাজিল বাঁশি বল কি করি।
শুনেছি কোন কুঞ্জবনে যমুনা তীরে,
সাঁঝের বেলা বাজে বাঁশি ধীর সমীরে,
ওগো তোরা জানিস যদি (আমারে) পথ বলে দে।
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে?

দেখি গে তার মুখের হাসি,
(তারে) ফুলের মালা পরিয়ে আসি,
(তারে) বলে আসি তোমার বাঁশি,
আমার প্রাণে বেজেছে,—
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে ? ৪১৪।

খাম্বাজ—আড়খেম্‌টা।

বনে এখন ফুল ফুটেছে,
মান করে থাকা আর কি সাজে ?
মান অপমান ভাসিয়ে দিয়ে,
চল চল কুঞ্জ মাঝে।
আজ কোকিলে গেয়েছে কুহু, মুহুর্মুহু,
আজ কাননে ঐ বাঁশি বাজে,
মান করি থাকা আর কি সাজে ?
আজ মধুতে মিশাব মধু,
পরাণ বঁধু, চাঁদের আলোয় ঐ বিরাজে,
মান করে থাকা আর কি সাজে ? ৪১৫।

খট—একতালা।

বলি গো সজনি যেও না যেও না,
তার কাছে আর যেও না যেও না।
সুখে সে রয়েছে, সুখে সে থাকুক,
মোর কথা তারে বল না বল না।

আমারে যখন ভাল সে না বাসে,
পায়ে ধরিলেও বাসিবে না সে,—
কাজ কি কাজ কি, কাজ কি সজনি,
মোর তরে তারে দিও না বেদনা। ৪১৬।

কীর্ত্তন।

দে দে দে, মাধবে দে,
আমার মাধব আমায় দে, দিয়ে বিনামূলে কিনে নে।
মীনের জীবন, জীবন যেমন, আমার জীবন মাধব তেমন।
তুই লুকাইয়ে রেখেছিস্ (ও মাধবী)
আমি বাঁচি না বাঁচি না,
(মাধবী, ও মাধবী) মাধব বিনে, মাধব অদর্শনে। ৪১৭।

কীর্ত্তন।

শ্যাম যদি মোর হতো মাথার চুল,
যতন করে বাঁধতুম বেণী সই, দিয়ে বকুল ফুল।
(কেশব-কেশ যতনে বাঁধতেম সই)
কেউ নখতে পার তো না সই
(কেউ নখতে পার্‌তো না,)——।
কালর কাল মিশে যেতো গো,—
কেউ নখতে পারতো না।
শ্যাম যদি মোর ব্যাসর হইত,
নাশা মাঝে সতত রহিত,
অধর-চাঁদ অধরে রত সই।

যা হবার নয়, তা মনে হয় গো—
শ্যাম কেন ব্যাসর হবে সই।
শ্যাম যদি মোর কঙ্কন হত,
বাহু মাঝে সতত রহিত,
কঙ্কন নাড়া দিয়ে চলে যেতেম সই—
(বাহু নাড়া দিয়ে)
শ্যাম-কঙ্কন হাতে দিয়ে চলে যেতেম সই,
(সই রাজ-পথে) । ৪১৮ ।

কীর্ত্তন।

হায় সখি দারিদ নারী,
জনম অবধি হাম, পীরিতি করনু,
মোচনু লোচন বারি।
রূপ নাহি মম, কিছু নাহি গুণ,
দুখিনী আহীর জাতি।
নাহি জানি কিছু, বিলাস ভঙ্গিম,
যৌবনে গরবে মাতি।
অবলা রমণী, ক্ষুদ্র হৃদয় ভরি,
পীরিতি করণে জানি।
এক নিমিখ পল, নিরখি শ্যাম জনি,
সেই বহুত করি মানি।
কুঞ্জ পথে যাব, নিরখি সজনি হাম,
শ্যামক চরণক চিনা।

শত শত বার, খুলি চুম্বি সখি,
রতন পাই জমুদীনা।
নিঠুর বিগজ, এ দুখ জনমে,
মাড়িব কি তুয়া পাস।
জনম অভাগী, উপেখিতা হাম,
বহুত নাহি করি আশ।
দূরে থাকি হাম, রূপ হেরইব,
দূরে শুনইব বাঁশি।
দূর দূর রহি, সুখে নিরখিব,
শ্যামকো মোহন হাসি। ৪১৯।

তুড়ি।

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম,
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক মধু, শ্যাম নামে আছে গো,
বদনে ছাড়িতে নাহি পারি।
জপিতে জপিতে নামে, অবস করিল গো,
কেমনে পাইব সখী তারে।
নাম পরতাপে যার, ঐ ছল করিল গো।
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার, নয়নে দেখিয়া গো,
যুবতী ধরম কৈছে রয়।

পাশরিতে করি মনে, পাশরা না যায় গো,
কি করিব কি হবে উপায়!
কহে দ্বিজ চণ্ডিদাসে, কুলবতী কুলনাশে,
আপনার যৌবন যাচয়। ৪২০।

তুড়ি।

কি দেখিনু যমুনার তীরে,
কালিয়া বরণ এক, মানুষ আকার গো,
বিকাইনু তাঁর আঁখির ঠারে।
নিতি নিতি আসি যাই, হেন কভু দেখি নাই,
কি খেনে দেখিনু আজ তারে।
চিকন কালার রূপে, আকুল করিল গো,
ধরণে না চায় মোর হিয়া।
কত চাঁদ নিঙ্গাড়িয়া, মুখানি মাজিল গো,
বড়ু কহে কত সুধা দিয়া। ৪২১।

কবির সুর।

বঁধুর বাঁশি বাজে বুঝি বিপিনে,
শ্যামের বাঁশি বাজে বুঝি বিপিনে।
নহে কেন অঙ্গ, অবশ হইল,
সুধা বরষিল শ্রবণে!
বৃক্ষ ডালে বসি, পক্ষী অগণিত,
জড় যত কোন কারণে?

যমুনার জলে, বহিছে তরঙ্গ,
তরু হেলে বিলে পবনে।
একি একি সখি, একি গো নিরখি,
দেখ দেখি সব গোধনে;
তুলিয়ে বদন, নাহি খায় তৃণ,
আছে যেন হীন চেতনে।
হায় কিসের লাগিয়ে, বিদরিয়ে হিয়ে,
উঠি চমকিয়ে সঘনে;
অকস্মাৎ একি প্রেম উপজিল,
সলিল বহিছে নয়নে!
আরো এক দিন, শ্যামের ঐ বাঁশি,
বেজেছিল কাননে;
কুল লাজ ভয়, হরিল তাহাতে,
মরিতেছি গুরু-গঞ্জনে। ৪২২।

কবির সুর।

ও গো চিনেছি চিনেছি চরণ দেখে,
ওই বটে সে কালিয়ে।
চরণে চাঁদ ছাঁদ, আছে দীপ্ত হয়ে।
যে চরণ ভজে ব্রজেতে আমায়,
ডাকে কলঙ্কিনী বলিয়ে। ৪২৩।

কবির সুর।

জলে জলে কে গো সখি,
অপরূপ রূপ দেখি, দেখ সই নিরখি,

কৃষ্ণের অবয়ব সব, ভাব ভঙ্গি প্রায়,
মায়া করে ছায়া রূপে, সে কালা এসেছি কি ?
আচম্বিতে আলো কেন যমুনারি জল,
দেখ সখি, কুলে থাকি কে করে কি ছল।
তীরের ছায়া নীরে লেগে হল বা এমন,
চক্ষেতে দেখিতে আমার জুড়াল দুটী আঁখি।
বিশেষ বুঝিতে নারি, নারী বইতো নই,
ওগো প্রাণ সই,
নিরখি নির্ম্মল জলে, অনিমিষে রই। ৪২৪।

কবির সুর।

দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও ব্রজনাথ,
বদন ঢেকে যেও না।
তোমায় ভালবাসি তাই, চোকের দেখা দেখ্‌তে চাই,
কিছু থাক থাক বলে ধরে রাখ্‌ব না।
তুমি যাতে ভাল থাক, সেই ভাল,
গেল গেল বিচ্ছেদে প্রাণ, আমারি গেল।
সদা রাগে কর ভর, আমি তো ভাবিনে পর,
তুমি চক্ষু মুদে আমায় দুঃখ দিও না। ৪২৫।

কবির সুর।

ও সখি রে,—
কই বিপিন-বিহারী বিনোদ আমার এলো না।
মনেতে করিলে সে বিধুবদন,

সখি এ যে পাগ প্রাণ,
ধৈরজ না মানে, প্রবোধি কেমনে, তা বল না।
বিগলিত পত্রে, চমকিত চিত্তে,
হতেছে, স্থির মানে না।
যেন এলো এলো হরি, হেন জ্ঞান করি,
না এল মুরারী, পাই যাতনা। ৪২৬।

কবির সুর।

আগে যদি প্রাণ সখি জানিতেম্,
শ্যামের পিরীত, গরল মিশ্রিত,
কারো মুখে যদি শুনিতেম্;
কুলবতী বালা, হইয়া সরলা,
তবে কি ও বিষ ভকিতেম্!
যখন মদনমোহন আসি, রাধা রাধা বলে বাজাত বাঁশী,
যদি মন তায় না দিতেম্!
সই, আমিও চাতুরী, করিয়া সে হরি,
আপন বসেতে রাখিতেম্। ৪২৭।

কবির সুর।

শ্যাম তিলেক দাঁড়াও,
হেরি চিকণ কাল বরণ।
শ্যাম তিলেক দাঁড়াও,
এ অধিনীর মনের মানস পুরাও।
সাধ মন বহু দিনের, আজ পেয়েছি অঙ্গনে,

চন্দ্রাননে হাসি হাসি, বাঁশিটী বাজাও,
শ্যাম তিলেক দাঁড়াও। ৪২৮।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

হরি নাম কেউ যেন না শুনে,
কৃষ্ণ কথা বল্‌বি যদি গো, বল্‌সে আমার কানে।
আদেশ ক্রমে মন ভ্রমে, করি হরি রব,
এখন করি হরি রব, এখন করি কৃষ্ণ রব,
ও নামে আমার প্রতি খড়্গহস্ত সব;
হিরণ্যকশিপু রাজ্য হয়েছে এই বৃন্দাবনে। ৪২৯।

ভৈরবী—একতালা।

কেন তারে মন সদা চায়,
সখি, সতত সে জ্বালায়।
প্রেমানলে অঙ্গজ্বলে, বদন ভাসে নয়ন জলে,
এক দিন ভাবি সখি, নয়ন দুটি মুদে রাখি,
অন্তরে সে রূপ দেখি, বিচ্ছেদ জ্বালায়। ৪৩০।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

গিয়ে সখি যমুনার কূলে,
হেরিলাম কাল শশী কদম্বের মূলে।
মরি সে মোহন রূপ, জগতে অতি অপরূপ,
নিরখি নাগর ভূপ, কালি দিলাম কুলে।
শুনে মধুর বাঁশি, মন হইল উদাসী,
কেমনে ভবনে আসি, মন প্রাণ গেল ভুলে। ৪৩১।

রামকেলী মিশ্র—একতালা।

আমার সাধ হয় সদা, যাই গো ভেসে,
কুলে আমায় কে আনে, প্রাণের কথা প্রাণই জানে।
প্রাণের কথা প্রাণে সুধালে, সে তো কিছু বলে না,
আঁখি ভেসে যায় জলে।
আমি ফিরবো না লো মনে করি, ডুরি ধরে কে টানে।
আমি প্রেম বিরাগে হলেম উদাসী,
কে পরালে ফাঁসী, আমি প্রাণের টানে দেখ্‌তে আসি,
বুঝালে কি প্রাণ মানে———! ৪৩২।

পাহাড়ী খাম্বাজ—মধ্যমান।

মরি লো প্রাণ সই, জানি না কৃষ্ণ বই,
যা গো যা প্রাণধনে আন না।
সই লো সেই কালা বিনে, বাঁচি নে বাঁচি নে,
জেনেও কি প্রাণসখি, জান না!
আমার সে কালাচাঁদ, দেখ্‌বো লো বড় সাধ,
মলে সই আর তো দেখা হবে না।
যা লো যা ত্বরা করি, আন্ লো পায়ে ধরি,
সে বুঝি এমন জ্বালা জানে না! ৪৩৩।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

হরি বলে প্রাণ সই এ প্রাণ ত্যজিব,
বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত হরির রাঙ্গাপদে মিশাইব।

এ ভব যন্ত্রণা যাবে, আর কি মানব দেহ হবে,
আসিতে হবে না ভবে, হরি ভেবে হরি হব।
শঙ্খ চক্র গদাম্বুজ, লয়ে হব চতুর্ভুজ,
ভনে রামচন্দ্র দ্বিজ, সাধকের এই ভাব। ৪৩৪।

ভৈরবী—কাওয়ালী।

কোথা হরি দয়াময়,
দাসীর বিপদে কেন হইলে নিদয়!
শোকানলে কলেবর, হইতেছে জর জর,
অধিনী দাসীরে নাথ রাখ পায়।
প্রভু তব পদে ধরি, অধিনীরে কৃপা করি,
লজ্জা নিবারিয়ে প্রভু রাখ পায়। ৪৩৫।

বেহাগ—মধ্যমান।

কেন বাধা দেহ, ত্যজিব এ দেহ,
প্রাণে নাহি প্রয়োজন।
শুন লো সজনি বিনে গুণমণি,
সব হয় অকারণ।
জীবনে কি ফল, হইল বিফল,
যত ছিল আকিঞ্চন,
না হব বিরত, জনমেরি মত,
দেহ সখি আলিঙ্গন। ৪৩৬।

মুলতান—একতালা।

জলে ঢেউ দিও না গো সখি,
আমি ঘাটে বসে কৃষ্ণ রূপ নিরখি।
ঢেউ দিও না, ঢেউ দিও না, তোমরা হবে পাতকী;
কদম ডালে বসে কালা, বাজায় মোহন বাঁশরী। ৪৩৭।

কীর্ত্তন ভাঙ্গা।

কত কেঁদেছে, সে কাঁদায়ে গেছে,
যাবার বেলায় হাত ধরে;
যার বঁধু বিদেশে যায়, সে কি কান্না সয়,
কাঁদতে শ্যামের কান্না-মুখ মনে পড়েছে।
আসবে বলে কাল, গেছে কত কাল,
কাল কি হয় নাই মথুরাতে!
(আসবে বলে গেল, এল না কেন ?)
ব্রজের শ্যাম যত দিন ছিল, সুখ তত দিন ছিল,
দুখের দিন কি যায় না শীঘ্র করে!
দিন লিখি লিখি নখ ক্ষয় হল,
আমায় আসবে বলে গেল অক্রূরের রথে। ৪৩৮।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

চল সখি দেখে আসি বাজে বাঁশি কোন বনে,
বাঁশির স্বরে পাগল করে, গৃহ কর্ম্ম না লয় মনে।
যত নারী বৃন্দাবনে, সে কি কালার নামটী জানে,
রাধা বলে বাজে বাঁশি রাত্র দিনে।

আমার শ্যামকলঙ্কী নামটী হল,
কেবল শ্যামের বাঁশির গুণে। ৪৩৯।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

বাঁশি তুমি আর বেজনা, আর বেজনা;
বাঁশিরে তোর পায়ে ধরি, আর দিওনা দাগাদারি,
আমি যে নারী, সইতে নারি, নারীর প্রাণে আর সহে না।
গুরুজনের কাছে বসি, তখনি বাজাও হে বাঁশি,
সদাই বল রাধা রাধা,—রাধা বই কি নাম জান না। ৪৪০।

ঝিঁঝিট—একতালা।

গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে, মৃদুল মধুর বংশী বাজে,
বিসরি ত্রাস লোক লাজে, সজনি আও আও লো।
পিনহ চারু নীল বাস, হৃদয়ে প্রণয় কুসুম রাস,
হরিণ-নেত্রে বিমল হাস, কুঞ্জ বনমে আও লো।
ঢালে কুসুম সুরভ ভার, ঢালে বিহগ সুরভ সার,
ঢালে ইন্দু অমৃত ধার, বিমল রজত ভাতি রে।
মন্দ মন্দ ভৃঙ্গ গুঞ্জে, অযুত কুসুম কুঞ্জে কুঞ্জে,
ফুটল সজনি পুঞ্জে পুঞ্জে, বকুল যূথি জাতি রে।
দেখলো সখি শ্যামরায়, নয়নে প্রেম উথলে যায়,
মধুর বদন অমৃত সদন, চন্দ্রমায় নিন্দিছে।
আও আও সজনিবৃন্দ, হের সখি শ্রীগোবিন্দ,
শ্যাম কো পদারবিন্দ, ভানুসিংহ বন্দিছে। ৪৪১।

বাউল—মিশ্রিত।

আমার নীরস প্রাণে ধেয়ে এল কে,
কোমল দুটী বাহু তুলে রে!
আমার মনের বিকার দূরে গেল যে,
ও চাঁদবদন দেখিতে।
ওরে, তোরে নিয়ে ভবের জলে,
ভাস্‌বো এবার কুতূহলে,
সে ধ্যানে আর বস্‌ব না রে,
রব শুধু তোরই ধ্যানেতে। ৪৪২।

বেহাগ—কাওয়ালী।

মনে রয়ে গেল মনের কথা,
শুধু চোকের জল প্রাণের ব্যথা।
মনে করি দুটী কথা বলে যাই,
কেন মুখের পানে চেয়ে চলে যাই।
সে যদি চাহে, মরি যে তাহে,
কেন মুদে আসে আঁখির পাতা;
ম্লানমুখে সখি সে যে চলে যায়,
ও তারে ফিরায়ে, ডেকে নিয়ে আয়,
বুঝিল না সে যে কেঁদে গেল,
ধুলায় লুটাইল হৃদয় লতা। ৪৪৩।

বেহাগ—আড়াঠেকা।

ক্ষণেক দাঁড়াও বঁধু আগে আমি যাই,
মরিতে হবে তবে আর কেন যাতনা পাই !
হইল প্রেমের ব্রত সাঙ্গ, তরঙ্গে ডুবিল অপাঙ্গ,
একবার দাঁড়াও হে ত্রিভঙ্গ, ত্যজি অঙ্গ দেখ তাই।৪৪৪।

পরজ—মধ্যমান।

এই কি তব দয়া দয়াময়, কও আমায়,
এ দয়া দেখে দয়া হয় ; যে হয় তব অনুগত,
তার কি দশা এমনি হয়।
তোমায় যোগে পায় না যোগী, যারলাগি সে জন যোগী,
এখন তায় করেছ বাকি, যজ্ঞেশ্বর যাও হে কোথায় !
রসময় কে তোমায় বলে বিশ্বময়,
দেখিলাম আমি অসময়ে কেবল বিষময়,
দেখ্‌লাম তোমার যত মায়া, কেবল মাত্র সকল ছায়া,
মদন বলে মিছে মায়া করে রেখেছ জগতময়। ৪৪৫।

শ্রীকৃষ্ণ।

খাম্বাজ—একতালা।

নটকি নটকি চলতা মোহন আওয়ে,
ভাওয়ে মন অধরে মুরলী, মধুর মধুর বাজে।
চঞ্চল কুন্তল, চপল দোলনি,
ময়ূর মুকুট চন্দ্র কলনী,
মন্দ হাসনী জিয়াকে বাছনি, মোহন মূরতি রাজে।
ভ্রুকুটী কুটিল রঙিল নয়ন,
অধর অরুণ মধুর বয়ান,
প্রীতি গন্ধে চারুতিলক, ভাল পরা বিরাজে। ৪৪৬।

জয়জয়ন্তী—একতালা।

ভব পারাবারে আয় কে যাবিরে,
শ্রীনাথের তরি লেগেছে তীরে।
জগৎ চিন্তামণি, প্রভু চক্রপাণি,
আপনি ক্ষেপণী, শ্রীকরে ধরে।
হেলায় ভেলা ভোলা হারালি হারালি,
ছয়ের দায়ে বুঝি ডুবিলি ডুবিলি,
প্রপঞ্চ পঙ্কেরে ছাড় ছাড় বলি,
যুগল বাহু তুলি বলি মুরারে। ৪৪৭।

কীর্ত্তন।

তোর নাম রেখেছি হরিবোলা,
মনের সাধে ও আমার মন,
খেল না হরি নামের খেলা।
প্রেমে মেখে ভক্তি মাটী,
গড় না হরির চরণ দুটী,
আর দুজনে সেই চরণে
পরিয়ে দি বন-ফুলের মালা। ৪৪৮।

মল্লারঝিঁঝিট—একতালা।

আয় রে আয় হরি বলে, বাহু তুলে নেচে আয়,
ডাক্‌লে হরি রইতে নারে, রাখ্‌বে তোরে রাঙ্গা পায়।
কাজ কি আর ছার কামনা, হরি পদে প্রাণ র্সপনা,
হরি নাম কারু নয় মানা,—
হরি নামের গুণে, হরি কেনে, নামের গুণে তরে যায়। ৪৪৯।

দেশ মিশ্রিত—তাল একতালা।

কেশব কৃষ্ণ করুণা দীনে, কুঞ্জকাননচারী,
মাধব মনোমোহন, মোহন-মুরলী-ধারী।
ব্রজকিশোর, কালিয়হর, কাতর-ভয়-ভঞ্জন,
নয়ন বাঁকা, বাঁকা শিখিপাখা,
রাধিকা হৃদিরঞ্জন।
গোবর্দ্ধন-ধারণ, বন-কুসুম-ভূষণ,
দামোদর কংস দর্পহারী
শ্যাম রাস-রস-বিহারী। ৪৫০।

কীর্ত্তন।

(জয়) নন্দদুলাল, ব্রজ গোপাল, ভূপ ভূপাল হরি হে,
কৃষ্ণচন্দ্র, চন্দ্রবদন, ভবসাগর তরি হে।
রাধিকা হৃদি-বিহারী শ্যাম, বংশীধারী বঙ্কিমঠাম,
ফুল্ল বন্য কুসুমদাম, পাতকি-পাপ-হারী হে।
মনোমোহন, বাঁকা নয়ন, গোপিনীগণ-রঞ্জন,
চারু পীতধড়া, বাঁকা শিখিচূড়া, ভীত-চিত-ভয়-ভঞ্জন ;
দৈত্যবিজয়ী হৃষীকেশ,গোবর্দ্ধনধর পরেশ,বৃন্দা বিপিনচারী হে।৪৫১।

সিন্ধু—চৌতাল।

অনন্ত শয়নে, হের নারায়ণে,
হের হের বিশ্ববাসীগণ।
পীতাম্বর হরি, মধুর মাধুরী,
পাদপাশে বিজলী বরণী ;—
কিবা মোহনবেশে, কিবা মধুর হেসে,
হেরি হেরি লীলার স্বপন। ৪৫২।

মঙ্গলমিশ্রিত—একতালা।

এমন সুধার হরিনাম, হরি বল না,
সাধের পনে কিন্‌বি হরি, সাধ কেন তোর হল না ?
পাপী তাপী নাইকো রে বিচার,
হরি ডাক্‌লে পরে তার,
করুণার তুলনা নাই আর ;
নামে হও মাতুয়ারা, মিছে মদে ভুল না। ৪৫৩।

কীর্ত্তনভাঙ্গা।

কে জানে তোমার মায়া ওহে শ্রীহরি,
পুরুষ প্রকৃতি হও কভু ত্রিপুরারী,
কভু ব্যাঘ্র চর্ম্মধর, কভু বা মুরলী ধর,
কভু হও নর হর, রণস্থলে দিগম্বরী।
তব মায়ার রঙ্গ বলি, ত্রিপাদ ভূমি দিবে বলি,
ছলনা করিয়ে ছলি, পাঠাইলে নাগপুরি।
জয় বলে রামারাম, আকার ভেদ, ভেদ নাম,
সেই শ্যামা সেই শ্যাম, ভাব মন ঐক্য করি। ৪৫৪।

কীর্ত্তন।

নগর চেয়ে কানন ভাল,
নাইকো হেথায় কোলাহল।
ভক্তিভাবে মধুর স্বরে,
মন রে আমার হরি বল।
প্রতিধ্বনি গভীর স্বরে,
বল্‌বে হরি দূরে দূরে ;
বনের পাখী বল্‌বে হরি,
ফুল্‌বে প্রেমের কুসুমদল। ৪৫৫।

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

কাতরে এত তোরে ডেকে ডেকে হলেম সারা,
তবু না দিলি দেখা, পরাণ সখা,
ভাঙ্গলি না মোর ভবের কারা ?

আমি শুনেছি ত পাই, ও ভাই কানাই,
ডাকে কাতর প্রাণে যারা;
তোর অপরূপ বঙ্কিমরূপ, নয়ন ভরে হেরে তারা।
ও ভাই দেখা না পাই, তায় ক্ষতি নাই,
আমি এই ভেবে জ্ঞানহারা;
লোকে বল্‌বে এবার দারুণ নিঠুর, রাধা-রাণীর মনচোরা। ৪৫৬।

দেশমিশ্র—ঝাঁপতাল।

তোমারি করুণা ভাবিয়ে হরি এসেছি তোমার দ্বারে হে,
তোমাতে সঁপিয়ে জীবন যৌবন, সংসার সাগরে ভাসিহে।
মূর্খে ধন দেও, নরকে ডুবাও, এ কেমন তব বিচার হে,
তারা অপরাধী,সদা সুরাপায়ী,এই কি ধনের গরিমা হে।৪৫৭।

জঙ্গলা—একতালা।

ওহে মাধব, শ্রীচরণে তব, এই মাত্র মম নিবেদন। যেন শয়নে স্বপনে, ভোজনে ভ্রমণে, ঐ চরণে থাকে মন।
ওহে পীতবাস, ঘুচাও গর্ভবাস, দাসের পাপ কর বিমোচন।
ইন্দ্রিয় গণের পড়ে ইন্দ্র জালে, তোমায় কভুনা হই যেন বিস্মরণ।
সুখাদি সম্ভোগ, চাইনা স্বর্গভোগ, নির্ব্বাণে নাই আকিঞ্চন।
সঙ্গে দাস হয়ে থাকি, পদরজ মাখি, পদাম্বুজ করিব সেবন। ৪৫৮।

মুলতান—একতালা।

তোমারি কারণে হরি সদা কাঁদে প্রাণ,
কোথায় হে দয়াল প্রভু দাও দরশন।

শুনেছি বেদ পুরাণে, কাঙ্গালেরি কান্না শুনে,
বাজেন্ন অধিক বাজে প্রাণে, ওহে ব্রহ্মসনাতন।
দুর্ব্বলেরি তুমি বল, যে ডাকে হে দাও হে কোল,
তবে কেন কর ছল করিতে করুণা দান। ৪৫৯।

কীর্ত্তন ভাঙ্গা।

হরিনামে পাষাণ জলে, মাগো আমার কিসের ভয়?
যখন বস্‌বো গিয়ে পিতার কোলে, বল্‌বো হরি বাহুতুলে,
পিতাও আমার—ও মা,—হরিনামে যাবে ভুলে।
তুমিও আমার মা,—হরিও আমার মা,—
মায়ের কাছে বল্‌বো হরি, হরির কাছে বল্‌বো মা। ৪৬০।

রাগ বসন্ত।

বরজ কিশোরী ফাগু খেলত রঙ্গে।
চুয়া-চন্দন আবীর গোলাব দেয় ত শ্যামের অঙ্গে।
ফাগু হাতে করি ফিরত শ্রীহরি, ফিরি ফিরি বোলত রাই,
ঘূং ঘঠ ওঠমে বয়ন ছাপাপত
বেরি বেরি যৈছে মেঘসে চাঁদ লুকাই। ৪৬১।

দেশমিশ্রিত—যৎ।

একাধারে রাধাকৃষ্ণ বিরাজে,
শ্যাম সেজে কাঁদালে রাধা, কাঁদ হে গৌর সাজে।
দ্যাখ্‌রে প্রেমের খেলা মন আমার,

আনন্দে ভাস্‌লো ধরা এল গৌরচাঁদ।
মন মজালে মোহন বেশে, পাত্‌লে প্রেমের ফাঁদ।
হরি নাম রট্‌লো রে দেশে,
প্রেম বিলাবে প্রেমনীরে ভেসে,
পিবে সুধা প্রাণ পদ-রাজীব রাজে,
দাঁড়াবে বাঁকা হয়ে হৃদয় মাঝে। ৪৬২।

বাউলের সুর।

নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ গোলোকেতে শ্রীহরি,
এবার নরলোকে উদ্ধারিতে দাওনা ঐ চরণ-তরি।
হৃদপদ্মাসন শূন্য আছে, তাই তোমায় বলি হরি,
একবার সদয় হও হে,উদয় হও হে, বামে রেখে কিশোরী।
রাম রূপে ধনুক ধর, কৃষ্ণ রূপে বাঁশরী,
আবার শিবরূপেতে শিঙ্গা ডম্বুর, গৌর রূপে দণ্ডধারী।
নেড়া মাথা, ছেঁড়া কাঁথা, বেশ ধরেছে শ্রীহরি,
জগাই মাধাই পাপী ছিল তরালে কৃপা করি।
(তুমি) শ্রীবৃন্দাবন রক্ষা করিলে বামকরে ধরে গিরি,
(তুমি) কখন কারে দয়া কর, ত্রিভঙ্গ হে মুরারী। ৪৬৩।

কীর্ত্তন।

দেখ্ রে আঁখি, আঁখি ভরি,
গোলক বিহারী হরি।
যারে হেরিলে যাইবি রে চলে—
ভবসিন্ধু পারে তরি।

হরি হরি বল অনুক্ষণ,
কর সদা হরি নামের কীর্ত্তন,
তাই বলি আর ঘুমাও না মন,
দিবা বিভাবরী। ৪৬৪।

সিন্ধু ভৈরবী।

বিজন বনে প্রকৃতি সুন্দরী,
পূজে তোমারে আদরে শ্রীহরি।
হাস্য-মুখী বনলতা সখী, যত আছে ফুল গালাধরি,
গন্ধবহ তার, বহে সুধাভার, গন্ধে আমোদিত করি।
সুদূরবাহিনী সুরতরঙ্গিনী তুলি আনন্দ লহরী,
ভক্তি'রসে গলি, ধায় বেগে চলি, তব পদ ধৌত করি।
গায় সুধা রবে, পিকবধু সবে, নাচে ভ্রমর ভ্রমরী,
জলে দিবা রাতি চন্দ্র সূর্য্য ভাতি,
কিবা শোভা আহা মরি। ৪৬৫।

বাউলের সুর।

(মধুর) হরি নামের নাই তুলনা। (সদা হরি বল)
ও নামে মহাপাপী তরে গেল রে,
ও নামে অন্ধ আতুর তরে গেল রে,
ও নামে মরা মানুষ বেঁচে গেল রে?
ভবে অপার নামের মহিমা (সদা হরি বল)
ও নামে অজামিল বৈকুণ্ঠে গেল রে,
তারে যম দূতে ছুঁতে পেলে না। (সদা হরি বল)

যদি বিষয়েতে সুখ হত রে,
তবে নানাজি ফকিরি নিত না। (সদা হরি বল)। ৪৬৬।

ঝিঁঝিট—আদ্ধা।

মরণ সময় যেন পাই হে রাঙ্গা চরণ তরি,
প্রাণ সখা দিও দেখা হয়ে বাঁকা বংশীধারী।
কত লক্ষ যোনি ফিরি মানব জনম ধরি,
দিনান্তে বদন ভরি, প্রাণান্তে বলি নাই হরি।
মদন মোহন ঠামে, আরাধ্য রাধিকা বামে,
এস হৃদয় বৃন্দাবনে, যুগল হেরে যেন মরি। ৪৬৭।

সিন্ধু—কাওয়ালী।

মন রে বিপদে ত্রাণ আর হলি নে।
বলিতে হরি তোয় আর বলি নে।
তুই এ জনমে হরিপদ-নলিনে স্থান নিলি নে।
যখন জঠরেতে ছিলি, দুঃখ পেয়ে বলেছিলি,
হরি ভুলে দুঃখ পেয়েছি আর ভুলি নে।
সব কার্য্য পরি হরি, এবার ভজিব হরি,
ভবে এসে সে পথ তুই গেলি নে।
কুপথে ভ্রমণ, সদাই কর মন,
সেই শমনদমন রাধারমণে মন দিলি নে। ৪৬৮।

প্রেম—শ্যামা-প্রেম।

কৈলাস।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

আহা কি অতুল শোভা আজি রে গিরিভবনে,
ভূধরে শারদা শশী, শারদ-শশী গগনে।
ভূধরে বিরাজে তারা, আকাশ-বিহারী তারা,
বিকশিয়ে আঁখি তারা, দেখে তারা সুখী মনে।
কামিনী যামিনী আজি, চন্দ্রিকা বসনে সাজি,
শিশির শিশিরে ভিজি, হেরিছে উমায় ;—
কুমুদী ফুটিয়ে জলে, নমে তারা পদতলে,
চকোরেরা কুতূহলে, চাহে উমাশশী পানে। ১।

কীর্ত্তন।

গিরিবর! আর আমি পারি নে হে,
প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন পান,
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে।
অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী,
বলে উমা ধরে দে উহারে।
কাঁদিয়ে ফুলালে আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি,
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে ?

আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়ে কর-অঙ্গুলী,
যেতে চায় না জানি কোথারে।
আমি কহিলাম তায়, চাঁদ কি রে ধরা যায়,
ভূষণ ফেলিয়ে মোরে মারে। ২।

কীর্ত্তন।

উঠে বসে গিরিবর, করি বহু সমাদর,
গৌরীরে লইয়া কোলে করে।
সানন্দে কহিছে হাসি, ধর মা এই লও শশী,
মুকুর লইয়া দিল করে;
মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহাসুখ,
বিনিন্দিত কোটি শশধরে।
শ্রীরামপ্রসাদে কয়, কত পুণ্য পুঞ্জ চয়,
জগত জননী যার ঘরে।
কহিতে কহিতে কথা, সুনিদ্রিতা জগন্মাতা,
শোয়াইল পালঙ্ক উপরে। ৩।

ললিত—আড়াঠেকা।

কে নাম দিল ত্রিগুণ ধারিনী,
কে নাম দিল বল না তাই উমা!
কার কাছে এত মা, হয়েছ আদরিণী?
আমি সাধের উমা নাম রেখেছিলাম,
উমা গো আমি আজি ত শুনিলাম,
সবে নাকি রেখেছে তোর নাম ভবের ভয়নাশিনী।

সুখের তরে তোরে সঁপিলাম,
দুঃখে দুঃখে কাল হর অবিরাম,
কে দিয়েছে মা তোর দুঃখ-হরা নাম,
আমি ত জানি দুঃখিনী।
সদানন্দের ঘরে অন্নশূন্য সদা,
কে তোমার নামটী রেখেছে অন্নদা,
দাশরথি দ্বিজ কাঁপে ভয়ে সদা,
কে নাম দিল ভব-ভয়-হারিণী। ৪।

বেহাগ—আড়াঠেকা।

কেন আজ হেরিলাম এমন স্বপনাবেশে,
এক দ্বারে ভবদারা দাঁড়ায়ে দুখিনী বেশে!
দেখিলাম ভবানীর, নয়নে ঝরিছে নীর,
পশিয়াছে শশিমুখী বিষাদ রাহুর গ্রাসে!
পরিহিত বাঘছাল, গলায় কপালমাল,
ভূতল-লম্বিত-জটা হয়েছে চিকণ কেশে।
বগলে ভিক্ষার ঝুলি, হেরিনু রয়েছে খুলি,
ক্ষুধায় আকুল কথা সরে নাকো মুখে।
সুধু আধ আধ বোলে, "ওমা ভিক্ষা দে মা" বলে,
প্রাণ উমা কোথা গেলে, ভাসায়ে শোক সরসে। ৫।

আলাইয়া—আড়াঠেকা।

উঠ উঠ গিরিরাজ হেরেছি কুস্বপন,
ভ্রমিতেছে শ্মশানেতে যেন আমার উমা ধন।

হর-প্রিয়া কাত্যায়নী, গৌরী গণেশ-জননী,
ভীমা অট্ট-হাসিনী, সঙ্গেতে যোগিনীগণ।
গাত্রে নাহি অলঙ্কার, বিভূতি হয়েছে সার,
ভিক্ষা করে দ্বার দ্বার, উমা কাটায় জীবন।
কনক বরণ যার, না আছে এখন আর,
অসিত বরণ সার হয়েছে গৌরী এখন। ৬।

অহং—একতালা।

গা তোলো গো, গা তোলো, বাঁধ মা কুন্তল,
ঐ এলো পাষাণি তোর ঈশানী।
যুগল শিশু লয়ে কোলে, মা কই আমার বলে,
ডাক্‌ছে মা তোর শশধর-বদনী।
ত্রিভুবনে ধন্যে, ত্রিভুবনে অন্যে,
তোর মেয়ের তুলনা নাই গো রাণি।
আমরা ভাবিতাম ভবের প্রিয়ে, আজি শুনি তোর মেয়ে,
ঐ নাকি মা ভবের ভয়হারিণী। ৭।

ললিত—আড়াঠেকা।

আয় মা উমা আয়, কেমন করে ভুলেছিলি,
মা বলে কি মনে নাই মা, ঘর পেয়ে সব ভুলে গেলি।
যখন তুই মা গিয়েছিলি, যাবার বেলা কি বলিলি,
"কেঁদ না মা আস্‌বো" বলে, অঞ্চলে নয়ন মুছালি।
তুইও তো মা কেঁদে গেলি, কেমন করে গো ভুলিলি,
পাষাণের মেয়ে বলে নিজেও কি পাষাণী হলি?

বড় মনে আশা ছিল, উমা আমার বড় হল,
সে আশার আশা দূরে গেল, এখন কতকাল পরে এলি। ৮।

প্রসাদি সুর—একতালা।

আমার উমা সামান্যা মেয়ে নয়,
গিরি তোমারি কুমারী তা নয় তা নয়।
স্বপ্ন যা দেখেছি গিরি, কহিতে মনে ভয় করি,
ওহে কার চতুর্ম্মুখ, কার পঞ্চমুখ,
উমা তাদের মস্তকে রয়।
রাজ রাজেশ্বরী হয়ে, হাস্য বদনে কথা কয়,
ও কে গরুড়-বাহন কালবরণ, যোড় হাতেতে করে বিনয়। ৯।

মালশ্রী।

ওগো রাণী,
নগরে কোলাহল, উঠ চল চল,
নন্দিনী নিকটে তোমার গো।
চল বরণ করিয়া, গৃহে আনি গিয়া,
এস না সঙ্গে আমার গো।
জয়া কি কথা কহিলি, আমারে কিনিলি,
কি দিলি শুভ সমাচার;
তোমায় অদেয় কি আছে, এস দেখি কাছে,
প্রাণ দিয়া সুধি ধার গো।
রাণী ভাসি প্রেমজলে, দ্রুত গতি চলে,
খসিল কুন্তল ভার;

নিকটে দেখে যারে, সুধাইছে তারে,
গৌরী কত দূরে আর গো। ১০।

পিলুবাহার—খং।

গিরি, এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না,
বলে বল্‌বে লোকে মন্দ, কারু কথা শুন্‌ব না।
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়,
এবার মায়ে ঝিয়ে কর্ব্ব ঝগ্‌ড়া, জামাই বলে মান্‌ব না।
দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়,
শিব শ্মশানে মশানে ফিরে, ঘরের ভাব্‌না ভাবে না। ১১।

মল্লার—মধ্যমান।

কই উমা কই আমার কই, উমা কই,
উমা উমা করে করে আমাতে আর আমি নই।
শয়নে স্বপনে উমা, আলাপনে মনে উমা,
জপমালা হল উমা, ভাবি না আর উমা বই।
ভেবে দুখিনী জননী, এল কি গণেশ-জননী,
সুদিন কি হল এমনি, পেলাম কি আনন্দময়ী!
না করিয়ে মিছে ছল, বল্‌গো তোরা সত্য বল,
মঙ্গলার সুমঙ্গল, আমার তো জপনা ওই। ১২।

খট্‌ ভৈরবী—আড়খেম্‌টা।

কোলে আয় মা ভবদারা, নয়ন তারা,
নাই মা আমার নয়নের তারা;

যারা তাপ চায় আমার মত হয় কি তারা!
বিধাতারে আরাধিব, মা তোর মা আর না হইব,
মেয়ে হয়ে দেখাইব, মার মায়া কেমন ধারা। ১৩।

ভৈরবী—একতালা।

ওগো উমা আয় গো মা, আয় করি কোলে,
জুড়াবে জীবন, করিয়ে শ্রবণ, বারেক ডাক মা বলে।
পথশ্রমে স্বেদে শিক্ত কলেবর,ক্ষুধায় মলিন হয়েছে অধর,
যত্নে ক্ষীর সর, রেখেছি মা, ধর দিব বদনকমলে।
তুই গো মা মম অঞ্চলের ধন, প্রাণের পুতলী,অমূল্য রতন,
মায়েরে দুঃখিনী করে দরশন, ছিলি কি মা তুই ভুলে।১৪।

সাহানা—ঝাঁপতাল।

কেমন করে পরের ঘরে ছিলি উমা বল্‌মা তাই,
কত লোকে কত বলে শুনে প্রাণে মরে যাই!
মার প্রাণে কি ধৈর্য্য ধরে, জামাই নাকি ভিক্ষা করে,
এবার এলে বল্‌বো তারে, উমা আমার ঘরে নাই।১৫।

মোহিনী মিশ্র—কাওয়ালী।

ঈশানী কি এলি গিরিপুরে,
চাঁদমুখে "মা" বলে, মা ডাকরে আমারে!
জানিনা কোন্ হৃদয়ে, ছিলি আমায় ভুলিয়ে,
পাষাণে জনম লয়ে, পাষাণীর ভাব দেখালি রে।
হেন ভাব হয় মনে, সঁপেছি ভিখারী জনে,
তাই বলে কি অভিমানে, সুধাও না দুঃখিনী মারে?

তোর স্বামী মা ভূতনাথ, পশুপতি কৈলাস-নাথ,
(ওরে) ছিল নাকি এমন কেহ, সমাচার পাঠাবারে ?
আয় আয় কোলে আয়, কোলে করি জুড়াই হৃদয়,
নয়ন গেছে তোরি ধেয়ায়, মানস-চক্ষে দেখি তোরে। ১৬।

বিভাস ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

এস কোলে করি উমা, বল "মা" বিধুবদনে,
তোমার মারে "মা" বলে মা, কে আছে তোমা বিনে।
দুঃখিনী জননী বধে, ঈশানী যাবে কেমনে,
তুমি আমার নয়ন-তারা, তোরে বিদায় দিয়ে তারা,
তারা হারা নয়নে রব কেমনে ভবনে ? ১৭।

আলাইয়া—আড়াঠেকা।

উমা আমার কেমন ছিলে হরেরি ঘরে,
শুনেছি ঈশান নাকি শ্মশানেতে বাস করে।
পরে সদা বাঘাম্বর, ভস্ম মাখা কলেবর,
অস্থি সদা শিরোপর, থাক গৌরি কেমন করে !
সত্য কি মা অন্ন বিনা, উপবাসী থাক উমা,
দিনান্তে অন্ন জোটে না, জামাই নাকি ভিক্ষা করে ?
গঙ্গা নামে সতা নাকি, সতত মস্তকে রাখি,
শুনেছি পিণাকী নাকি, অধিক যতন করে ? ১৮।

আলাইয়া—আড়াঠেকা।

ছিলাম ভাল জননী গো হরেরি ঘরে,
কে বলে জামাই তব শ্মশানেতে বাস করে ?

যে ঘরেতে বাস করি, বর্ণিতে নারি মাধুরী,
নীলকান্ত আদি করি, কত রত্ন শোভা করে।
যেন কত রবিশশী, উদয় হয়েছে আসি,
জানি নাগো, দিবা নিশি কখন আসে যায় ফিরে।
পরেন বটে বাঘাম্বর, জামাই তব্ বিশ্বেশ্বর,
ভস্ম মাখা কলেবর, অহি সদা শিরোপর।
সেই শিবের চরণে, পারিজাত আভরণে,
দেবরাজ একমনে, মস্তক নমিত করে।
ষড়ৈশ্বর্য্য আছে যাঁর, ভিক্ষা কি জীবিকা তাঁর ;
অজ্ঞানে না বুঝি সার, ভিক্ষাজিবী বলে হরে।
সত্য বটে সুরধুনী, অগ্রজা সমান মানি,
সে দায়া ভগিনী জিনি, অধিক যতন করে। ১৯।

সুরট—আড়াঠেকা।

কাঁদে গো পরাণ আজি, তোমা সবে ছাড়িতে,
বিধি জানে, কবে পাব তোমা সবে হেরিতে!
প্রাণে প্রাণ মিলাইয়ে, খেলিতাম ধূলা লয়ে,
খেলিত নয়নে সুখ, মুখভরা হাসিতে।
কত কি যে মনে হয়, মনেই তা পায় লয়,
বলি বলি করি কই, পারি না যে বলিতে।
কর দুটি ধরে কই, ভুল না আমারে সই,
এবে গো বিদায় হই, পতিসনে যাইতে। ২০।

ললিত বিভাস—যাড়াঠেকা।

যেয়ো না রজনি, আজি লয়ে তারা দলে,
গেলে তুমি দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে।
উদিলে নির্দ্দয় রবি উদয়-অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে।
বার মাস তিতি সতি, নিত্য অশ্রুজলে,
পেয়েছি উমায় আমি কি সান্ত্বনা ভাবে।
তিনটী দিনেতে, কহ লো তারা-কুন্তলে,
এ দীর্ঘ বিরহজ্বালা কেমনে জুড়াবে? ২১।

শ্যামা।

কাফি মিশ্র—একতালা।

ওমা কেমন মা কে জানে,
মা বলে মা ডাক্‌ছি কত, বাজেনা মা তোর প্রাণে!
মা বলেতো ডাকব না আর, লাগে কিনা দেখ্‌বো তোমার,
বাবা বলে ডাক্‌ব এবার, প্রাণ যদি না মানে।
পাষাণী পাষাণের মেয়ে, দেখনাক একবার চেয়ে,
পেত্নী নিয়ে ধেয়ে ধেয়ে বেড়াও ওগো শ্মশানে। ২২।

গৌরী—একতালা।

আমার পাগল বাবা, পাগলী আমার মা,
আমি তাদের পাগল মেয়ে আমার মায়ের নাম শ্যামা।

বাবা বোম্ বোম্ বলে, মদ খেয়ে মা গায়ে পড়ে ঢোলে,
শ্যামার এলোকেশ দোলে ;
রাঙ্গা পায়ে ভ্রমর গাজে, অই নূপুর বাজে শোননা। ২৩।

কানেড়া মিশ্র—একতালা।

সাধে কিগো শ্মশানবাসিনী,
পাগলে করেছে পাগল, তাইত ঘরে থাকিনি।
সে কোথা একলা বসে, নয়ন জলে বয়ান ভাসে,
আমা হারা দিশে হারা, ডাক্‌ছে কত না জানি।
অই যেন সে পাগল আমার, দেখ্‌ছি যেন মুখখানি তার,
ঘোর যামিনী একলা আছে, প্রাণের চিন্তামণি। ২৪।

গৌরী—কাওয়ালী।

পতিতপাবনী তারা কেবল তোমার নাম সারা,
তরাসে আকাশে বাস, বুঝেছি মা কাজের ধারা।
বশিষ্ঠ চিনিয়াছিল, হাড় ভেঙ্গে শাপ দিল,
তদবধি হয়ে আছ, ফণি যেন মণিহারা।
ঠেকেছিলে মুনির ঠাঁই, কার্য্য কারণ তোমারি নাই,
ওয়ায়, সয়, তয়, রয়, সেই রূপ বর্ণ পারা। ২৫।

ঝংলা—একতালা।

সে কি এম্নি মেয়ের মেয়ে,
যার নাম জপে মহেশ বাঁচেন, হলাহল খেয়ে,
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করে কটাক্ষে হেরিয়ে,
সে যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রাখে উদরে পুরিয়ে।

যে চরণে শরণ লয়ে, দেবতা বাঁচেন দায়ে,
দেবের দেব মহাদেব, যার চরণে লোটায়ে,
প্রসাদ বলে রণে চলে, রণময়ী হোয়ে,
নিশুম্ভ শুম্ভেরে বধে হুহুঙ্কার ছাড়িয়ে। ২৬।

রামকেলী—আড়াঠেকা।

ঢুলিয়ে ঢুলিয়ে কে আসে,
গলিত চিকুর আসব আবেশে ?
বামা রণে দ্রুত চলে, দলে দাবানলে,
ধরি করতলে গজ গরাসে ;
নীলকান্ত মণি নিতান্ত, নখর নিকর তিমির নাশে,
বামার কি রূপ ছটা রে, কি রূপ ঘটা রে,
ঘন ঘন ঘন উঠে আকাশে ;
কালিয়া শরীরে, শোভিছে রুধিরে,
যমুনা কিংশুক ভাসে সলিলে।
কর রণশ্রম দূর, চল নিজ পুর,
নিবেদিছে রামপ্রসাদ দাসে। ২৭।

মেঘ—একতালা।

চমকে চপলা চমকে প্রাণ,
চাহ মা চপলা হাসিনী ;
হাঁকিছে পবন, কাঁপিছে গহন,
রাখ মা মহিষ-নাশিনী।
কড় কড় কড় কুলিশ নাদিছে,
ভীম নিনাদিনী কলুষ হরা,

গরজে গরজে ঘন ঘন ঘন,
দেখা দে বিন্দুবাসিনী। ২৮।

ভৈরবী—একতালা।

আর কিছু নাই শ্যামা মা তোর কেবল দুটি চরণ রাঙ্গা,
শুনি তাও নিয়েছে ত্রিপুরারি, দেখে হলেম সাহস-ভাঙ্গা।
জ্ঞাতি বন্ধু সুত দারা, সুখের সময় সবাই তারা,
বিপদ কালে কেউ কোথায় নাই,
ঘর বাড়ী ওড় গাঁয়ের ডাঙ্গা।
নিজ গুণে যদি রাখ, করুণা নয়নে দেখ,
নইলে জপ করে যে তোমায় পাওয়া,
সে সব কথা ভূতের সৃঙ্গা।
কমলা কান্তের কথা, মাকে বলি অনেক ব্যথা,
আমার জপের মালা ঝুলি কাঁথা, জপের ঘরে রৈল টাঙ্গা। ২৯।

রামপ্রসাদী—একতালা।

কেন মিছে "মা" "মা" কর, মায়ের দেখা পাবে নাই,
থাকলে এসে দিতো দেখা, সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই।
শ্মশানে মশানে কত, পিঠস্থান ছিল যত,
খুঁজে হলেম ওষ্ঠাগত, কেন আর যন্ত্রণা পাই!
বিমাতার তীরে গিয়ে, কুশ-পুত্তুল দাহ করে,
অশৌচান্তে পিণ্ড দিয়ে, কালাশৌচে কাশী যাই। ৩০।

রামপ্রসাদী—একতালা।

তারা দিয়েছ দিতেছ কত যন্ত্রণা!
যতই ডাকি "মা" "মা" বলে,
নাকি রয়েছ চক্ষু কর্ণ খেয়ে;
"মা" বিদ্যমানে, এ দুঃখ সন্তানে,
তবে মা বেঁচে কি ফল বল না!
ছিলাম গৃহবাসী, করিলে সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা ধর এলোকেশী;
ঘরে ঘরে যাবো, ভিক্ষা মেগে খাব,
তবু "মা" বলে কোলে যাব না। ৩১।

আলেয়া—একতালা।

শ্যামা কি তোর সকলি ভ্রান্ত,
পদতলে পড়ে আছেন শ্রীকান্ত।
নিজপতি মেলি, পতিহন্তা হলি,
পশুপতির বুঝি হয় প্রাণান্ত।
ভিক্ষাকরি মাগো জুড়ি দুটী কর,
নৃত্য করো না শিবের উপর,
মলো মলো রাজা ত্রিপুর ঈশ্বর,
ক্ষেমঙ্করি, রণে হও মা ক্ষান্ত। ৩২।

কীর্ত্তন।

মা একি রূপ দেখালি,—
এলো থোলো কেশ পাশ, মলিন দুকূল বাস,

মা সে বেশ কোথায় লুকালি ?
কত কেঁদেছি খাবার তরে,
ত্রিলোকের লোক জড় করে,
অন্ন দিস্ আজ অকাতরে,
হ্যাঁ মা, এত অন্ন কোথায় পেলি ?
জান্‌তেম আমরা দুটী ছেলে,—
(আজ) সবাই ডাকে "মা" "মা" বলে,
কারে নিবি মা কারে ফেলে,
ও মা, একি মায়া করিলি ? ৩৩।

কীর্ত্তন।

ওমা কেমন মা জানি না,
মা মা করে ডাক্‌লে পরে,
আর প্রাণে বাজে না।
চায় না মা কোলে নিতে,
খিদে পেলে দেয় না খেতে,
মা মা করে মচ্ছি কেঁদে,
মা তবু শোনে না।
শোনে না মা মনের কথা,
বাবা বলে জানাই ব্যথা ;
(ওগো) যেমন মা তেমনি বাবা,
আদর কেউ তো করে না। ৩৪।

মূলতান—খয়রা।

কত মায়া মহামায়া কে জানে তোমার,
কখন মানবী রূপ, কখন গাভী আকার।
কখন শৃগাল রূপা, লোকে দেখাও বিভীষিকা,
ভয়ে হয় অনামিকা, নাহি পারাবার।
তোমার যতেক মায়া, কে জানে গো মহামায়া,
কলিতে মনসা দেবি ভবে কর পার। ৩৫।

পিলু—আড়াঠেকা।

কেবা জাস্তে পারে গুণ তুমি ত্রিগুণধারিণী,
আশ্বিনে হও অম্বিকে, কার্ত্তিকেতে কালিকে,
অগ্রহায়ণেতে তুমি গণেশ-জননী।
পৌষে লক্ষ্মী বরদা, মাঘে বাক্‌বাদী সারদা,
ফাল্গুনেতে হও মা তুমি রাধা বিনোদিনী।
চৈত্রে হও বাসন্তী, বৈশাখে প্রখর চণ্ডী,
জ্যৈষ্ঠেতে মঙ্গল চণ্ডী, আষাঢ়ে রথ-বাহিনী।
শ্রাবণে ঝুলনে দোল, ভাদ্রমাসে জন্ম হলো,
তাই তোমায় বলে মাগো যশদা-নন্দিনী। ৩৬।

ভৈরবী—যৎ।

আমি এবার মলে শক্র হব, তোমার পুত্র হব না,
"মা" "মা" বলে ডাক্‌লে পরে, তারা কৃপা কর না।
যেমন শক্রভাবে যুদ্ধ করে,
চরণ দিলি মহিষাসুরে;

এম্নি ভাব্না না ভাবলে পরে,
তোমার চরণ পাওয়া যাবে না।
মা যে ধরে তোমায় ঢাল খাঁড়া,
তারে সদয় হও মা তারা;
আমার কেমন কপাল পোড়া,
আমি পূজে চরণ পেলেম না।
বিশ্বনাথ এই বলে,
উচিত কথা কৈতে গেলে,
দেখ যেন ওগো শিবে, ক্রোধ করো না।
গণেশ তোমার কোলের ছেলে,
গজের মুণ্ড তারে দিলে;
এ দুঃখ যায় না মা মলে,
বিবাহ মা তাও দিলি না।
মা তোমার চরণ কমল,
লঙ্কেশ্বর পূজেছিল;
তার সোণার লঙ্কা দহে গেল,
সর্ব্বনাশী দেখলি না। ৩৭।

সিন্ধু—পোস্তা।

মজ্‌লো আমার মন-ভ্রমরা শ্যামা-পদ-নীলকমলে,
যত বিষয় মধু তুচ্ছ হলো, কামাদি কুসুম সকলে।
চরণ কালো, ভ্রমর কালো, কালোয় কালোয় মিশে গেল,
দেখ পঞ্চ তত্ত্ব প্রধান মত্ত, রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে।
কমলাকান্তের মনে, আশা পূর্ণ এত দিনে,
দেখ সুখ দুঃখ সমান হলো, আনন্দ সাগর উথলে। ৩৮।

ঝিংলা—একতালা।

তাই কালরূপ ভালবাসি,
কালী জগমন্মোহিনী এলোকেশী।
মাকে সবাই বলে কাল কাল,
আমি দেখি অকলঙ্ক শশী।
বিষম বিষয়ানলে, দহে তনু দিবা নিশি,
যখন শ্যামারূপ অন্তরে দেখি, আনন্দ সাগরে ভাসি!
মনের তিমির খণ্ড খণ্ড করে মায়ের করের অসি;
মায়ের বদন-শশী মধুর হাসি
সুধা ক্ষরে রাশি রাশি।
কমল বলে কাশী যেতে, কভু নাহি ভাল বাসি,
মায়া মায়ের যুগলপদে গয়া গঙ্গা বারাণসী। ৩৯।

কালাংড়া—একতালা।

শ্যামা-ধন কি সবাই পায়,
অবোধ মন, বোঝ না একি দায়!
শিবের অসাধ্য সাধন মন, মজ না রাঙ্গা পায়।
ইন্দ্রাদি সম্পদ সুখ তুচ্ছ হয় যে ভাবে মায়,
সদানন্দ সুখে ভাসে শ্যামা যদি ফিরে চায়।
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র, যে পদ না ধ্যানে পায়,
নির্গুণ কমলাকান্ত তবু সে চরণ চায়। ৪০।

প্রসাদীসুর—একতালা। ✓

সদানন্দময়ী কালী, মহাকালের মনমোহিনী (গো মা),
তুমি আপন সুখে আপনি নাচ, আপনি দাও মা করতালি।
আদিভূতা সনাতনী, শূন্যরূপা শশীভালী,
ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন, মুণ্ডমালা কোথায় পেলি ?
সবে মাত্র তুমি যন্ত্রী, যন্ত্রে আমরা তন্ত্রে চলি,
যেমন রাখ তেমি থাকি, যেমন বলাও তেমি বলি।
অশান্ত কমলাকান্ত, দিয়ে বলে গালাগালি,
এবার সর্ব্বনাশি, ধরে অসি, ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটি খেলি। ৪১।

সিন্ধু—ঢিমে তেতালা।

শুন গো মা, দেখ মা আজি এই বিপদে,
যেন হরিহারা হইনে তারা, এই মিনতি ও পদে।
মা তুমি কৈলাসে কালী, কৃষ্ণকালী ব্রজেতে,
শ্মশানকালী, ভদ্রকালী, রক্ষাকালী জগতে।
ব্রজের কালা কালী তুমি, কালি তব কৃপাতে,
যদি ঘুচাও কালী মনের কালী, কালী বল্‌বে জগতে। ৪২।

ছায়ানট—মধ্যমান।

আমায় নিয়ে বেড়ায় হাতধরে,
যেখানে যাই সে যায় পাছে,
আমার বল্‌তে হয় না জোর করে।
মুখখানি সে যত্নে মুছায়,
আমার মুখের পানে চায়,

আমি হাস্‌লে হাসে কাঁদ্‌লে কাঁদে,
কত রাখে আদরে।
আমি জান্‌তে এলাম তাই,
কে বলেরে আপনার রতন নাই,
সত্যি মিছে দ্যাখ না কাছে,
ডাক্‌চে আমায় সোহাগ ভরে। ৪৩।

আলেয়া—একতালা।

তারিণী দিলে না দিলে না দিন,
তারা তারা তারা জপি সারাদিন।
নানা উপসর্গে, দিন যায় দুর্গে,
পরিবার বর্গের, পরিশোধে ঋণ।
গেল না গেল না বিষয় বাসনা,
হল না মলিনা পর উপাসনা,
শঙ্করী সর্ব্বাণী শিবে শবাসনা,
রটে না রসনায় ভ্রমে এক দিন।
দ্বিজদাস অভিলাষী এই তারা,
পূর্ণানন্দে পূর্ণ কর নয়ন তারা,
সদানন্দে রেখো সদানন্দদারা,
নিরানন্দ ধরায় ভেবে হলেম ক্ষীণ। ৪৪।

বিভাস—আড়াঠেকা।

করুণা কুরু মে করুণা,
করুণা দানে করুণা কৃপণতা করো না।

যাত্রা কর্লে'ম দুর্গা বলে, সু-যাত্রায় কু-যাত্রা কলে,
তবে তোমায় দুর্গা বলে, কেউ আর তারা ডাক্‌বে না।
বেদাগমে এই শুনি, দুর্গে দুর্গতি নাশিনী,
ও মা সিংহলে সিংহবাহিনী, ঘুচাও দাসের যন্ত্রণা।
কালীদহে কাল জলে, কমলে কামিনী হলে,
নানা রূপ দেখাইলে, করে কত ছলনা।
দ্বিজ কিশোর তোমার পুত্র, পুত্র বৈ আর নয় মা শত্রু,
ঘুচাও পুত্রের কর্ম্ম সূত্র, লোকে যেন হাসে না। ৪৫।

সিন্ধুভৈরবী—ঢিমে তেতালা।

এবার জান্‌বো তারা, কেমন তুমি পতিত-পাবনী,
আটাশে পুত পেয়েছ বুঝি, তাই বিভীষিকাতে পালাব আমি?
ধর্‌বো জটে, আন্‌বো ত্বটে, পলাতে পার্ব্বে না ছুটে,
ভক্তি-ডোরে বেঁধে এঁটে, শিরে লব পা দুখানি।
বাক্য ব্যয়ে কি প্রয়োজন, ভক্তি-সংগ্রামে কর্ব্বো রণ,
যোগ-ধনুকে ছাড়্‌বো বাণ, আকর্ষণে আস্‌বে জননী।
তব পয়োধরের পয়, পান করে হই দিগ্বিজয়,
ঐ জোরে সর্ব্বত্র অভয়, অভয় পদ মাগি আমি।
বাপের সু-কন্যা হয়ে, দ্বিজ নবীনে চরণ দিয়ে,
এসো বসো মম হৃদয়ে, হের্ব্বো চরণ দুখানি। ৪৬।

প্রসাদীসুর—একতালা।

কে জানে মা মহিমা তোমার,
কিঞ্চিৎ জানিয়ে শিব ঐ পদ করেছেন সার।

অন্ধে দৃষ্টি দিতে পার, পঙ্গুকে সচল কর,
অঘটন ঘটাতে পার, এমন করম তোমার।
রাজ্যপদ কারে দাও, কার বা কাড়িয়া লও,
কারে বা ভিক্ষা করাও, তব মহিমা অপার।
এই জন্মে যাই হল, পরকাল খোয়া গেল,
যম দায় নিকট হল, এই বেলা নবীনে তার। ৪৭।

প্রসাদী সুর—একতালা।

এবার কালী তোমায় খাব,
(খাব খাব গো দীন দয়াময়ী);
তারা গণ্ডযোগে জন্ম আমার,
গণ্ডযোগে জনমিলে, সে হয় মা-খেকো ছেলে।
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা, দুটোর একটা করে যাব;
ডাকিনী যোগিনী দুটা, তরকারী বানায়ে খাব।
তোমার মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে, অম্বলে সম্বরা চড়াব;
হৃদে কালী, মুখে কালী, সর্ব্বাঙ্গে কালী মাখিব;
যখন আসবে শমন বাঁধবে কসে, সেই কালী তার মুখে দিব।৪৮।

প্রসাদী সুর—একতালা।

খাব খাব বলি মা গো, উদরস্থ না করিব,
এই হৃদিপদ্মে বসাইয়ে মনোমানসে পূজিব।
যদি বল কালী খেলে, কালের হাতে ঠেকে যাব,
আমার ভয় কি তাতে কালী বলে, কালেরে কলা দেখাব।
কালীর বেটা শ্রীরামপ্রসাদ, ভাল মতে তাই জানাব,
তাতে মন্ত্রের সাধন শরীর পতন, যা হবার তাই ঘটাব। ৪৯।

গারিভৈরবী—আড়াঠেকা।

কেন গো ধরেছ নাম দয়াময়ী তার,
(এ মা দয়াময়ী তার।)
আমারে কি দিবে ধন,
নিজে তোমার নাই বসন,
বসন থাকিলে কেবা উলঙ্গিনী রয়!
জনম ভিখারি পতি, জনক নিষ্ঠুর অতি,
এ কুলে ও কুলে তোমার দাতা কেহ নয়।
সৈয়দ জাফর তরে, কি ধন রেখেছ ধরে;
সম্পদ দুখানি পদ হরের হৃদয়। ৫০।

সিন্ধু—পোস্তা।

অন্নদার দ্বারে আজি পাতকী পেতেছি পাত।
পলাইতে পারিবে না, পরশিতে হবে ভাত।
চাই আমি সেই প্রসাদ, যাবে যাতে জন্মের সাধ,
যে প্রসাদ পেয়ে শিব নাচে, হয়ে উর্দ্ধ হাত। ৫১।

মুলতান—একতালা।

আয় মা সাধন সমরে,
দেখি মা হারে কি পুত্র হারে।
আরোহণ করি পুণ্য-মনোরথে,
ভজন-পূজন দুটি-অশ্ব যুড়ি-তাতে,
দিয়ে জ্ঞান-ধনুকে টান, ভক্তি ব্রহ্মবাণ,
বসে আছি ধরে।

দেখ্‌বো আজি রণে, শঙ্কা কি মরণে,
ডঙ্কা মেরে লব মুক্তি-ধন ;—
বারে বারে রণে তুমি দৈত্যজয়ী,
এবার আমার রণে এস ব্রহ্মময়ি,
ভক্ত রসিকচন্দ্র বলে, মা তোমারই বলে,
জিনিব তোমায় সমরে। ৫২।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

জেনেছি জেনেছি তারা তুমি জান ভোজের বাজী,
যে তোমায় যে ভাবে ডাকে, তাতে তুমি হও মা রাজী।
মগে বলে ফরাতারা, গড্‌ বলে ফিরিঙ্গী যারা মা,
খোদা বলে ডাকে তোমায়, মোগল পাঠান সৈয়দ কাজী।
শাক্তে বলে তুমি শক্তি, শিব তুমি শৈবের উক্তি মা,
সৌরী বলে সূর্য্য তুমি, বৈরাগী কয় রাধিকাজী।
গাণপত্য বলে গণেশ, যক্ষ বলে তুমি ধনেশ মা,
শিল্পী বলে বিশ্বকর্ম্মা, বদর বলে নায়ের মাঝি।
শ্রীরামদুলাল বলে, বাজী নয় এ জেনো ফলে,
এক ব্রহ্ম দ্বিধা ভেবে মন আমার হয়েছে পাজি। ৫৩।

আলাইয়া—একতালা।

মা সে দিন প্রভাত কবে হবে,
করাল-বদনা লোল-রসনা,
পদতলে মোরে স্থান দিবে।

চরম কাল যখন হইবে আগত,
বন্ধু বান্ধবগণে আসিয়া তাবত,
গঙ্গাতীরে মোরে লইয়ে ত্বরিত,
কর্ণে মম হরি নাম শুনাইবে।
মহেশচন্দ্র দাসের এই বাসনা,
পূর্ণ কর মম মনের বাসনা,
ওগো শবাসনা, করাল-বদনা,
প্রবঞ্চনা আর মোরে না করিবে। ৫৪।

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

কি হবে কি হবে ভবরাণি তবে,
আনিয়ে ভবে, ভাবালি আমায়!
না জানি ভজন, না জানি পূজন,
বিষয়-বিষ-ভোজন করে প্রাণ যায়।
কাতরেতে তোমায় ডাকি ভব-দারা,
কখন আছি, কখন যেতে হয় মা তারা,
এ দেহ সন্দেহ, ত্বরায় দেখা দেহ,
রসিকের এই দেহ জল-বিম্ব প্রায়। ৫৫।

প্রসাদী সুর—একতালা।

দুটো দুঃখের কথা কই, (শ্যামা)
কে বলে মা তোরে দীনদয়াময়ী!
কারে দিলে চিনি মোণ্ডা মা, খেতে থাল দই,
আমি অন্ন বিনে উপবাসী দিনেক দুদিন রই।

কারে দিলে হাতী ঘোড়া মা, পাল্কী বাঁধা ছই ;
(ওমা) তারা কি তোর বাপের ঠাকুর,আমি কি কেউ নই !
প্রসাদ বলে সময় বুঝে মা সকল দুঃখ সই ;
(ও মা) আমি কি দিয়েছি তোর পাকা ধানে মই ?৫৬।

খাম্বাজ—একতাল।

এই বেলা তারিণি, তার ভবরাণি,
এ ভব-যন্ত্রণা আর না সহে।
নিশ্বাস পবন, বহিছে সঘন,
কি জানি কখন, রহে না রহে।
জলবিম্ব যেমন জল মধ্যে ভাসে,
তৃণাগ্রে তুষার, গো-শৃঙ্গে সরিষে,
(ও মা) তেমতি জীবন রসিকের দেহে ! ৫৭।

কানাংড়া—তেতাল.।

শঙ্করি করুণা কর, কিঙ্করে কেন বঞ্চনা,
কামনা পুরাতে কালী, কল্পলতিকা কল্পনা।
অতি অসাধ্য সাধন, বিনাশিতে দশানন,
পূজি জানকী-জীবন, পুরিল মন বাসনা।
গোকুলে গোপিনী যত, করে কাত্যায়নী ব্রত,
দিয়ে নারায়ণ ধন, ঘুচালে ব্রজ-ভাবনা।
শুম্ভ নিশুম্ভের রণে, রণশায়ী দৈত্যগণে,
শিবেরে শিবত্ব দিলে, নাশিতে যম-যন্ত্রণা। ৫৮।

ঝিঁঝিট—একতালা।

মা যদি কেশে ধরে তোলে,

(তবে বাঁচি এ সঙ্কটে) ;

আমারি একুল ওকুল দুকুল গেল,

পাথার মধ্যে সাঁতার হল।

সঙ্গী গুণ হল ছাই, তাদের সঙ্গে ভেসে যাই,

ধর্‌তে গেলে আমায় ধরে, ডুবে ডুবে প্রাণটা গেল।

করেছিলাম যে ভরসা, না পূরিল সে সব আশা,

ভুলালে তখন, ডুবি যে এখন, আর কখন্ কি কর্‌বে বল!

কমলাকান্তের ভার, মা বিনে কে লবে আর,

ও মা চরণ শরণ দিয়ে, সঙ্গে লয়ে দেশে চল। ৫৯।

খাম্বাজ—আড়খেম্‌টা।

মম সুখোদয়, যে দিনে উদয়,

হবে গো জননী জানি সমুদয়।

এ ভব সংসার, সকলি অসার,

হবে নৈরাকার, জলে জলময়।

সরস্বতীর হবে বেদে অবিচার,

কমলার হবে কুভক্ষ্য আহার,

অনাদির হবে জীবন সংহার,

পশ্চিমেতে হবে ভানুর উদয়।

পবনের যে দিন গতি রোধ হবে,

ভুজঙ্গেতে যে দিন গরুড়ে দংশিবে,

পতঙ্গেতে যে দিন মাতঙ্গ নাশিবে,

সিংহিকার হবে শৃগালের ভয়।

চন্দ্রের যে দিন হবে অসিত বরণ,
ব্রহ্মার যে দিন হবে অনলে মরণ,
জীবনেতে যাবে বরুণের জীবন,
দয়াময়ীর হবে কঠিন হৃদয়।
দিবা ভাগে রাত্রি, রাত্রি ভাগে দিন,
জলাভাবে নষ্ট সমুদ্রের মীন,
আদ্যাশক্তি যে দিন হবে শক্তিহীন,
যুধিষ্ঠিরে হবে পাপের সঞ্চয়।
ভূমিকম্প হবে কাশীতীর্থধামে,
সাধু রুষ্ট হবে রাধাকৃষ্ণ নামে,
যদি রাজা হই, হব সেই দিনে,
দীন হীন দ্বিজ নরেশচন্দ্রে কয়। ৬০।

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন ভুল না কথার ছলে,
লোকে বলে বলুক মাতাল বলে।
সুরাপান করিনে রে আমি, সুধা খাই যে কুতূহলে।
আমার মন মাতালে মেতেছে আজ,মদো মাতালে মাতাল বলে।
অহর্নিশি থাক বসি, হর মহিষীর চরণতলে।
নৈলে ধরবে নিশা, ঘুচ্‌বে দিশা, বিষম বিষয় মদ খাইলে।
যন্ত্রভরা মন্ত্র সোঁড়া, অণ্ড ভাসে সেই জলে,
সে যে অকূলতারণ, কুলের কারণ, কুল ছেড় না পরের বোলে।
ত্রিগুণে তিনের জন্ম, মাদক বলে মোহের ফলে,
সত্ত্বে ধর্ম্ম, তমে মর্ম্ম, কর্ম্ম হয় মন রজ মিশালে।

মাতাল হলে বেতাল পাবে, বৈতালী করিবে কোলে,
রামপ্রসাদ বলে, নিদানকালে, পতিত হবে কুল ছাড়িলে। ৭১।

প্রসাদী—একতালা।

মা গো তারা ও শঙ্করি,
কোন্ অবিচারে আমার পরে, কর্‌লে দুঃখের ডিক্রীজারি?
এক আসামী ছয়টা পিয়াদা, বল্ মা কিসে সামাই করি,
আমার ইচ্ছা করে, ঐ ছটারে বিষ খাওয়াইয়ে প্রাণে মারি।
পিয়াদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তার নামেতে নিলাম জারি,
ঐ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণ-পান্তি, তারে দিলে জমিদারী।
হুজুরে দরখাস্ত দিতে, কোথা পাব টাকা কড়ি,
আমায় ফিকিরে ফকির বানায়ে, বসে আছ রাজকুমারী।
হুজুরে উকিল যে জনা, ডিস্‌মিসে তার আশয় ভারি,
করে আসল সন্ধি, সওয়াল বন্দি, যেরূপে মা আমি হারি।
পলাইতে স্থান নাই মা, বল কিবা উপায় করি,
ছিল স্থানের মধ্যে অভয় চরণ, তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি। ৭২।

প্রসাদী—একতালা।

মন হারালি কাজের গোড়া,
তুমি দিবানিশি ভাব বসি, কোথায় পাবে টাকার তোড়া।
চাকি কেবল ফাঁকি মাত্র, শ্যামা মা মোর হেমের ঘড়া।
তুই কাচ মুল্যে কাঞ্চন বিকালি, ছিছি মন তোর কপাল পোড়া,
কর্ম্মসূত্রে যা আছে মন, কেবা পাবে তার বাড়া।

মিছে এ দেশ সে দেশ করবে ভাই, বিধির লিপি কপাল যোড়া,
কাল করচে হৃদয়ে বাস, বাড়্‌চে যেন শালুের কোঁড়া।
ওরে সেই কালেরে কর বিনাশ, নাম ধর রে মন্ত্র সোঁড়া,
প্রসাদ বলে ভাব্‌চ কি মন, তুমি পাঁচ সোয়ারের তুর্কি ঘোড়া,
সেই পাঁচের আছে পাঁচাপাঁচি, তোমায় করবে তোলাপাড়া।৬৩

প্রসাদী—একতালা।

আমায় দেও মা তবিলদারী,
আমি নিমক্‌হারাম নই শঙ্করী;
পদ-রত্ন-ভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি।
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি,
শিব আশুতোষ স্বভাবদাতা, তবু জিম্মা রাখ তাঁরি।
অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গির্, তবু শিবের মাইনে ভারি,
আমি বিনা মাইনার চাকর, কেবল চরণধূলার অধিকারী।
যদি তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি,
যদি আমার বাপের ধারা ধর, তবে তো মা পেতে পারি।
প্রসাদ বলে এমন পদের বালাই লয়ে আমি মরি,
ও পদের মত পদ পাইতো, সে পদ লয়ে বিপদ সারি। ৬৪।

বেহাগ—কাওয়ালী।

কিবা অপরূপ মরি হায় হায়,
কিবা রক্তোৎপল আভা, অতি মনোলোভা,
ঘন নূপুর শোভা পায় পায়।
নীলাম্বরী কভু দিগম্বরী, হলে মহেশ্বরী, শ্রীব্রজেশ্বরী,
যন নূপুর শোভা পায় পায়। ৬৫।

ঝংলা—একতালা।

আর কাজ কি আমার কাশী,
মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারাণসী।
হৃদ্‌কমলে ধ্যান কালে, আনন্দ সাগরে ভাসি,
(ওরে) কালীর পদ কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি।
কালী নামে পাপ কোথা, মাথা নাই তার মাথাব্যথা,
(ওরে) অনলে দাহন যথা, হয় রে তূলারাশি।
গয়ায় করে পিণ্ডদান, বল্লে পিতৃঋণে পাবে ত্রাণ,
(ওরে) যে করে কালীর ধ্যান, তার গয়া শুনে হাসি।
কাশীতে মোলেই মুক্তি, এ বটে শিবের উক্তি,
(ওরে) সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি হয় মন তার দাসী।
নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল,
(ওরে) চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি।
কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণানিধির বলে,
(ওরে) চতুর্ব্বর্গ করতলে, ভাবিলে রে এলোকেশী। ৬৬।

প্রসাদী—একতালা।

মর্‌লেম ভূতের বেগার খেটে,
আমার কিছু সম্বল নাই কো গেঁটে।
নিজে হই সরকারী মুটে, মিছে মরি বেগার খেটে,
আমি দিন মজুরী নিত্য করি, পঞ্চ ভূতে খায় গো বেঁটে।
পঞ্চভূত ছয়টা রিপু, দশেন্দ্রিয় মহা লেঠে,
তারা কারও কথা কেউ শুনে না, দিন তো আমার গেল কেটে।

যেমন অন্ধ জনে হারা দণ্ড, পুন পেলে ধরে এঁটে,
আমি তেম্নি মত ধর্ত্তে চাই মা, কর্ম্মদোষে যায় গো ছুটে।
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ি, কর্ম্মডুরি দে না কেটে,
প্রাণ যাবার বেলা এই করো মা,যেন ব্রহ্মরন্ধ্র যায় গো ফেটে।৬৭

সুরট মল্লার—আড়াঠেকা।

মনেরি বাসনা শ্যামা, শবাসনা, শোন মা বলি,
অন্তিম কালে জিহ্বা যেন বল্‌তে পায় মা কালী কালী;
হৃদয় মাঝে উদয় হয়ো মা, যখন কর্‌বে অন্তর্জলী।
তখন আমি মনে মনে, তুল্‌ব জবা বনে-বনে,
মিশায়ে ভক্তি-চন্দনে, পদে দিব পুষ্পাঞ্জলি।
অৰ্দ্ধ অঙ্গ গঙ্গাজলে, অৰ্দ্ধ অঙ্গ থাক্‌বে স্থলে,
কেহ বা লিখিবে ভালে, কালী নামাবলী।
কেহ বা কর্ণকুহরে, বল্‌বে কথা উচ্চৈঃস্বরে,
কেহ বল্‌বে, হরে হরে, করে করে দিয়ে তালি। ৬৮।

সুরট খাম্বাজ—একতালা।

মন কালী কালী বল,
গত হলো কাল, জীবে কত কাল,
কাল পেয়ে কাল নিকটে এল।
কাল ভয়ে কালী হলো এ অঙ্গ,
কবে দংশিবে রে সে কাল-ভুজঙ্গ,
কর সাধু-সঙ্গ, কালী নাম প্রসঙ্গ,
কালে ইহকাল সাঙ্গ হলো।

কালদণ্ড লয়ে কাল আসিবে,
কালের ভয় তখন কেবা নাশিবে ;
কলুশনাশিনী সেই সবে শিবে,
কালিদাসে দিবেন চরণ কমল। ৬৯।

সিন্ধু—ঢিমে তেতালা।

মন ভেবেছ, কপট ভক্তি করে শ্যামা মাকে পাবে,
এ ছেলের হাতের মোয়া নয় যে ভোগা দিয়ে কেড়ে খাবে !
সাত গেঁয়ে আর নাম্‌লো বাজী, কেবা কারে ফাঁকি দেবে,
সে কড়ার কড়া তস্য কড়া, আপন গণ্ডা বুঝে নেবে।
আইন স্থরত গঙ্গাজলি করেছ,—সাবধান হবে,
তুমি মষ্টে মষ্টে মুখ মুছে খাও, ঐ কথা কি জান্‌তে রবে।
কমলাকান্তের মন এখন কি উপায় করিবে,
কালী নাম লও, সত্বর হও, নামের গুণে তরে যাবে। ৭০।

প্রসাদী স্থর—একতালা।

মা আমায় ঘুরাবি কত,
কলুর চোক ঢাকা বলদের মত ?
ভবের গাছে জুতে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত,
তুমি কি দোষে করিলে আমায়, ছটা কলুর অনুগত।
"মা" শব্দ মমতাযুত, কাঁদ্‌লে কোলে করে স্থত,
দেখি ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীতি মা, আমি কি ছাড়া জগত।
দূর্গা দূর্গা দূর্গা বলে, তরে গেল পাপী কত,
একবার খুলে দে মা চোখের ঠুলি, হেরি মা তোর অভয় পদ।

কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখন তো,
রাম প্রসাদের এই আশা মা, অন্তে থাকি পদানত। ৭১।

প্রসাদী—একতালা।

ডুব দে মন কালী বলে,
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।
রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দু চার ডুবে ধন না পেলে,
তুমি দম-সামর্থ্যে এক ডুবে যাও, কুলকুণ্ডলিনীর কূলে।
জ্ঞান-সমুদ্রের মাঝে রে মন, শক্তিরূপা মুক্তা ফলে,
তুমি ভক্তি করে কুড়িয়ে পাবে, শিব যুক্তি মতন চাইলে।
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, তারা আহার লোভে সদাই চলে,
তুমি বিবেক-হলদি গায়ে মেখে যাও, ছোবে না তার গন্ধ পেলে
রতন মাণিক্য কত, পড়ে আছে সেই জলে,
রামপ্রসাদ বলে ঝম্প দিলে, মিল্‌বে রতন ফলে ফলে। ৭২।

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

আমার হৃদকমলে এস গো মা ভবদারা,
এলোকেশী ঘোরবেশী মহানিশা ভয়ঙ্করা।
ছয় জন শত্রু মিলে, কুপথেতে দেয় ঠেলে,
ডাকি কোথা তারা বলে, কেঁদে কেঁদে হই সারা।
পড়েছি ঘোর বিপদে, রাখ মা অভয় পদে,
সংসারী যে মহামদে, উন্মত্ত হইয়ে তারা।
শমন নিকট আসি, ভয়ে কাঁপি দিবানিশি,
হের গো মা মুক্তকেশী, রবিসুত ভয়-হরা। ৭৩।

ঝিঁঝিট—খেম্‌টা।

যশোদা নাচতো তোরে বলে নীলমণি,
সে বেশ লুকালি কোথা করালবদনী শ্যামা।
শ্রীদামাদি সঙ্গে, নাচ্‌তে নানা রঙ্গে,
তেমনি তেমনি তেমনি করে নাচ্‌ দেখি মা,
(হাসি বাঁশী মিলাইয়ে নাচ্‌ দেখি মা)।
গগনে বেলা বাড়িত, রাণী কেঁদে ব্যাকুল হত,
তা দেখে আসিত যত ব্রজের কামিনী শ্যামা। ৭৪।

খাম্বাজ—একতালা।

দেখ্‌লি আমার কত বাজি, আর কি বাজির বাকি আছে,
আশীলক্ষ সং সেজেছি ব্রহ্মময়ী তোমার কাছে।
বড় লোকে বাজি করে, বাজি করে বাজি করে,
কিঞ্চিৎ অর্থ দেয় মা তারে, লোকে নিন্দা করে পাছে।
কালাচাঁদের বাজি করা, এতে যদি পড়ি ধরা,
দূর করে দে ভবদারা, বাজি করা যাক্‌ মা ঘুচে। ৭৫।

প্রসাদী—একতালা।

মন কেনরে ভাবিস্‌ এত,
যেমন মাতৃহীন বালকের মত।
ভবে এসে ভাব্‌চো বসে, কালের ভয়ে হয়ে ভীত,
(ওরে) কালের কাল মহাকাল,সে কাল মায়ের পদানত।
ফণী হয়ে ভেকের ভয়,এ যে বড় অদ্ভুত।
(ওরে) তুই করিস্‌ কি কালের ভয়, হয়ে ব্রহ্মময়ী সুত?

একি ভ্রান্ত নিতান্ত তুই হলিরে পাগলের মত,
(ও মন) মা আছেন যার ব্রহ্মময়ী, কার ভয়ে সে হয় রে ভীত ?
মিছে কেন ভাব দুঃখে, দুর্গা বল অবিরত।
যেমন জাগরণে ভয়ং নাস্তি, হবেরে তোর তেম্নি মত।
দ্বিজ রাম প্রসাদে বলে, মন কররে মনের মত,
(ওমন) গুরুদত্ত তত্ত্ব কর, কি করিবে রবিসুত। ৭৬।

রামপ্রসাদী—একতালা।

বল্ মা আমি দাঁড়াই কোথা,
আমার কেহ নাই শঙ্করী হেতা।
মার সোহাগে বাপের আদর, এ দৃষ্টান্ত যথা তথা।
যে বাপ বিমাতাকে শিরে ধরে, এমন বাপের ভর্সা বৃথা,
তুমি না করিলে কৃপা, যাব কি বিমাতা যথা ?
যদি বিমাতা আমায় করেন কোলে, দেখা নাই আর হেথা সেথা।
প্রসাদ বলে এই কথা, বেদাগমে আছে গাঁথা। (ওমা)
যেজন তোমার নাম করে, তার হাড়-মালা আর ঝুলি কাঁতা। ৭৭।

ললিত বিভাস—একতালা।

কেবল আসার আশা, ভবে আসা, আসা মাত্র হলো,
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে, ভ্রমর ভুলে রলো।
মা নিম খাওয়ালে চিনি বলে, কথায় করে ছলো,
(ওমা) মিঠার লোভে, তিত মুখে সারা দিনটা গেলো।
মা খেলবি বলে, ফাঁকি দিয়ে নাবালে ভূতলো,
এবার যে খেলা খেলালে মাগো, আশা না পূরিল।

রামপ্রসাদ বলে ভবের খেলায়, যা হবার তাই হলো,
এখন সন্ধ্যা বেলায়, কোলের ছেলে, ঘরে নিয়ে চলো।৭৮।

প্রসাদী—একতালা।

গেল দিন মিছে রঙ্গ রসে,
আমি কাঙ্গ হারালেম কালের বশে।
যখন ধন উপার্জ্জন করেছিলেম দেশ বিদেশে,
তখন ভাই বন্ধু দারা সুত, সবাই ছিল আমার বশে।
এখন ধন উপার্জ্জন না হইল দশার শেষে,
সেই ভাই বন্ধু দারা সুত, নির্দ্ধন বলে সবাই রোষে।
যম আসি শিয়রে বসি, ধর্‌বে যখন অগ্রকেশে,
তখন সাজায়ে মাচা, কলসী কাচা, বিদায় দিবে দণ্ডী বেশে।
হরি হরি বলি, শ্মশানে ফেলি, যে যার যাবে আপন বাসে,
রামপ্রসাদ মলো কান্না গেল, অন্ন খাবে অনায়াসে। ৭৯।

পিলু বাহার—খং।

ভবে আসা খেল্‌ব পাশা, বড়ই আশা মনে ছিল,
মিছে আশা, ভাঙ্গা দশা, প্রথমে পাঁজুরি পলো।
পোবার আঠার ষোল, যুগে যুগে এলেম ভাল,
শেষে কচ্চেবারো পেয়ে মাগো, পাঁজা ছক্কায় বদ্ধ হলো।
ছ দুই আট, ছ চার দশ, কেহ নয় মা আমার বশ,
অমার খেলাতে না হলো যশ, এবার বাজী ভোর হলো। ৮০।

প্রসাদী—একতালা।

এবার বাজি ভোর হলো,
মন কি খেলা খেলাবে বল ;
শতরঞ্চ প্রধান পঞ্চ পঞ্চে আমায় দাগা দিল।
এবার বড়ের ঘর করে ভর, মন্ত্রীটী বিপাকে মলো।
দুটা অশ্ব দুটা গজ ঘরে বসে কাল কাটালো।
তারা চল্‌তে পারে সকল ঘরে, তবে কেন অচল হলো ?
দুখান তরি নিমক ভরি বাদাম তুলি না চলিল,
(ওরে) এমন সুবাতাস পেয়ে ঘাটের তরি ঘাটে রলো।
শ্রীরামপ্রসাদ বলে মোর কপালে এই কি ছিল,
ওরে অতঃপরে কোণের ঘরে পীলের কিস্তে মাত হইল। ৮১।

প্রসাদী—একতালা।

মন করো না সুখের আশা,
যদি অভয় পদে লবে বাসা ;
হোয়ে ধর্ম্ম-তনয় ত্যজে আলয়, বনে গমন হেরে পাশা।
হোয়ে দেবের দেব সদ্বিবেচক, তেঁইতো শিবের দৈন্য দশা,
সে যে দুঃখীদাসে দয়া বাসে, মন সুখের আশে বড় কসা।
হরিষে বিষাদ আছে মন, করো না এ কথায় গোঁসা,
(ওরে) সুখেই দুখ দুখেই সুখ, ডাকের কথা আছে ভাষা।
মন ভেবেছ কপট ভক্তি করে পূরাইবে আশা,
লবে কড়ার কড়া তস্য কড়া এড়াবে না রতি মাসা।
প্রসাদের মন হও যদি মন, কর্ম্মে কেন হওরে চাষা,
(ওরে) মনের মতন কর যতন, রতন পাবে অতি খাসা। ৮২।

প্রসাদী—একতালা।

আমি কি দুখেরে ডরাই,
ভবে দেও দুঃখ মা আর কত তাই ?
আগে পাছে দুখ চলে মা যদি কোন থানেতে যাই,
তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে, দুখ দিয়ে মা বাজার মিলাই।
বিষের কৃমি বিষে থাকি মা, বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই,
আমি এখন বিষের কৃমি মা গো, বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই।
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ি, বোঝা নাবাও ক্ষণেক জিড়াই,
দেখ সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে, আমি করি দুঃখের বড়াই।৮৩।

প্রসাদী—একতালা।

নীতি তোরে বুঝাবে কেটা,
বুঝে বুঝ্‌লি না রে মনরে ঠেঁটা।
কোথা রবে ঘর বাড়ী, তোর কোথা রবে দালান কোঠা,
যখন আস্‌বে শমন বাঁধ্‌বে কসে মন, কোথা রবে খুড়া জেঠা ?
মরণ সময় দিবে তোমায় ভাঙ্গা কলসি ছেঁড়া চেটা,
(ওরে) সেখানেতে তোর নামেতে, আছে রে যে জাবদা আঁটা।
যত ধন জন সব অকারণ, সঙ্গেতে না যাবে কেটা,
রাম প্রসাদ বলে দুর্গা বলে, ছাড়রে সংসারের লেঠা।৮৪।

বিভাস—ঝাঁপতাল।

তাই বলি মন জেগে থাক, পাছে আছে রে কাল চোর,
কালী নামের অসি ধর, তারা নামের ঢাল,
(ওরে) সাধ্য কি শমনে তোরে করতে পারে জোর।

কালী নামে নহবৎ বাজে করি মহা সোর,
(ওরে) শ্রীদুর্গা বলিয়া মন রজনী কর ভোর।
কালী যদি না তরাবে কলি মহাঘোর,
কত মহাপাপী তরে গেল, রাম প্রসাদ কি চোর? ৮৫।০

প্রসাদী—একতালা।

অভয় পদ সব লুটালে,
কিছু রাখলে না মা তনয় বলে।
দাতার কন্যা দাতা ছিলে মা, শিখেছিলে মায়ের স্থলে,
তোমার পিতা মাতা যেম্নি দাতা, তেম্নি দাতা আমায় হলে।
ভাঁড়ার জিম্মা যাঁর কাছে মা, সে জন তোমার পদতলে,
ঐ যে ভাং খেয়ে শিব সদাই মত্ত, কেবল তুষ্ট বিল্বদলে।
জন্ম জন্মান্তরেতে মা, কত দুঃখ আমায় দিলে,
রামপ্রসাদ বলে এবার মোলে, ডাক্‌ব সর্ব্বনাশী বলে। ৮৬।

বেহাগ—আড়খেমটা।

আমার কপাল গো তারা,
ভাল নয় মা, ভাল নয় মা, ভাল নয় মা কোন কালে।
শিশু কালে পিতা মলো, মাগো রাজ্য নিল পরে,
আমি অতি অল্পমতি, ভাসালে সায়রের জলে।
স্রোতের সেহলার মত, মাগো ফিরিতেছি ভেসে,
সবে বলে ধর ধর, কেও নাবে না অগাধ জলে।
বনের পুষ্প বেলের পাতা, মাগো আর দিব আমার মাথা,
রক্তচন্দন রক্তজবা, দিব মায়ের চরণ তলে।

শ্রীরামপ্রসাদের বাণী, শোন গো মা নারায়ণী,
তনু অন্তকালে মা নারায়, টেনে ফেলো গঙ্গাজলে। ৮৭।

যোহিনী বাহার—আড়খেমটা।

(ওমা) হর গো তারা মনের দুঃখ,
আর তো দুঃখ সহে না।
যে দুঃখ গর্ভ যাতনে, মাগো, জন্মিলে থাকে না মনে,
মায়ামোহে পড়ে ভ্রমে, জন্মি বলে ওনা ওনা।
জন্ম মৃত্যু যে যন্ত্রণা, মাগো যে জন্মে নাই সে জানে না,
তুই কি জানিবি সে যন্ত্রণা, জন্মিলে না মরিলে না!
রামপ্রসাদে এই ভনে, দ্বন্দ্ব হবে মায়ের সনে,
তবু রব মার চরণে, আর্‌তো ভবে জন্মিব না। ৮৮।

প্রসাদী—একতালা।

মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া,
(ও মন) ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি, বাঁধ দিয়া ভক্তি দড়া।
তনয় থাকৃতে না দেখ্‌লে মন, কেমন তোমার কপাল পোড়া,
মা ভক্তে ছলিতে, তনয়া রূপেতে, বাঁধেন আসি ঘরের বেড়া।
মায়ে যত ভাল বাসে, বুঝা যাবে মৃত্যু শেষে,
মোলে দণ্ড দুচার কান্নাকাটী, শেষে দিবে গোবর ছড়া।
ভাই বন্ধু দারা সুত, কেবল মাত্র মায়ার গোড়া,
মোলে সঙ্গে দিবে মেটে কল্‌সী, কড়ি দিবে অষ্ট কড়া।
অঙ্গেতে যত আভরণ, সকলই করিবে হরণ,
দোবর বস্ত্র গায় দিবে, চার কোণা, মাঝখানে ফাড়া।

যেই ধ্যানে এক মনে, সেই পাবে কালিকা-তারা,
বের হয়ে দেখ কন্যারূপে, রামপ্রসাদের বাঁধ্‌ছে বেড়া। ৮৯।

প্রসাদী—একতালা।

আমি এত দোষী কিসে,
ঐ যে প্রতি দিন হয় দিন যাওয়া ভার, সারাদিন মা কাঁদি বসে?
মনে করি গৃহ ছাড়ি, থাক্‌ব না আর এমন দেশে,
তাতে কুলালচক্র ভ্রমাইল, চিন্তারাম চাপ্‌রাশী এসে।
মনে করি গৃহ ছাড়ি, নাম সাধনা করি বসে,
কিন্তু এমন কল করেছ কালী, বেঁধে রাখে মায়া পাশে।
কালীর পদে মনের খেদে, দীন রামপ্রসাদে ভাসে,
আমার সেই যে কালী, মনের কালী, হলেম কালী তার বিষে।৯০

প্রসাদী—একতালা।

মন রে আমার এই মিনতি,
তুমি পড়া পাখী হও, করি স্তুতি।
যা পড়াই তাই পড় মন, পড়্‌লে শুন্‌লে দুধি ভাতি,
(ওরে) জান না কি ডাকের কথা, না পড়িলে ঠেঙ্গার গুতি।
কালী কালী কালী পড় মন, কালী পদে রাখ প্রীতি,
(ওরে) পড় বাবা আত্মারাম, আত্মজনের কর গতি।
উড়ে উড়ে, বেড়ে বেড়ে, বেড়িয়ে কেন বেড়াও ক্ষিতি,
(ওরে) গাছের ফলে কদিন চলে, করহে চার ফলের স্থিতি।
প্রসাদ বলে ফলা গাছে, ফল পাবি মন, শুন যুকতি,
(ওরে) বসে মূলে, কালী বলে, গাছ নাড়া দেও নিতি নিতি।৯১

প্রসাদী—একতালা।

মা আমার অন্তরে আছ,
তোমায় কে বলে অন্তরে শ্যামা?
তুমি পাষাণ-মেয়ে বিষম মায়া, কত কাচ কাচাও মা কাচ,
উপাসনা ভেদে তুমি, প্রধানমূর্ত্তি ধর পাঁচ।
যে জন পাঁচেরে এক কোরে ভাবে, তার হাতে মা কোথা বাঁচ?
বুঝে ভার দেয় না যে জন, তার ভার নিতে হাঁচ।
যে জন কাঞ্চনের মূল্য জানে, সে কি ভুলে পেয়ে কাঁচ?
প্রসাদ বলে আমার হৃদয়, অমল কমল সাঁচ,
তুমি সেই সাঁচে নির্ম্মিতা হোয়ে, মনোময়ী হয়ে নাচ। ৯২।

মূলতান—একতালা।

মায়ের নাম লইতে অলস হইও না,
রসনা, যা হবার তাই হবে।
দুঃখ পেয়েছ (আমার মন রে) না আরো পাবে।
ঐহিকের সুখ হলো না বলে কি, ঢেউ দেখে নাও ডুবাবে?
রেখো রেখো সে নাম সদা সযতনে,
নিওরে নিওরে নাম শয়নে স্বপনে।
সচেতনে থেক (মন রে আমার),
কালী বলে ডেক, এ দেহ ত্যজিবে যবে। ৯৩।

মূলতান—একতালা।

কাল মেঘ উদয় হলো অন্তর-অম্বরে,
নৃত্যতি মানস শিখী কৌতুকে বিহরে।

মা শব্দে ঘন ঘন গর্জ্জে ধারাধরে,
তাহে প্রেমানন্দ মন্দ হাসি, তড়িৎ শোভা করে।
নিরবধি অবিশ্রান্ত নেত্রে বারি ঝরে,
তাহে প্রাণ-চাতকের তৃষা-ভয় ঘুচিল সত্বরে।
ইহ জন্ম, পর জন্ম, বহু জন্ম পরে,
রামপ্রসাদ বলে আর জন্ম, হবে না জঠরে। ৯৪।

প্রসাদী—একতালা।

এবার আমি ভাল ভেবছি,
এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি।
যে দেশেতে রজনী নাই, সেই দেশের এক লোক পেয়েছি,
আমার কিবা দিবা, কিবা সন্ধ্যা, সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করেছি।
ঘুম ছুটেছে, আরকি ঘুমাই, যুগে যুগে জেগে আছি,
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি।
সোহাগা গন্ধক মিশায়ে, সোণাতে রং ধরায়েছি,
মন্দির মেজে দিব, মনে এই আশা করেছি।
প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি, উভয়কে মাথে ধরেছি,
এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে, ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ছেড়েছি। ৯৫।

গাড়া ভৈরবী—খাড়াঠেকা।

হৃদকমল-মঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা,
মন পবনে দুলাইছে দিবস রজনী ও মা।
ইড়া পিঙ্গলা নামা, সুষুম্না মনোরমা,
তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা, ব্রহ্মসনাতনী ও মা।

অধির রুধির তায়, কি শোভা হয়েছে গায়,
কাম আদি মোহ যায়, হেরিলে অমনি, ও মা।
সে দেখেছে মায়ের দোল, সে পেয়েছে মায়ের কোল,
রামপ্রসাদের এই বোল, ঢোলমারা বাণী, ও মা। ২৬।

প্রসাদী—একতালা।

মনরে তোর বুদ্ধি একি,
(ও তুই) সাপ ধরা জ্ঞান না শিখিয়ে, তলাস করে বেড়াস ফাঁকি,
ব্যাধের ছেলে পক্ষী মারে, জেলের ছেলে মৎস্য ধরে,
(মনরে) ওঝার ছেলে গরু হইলে, গোসাপে তায় কাটে না কি?
জাতি-ধর্ম্ম সর্প খেলা, সেই মন্ত্রে করো না হেলা,
(মনরে) বল্‌বে তাত সাপ ধরিতে, তখন হবি অধোমুখী। ২৭।

প্রসাদী সুর—একতালা।

কে জানে গো কালী কেমন,
ষড় দর্শনে না পায় দরশন।
কালী পদ্মবনে হংস সনে, হংসীরূপে করে রমণ,
তাঁকে সংস্রারে মূলাধারে, সদা যোগী করে মনন।
আত্মারামের আত্মাকালী প্রমাণ প্রণবের মত,
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন।
মায়ের উদর ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড, প্রকাণ্ড তা জান কেমন,
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম্ম, অন্য কেবা জানে তেমন।
প্রসাদ ভাষে লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু গমন,
আমার প্রাণ বুঝেছে মন বুঝেনা, ধর্ব্বে শশী হয়ে বামন।২৮।

গাড়া ভৈরবী—ঠুংরী।

অপার সংসার, নাহি পারাবার,

ভরসা শ্রীপদ, সঙ্গের সম্পদ, বিপদে তারিণী, কর গো নিস্তার।
যে দেখি তরঙ্গ অগাধ বারি, ভয়ে কাঁপে অঙ্গ, ডুবে বা মরি,
তার কৃপা করি, কিঙ্কর তোমারি, দিয়ে চরণ তরী, রাখ এইবার।
বহিছে তুফান, নাহিক বিরাম, থর থর অঙ্গ কাঁপে অবিরাম,
পুরাও মনস্কাম, জপি তারা নাম, তারা তব নাম সংসারের সার।
কাল গেল কালী হল না সাধন, প্রসাদ বলে গেল বিফলে জীবন,
এ ভব বন্ধন, কর বিমোচন, মা বিনে তারিণী কারে দিব ভার।

১০০।

প্রসাদী—একতালা।

কাজ কি রে মন যেয়ে কাশী,

কালীর চরণে কৈবল্য রাশি।

সার্দ্ধ ত্রিশ কোটী তীর্থ মায়ের ও চরণ বাসী,
যদি সন্ধ্যা জান, শাস্ত্র মান, কাজ কি হয়ে কাশীবাসী।
হৃৎকমলে ভাব বসে, চতুর্ভুজা মুক্তকেশী,
রামপ্রসাদ এই ঘরে বসি, পাবে কাশী দিবানিশী। ১০১।

প্রসাদী—একতালা।

ভাল নাই মোর কোন কালে,

ভালই যদি থাকবে, আমার মন কেন কুপথে চলে!
হেদে গো মা দশভুজা, আমার ভবে তনু হইল বোঝা,
আমি না করিলাম তোমার পূজা, জবা বিল্ গঙ্গাজলে।
এ ভব সংসারে আসি, না করিলাম গয়া কাশী,
যখন শমনে ধরিবে আসি, ডাকব কালী কালী বলে।

দ্বিজরাম প্রসাদ বলে, তৃণ হয়ে ভাসি জলে,
আমি ডাকি ধর ধর বলে, কে ধরে তুলিবে কূলে ? ১০২।

বসন্ত বাহার—একতালা।

কালী কালী বল রসনা,
কর পদধ্যান, নামামৃত পান, যদি হতে ত্রাণ, থাকে বাসনা।
ভাই বন্ধু সুত দারা পরিজন, সঙ্গের দোসর নহে কোন জন,
দুরন্ত শমন বাঁধ্‌বে যখন, বিনে ঐ চরণ কেহ কার না।
দুর্গা নাম মুখে বল একবার, সঙ্গের সম্বল দুর্গানাম আমার,
অনিত্য সংসার নাহি পারাবার, সকলি অসার, ভেবে দেখ না।
গেল গেল কাল বিফলে গেল, দেখনা কালান্ত নিকটে এল,
প্রসাদ বলে ভাল, কালী কালী বল, দূর হবে কাল যম যন্ত্রণা।
১০৩।

প্রসাদী—একতালা।

মন তুই কাঙ্গালী কিসে,
ও তুই জানিস্ নারে সর্ব্বনেশে।
অনিত্য ধনের আশে, ভ্রমিতেছ দেশে দেশে,
ও তোর ঘরে চিন্তামণি নিধি, দেখিস্‌নারে বসে বসে।
মনের মত মন যদি হও, রাখরে যোগেতে মিশে,
যখন অজপা পূর্ণিত হবে, ধর্‌বে না আর কাল বিষে।
গুরুদত্ত রত্ন তোড়া, বাঁধরে যতনে কসে,
দীন রামপ্রসাদের এই মিনতি, অভয়চরণ পাবার আশে। ১০৪।

প্রসাদী—একতালা।

আমি তাই অভিমান করি,
আমায় করেছ গো মা সংসারী।
অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই, সংসার সবারি,
ওমা তুমিও কোন্দল কোরেছ, বলিয়ে শিব ভিকারী।
জ্ঞান-ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বটে, দান ধর্ম্মোপরি,
ওমা বিনা দানে মথুরা-পারে, যান্‌নি সেই ব্রজেশ্বরী।
নাতোয়ানী কাচ কাচো না, অঙ্গে ভস্ম-ভূষণ পরি,
(ওমা) কোথায় লুকাবে বল, তোমার কুবের ভাণ্ডারী।
প্রসাদে প্রসাদ দিতে মা, এত কেন হোলে ভারি,
যদি রাখ পদে, থেকে পদে, পদে পদে বিপদ সারি। ১০৪।

প্রসাদী—একতালা।

এবার কালী কুলাইব,
কালি কোলে কালি বুঝে লব।
সে নৃত্যকালী কি অস্থিরা, কেমন করে তায় রাখিব,
আমায় মনোযন্ত্রে বাদ্য করে, হৃদি পদ্মে নাচাইব।
কালী পদের পদ্ধতি যা, মন তোরে তা জানাইব,
আছে আর যে ছটা বড় ঠ্যাটা, সে কটাকে কেটে দিব।
কালী ভেবে কালী হোয়ে, কালী বলে, কাল কাটাব,
আমি কালাকালে কালের মুখে, কালী দিয়ে চলে যাব।
প্রসাদ বলে আর কেন মা, আর কত গো প্রকাশিব,
আমার কিল খেয়ে কিল চুরি তবু, কালী কালী না ছাড়িব।১০৫

প্রসাদী—একতালা।

মা হওয়া কি মুখের কথা,
(কেবল প্রসব করে হয় না মাতা),
যদি না বুঝে সন্তানের ব্যথা।
দশ মাস দশ দিন, যাতনা পেয়েছেন মাতা,
এখন ক্ষুধায় বেলা সুধালে না, এল পুত্র গেল কোথা।
সন্তানে কুকর্ম্ম করে, বলে সারে পিতা মাতা,
দেখ কাল প্রচণ্ড করে দণ্ড, তাতে তোমার হয় না ব্যথা।
দ্বিজরামপ্রসাদ বলে, এ চরিত্র শিখ্‌লে কোথা,
যদি ধর আপন পিতৃধারা, নাম ধরো না জগন্মাতা। ১০৬।

প্রসাদী—একতালা।

আমি কি আটাসে ছেলে,
ভয়ে ভুল্‌ব নাকো চোক রাঙ্গালে।
সম্পদ আমার ও রাঙ্গাপদ, শিব ধরে যা হৃদ্‌কমলে,
(ওমা) আমার বিষয় চাইতে গেলে, বিড়ম্বনা কতই ছলে।
শিবের দলিল সৈ মোহরে, রেখেছি হৃদয়ে তুলে,
এবার করব নালিশ নাথের আগে, ডিক্রী লব এক সওয়ালে।
জানাইব কেমন ছেলে, মোকদ্দমায় দাঁড়াইলে,
যখন গুরুদত্ত দস্তাবিজ, গুজরাইব মিছিল কালে।
মায়ে পোয়ে মোকদ্দমা, ধুম হবে রামপ্রসাদ বলে,
আমি ক্ষান্ত হব, যখন আমায়, শান্তকরে লবে কোলে। ১০৭।

প্রসাদী—একতালা।

আমার সনদ দেখে যারে,
আমি কালীর সুত, যমের দূত, বল্‌গে যা তোর যম রাজারে।
সনদ দিলেন গণপতি, পার্ব্বতীর অনুমতি,
আমার হাজির জামিন ষড়ানন, সাক্ষী আছে নন্দী বরে।
সনদ আমার উরস পাটে, যেম্নি সনদ তেম্নি টাটে,
তাতে স্ব অক্ষরে দস্তখৎ, করেছেন দীগম্বরে। ১০৮।

পিলু বাহার—যৎ।

তুই যারে কি করিবি শমন, শ্যামা মাকে কয়েদ করেছি,
মনবেড়ী তাঁর পায়ে দিয়ে, হৃদ্-গারদে বসায়েছি।
হৃদিপদ্ম প্রকাশিয়ে, সহস্রারে মন রেখেছি,
কুলকুণ্ডলিনী শক্তির পদে আমি আমার প্রাণ সঁপেছি।
এমনি করেছি কায়দা, পালাইলে নাইকো ফায়দা,
হামেশ রুজু ভক্তি প্যায়াদা, দুনয়ন দ্বারবান দিয়েছি।
মহাজ্বর হবে জেনে, আগে আমি ঠিক করেছি,
তাই সর্ব্ব-জর-হর-লৌহ, গুরুতত্ত্ব পান করেছি।
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, তোর জারি ভেঙ্গে দিয়েছি,
মুখে কালী কালী কালী বলে, যাত্রা করে বসে আছি। ১০৯।

প্রসাদী—একতালা।

যারে শমন যারে ফিরি,
ও তোর যমের বাপের কি ধার ধারি?
পাপ পুণ্যের বিচারকারী, তোর যম হয় কালেক্টরি,
আমার পুণ্যের দকা সর্ব্বে শূন্য, পাপ নিয়ে যা, নিলাম করি;

আমার কিসের শঙ্কা, মেরে ডঙ্কা, চলে যাব কৈলাস পুরি।
রামপ্রসাদের মা শঙ্করী, দেখ্ না চেয়ে ভয়ঙ্করী,
আমার পিতা বটেন শূলপাণি, ব্রহ্মা বিষ্ণু দ্বারের দ্বারী। ১১০।

ঝংঝা—একতালা।

মন কেন রে পেয়েছ এত ভয়,
ও তুমি কেন রে পেয়েছ এত ভয়?
তুফান দেখে ডরো নারে, ও তুফান নয়,
দুর্গা নাম তরণী করে, বেয়ে গেলে হয়।
পথে যদি চৌকীদারে, তোরে কিছু কয়,
তখন ডেকে বলো, আমি শ্যামা মায়েরি তনয়।
প্রসাদ বলে ক্ষেপা মন, তুই কারে করিস্ ভয়,
আমার এ তনু দক্ষিণার পদে, করেছি বিক্রয়। ১১১।

প্রসাদী—একতালা।

বড়াই কর কিসে গো মা,
জানি তোমার আদি মুল, বড়াই কর কিসে?
আপনি ক্ষেপা, পতি ক্ষেপা, ক্ষেপা সহবাসে,
তোমার আদি মুল সকলই জানি, দাতা কোন্ পুরুষে।
মাগী মিন্সে ঝগ্ড়া করে, রইতে নার বাসে,
মা গো তোমার মিন্সে ভিক্ষা করে, ফিরে দেশে দেশে।
প্রসাদ বলে মন্দ বলি, তোমার বাপের দোষে,
মা গো, আমার বাপের নাম লইলে, বিরাজে কৈলাসে। ১১২।

প্রসাদী—একতালা।

এবার আমি করব কৃষি,
ওগো, এ ভবসংসারে আসি ;
তুমি কৃপাবিন্দু পাত করিয়ে, বসে দেখ রাজমহিষী।
দেহ জমীন জঙ্গল বেশী, সাধ্য কি মা সকল চষি,
মা গো, যৎকিঞ্চিৎ আবাদ হলে, আনন্দ সাগরে ভাসি।
হৃদয় মধ্যেতে আছে, পাপরূপী তৃণরাশি,
তুমি তীক্ষ্ণ কাটারীতে মুক্ত কর গো মা মুক্তকেশী।
কাম আদি ছয়টা বলদ, বহিতে পারে অহর্নিশি,
আমি গুরুদত্ত বীজ বুনিয়ে, শস্য পাব রাশি রাশি।
প্রসাদ বলে চাষে বাসে, মিছে মন অভিলাষী,
আমার মনের বাসনা তোমার ও রাঙ্গা চরণে মিশি। ১১৩।

সিন্ধু—ঠুংরি।

এমন দিন কি হবে তারা,
যবে তারা তারা তারা বলে, তারা বেয়ে পড়্‌বে ধারা।
হৃদি পদ্ম উঠ্‌বে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,
যখন ধরাতলে পড়্‌ব লুটে, তারা বলে হব সারা।
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ,
(ওরে) শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা।
শ্রীরামপ্রসাদে রটে, মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে,
(ওরে) আঁখি অন্ধ দেখ মাকে, তিমিরে তিমির-হরা। ১১৪।

প্রসাদী—একতালা।

আয় মন বেড়াতে যাবি,
কালী কল্পতরু তলে গিয়া, চারি ফল কুড়ায়ে পাবি।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি,
(ওরে) বিবেক নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র, তত্ত্ব কথা তায় সুধাবি।
অশুচি শুচিকে লয়ে, দিব্য ঘরে কবে শুবি?
যখন দুই সতীনে পিরীত হবে, তখন শ্যামা মাকে পাবি।
অহঙ্কার অবিদ্যা, তোর পিতা মাতায় তাড়ায়ে দিবি,
যদি মোহ গর্ত্তে টেনে লয়, ধৈর্য্য খোঁটা ধরে রবি।
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ হেড়ে বেঁধে থুবি,
যদি না মানে নিষেধ তারা, তীক্ষ্ণখড়্গে বলি দিবি।
প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে দূরে রইতে বুঝাইবি,
যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞান-সিন্ধু মাঝে ডুবাইবি। ১১৫।

প্রসাদী—একতালা।

আর ভুলালে ভুল্‌ব না গো,
আমি অভয় পদ সার করেছি, ভয়ে হেল্‌ব দুল্‌ব না গো।
বিষয়ে আশক্ত হয়ে, বিষের কূপে উল্‌ব না গো,
সুখ দুঃখ ভেবে সমান, মনের আগুন তুল্‌বো না গো।
ধন লোভে মত্ত হয়ে, দ্বারে দ্বারে বুল্‌ব না গো,
আশা-বায়ুগ্রস্ত হয়ে, মনের কথা খুল্‌ব না গো।
মায়া পাশে বদ্ধ হয়ে, প্রেমের গাছে ঝুলব না গো,
রামপ্রসাদ বলে দুধ্ খেয়েছি, ঘোলে মিশে ঘুল্‌ব না গো। ১১৬।

প্রসাদী—একতালা।

আমায় কি ধন দিবি তোর কিঁ ধন আছে,
তোমার কৃপাদৃষ্টি পাদপদ্ম, বাঁধা আছে হরের কাছে।
ওচরণ উদ্ধারের মা আর কি কোন উপায় আছে,
এখন প্রাণপণে খালাস কর, টাটে বা ডুবায় পাছে।
যদি বল অমূল্য পদ, মূল্য আবার কি তার আছে,
ঐ যে প্রাণ দিয়ে শব হঁয়ে, শিব বাঁধা রাখিয়াছে।
বাপের ধনে বেটার সত্ব, কাহার বা কোথা ঘুচেছে!
রাম প্রসাদ বলে, কুপুত্র বলে, আমার নিরংশী করেছে।১১৭।

প্রসাদী—একতালা।

মন তোমার এই ভ্রম গেল না,
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখ্‌লে না।
(ওরে) ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তী জেনেও কি তাই জান না?
জগৎকে সাজাচ্ছেন্ যে মা, দিয়ে কত রত্ন সোণা,
ওরে, কোন্ লাজে সাজাতে চাস্ তাঁর,
দিয়ে ছার ডাকের গহনা।
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সুমধুর খাদ্য নানা,
ওরে কোন লাজে খাওয়াতে চাস্ তাঁয়,
আলো চাল আর বুট ভিজানা।
জগৎকে পাল্‌চ্ছেন যে মা তাও কি জানিস্ না,
ওরে, কেমনে দিতে চাস্ বলি,
মেষ, মহিষ, আর ছাগল ছানা? ১১৮।

প্রসাদী—একতালা।

মা গো আমার কপাল দুষী,
দুষী বটে গো আনন্দময়ি।
আমি ঐহিক সুখে মত্ত হয়ে, যেতে নারিলাম বারাণসী,
নৈলে অন্নপূর্ণা মা থাকিতে, মোর ভাগ্যেতে একাদশী।
অন্ন ত্রাসে প্রাণে মরি, নানাবিধ কৃষি করি,
আমার কৃষি সকল নিল জলে, কেবল মাত্র লাঙ্গল চষি।
না করিলাম ধর্ম্ম কর্ম্ম, পাপ করেছি রাশি রাশি,
আমি যাবার পথে কাঁটা দিয়ে, পথ ভুলে রয়েছি বসি।
জনমি ভারতভূমে মা, কি কর্ম্ম করিলাম আসি,
আমার একুল ওকুল দুকুল গেল, অকুল পাথারে ভাসি। ১১৯।

প্রসাদী—একতালা।

তারা-তরি লেগেছে ঘাটে,
যদি পারে যাবি মন আয়রে ছুটে।
তারা নামে পাল খাটিয়ে, ত্বরায় তরি চল বেয়ে,
যদি পারে যাবি, দুখ মিটাবি, যমের গিরে দেরে কেটে।
বাজারে বাজার কর মন, মিছে কেন বেড়াও ছুটে,
ভবের বেলা গেল, সন্ধ্যা হল, কি করবে আর ভবের হাটে?
শ্রীরামপ্রসাদে বলে, বাঁধ রে বুক এঁটে সেঁটে,
(ওরে) এবার আমি ছুটিয়াছি, ভবের মায়াবেড়ী কেটে। ১২০।

টুরি জায়েনপুরী—একতালা।

সময় তো থাক্‌বে না গো মা, কেবল কথা রবে,
কথা রবে, কথা রবে, মা গো জগতে কলঙ্ক রবে।
ভাল কিবা মন্দ কালী, অবশ্য এক দাঁড়া হবে,
সাগরে যার বিছানা মা, শিশিরে তার কি করিবে?
দুঃখে দুঃখে জর জর, আর কত মা দুঃখ দিবে,
কেবল ঐ দুর্গা নামে, শ্যামা নামে কলঙ্ক রটিবে। ১২১।

টুরি জায়েনপুরী—একতালা।

আমায় ছুঁওনা রে শমন আমার জাত গিয়েছে,
যে দিন কৃপাময়ী আমায় কৃপা করেছে।
শোন্‌রে শমন বলি, আমার জাত কিসে গিয়েছে,
(ওরে শমন রে),
আমি ছিলেম গৃহবাসী, কেলে সর্ব্বনাশী,
আমায় সন্ন্যাসী করেছে।
মন রসনা এই দুজনা, কালীর নামে দল বেঁধেছে,
(ওরে শমন রে),
ইহা করে শ্রবণ, রিপু ছয় জন, ডিঙ্গা ছেড়েছে। ১২২।

জংলা—একতালা।

একবার ডাক্‌রে কালীতারা বোলে, জোর করে রসনে,
ও তোর ভয় কিরে শমনে!
কাজ কি তীর্থ গঙ্গা কাশী, যার হৃদে জাগে এলোকেশী,
তার কাজ কি ধর্ম্ম কর্ম্ম, ও তার মর্ম্ম যেবা জানে?

ভজনের ছিল আশা, স্বশ্ন মোক্ষ পূর্ণ আশা,
রামপ্রসাদের এই দশা, দ্বিভাব ভেবে মনে। ১২৩।

সোহিনী—একতালা।

আয় দেখি মন চুরি করি, তোমায় আমায় একত্তরে,
শিবের সর্ব্বস্ব ধন মায়ের চরণ, যদি আন্তে পারি হরে।
জাগা ঘরে চুরি করা, ইতে যদি পড়ি ধরা,
তবে মানব দেহের দফা সারা, বেঁধে নিবে কৈলাসপুরে।
গুরু বাক্য দৃঢ় করে, যদি যাইতে পারি ঘরে,
ভক্তিবান হরকে মেরে, শিবত্ব পদ লব কেড়ে। ১২৪।

সোহিনী বাহার—একতালা।

তুমি এ ভাল করেছ মা, আমারে বিষয় দিলে না,
এমন ঐহিক সম্পদ কিছু আমারে দিলে না।
কিছু দিলে না পেলে না, দিবে না পাবে না,
তায় বা ক্ষতি কি মোর!
হোক দিলে দিলে বাজী, তাতেও আছি রাজি,
এবার এ বাজী ভোর গো।
ও মা দিতিস দিতাম, নিতাম খেতাম, মজুরি করিয়ে তোর,
এবার মজুরি হলোনা, মজুরা চাব কি,
কি জোরে করিব জোর গো?
আছ তুমি কোথা, আমি কোথা, মিছামিছি করি শোর,
শুধু শোর করা সারা, তোর যে ক্ষুধারা,
মোর যে বিপদ ঘোর গো।

ও মা ঘোর মহানিশী, মন যোগে জাগে,
কি কাজ তোর কঠোর।
আমার একুল ওকুল দুকুল গেল,
সুধা না পেলে চকোর গো।
ও মা, আমি টানি কূলে, মন প্রতিকূলে, দারুণ করম ডোর,
রামপ্রসাদ বলে, পড়ে দুটানায়,
মরে মন ভুঁড়া চোর গো। ১২৫।

গৌরী গান্ধার—একতালা।

মা মা বলে আর ডাকিব না,
ওমা, দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা।
ছিলেম গৃহবাসী, করিলে সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী;
ঘরে ঘরে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব,
মা বলে আর কোলে যাব না।
ডাকি বারে বারে মা মা বলিয়ে,
মা কি রয়েছ চক্ষু কর্ণ খেয়ে;
মা বিদ্যমানে, এ দুঃখ সন্তানে,
মা মোলে কি আর ছেলে বাঁচে না?
ভনে রামপ্রসাদ মায়ের একি সূত্র,
মা হয়ে হলি মা সন্তানের শত্রু;
দিবা নিশি ভাবি, আর কি করিবি,
দিবি দিবি পুন জঠোর যন্ত্রণা। ১২৬।

প্রসাদী—একতালা।

দেখি মা কেমন করে, আমারে ছাড়ায়ে যাবা,
ছেলের হাতের কলা নয় মা, ফাঁকি দিয়ে কেড়ে খাবা ?
এমন ছাপান ছাপাইব, মাগো খোঁজে খোজে নাহি পাবা,
বৎস পাছে গাভী যেমন, তেমনি পাছে পাছে ধাবা।
প্রসাদ বলে ফাঁকি জুঁকি, মাগো দিতে পার পেলে হাবা,
আমায় যদি না তরাও মা, শিব হবে তোমার বাবা। ১২৭।

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন করোনা দ্বেষা দ্বেষি,
যদি হবিরে বৈকুণ্ঠবাসী।
আমি বেদাগম পুরাণে, করিলাম কত খোজ তালাসি,
ঐ যে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম, সকল আমার এলোকেশী।
শিবরূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী,
ওমা, রামরূপে ধর ধনু, কালীরূপে করে অসি।
দিগম্বরী দিগম্বর, পিতার চরণবিলাসী,
শ্মশানবাসিনী বাসী, অযোধ্যা গোকুল নিবাসী।
ভৈরবী ভৈরব সঙ্গে, শিশু সঙ্গে এক বয়সী,
যেমন অনুজ ধানুকী সঙ্গে জানকী পরম রূপসী।
প্রসাদ বলে ব্রহ্ম নিরূপণের কথা দেঁতোর হাসি,
আমার ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব ঘটে, পদে গঙ্গা গয়া কাশী। ১২৮।

প্রসাদী—একতালা।

তারা আর কি ক্ষতি হবে,
হ্যাদে গো জননী শিবে।

তুমি লবে লবে বড়ই লবে প্রাণকে আমার লবে,
থাকে থাক্ যায় যাক্ এ প্রাণ যায় যাবে।
যদি অভয় পদে মন থাকে তো কায কি আমার ভবে,
বাড়ায়ে তরঙ্গ রঙ্গ আর কি দেখাও শিবে।
একি পেয়েছ আনাড়ি দাঁড়ি তুফানে ডরাবে,
আপনি যদি আপন তরি ডুবাই ভবার্ণবে।
আমি ডুব দিয়ে জল খাব তবু অভয় পদে ডুবে,
গিয়েছি না যেতে আছি আর কি পাবে ভবে।
আছি কাঠের মুরাদ খাড়া মাত্র গণনাতে সবে। ১২৯।

ললিত—আড়াঠেকা।

মা বসন পর,

বসন পর, বসন পর, মাগো বসন পর তুমি,
চন্দনে চর্চ্চিত জবা, পদে দিব আমি গো।
কালীঘাটে কালী তুমি, মাগো কৈলাসে ভবানী,
বৃন্দাবনে রাধাপ্যারী, গোকুলে গোপিনী গো।
পাতালেতে ছিলে মা গো হয়ে ভদ্রকালী,
কত দেবতা করেছে পূজা, দিয়ে নরবলি গো।
কার বাড়ী গিয়াছিলে মা গো, কে করেছে সেবা,
শিরে দেখি রক্ত চন্দন, পদে রক্ত জবা গো।
ডানি হস্তে বরাভয় মাগো, বাম হস্তে অসি,
কাটিয়া অসুরের মুণ্ড করেছ রাশি রাশি গো।
অসিতে রুধির ধারা মা গো, গলে মুণ্ড মালা,
হেট মুখে চেয়ে দেখ, পদতলে ভোলা গো।

মাথায় সোনার মুকুট মা গো, ঠেকেছে গগনে,
মা হয়ে বালকের পাশে, উলঙ্গ কেমনে গো।
আপনি পাগল, পতি পাগল, মাগো আরও পাগল আছে,
দ্বিজ রামপ্রসাদ হয়েছে পাগল, চরণ পাবার আশে গো। ১৩০।

খটভৈরবী—পোস্তা।

জানি গো জানি গো তারা তোমার যেমন করুণা,
কেহ দিনান্তরে পায় না খেতে, কারু পেটে ভাত, গেঁটে সোণা।
কেহ যায় মা পাল্‌কী চড়ে কেহ তারে কাঁধে করে,
কেহ শালের দেয় দুশালা, কেহ পায় না ছেঁড়া টেনা। ১৩১।

প্রসাদী—একতালা।

জয় কালী জয় কালী বল,
লোকে বলে বল্‌বে, পাগল হলো।
লোকে মন্দ বলে বল্‌বে, তায় কিরে তোর বয়ে গেল,
আছে ভাল মন্দ দুটো কথা, যা ভাল তাই করা ভাল। ১৩২।

প্রসাদী—একতালা।

এই দেখ সব মাগীর খেলা,
মাগীর আপ্ত ভাবে গুপ্ত লীলা।
স্বগুণে নির্গুণে বাধিয়ে বিবাদ, ঢেলা দিয়া ভাঙ্গে ঢেলা,
মাগী সকল বিষয়ে সমান রাজি,
নারাজ হয় সে কাজের বেলা।

প্রসাদ বলে থাক বসে, ভবার্ণবে ভাসাইয়ে ভেলা,
যখন জোয়ার আস্‌বে উজিয়ে যাবে,
ভাটিয়া যাবে ভাটার বেলা। ১৩৩।

প্রসাদী—একতালা।

সে কি শুধু শিবের সতী,
যারে কালের কাল করে প্রণতি ॥
ষটচক্রে চক্র করি, কমলে করে বসতি।
সে যে সর্ব্ব দলের দল-পতি, সহস্র দলে করে স্থিতি।
নেঙটা বেশে শত্রু নাশে, মহাকাল-হৃদয়ে স্থিতি,
(ওরে) বল দেখি মন সে বা কেমন, নাথের বুকে মারে নাথি।
প্রসাদ বলে মায়ের লীলা, সকলি জানি ডাকাতি,
(ওরে) সাবধানে মন কর যতন, হবে তোমার শুদ্ধ মতি।১৩৪।

প্রসাদী—একতালা।

আমি অই খেদে খেদ করি,
ঐ যে তুমি মা থাকিতে আমার, জাগা ঘরে হয় চুরি।
মনে করি তোমার নাম করি, আবার সময়ে পাশরি।
আমি বুঝেছি পেয়েছি আশয়, জেনেছি তোমার চাতুরি।
কিছু দিলে না, পেলে না, নিলে না, খেলে না, সে দোষ কি আমারি।
যদি দিতে পেতে, নিতে খেতে, দিতাম খাওয়াইতাম তোমারি।
যশ অপযশ সুরস কুরস, সকল রস তোমারি,
(ওগো) রসে থেকে রস ভঙ্গ, কেন কর রসেশ্বরি।

প্রসাদ বলে মন দিয়াছ মনেরি আঁকঠারি,
(ওমা) তোমার সৃষ্টি দৃষ্টি-পোড়া, মিষ্টি বলে ঘুরে মরি। ১৩৫।

প্রসাদী—একতালা।

আমি কি এমনি রব (মা তারা),
আমার কি হবে গো দীন দয়াময়ি।
আমি ক্রিয়া-হীন, ভজন-বিহীন দীন হীন অসম্ভব,
আমার অসম্ভব আশা পূরাবে কি তুমি, আমি কি ও পদ পাব,
(মা তারা) ?
সুপুত্র কুপুত্র যে হই সে হই, চরণে বিদিত সব,
কুপুত্র হইলে, জননী কি ফেলে, এ কথা কাহারে কব,(মা তারা)।
প্রসাদ কহিছে তারা ছাড়া, নাম কি আছে যে আর তা লব,
তুমি তরাইতে পার, তেঁই সে তারিণী, নামটী রেখেছেন ভব
(মা তারা)। ১৩৬।

প্রসাদী—একতালা।

দুঃখের কথা শুন মা তারা,
আমার ঘর ভাল নয় পরাৎপরা।
যাদের নিয়ে ঘর করি মা, তাদের এম্নি কাজের ধারা,
(ওমা) পাঁচের আছে পাঁচ বাসনা, সুখের ভাগী কেবল তারা।
অশীতিলক্ষ ঘরে বাস করিয়ে, মানব ঘরে ফেরা ঘোরা,
এই সংসারেতে সং সাজিয়ে, সার হলো গো দুঃখের ভরা।
রামপ্রসাদের কথা লও মা, এ ঘরে বসতি করা,
ঘরের কর্ত্তা যে জন, স্থির নহে মন, ছজনেতে কল্লে সারা। ১৩৭।

প্রসাদীসুর—একতালা।

মন গরিবের কি দোষ আছে,
তুমি বাজীকরের মেয়ে শ্যামা, যেমনি নাচাও তেম্নি নাচে।
তুমি কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম মর্ম্ম কথা বুঝা গেছে,
(ওমা) তুমি ক্ষিতি, তুমি জল, ফল ফলাচ্ছ ফলা গাছে।
তুমি শক্তি, তুমি ভক্তি, তুমিই মুক্তি শিব বলেছে,
(ওমা) তুমি দুঃখ, তুমিই সুখ, চণ্ডিতে তা লেখা আছে।
প্রসাদ বলে কর্ম্ম সূত্র, সে সূতার কাটনা কেটেছে,
(ওমা) মায়া সূত্রে বেঁধে জীব, ক্ষেপা ক্ষেপি খেল খেলিছে।১৩৮।

প্রসাদী—একতালা।

আর তোরে ডাকব না কালী,
তুই মেয়ে হয়ে অসী ধরে, নেংটা হয়ে রণ করিলি।
দিয়াছিলি একটা বৃত্তি, তাওতো দিয়ে হরেনিলি,
ঐ যে ছিল একটা অবোধ ছেলে, মা হয়ে তার মাথা খেলি।
দীন রামপ্রসাদ বলে মা, এবার কালী কি করিলি,
ঐ যে ভাঙ্গা নায়ে দিয়ে ভরা, লাভে মূলে ডুবাইলি। ১৩৯।

প্রসাদী—একতালা।

সামাল ভবে ডুবে তরি,
তরি ডুবে যায় জনমের মত।
জীর্ণ তরি তুফান ভারি, বাইতে নারি, ভয়ে মরি,
ঐ যে দেহের মধ্যে ছয়টা রিপু, এবার তারাই কচ্চে দাগাদারি।
এনেছিলে, বসে খেলে মন, মহাজনের মূল খোয়ালি,

যখন হিসাব করে দিতে হবে মন, তখন তহবিল হবে হারি।
দীন রামপ্রসাদ বলে মন, নীরে বুঝি ডুবায় তরি,
তুমি পরের ঘরের হিসাব কর, আপন ঘরে যায় যে চুরি। ১৪০।

প্রসাদী—একতালা।

(ওমা) তোর মায়া কে বুঝ্‌তে পারে,
তুমি ক্ষেপা মেয়ে, মায়া দিয়ে রেখেছ সব পাগল করে।
মায়া ভরে এ সংসারে, কেহ্‌ কারে চিন্তে নারে,
ঐ যে এম্নি কালীর কাপ আছে যে, যেম্নি দেখে তেম্নি করে।
পাগল মেয়ের কি মন্ত্রণা, কে তার ঠিক ঠিকানা করে,
রামপ্রসাদ বলে, যায় গো জ্বালা, যদি অনুগ্রহ করে। ১৪১।

প্রসাদী—একতালা।

মন রে তোর চরণ ধরি,
কালী বলে ডাক্‌ রে, ওরে ও মন, তিনি ভব পারের তরি।
কালী নামটা বড় মিঠা, বল্‌ রে দিবা শর্ব্বরী,
(ওরে) যদি কালী করেন কৃপা, তবে কি শমনে ডরি।
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, কালী বলে যাব তরি,
তিনি তনয় বলে দয়া করে, তরাবেন এ ভব বারি। ১৪২।

প্রসাদী—একতালা।

মায়ের চরণ তলে স্থান লব,
আমি অসময়ে কোথা যাব!
ঘরে যায়গা না হয় যদি, বাহিরে রব ক্ষতি কি গো,
মায়ের নাম ভরসা করে, উপবাসী হয়ে পড়ে রব।

প্রসাদ বলে উমা আমায়, বিদায় দিলেও নাইকো যাব ?
আমার দুই বাহু প্রসারিয়ে চরণতলে পড়ে প্রাণ ত্যজিব। ১৪৩।

প্রসাদী—একতালা।

মরি গো এই মন দুঃখে,
(ওমা) মা বিনে দুঃখ বল্‌ব কাকে !
একি অসম্ভব কথা শুনে বা কি বলবে লোকে,
ঐ যে যার মা জগদীশ্বরী, তার ছেলে মরে পেটের ভুকে।
সে কি তোমার সাধের ছেলে মা, রাখ্‌লে যারে পরম সুখে,
(ওমা) আমি কত অপরাধী, লুন মেলে না আমার শাকে।
ডেকে ডেকে কোলে লয়ে, পাছাড় মারিলে আমার বুকে,
(ওমা) মায়ের মত কাজ করেছ, ঘোষিবে জগতের লোকে।১৪৪।

প্রসাদী সুর—একতালা।

পূরল নাকো মনের আশা,
আমার মনের দুঃখ রৈল মনে।
দুঃখে দুঃখে কাল কাটালেম, সুখের আর কিবে ভরসা,
আমি বল্‌ব কি করুণাময়ী, সঙ্গে ছয়টা কর্ম্মনাশা।
শ্রীরামপ্রসাদ বলে মা, ভেবে ভেবে পাইনে দিশা,
আমি অভয় পদে শরণ নিয়ে, ঘটল আমার উল্টা দশা। ১৪৫।

প্রসাদী—একতালা।

থাকি এক খান ভাঙ্গা ঘরে,
তাই ভয় পেয়ে মা ডাকি তোরে।

হিল্লোলেতে হেলে পড়ে, আছে কালীর নামের জোরে,
ঐ যে রাত্রে এসে ছয়টা চোরে, মেটে দেওয়াল ডিঙ্গিয়ে পড়ে। ১৪৬।

প্রসাদী—একতালা।

কালি গো কেন নেংটা ফির,
ছিছি কিছু লজ্জা নাই তোমার।
বসন ভূষণ নাই তোমার মা, রাজার মেয়ে গৌরব কর,
মাগো এই কি তোমার কুলের ধর্ম্ম, পতির উপর চরণ ধর।
আপনি নেংটা, পতি নেংটা, শ্মশানে মশানে চর,
আমরা সবে মরি লাজে, এবার মেয়ে বসন পর। ১৪৭।

মুলতানী ধানেশ্রী—একতালা।

করুণা ময়ি, কে বলে তোরে দয়াময়ী,
কারো দুগ্ধেতে বাতাসা, (গো তারা)
আমার এম্নি দশা, শাকে অন্ন মেলে কৈ।
কারে দিলে ধন জন মা, হস্তী অশ্ব রথ চয়,
(ওগো) তারা কি তোর বাপের ঠাকুর,
আমি কি তোর কেহ নই ?
কেহ থাকে অট্টালিকায়, মনে করি তেম্নি হই,
মা গো, আমি কি তোর পাকা খেতে দিয়াছিলাম মই।
দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে, আমার কপাল বুঝি অম্নি ওই,
(ওমা) আমার দশা দেখে বুঝি,শ্যামা হলে পাষাণময়ী। ১৪৮।

ঝংলা—খয়রা ।

কালী হলি মা রাসবিহারী,
নটবর বেশে বৃন্দাবনে ।
পৃথক প্রণব, নানা লীলা তব, কে বুঝে এ কথা বিষম ভারী,
নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা, আপনি পুরুষ আপনি নারী ।
ছিল বিবসন কটি, এবে পীত ধটি, এলো চুলে চূড়া বংশীধারী
আগেতে কুটিল নয়ন অপাঙ্গে, মোহিত করেছ ত্রিপুরারি ।
এবে নিজে কাল, তনু রেখা ভাল, ভুলালে নাগরী নয়ন ঠারি,
ছিল ঘন ঘন হাস, ত্রিভুবন ত্রাস,
এবে মৃদু হাস, ভুলে ব্রজকুমারী ।
পূর্ব্বে শোণিত সাগরে, নেচে ছিলে শ্যামা,
এবে প্রিয় তব যমুনা বারি ।
প্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাসিছে,
বুঝেছি জননী মনে বিচারি,
মহাকাল কানু, শ্যাম শ্যামা তনু, একই বুঝিতে নারি । ১৪৯ ।

খাম্বাজ—রূপক ।

মা, কত নাচ গো রণে,
নিরুপম বেশ বিগলিত কেশ,
বিবসনা হর-হৃদে কত নাচ গো রণে ।
সদ্য-হত দিতি-তনয়-মস্তক-হার-লম্বিত সুজঘনে,
কত রাজিত কটিতটে, নর-কর-নিকর, কুণপ-শিশু শ্রবণে ।
অধর সুললিত, বিম্ব বিনিন্দিত, কুন্দ বিকশিত সুদশনে,
শ্রীমুখ মণ্ডল, কমল নিরমল, সাট্ট হাস সঘনে ।

সজল জলধর, কান্তি সুন্দর, রুধির কিবা শোভা ও বরণে,
প্রসাদ প্রবদতি, মম মানস নৃত্যতি, রূপ কি ধরে নয়নে! ১৫০।

খাম্বাজ—ঢিমেতেতালা।

বামা ও কে এলোকেশে, সঙ্গিনী রঙ্গিনী,
ভৈরবী যোগিনী, রণে প্রবেশে অতি দ্বেষে।
কি সুখে হাসিছে, লাজ নাহি বাসিছে,
নাচিছে মহেশ উরসে।
ঘোর রণে মগনা, হয়েছে নগনা, পিবতি সুধা কি আবেশে।
ঢলিয়া, ঢলিয়া যাইছে চলিয়া, ধরবে বলিয়া, ঘন হাসে,
কাহার নারীরে, চিনিতে নারি রে,
মোহিত করেছে ছিন্ন বেশে।
কারে আর ভজরে, ও পদে মজরে,
রূপে আলো করিছে দিগ দশে।
কি করি রণেরে, হয়েছে মনেরে,
প্রসাদ ভনেরে, চল কৈলাসে। ১৫১।

ললিত—তিওট।

কুলবালা উলঙ্গ, ত্রিভঙ্গ কি রঙ্গ, তরুণ বয়েস,
দনুজ-দলনা, ললনা সমরে শবে, বিগলিত কেশ।
ঘন ঘোর নিনাদিনী, সমরে বিবাদিনী,
মদনোন্মাদিনী বেশ।
ভূত পিশাচ প্রমথ সঙ্গে, ভৈরবগণ নাচত রঙ্গে,
সঙ্গিনী বড় রঙ্গিনী, নগনা সমান বেশ।

গজ রথ রথী করত গ্রাস, সুরাসুর নর হৃদয় ত্রাস,
দ্রুত চলত চলত রণে গর গর, নরকর কোটিদেশ।
কহিছে প্রসাদ,ভুবন পালিকে,করুণাং কুরু জননী কালিকে,
ভব পারাবার তরাবার ভার, হরবধূ হর ক্লেশ। ১৫২।

প্রসাদী—একতালা।

বল দেখি ভাই কি হয় মোলে,
এই বাদানুবাদ করে সকলে।
কেহ বলে ভূত প্রেত হবি, কেহ বলে তুই স্বর্গে যাবি;
কেহ বলে সালোক্য পাবি, কেহ বলে সাযুজ্য মোলে।
বেদের আভাস, তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে,
(ওরে) শূন্যেতে পাপ পুণ্য গণ্য, মান্য করে সব খোয়ালে।
এক ঘরেতে বাস করিছে, পঞ্চজনে মিলে জুলে,
সে যে সময় হইলে আপনা আপনি,
যে যার স্থানে যাবে চলে।
প্রসাদ বলে যা ছিলে ভাই, তাই হবি রে নিদানকালে,
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হয়ে সে মিশায় জলে। ১৫৩।

প্রসাদী—একতালা।

নিতান্ত যাবে দিন এ দিন যাবে, কেবল ঘোষণা রবে গো,
তারা নামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গো।
এসেছিলাম ভবের হাটে, হাট করে বসেছি ঘাটে,
(ওমা) শ্রীসূর্য্য বসিল পাটে, নায়ে লবে গো?

দশের ভরা ভরে নায়, দুঃখী জনে ফেলে যায়,
(ওমা) তার ঠাঁই যে কড়ি চায়, সে কোথা পাবে গো!
প্রসাদ বলে পাষাণ মেয়ে, আসন দে মা ফিরে চেয়ে,
আমি ভাসান দিলাম গুণ গেয়ে, ভবার্ণবে গো। ১৫৪।

মুলতান—একতালা।

তারা, তোমার আর কি মনে আছে,
(ওমা) এখন যেমন রাখ্‌লে সুখে, তেমনি সুখ কি পাছে।
শিব যদি হয় সত্যবাদী, তবে কি তোমায় সাধি,
মাগো, ওমা, ফাঁকির উপরে ফাঁকি, ডান চক্ষু নাচে। ১৫৫।

টোড়ী—কাওয়ালী।

ভাব নব জলধর-বরণীরে,
ভবনীরে যদি তরিবে সমরে,
দুখ-নাশিনী ঈশানী।
হৃদয়-বাসিনী পদ, ভাবিলে ভাবনা যাবে দূরে,
ঈশ দনুজান্ত-কারিণী-অন্তর-বাসিনী,
কৃতান্ত-বারিণী শ্যামা মারে।
সে যে বাসনা-ফল দায়িনী,
বাসনা পূরায় জননী,
বাম করে পতি বক্ষোপরে,
সে যে অসিত বরণী অসিধরে,
নর-কর-বারিণী নর-শিরে।

শিবে সঙ্কট-হরা নাম, শক্তর দারা নাম,
রসে বশ কর রসনারে, গত দিব দ্রুত গতি,
গতির নাহি সঙ্গতি, দাশরথী কেন চিন্ত নারে,
শ্যামা জনম-মরণ-হারিনি রে। ১৫৬।

সিন্ধু ভৈরবী—তেওট।

দ্রবময়ী গঙ্গে, প্রবল তরঙ্গে,
অপাঙ্গে কর গো মা করুণা।
আগমে নিগমে, মা তোমার মহিমে,
অধীনে কি করিব বর্ণনা!
তব নিকটে থাকি, তব মৃত্তিকা মাখি,
তব নাম ডাকে যেন রসনা।
তোমা হীন দেশে গিয়ে, রাজ্যেশ্বর রাজা হয়ে,
থাকিতে না হয় মনে বাসনা।
তুমি মা সত্য, তুমি মা সর্ব্বতীর্থ,
কৃতার্থময়ী তা কেউ জানে না।
অধম কালীদাস বলে, মা আমার অন্তিম কালে,
পাপাত্মা বলে পদে ঠেল না। ১৫৭।

ইমন কল্যান—আড়াঠেকা।

এ নব বয়সে,
এলোকেশে এল কে সে,
চতুর্ভুজা ভয়ঙ্করা ঘোর ভীষণবেশে।

শ্যামাঙ্গে রুধিরাবৃত, নব ঘনতে তাড়িত,
বজ্রসম হু হু করিত, আসব পান আবেশে।
সমরে মহা অধীরা, ছিন্নমুণ্ড অসিধরা,
রক্তে ধরা ভয়ঙ্করা, মাভৈঃ মাভৈঃ সদা ভাষে।
ব্রহ্মাণ্ড করিতে নাশ, হলো কি মা তব আশ,
অভিলাষ হয় ধুর্জ্জটি পতিত ত্রাসে। ১৫৮।

পরজ—ঝাঁপতাল।

দে গো মা আমায় ঐ চরণতরি,
অকূল ভব-সাগরে কি রূপেতে তরি?
তুমি তরাও তবে তরি, নইলে কি তরিতে পারি?
দে ঐ বিচিত্র তরি, অচিরে বাসনা করি।
বিপদেতে ডাকি আমি, দুর্গে দুর্গতিনাশিনী,
স্বগুণে তারিবে তুমি, এই ভিক্ষা করি। ১৫৯।

ইমন পূরবী—আড়াঠেকা।

মা আমায় দিলে দুঃখ এত,
জগতজননী তুমি মা, আমি কি ছাড়া জগত?
কিবা জলে, কিবা স্থলে, যে জন দুর্গা দুর্গা বলে,
শমন পালায় ভয়ে, হয়ে অতি কম্পিত।
শুন গো জগতেশ্বরি, কটাক্ষে হেরিলে তরি,
মা হয়ে সন্তানে দুখ দেওয়া এত অনুচিত। ১৬০।

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

কোথা আনিলে, আমার পথ ভুলালে,
দুরন্ত তরঙ্গ মাঝে তরি ডুবালে।
তরি নাহি দেখি আর, চারিদিকে শূন্যাকার,
প্রাণ বুঝি যায় এবার ঘূর্ণিত জলে।
কোথা রইল মাতা পিতা, কে করে স্নেহ মমতা,
প্রাণ প্রিয়ে রইল কোথা, বন্ধু সকলে। ১৬১।

আলিয়া—ঠুংরি।

শ্যামাধন সাধন কর, সামান্য ধনে কি হবে,
নিলে থুলে নিধন যে ধন, সে ধনে মনকাজ কি তবে।
অমর অসাধ্য ধন, বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত ধন,
শঙ্করের সঞ্চিত যে ধন, সঙ্কেতে সঞ্চিত রবে।
ধনেশ্বর বল্‌বে ধনী, মহেন্দ্র মানিবে মানী,
সুরপুরে জয়ধ্বনি, সুরধুনী কোলে লবে।
ধান্য ধন ধরণী ধন, হয় হস্তী গোধন পোধন,
জ্ঞান তুলেতে কর ওজন, এ সব ধনে পাষাণ সবে।
রূপা সোণা মণি মাণিক, উপাসনা করে বণিক,
এ সব সম্পদ্ ক্ষণিক, ভাগিদারে ভাগ বসাবে।
ডেকে রাখ্‌তে চাইনে সিন্ধুক, চৌকি দিতে চাইনে বন্দুক,
তাঁরে নামটী ভীমা ভয়ঙ্করী, ভয় করে যাঁরে ভৈরবে। ১৬২

বাহার—একতালা।

কালী মুক্ত কর মা আমারে,
সয় না ক্লেশ আর শরীরে,
বহুকাল-বন্দী আছি সংসার কারাগারে॥
মায়া মোহ এম্‌নি বেড়ি, সাধ্য কি যে এক পা নড়ি,
হাতে গলে দড়া দড়ি দারাসুত পরিবারে।
সাংসারিক কাজ খাটুনি, কারাগারে টানা ঘানি,
কামাই নাই দিবা রজনী অদৃষ্ট অনুসারে।
বন্ধন মোচনের উপায়, কেবল আছে ঐ রাঙ্গা পায়,
যে ধরে সে অনাশে পায়, শিব কন তন্ত্রসারে। ১৬৩।

গৌরী—একতালা।

কালী যে কেমন ধন কে জানে,

ধ্যানে কি জ্ঞানে, বাক্য মনের অগোচর, আগমে যাঁর বাখানে।

চিন্ময়ী চিৎস্বরূপা, চিতক্ষেত্র-চারিণী, ব্রহ্মমাতা বরপ্রদা ব্রহ্মরন্ধ্র-বাসিনী, সহস্র দলেতে সদা থাকেন ঈশান সনে।

প্রকৃতি পুরুষ রূপে লীলায় করেন নৃত্য, সুখ দুঃখ পাপ পুণ্য কিছুতে নন লিপ্ত, কর্ম্মফলে ভূমণ্ডলে ভোগে মাত্র ভূত গণে।

ঘটে পটে মটে কাটে যে ভাবে যে কল্পনায়, কর্ম্মফলে কালে আসি কালী দেখা দেন তায়, পূরাতে সাধকের সাধ সাকারা হন স্বগুণে।

আশুতোষ অজ ইন্দ্র যাদবেন্দ্র যে মায়ায়, মৃণালের তন্তু মধ্যে পলকেতে আসে যায়, পামর প্যারী তবে সে কালী পাবে কেমনে? ১৬৪।

প্রসাদী—একতালা।

শ্যামা মা কি কল করেছে, কালী মা কি কল করেছে,
চৌদ্দপুয়া কলের ভিতর, কত রঙ্গ দেখাতেছে।
যে কলে চিনেছে তারে, কল হতে হবে না তারে,
কোন কলের ভক্তিডোরে, আপ্‌নি শ্যামা বাঁধা আছে।
যতক্ষণ কালী কলে রয়, কলের কল সবসে রয়,
কমল বলে কালী গেলে, কেউ না যায় সে কলের কাছে। ১৬৫।

মুলতান—ঝাঁপতাল।

কখন কি রঙ্গে থাক মা, শ্যামা সুধাতরঙ্গিনী,
লম্ফে ঝম্ফে, অপাঙ্গে অনঙ্গে ভঙ্গ দেও জননী।
লম্ফে ঝম্ফে কম্পে ধরা, অসিধরা করালিনী,
তুমি ত্রিগুণধরা, পরাৎপরা ভয়ঙ্করা-কাল-কামিনী।
সাধকেরই বাঞ্ছা পূর্ণ কর, নানা-রূপ-ধারিণী,
কভু কমলের কমলে নাচ মা, পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনী। ১৬৬।

মুলতান—ঝাঁপতাল।

শ্যামাপদ আকাশেতে মন ঘুড়ি খানি উড়্‌তেছিল,
কলুষের কুবাতাস পেয়ে, গোপ্তা মেরে পড়ে গেল।
মায়া কান্নি হল ভারি, আর আমি উঠাতে নারি,
দারাসুত কলের দড়ি, ফাঁস লেগে সে ফেঁসে গেল।
জ্ঞান মুণ্ড গেছে ছিঁড়ে, উঠিয়ে দিলে অমনি পড়ে,
মাথা নেই সে আর কি উড়ে, সঙ্গের ছজন জয়ী হল।
ভক্তি ডোরে ছিল বাঁধা, খেল্‌তে এসে লাগ্‌ল ধাঁধা,
নরেশচন্দ্রের হাসা কাঁদা,—না আসা এক ছিল ভাল। ১৬৭।

মূলতান—ঝাঁপতাল।

আপনাতে আপনি থেকো, যেও না মন কার ঘরে,
যা চাবি তাই বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।
পরম ধন এই পরেশমণি, যা চাবি তাই দিতে পারে,
শত মণি পড়ে আছে, আমার চিন্তামণির নাচদুয়ারে।

"ওরে তিনুরে—সুর"

যা অনায়াসে হয় তাই কর রে,
কাজ কি আমার কোষা কুশি, আয় মন বিরলে বসি,
ভাব শ্যামা এলোকেশী, বারাণসী পাবি রে।
ভস্মমাখা ত্রিলোচন, শিবের কোন্ পুরুষে ছিল ধন,
শ্যামা নিধনের ধন, তাই সদা জপ রে। ১৬৮।

ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

যশোদা নাচাত গো মা, বলে নিলমণি, (গো মা,)
সে বেশ লুকালে কোথা করালবদনী।
একবার নাচ গো শ্যামা,—
হাসি বাঁশী মিশাইয়ে, মুণ্ডমালা ছেড়ে (একবার) বনমালা পরে।
অসি ছেড়ে বাঁশী লয়ে, আড় নয়নে চেয়ে চেয়ে, (একবার)।
গজমতি নাশায় দুলুক, (একবার)।
যশোদার সাজান বেশে; অলকা আবৃত মুখে; (একবার)।
অষ্ট নায়িকা, অষ্ট সখী হক, (একবার)।
যেমন করে রাসমণ্ডলে নেচেছিলি, (একবার)।
হৃদি—বৃন্দাবন মাঝে, ললিত ত্রিঠামে,
চরণে চরণ দিয়ে, গোপীর মন ভুলান বেশে,
একবার নাচ দেখি শ্যামা।

তেমনি তেমনি তেমনি করে,
একবার নাচ্ গো শ্যামা।
(দেখে নয়ন মন সফল করি,) বড় সাধ আজ মনে,
তোর শিব বলরাম হক, (হেরি নীলগিরি আর রজত গিরি)।
একবার বাজা গো মা,—(সেই মোহন বেণু)
যে বেণু রবে ধেণু ফিরাতিস্, (সেই মোহন বেণু)।
যে বেণুর রবে যোগীর মন ভুলাতিস্,
যে বেণু রবে যমুনার জল উজান ধরিত, (সেই মোহন বেণু)।
বাজুক তোর বেণু বলায়ের সিঙ্গে, (সেই মোহন বেণু)।
শ্রীদামের সঙ্গে নাচিতে ত্রিভঙ্গে গো মা, (একবার)।
তা থেইয়া, তা থেইয়া তা তা, থেই থেই বাজত নূপুর ধ্বনি,
শুন্‌তে পেয়ে আস্‌তো ধেয়ে ব্রজের রমণী, (গো মা), (একবার)।
গগনে বেলা বাড়িত, রাণী কেঁদে ব্যাকুল হত,
বলে ধর ধর ধর, ধর রে গোপাল, ক্ষীর সর ননী ;(একবার)।
এলায়ে চাঁচর কেশ রাণী বেঁধে দিত-বেণী,
একবার নাচ্ গো শ্যামা। ১৬৯।

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

শিব সঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দে মগনা,
সুধা পানে ঢল ঢল, কিন্তু ঢলে পড়ে না।
বিপরীত রতাতুরা, পদ ভরে কাঁপে ধরা,
উভয়ে পাগলপারা, লজ্জা ভয় তো মানে না। ১৭০।

কর্ণাটিঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

বড় আশা করে এসেছি গো, ডেকে লও
ফিরাও না জননী,
দীনহীনে কেহ চাহে না,
তুমি তারে রাখিবে জানি গো।
আর আমি যে কিছু চাহিনে,
চরণ তলে বসে থাকিব ;
আর আমি যে কিছু চাহিনে,
জননী বলে স্থধু ডাকিব।
তুমি না রাখিলে, গৃহ আর পাইব কোথায়,
কেঁদে কেঁদে কোথা বেড়াব ?
ঐ যে হেরি, তমসা-ঘন ঘোরা রজনী। ১৭১।

প্রসাদী—একতালা।

মন রে কৃষি কাজ জান না,
এমন মানব জমিন রইলো পতিত,
আবাদ করলে ফল্‌তো সোণা।
কালী নামে দেওরে বেড়া, ফসলে তস্‌রূপ হবে না,
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছেতে যম ঘেঁসে না।
অদ্য অব্দ শতান্তে বা, বাজাপ্ত হবে জান না,
এখন আপন ভেবে যতন করে, চুটিয়ে ফসল কেটে নেনা।
গুরু রোপন করেছেন বীজ, ভক্তি বারি তায় সেঁচ না,
(ওরে) একা যদি না পারিস্ মন, রামপ্রসাদকে ডেকে নেনা।১৭২।

ভৈরবী—কাওয়ালী।

আমি আছি গো তারিণী ঋণী তব পায়,
মা আমার অনুপায়,
ভজন পূজন বিসর্জ্জন দিয়ে জননী গো,
বিষয়-বিষ ভোজনে প্রাণ যায়।
জঠরে যাতনা পেয়ে বলেম,
এবার ভক্তিতে তোমায় আমি ভবে চলেম,
সুপুত্র হব রব স্বপদে, ত্রিপত্র দিব তব শ্রীপদে,
ও হে ধরায় পতিত হয়ে, রয়েছি পতিত হয়ে,
পতিতপাবনী ভুলে মা তোমায়।
হল না সাধন, আর হয় না,
হে দুর্গে, মা আমার দুখ ত আর সয় না।
অপার দাশরথী শঙ্করি, হয় না মানস বশ কি করি,
মা যদি মোরে মনে করি, স্বগুণে বন্ধন করি,
মুক্ত কর মুক্তকেশি, এ ভববন্ধন দায়। ১৭৩।

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

কে জানে তোমায় তারা,
তুমি সাকারা কি নিরাকারা।
বাক্যেতে কহিতে নারি,
বর্ণেতে বর্ণিত হারি,
ন ষণ্ড ন পুমান্ নারী,
ব্যোম আদি ধরা।

হিতার্থে উপাধি দিয়ে,
কোন মতে নাম লয়ে,
হই যেন সারা। ১৭৪।

প্রসাদী—খয়রা।

দুখ দিতে আর কম দিলি না,
গেল দুখে দুখে জনম গো মা,
দুখের বোঝা বয়ে মরি, দেখেও তাই দেখিস্ না মা।
যেমন তোর নামেতে শমন পালায়,
আমার নামে তেমন তুই মা।
অন্যে দুখ করে সুখ পায়, আমি পেলেম দুখে দুখ মা।
আমার পায়ের কাদা মাথায় উঠে,
মাথার ঘামে পা ভিজে মা।
তুচ্ছ ধনের কাঙ্গাল হয়ে, দেশ বিদেশে ঘুরে মলাম,
ধুলোর শয্যায় মশাতে খায়,
হাত পা নাড়ি ঘুম আসে না,
তখন দুঃখের কথা মনে উঠে, চক্ষের জলে বুক ভাসে মা।
আমার ভাত হয়তো, ব্যঞ্জন হয় না,
ব্যঞ্জন মিলে, ভাত ঘটে না;
রাজমোহন কয়, কেবল আমি নই,
কারেও সর্ব্ব পুর দেখ্‌লেম না। ১৭৫।

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

তোমার অনন্ত মায়া কে জানে,
অনন্ত যাহারি অন্ত না পায় ধ্যানে,

মা, কি তব বিচিত্র মায়া, যার বশে মহামায়া,
পশ্বাদি কীট পতঙ্গ মা ভ্রমে অচেতনে।
সুরাসুর কিন্নর, গন্ধর্ব্ব অপ্সর নর,
মায়ায় মুগ্ধ চরাচর, কে বা সচেতনে।
আগম স্মৃতি বেদান্ত, সে মর্ম্ম জানিতে ভ্রান্ত,
অচিন্ত্য পরম তত্ত্ব, মা অব্যক্ত ভুবনে ;
চিন্ময়ী হয়ে প্রসন্ন, শ্রীশে দেও শ্রীচৈতন্য,
যেন মন মগন সদা থাকে শ্রীচরণে। ১৭৬।

মুলতান—একতালা।

দোষ কারু নয় গো মা,
স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি মা।
ষড়রিপু হল কোদণ্ড স্বরূপ,
পুণ্য ক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ,
যে কূপ ব্যাপিল কালরূপ জল, কাল মনোরমা।
আমার কি হবে তারিণি, ত্রিগুণধারিণী,
বিগুণ করেছি স্বগুণে, কিসে এ বারি নিবারি,
ভেবে দাশরথীর অনিবার বারি নয়নে।
বারি ছিল কক্ষে, ক্রমে এল বক্ষে,
জীবনে জীবন নাহি হয় রক্ষে,
তবে তরি, চরণ-তরি দিলে ক্ষেমঙ্করী করি ক্ষমা। ১৭৭।

জয়জয়ন্তি—একতালা।

মা তোরে আর ডাক্‌ব কত।
আমার কষ্টে প্রাণ হল ওষ্ঠাগত।
কানের মাথা খেয়ে শুনিশ না মা ডাকি,
পাষাণ-নন্দিনি, ভুলি মমতা কি,
পাসরি সন্তানে পাষাণের মত ?
যে তোর শঙ্করি হয় আশার দাস,
সর্ব্বনাশী তার কর সর্ব্বনাশ।
হরিশ দীন হীন, পরাস তায় কপিন,
এইতো মা তোর করুণা, যত যাবে দিন।
দিন রবে না তারা, জানা গেল কেবল তারা নামের ধারা,
দুর্গা নামে মুক্তি, এই শিব উক্তি,
হরিশের ভাগ্যে হল তা হত। ১৭৮।

সিন্ধু খাম্বাজ—একতালা।

জানি মা তোর রেতের ধারা,
কেন সোজা কথা শুন্‌বি তারা ?
বাপ পাষাণ, মা পাষাণী, তুই হয়েছিস তার বাড়া,
অন্নলক্ষ্মী যার হয়েছিস্, করেছিস্ তায় লক্ষ্মীছাড়া।
সে শ্মশানে শ্মশানে ফিরে, ভিক্ষে করে পাড়া পাড়া,
তোর দয়া কি চাব মা গো, করুণা তোর সৃষ্টিছাড়া।
ও তুই পেটের জ্বালায় আপনি খাস্ মা,
আপন মুণ্ডের রুধির ধারা।
হরিশ বলে ভাব ভেবে তোর, স্থির হয় দুটো আঁখি তারা।

আমি বুঝতে নারি ও শঙ্করি,
কে তোর নাম রেখেছে তারা ? ১৭৯।

প্রসাদী—একতালা।

(মা তোদের) ক্ষেপার হাট বাজার, গুণের কথা কব কার,
তোরা দুই সতীনে, কেউ বুকে কেউ মাথায় চড় তাঁর।
কর্ত্তা যিনি ক্ষেপা তিনি, ক্ষেপার মূলাধার, (মা তারা)
চাক্‌লা ছাড়া চেলা দুটো সঙ্গে অনিবার।
গজ বিনে গো আরোহণে ফিরিস্ কদাচার, (মা তারা)
মণি মুক্তা ছেড়ে পরিস গলে, নর-শির হার।
শ্মশানে মশানে ফিরিস্, কার বা ধারিস্ ধার, (মা তারা)
রামপ্রসাদকে ভব ঘোরে কর্ত্তে হবে পার। ১৮০।

খাম্বাজ—একতালা।

নামেরই ভাবনা কেবল কালী গো তোমার,
কাজ কি আমার কোষাকুশী, দেঁতোর হাসি লোকাচার,
নামেতে কাল পাশ কাটে, জোটে তা দিয়েছে রটে,
আমি তো সেই জটের মুটে, হয়েছি আর হব কার।
নামেতে যা হবার হবে, মিছে কেন মরি ভেবে,
নিতান্ত করেছি শিবে, শিবের বচন সার। ১৮১।

সিন্ধু—কাওয়ালী।

দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি,
আমার এ দীনে, না তার কেমনে,
জানা যাবে শঙ্করী।

আমি নাশি গো ব্রাহ্মণ, হত্যাকরি ভ্রূণ,
সুরাপান আদি বিনাশি নারী!
এ সব পাতক, না ভাবি তিলেক,
ব্রহ্মপদ তুচ্ছ করি। ১৮২।

সিন্ধু—কাওয়ালী।

বলরে শ্রীদুর্গা নাম,
দুর্গা দুর্গা বলে পথে চলে যায়,
শূল হস্তে মহাদেব রক্ষা করেন তায়।
শঙ্করী হইয়ে মাগো গগণে উড়িবে,
মীন হয়ে রব জলে, নখে করে লবে।
নখাঘাতে ব্রহ্মময়ি যাবে এ পরাণী,
সে সময়ে দিও রাঙ্গা চরণ দুখানি।
যখন বসিবে মা গো শিব সন্নিধানে,
বাজন নূপুর হয়ে বাজিব চরণে।
তুমি সন্ধ্যা, তুমি গায়ত্রী, তুমি মা সকল,
তোমা হতে ব্রহ্মা বিষ্ণু, দ্বাদশ গোপাল। ১৮৩।

ইমন কল্যান—আড়াঠেকা।

রাখ মা মায়ের ধর্ম্ম জন্ম শোধ দেখা দিয়ে,
রয়েছে কৃতান্ত দূত শত পুরেতে ঘিরিয়ে।
মায়ের উচিত হয়, সন্তানে পাইলে ভয়,
মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ রবে ভয় নিবারে আসিয়ে।

সন্তানেরও এই রীতি, ক্ষুধা নিদ্রা তথা ভীতি,
সময়ে মা বলে ডাকে, তাকি জান না জানিয়ে।
জ্বলিলে ক্ষুধাগ্নি কাল, মহানিদ্রা গত কাল,
করাল কিঙ্কর কাল উগ্র বেশে দাঁড়াইয়ে। ১৮৪।

সুরট মল্লার—আড়াঠেকা।

কে রণ-রঙ্গিণী, যোগিনী-সঙ্গিনী,
হয়ে উলঙ্গিনী, নাচিছে সমরে!
পদতল নব প্রভাকরকর দশ সুধাকর,
শোভিছে নখরে।
কিবা জীমূতাঙ্গি জ্যোতি তম-হর,
চরণে পতিত শবরূপে হর।
জবা বিল্বদল কিবা মনোহর,
শোভিছে ও পদে, গুঁপিছে অমরে।
কুন্তল জাল জিনি, কাদম্বিনী,
আরক্ত নলিনী দল ত্রিনয়নী,
লোল-রসনা করাল-বদনী,
শোণিতের ধারা বহে বিম্বাধরে।
দম্ভে কম্পে ধরণী সঘনে,
করে হুহুঙ্কার পাবক নিঃস্বনে।
ঝরে ইরম্মদ নয়নেরি কোনে,
ক্ষণপ্রভা খেলে দশন উপরে।
ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি দেখে লাগে ভয়,
কিন্তু ভক্তে বিতরিছে বরাভয়।

আকিঞ্চণে কয় সামান্যাতো নয়,
ব্রহ্মময়ী উদয় হয়েছেন সাকারে। ১৮৫।

মোহিনী— ঠেকা।

আর কত যন্ত্রণা শ্যামা দিবি গো আমারে,
সহেনা জঠরব্যাধি জননি গো বারে বারে।
নিজ দোষেতে দুষিত, হয়ে আছি জ্ঞানহত,
কৃতান্ত-ভয়জনিত, এ দুস্তরে কে নিস্তারে।
ভবাংঘ্রি কমলে, নাহি মতি গো বিমলে,
ত্রাহি অকিঞ্চনে ডাকে মা, ভববন্ধন কূপেতে পড়ে। ১৮৬।

ভৈরবী—মধ্যমান।

কে ও বিহরে, হর-হৃদিপরে, হর-মনমোহিনী,
চরণে অরুণ রবিশশী যেন, নখরে প্রখরে আপনি,
শোভিত প্রপদ, দেয় মোক্ষপদ, আপদে সম্পদদায়িনী,
চরণে নূপুর আলো করে পুর, মণিময় পুরবাসিনী,
রজত শিখরে, করে অসি করে, শিশির-শিখর-নন্দিনী,
যেন চরম সময়, মরনেতে হয়, কালি কালভয়বারিনী। ১৮৭।

ভৈরবী—মধ্যমান।

যদি ভবনদী পার হতে থাকে বাসনা,
দক্ষিণে কালীকে কৃষ্ণে ভেদ করো না।
অসিধারী বংশীধারী, পীতাম্বর দিগম্বরী,
দ্বিভুজ মুরলীধারী, লোলরসনা,

বনমালী মুণ্ডমালী, শিখিপুচ্ছ শিখিভালী,
মকরাকৃতি কুণ্ডল, কভু শব শিশু বলি,
দেখ এই কৃষ্ণকালী করি মননা। ১৮৮।

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

কালি এই করো কাল এলে,
কাল পেয়ে কাল ঘিরবে যখন, দেখা দিও হৃদ্কমলে!
গুরুদত্ত ধন ..ন আমার মন,
শমন দেখে না যায় ভুলে।
তারাদাসে বলে, অন্তে গঙ্গাজলে,
জিহ্বায় কালী কালী বলে। ১৮৯।

সিন্ধু—খয়রা।

আমার রসনার বসনা আছে, ডাকি মা তোরে গো,
আমার মন পাজী, না হয় রাজি, বাদী দেখ মোরে গো।
দেহের মধ্যে রাজা মন, মন্ত্রী আছে ছয় জন.
প্রজা সব ইন্দ্রিয়গণ সদা ভয় করে গো। ১৯০।

গাড়াভৈরবী—খয়রা।

চল যাই কাজ নাই তারার তালুকে রে;
কখন আছি কখন নাই, এ তালুকের মুখে ছাই।
পঞ্চজনার জামিন দিয়ে, এসেছ বয়নামা লয়ে,
ভুলিলে বিষয় পেয়ে, শেষেতে পাবি সাজাই।

ষড় রিপু জ্যেষ্ঠ যে, কাননগুই হয়েছে,
সে হস্তবুদে জব্দ করে ফিরিয়াছে সদাই।
ক্রোধ হল পট্টয়ারী, লোভ মোহ মোহকারী,
খাজাঞ্চি হয়েছে মদ মাৎসর্য্য এই ছুটী ভাই।
যখন তোমার তসিল হবে, সঙ্গী সবে পালাইবে,
তখন কার দোহাই দিবে, আমার মা বিনে গতি নাই।১৯১।

বসন্ত বাহার—আড়াঠেকা।

তারা তুমি কত রূপ জান ধরিতে,
জননি গো জ্বালামুখী গিরি-গুহিতে।
লোমকূপে ধরাধর, ব্রহ্মময়ী পরাৎপর,
অসুর বিনাশ কর মা আঁখির নিমিষে,
তুমি রাধা, তুমি কৃষ্ণ, মহামায়া মহা বিষ্ণু,
তুমি গো মা রামরূপিনী, তুমি অসিতে। ১৯২।

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

পড়িয়ে ভবসাগরে ডুবে মা তনুর তরি,
মোহ-ঝড়ে মায়া-তুফান, ক্রমে বাড়ে গো শঙ্করি।
একে মন মাঝি আনাড়ি, তাতে ছজন গোঁয়ার দাড়ী,
কুবাতাসে দিয়ে পাড়ি, হাবু ডুবু খেয়ে মরি।
ভেঙ্গে গেল ভক্তির হাল, ছিঁড়ে পড়্লো শ্রদ্ধার পাল,
নৌকা হল বান্চাল, বল কি করি?
উপায় না দেখি আর, অকিঞ্চন ভেবে সার,
তরঙ্গেতে দিয়ে সাঁতার দুর্গা নামের ভেলা ধরি। ১৯৩।

গারা—জলদ তেতালা।

মন মানসে জপ না, কামারি অঙ্গনা,
জপরে একান্তে, দিনান্তে নিশান্তে,
প্রাণান্তে কৃতান্তে ছোঁবে না।
সে পদ রাতুল, হয় স্থূল মূল,
জগতে না হেরি তার সমতুল,
তারে কভু ভুলো হয়ো না।
কালী পদ লাগিয়ে হলে চিন্তাকুল,
কালী সে কিঙ্করে হন অনুকূল,
অনায়াসে তারে কালী কুলান কূল,
কভু প্রতিকূল থাকে না। ১৯৪।

ভৈরবী—আড় খেমটা।

ও গো ত্রিনয়না মা তোমার কেমন মহিমা,
আমা হতে জানা যাবে গো এবার!
আত্মপুণ্যে নর হয় যদি উদ্ধার,
মাহাত্ম্য কি তোমার তাতে বল না?
আমি হীন-ভক্তি, আমায় দিতে মুক্তি,
আদ্যাশক্তি শক্তি হল না তোমার!
(মা গো) তুমি ধর্ম্মার্জ্জিত কর্ম্ম সংঘটন,
তোমাতে উৎপত্তি সংসার পালন,
কুমতি সুমতি তুমি সবার গতি,
যার প্রতি হয় যেমন দয়া;
মায়া চক্রে আমায় ফেলি,

যেমন চালাও তেম্নি চলি,
যেমন বলাও তেম্নি বলি,
দুর্গা বল্‌তে মুখে দাও না অবসর।
গর্ভবাসী যখন মানস বৈরাগ্য,
ভব ধামে এসে হলেম উপসর্গ,
তব রাঙ্গা পায় দিতে পাদ্য অর্ঘ্য,
বাসনা ছিল না মনে।
(মা গো) ইহকাল গেল অসুখে,
বঞ্চিত হলেম পরলোকে,
কমলের কর্ম্মবিপাকে,
কলুষ পাতকী হন মা উদ্ধার। ১৯৫।

মুলতান—একতালা।

মা আমার অন্তরে জাগো,
জাগো গো মা কুলকুণ্ডলিনী।
তোমায় অন্তরেতে রাখি নিয়ত নিরখি,
অন্তর না করি দিবা রজনী।
ভক্তি-পুষ্প দিয়ে শ্রদ্ধা-সচন্দন,
তদঞ্জলি করি চরণে অর্পণ,
নেত্র মুদে, মন সাধে, করি কালীরূপ দরশন।
কামাদি ছয় বলি, দিব গো করালি,
বিবেক অসি করে ধারণ করি।
তাহে জ্ঞানাগ্নি জ্বালিব, হিংসাহুতি দিব,
তবে ঘটে প্রবেশিবে শিবানী।

বাঁরোয়া—যৎ।

দুখের বাকি আছে কি,
বাকী টেনে উসুল দিয়ে দেখ না মা কতো বা কি।
অন্ন বস্ত্র হলেম ছাড়া, নিরানন্দ ধরায় সারা,
চাইণি না মা ও গো তারা, কষ্ট দেওয়া উচিত কি?
অন্নচিন্তা সদা করি, চিন্তা জ্বরে জ্বলে মরি,
ইচ্ছা হয় না তোর মুখ হেরি, কালঘাতী তাই ডাকি।
কপালের লিখন যাহা, খণ্ডন না যায় তাহা,
অনুযোগ করা বৃথা নবীন পদাকাঙ্ক্ষী। ১৯৬।

মালকোষ—কাওয়ালী।

ভয় কি শমন তোরে,
এলোকেশী শ্মশানবাসী যার হৃদয়ে বিরাজ করে।
কালী কালী বল্‌ব সদা, পারবি না তায় দিতে বাধা,
কালী নামে মেরে ডঙ্কা, যমের শঙ্কা রাখ্‌ব দূরে।
যমের তলব আস্‌বে যখন, কালীসই চিঠি দেখাব তখন,
চিঠির মর্ম্ম পেলে পরে, আস্তে আস্তে যাবে ফিরে।
দ্বিজ নবীন কালীর পুত্র, মা হয়ে মা হয় না শত্রু,
মায়ের কোলে থাক্‌ব বসে, লয়ে যেতে কে পারে! ১৯৭।

সুরট মল্লার—মধ্যমান।

তারা আপন জোরে লব শ্রীচরণ,
স্বামীরে দিয়েছ তুমি কোন্‌ বাবার ধন।
মাতৃধনে অধিকার, কভু না হয় পিতার,
পুত্রে প্রাপ্ত সুবিচার, দায়ভাগে এ লিখন।

পিতা দত্তা ধনহারী, উভয় পিতা মাতারি,
অন্তর্ধ্যানে শ্রাদ্ধকারী, বিশেষ ভ্রান্তি কারণ।
ভাঙ্গড় সে ত্রিপুরারী, আজন্ম কাল ভিখারী,
কিছু অংশ দেয় না তারি, বক্ষে রেখেছে কৃপণ।
পিতার লাগে পুত্রের শাপ, বুকে খেলে কাল সাপ,
ত্রিরাত্রিতে গেল পাপ, পিণ্ড দাও শ্যামাচরণ। ১৯৮।

ললিত ঝিঁঝিট—খং।

আর কি তারা ভয় বিপদে!
আমি নাম নিয়ে তোর,
ঝাঁপ দিয়েছি দুর্গম দুঃখেরি হ্রদে!
নামেতে হৃদয় মত্ত, দেহ পদে সমর্পিত,
দুখ তোর ভাণ্ডারে কত, দেগো মা মনেরি সাধে।
কালী নাম সার করি, সায়রে ভাসিইলেম,
যা করাও মা তাই করি, তুচ্ছ এই বিষয় সম্পদে;
বিষয় সুখ সব ত্যাগ হয়েছে, কালীরূপ লেগেছে হৃদে। ১৯৯।

ব্রহ্ম।

মিশ্র—একতালা।

জয় দেব, জয় দেব, মঙ্গলদাতা;
জয় জয় মঙ্গলদাতা;
সঙ্কট-ভয়-দুখ-ত্রাতা, বিশ্ব-ভুবন-পাতা,
জয় দেব জয় দেব।

অচিন্ত্য অনন্ত অপার, নাহি তব উপমা,
প্রভু নাহি তব উপমা,
বিশ্বেশ্বর ব্যাপক বিভু, চিন্ময় পরমাত্মা,
জয় দেব জয় দেব।
জয় জগবন্দ্য দয়াল, প্রণমি তব চরণে,
প্রভু প্রণমি তব চরণে,
পরম শরণ তুমি হে, জীবনে মরণ,
জয় দেব জয় দেব।
কি আর যাচিব আমরা; করি হে এ মিনতি,
প্রভু করি হে এ মিনতি,
এ লোকে সুমতি দেও, পরলোকে সুগতি,
জয় দেব জয় দেব। ২০০।

কাফি—ঠুংরী।

এক পুরাতন পুরুষ নিরঞ্জনে, চিত্ত সমাধান কর রে,
আদি সত্য তিনি কারণ-কারণ, প্রাণরূপে ব্যাপ্ত চরাচরে।
জীবন্ত জ্যোতির্ম্ময়, সকলের আশ্রয়, দেখে সেই যে বিশ্বাস করে।
প্রেমময় দয়াসিন্ধু কৃপানিধি, শ্রবণে যাঁর গুণ আঁখি ঝরে,
তাহার মুখ দেখি সবে হওরে সুখী, তৃষিত মনপ্রাণ যাঁর তরে।
বিচিত্র শোভাময় নির্ম্মল প্রকৃতি, বর্ণিতে সেরূপ বচন হারে।
ভজন সাধন তার, করহে নিরন্তর, চিরভিখারী হয়ে তাঁর দ্বারে।
২০১।

প্রসাদী—একতালা।

কে জানে বিভু কেমন ;
যাঁর না পায় অন্ত কত শত যোগী ঋষি জ্ঞানী মহাজন।
জ্ঞানে বিজ্ঞানে বুদ্ধিতে হয় না যাঁর তত্ত্ব নিরূপন,
ও সেই অনন্ত সচ্চিতে চর্ম্মচক্ষেতে না হয় দরশন।
বেদ বেদান্ত আদি ন্যায় পুরাণ ষড় দরশন,
সব তন্ন তন্ন করে যাঁরে না পায় কেহ অন্বেষণ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আছে যাঁরে করে অবলম্বন,
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন, হইয়ে জীবের জীবন।
সেই পারে জানিতে তাঁরে ভক্তি ভাবে ডাকে যে জন,
তিনি সরল সাধকের নিকট আত্মস্বরূপ করেন প্রকটন।২০২।

ঝিঁঝিট—ঠুংরি।

কর তাঁর নাম গান,
যত দিন রহে দেহে প্রাণ।
যাঁর হে মহিমা জ্বলন্ত জ্যোতি,
জগত করে হে আলো ;
স্রোত বহে প্রেম পীযুষবারি,
সকল জীব সুখ কারী হে। ২০৩।

ভৈরবী—ঠুংরি।

জয় ভব-কারণ, জগত-জীবন,
জীগদীশ জগতারণ হে,
অরুণ উদিল, ভুবন ভাতিল,
তোমার অতুল প্রেমে হে।

বিহঙ্গম গণ মোহিয়ে ভুবন,
কাননে তব যশ গায় হে।
সবারি ঈশ্বর, তুমি পরাৎপরা,
তব ভাব কে বুঝিবে হে।
হে জগতপতি, তব পদে প্রণতি,
এ দীন হীন জনার হে। ২০৪।

বাউলের সুর।

সুন্দর নামটি বিহঙ্গের অঙ্গে আঁকা,
প্রেমানন্দ নামটী নয়নে লিখেছ।
তরু বলরে বল, ও তরু বল রে,
কে তোরে সাজালে দিয়ে পত্র পুষ্প ফল রে ?
ছিলি এক কণার মত, হলি তায় হস্তশত,
কাণ্ড প্রকাণ্ড কত, কার কৃত কৌশল রে।
কেন দেখ্‌তে পাই রে প্রভাত হলে,
ধরা ভেসে যায় তোর নয়ন জলে,
না জেনে লোকে বলে শিশির পড়া জল রে।
বল্‌রে তোর পত্রে পত্রে, কে লিখিলে ছত্রে ছত্রে,
এক সত্য জগত মিথ্যে মোহময় সকল রে। ২০৫।

ইমন কল্যান—চৌতাল।

তুমি জ্ঞান, প্রাণ, তুমিই সত্য, তুমি সুন্দর,
তুমি মঙ্গল, তুমি ভেলা ভবার্ণবে, তুমি দীনশরণ,
তুমি গুরু পিতা মাতা।

তুমি আদি তুমি অন্ত, তুমি জ্যোতি স্বরূপ,
তুমি সর্ব্ব সুখদাতা।
তুমি নিত্য, তুমি পুরাণ, তুমি পরম,
তুমি অমৃতসেতু, তুমি অগম্য অপার,
প্রপঞ্চ বিবর্জ্জিত, অনাদি অন্তত-কারণ,
তুমি সকলের মূলাধার। ২০৬।

বিভাস—একতালা।

জয় জ্যোতির্ম্ময় জগদাশ্রয় জীবগণ জীবন,
তুমি পরমেশ্বর প্রভু হে, পূর্ণব্রহ্ম আদি অন্তকারণ।
মহিমায় ইন্দ্র, দয়ায় চন্দ্র, স্নেহে পরাহিত ভুবন,
(কোথা আছ হে ও কাঙ্গালের সখা,)
আমি অধম পাতকী, কর জোড়ে ডাকি,
দেও মোরে তব চরণ।
প্রেমের পাথার, পুণ্যের আধার,
ক্লেশ কলুষ নাশন,
(একবার দেখা দেও হৃদয় মাঝে)
তুমি দীনশরণ, ভকত জীবন,
লজ্জা ভয় নিবারণ। ২০৭।

ললিত—আড়াঠেকা।

অয়ি সুখময়ী উষে কে তোমারে নিরমিল,
বালার্ক সিন্দুর ফোঁটা কে তোমার ভালে দিল ?

হাসিতেছ মৃদু মৃদু; আনন্দে ভাসিছে সবে,
কে শিখালে এই হাসি, কেবা সে যে হাসাইল ?
ভুবন মোহিত করি, গাইছ বিপিনে কারে,
বল কে সে, পুষ্পাঞ্জলী অর্পণ করেছ যারে ?
কমল নয়ন মেলি, কার পানে চেয়ে আছ,
কার তরে ঝরিতেছে, প্রেম-অশ্রু নিরমল ?
এই ছিল জীবগণ, মৃত প্রায় অচেতন,
তব দরশন মাত্র নব জীবন পাইল!
বারেক আমারে তুমি, দেখাও দেখাও তাঁরে,
হেন সঞ্জিবনী-শক্তি যে তোমারে প্রদানিল। ২০৮।

বিভাস—একতালা।

এই বিশ্বমাঝে, যেখানে যা সাজে,
তাই দিয়ে তুমি সাজায়ে রেখেছ,
বিবিধ বরণে বিভূষিত করে,
তার উপরে তোমার নামটী লিখেছ।
পত্র পুষ্প ফলে দেখি যে সব রেখা,
রেখা নয় তোমার দয়াল নামটী লেখা। ২০৯।

গৌরী—একতালা।

অচল ঘন গহন গুন গাও তাঁহারি,
গাও আনন্দে সবে রবি চন্দ্র তারা,
সকল তরুরাজি সাজি ফুল ফলে,
গাওরে বিহঙ্গ কুল, গাও আজি মধুর তালে।

গাও জীব জন্তু আজি, যে আছ যেখানে,
গাও পুরবাসী সবে গাও অনুরাগে।
মন হৃদয় গাও আজি মিলিয়ে সব সাথে,
ডাক নাথ, ডাক নাথ বলি প্রাণ আমারি। ২১০।

কেদারা—চৌতাল।

বহিছে কৃপাপবন তোমার, যার হিল্লোলে দুঃখ পালায়,
সুখ সাগরে তরঙ্গ উঠে।
মন্দ মন্দ বরিষে অমৃত, যাতনা অপহৃত,
প্রেম-কুসুম ফুটে।
সেবিয়ে করুণা বাত, সুখেতে নিশা প্রভাত,
মুক্ত হইয়ে মন উৎস ছুটে।
কেবলি তোমারি গুণে, জীবন ধরে আছি,
নহিলে হৃদয় টুটে। ২১১।

আশা—ঠুংরী।

বলিহারি তোমারি চরিত মনোহর,
গাও সকল জগত বাসী,
প্রভু দয়ার অবতার, অতুল গুণ নিধন,
পূর্ণ ব্রহ্ম অবিনাশী।
না ছিল এ সব কিছু আঁধার অতি,
ঘোর দিগন্ত প্রসারী,
ইচ্ছা হইল তব, ভানু বিরাজিল,
জয় জয় মহিমা তোমারি। ২১২।

গৌরী—একতালা ।

এই যে বিশ্ব, হতেছে দৃশ্য, অবশ্য কেউ করেছে সৃজন। হেরে অসম্ভব কাণ্ড তাণ্ড সব, জ্ঞান হয় কর্ত্তা আছে কোন জন।

অপার অদ্ভুত অনন্ত অখিলে, এ সৃষ্টিতে কেউ স্রষ্টা না থাকিলে, ধ্বংস হতো জগৎ পড়ে বিশৃঙ্খলে, সুশৃঙ্খলে কভু চলে কি এমন।

নিশ্চয় তাঁর করুণার গুণে, স্নেহের সঞ্চার মা বাপের মনে, জনমের পূর্ব্বে দুগ্ধ দেন স্তনে, হবে বলে জীবের জীবন ধারণ।

জীবন যাপনে যা যা প্রয়োজন, চেয়ে দেখি তাই আছে আয়োজন, হাতে হাতে পাই, চাই যা যখন, তবে অবিশ্বাস করা অকারণ।

তারকা তপন চন্দ্রমা পবন, বিরাম বাসনা দিয়ে বিসর্জ্জন, নবগ্রহ চয়ে নিগ্রহ ভয়ে, নিয়মেতে নিত্য করিছে ভ্রমণ।

অন্ধকারে আলো ব্যাধিতে ঔষধি, সমুদয় সেই বিধাতার বিধি, এ সব উপায় না থাকিত যদি, তবে ভেবে ভাবি স্বভাবে সাধন। ২১৩।

খাম্বাজ—একতালা।

কিরূপে রূপ করিব চিন্তা চিদানন্দ হে তোমার, অচিন্ত্য অব্যক্ত রূপে ব্যাপ্ত ত্রিসংসার।

ওহে অনন্ত অনন্তরূপ, কে বর্ণিবে তব রূপ, কে দেখেছে কে শুনেছে কি আকার কিবা রূপ। বেদে বলে এক রূপ, বাইবেলে বলে অন্য রূপ, দ্বৈত কি অদ্বৈত রূপ, ভেবে বোঝা ভার।

তুমি দৃশ্য কি অদৃশ্য রূপ, হ্রস্ব কি বিরাট রূপ, স্বরূপ না দেখলে সে রূপ, কে জানায় স্বরূপ! নীল নলিন কি মলিন রূপ, শুক্লাদি কি মিশ্র রূপ, কুজ কি কদর্য্য রূপ, অপূর্ব্ব আকার।

তুমি রাম কি রহিম রূপ, যীসাশ্ কি জিহোবা রূপ, কালী কি কংসারি কৃষ্ণ শিব সূর্য্য রূপ। মৎস্য কি বরাহ রূপ, নর কি নৃসিংহ রূপ, বুদ্ধ কি গৌরাঙ্গ অঙ্গ কলিতে অবতার।

না জেনে যথার্থ রূপ, ভাবি যদি ব্যর্থ রূপ, ভাবান্তর ভাবলে পাছে দাসে হয় মন বিরূপ।

সাগরে এইরূপ, তর্কতুফান নানারূপ, প্যারী বলে ভব ধব ভাবনা অপার। ২১৪।

রামকেলী—কাওয়ালী।

ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা অনুসারে, উপাসক লোকের উপকারে, ধরেন অনন্ত রূপ অনন্ত সংসারে।

সমভাবে সদা বিরাজ করেন সর্ব্বাধারে, নিরাকারে নিরাকার, সাকারে সাকার, স্থূলে স্থূল, সূক্ষ্মে সূক্ষ্ম, ভিন্ন রূপ ভিন্নাকারে।

কি ভূচরে, কি খেচরে, কিবা জলচরে, পরমাণু রূপে পরম আনন্দে, বিচরে ভূতনাথের বিভূতি আব্রহ্ম স্তম্ব সঞ্চারে।

সর্ব্ব শাস্ত্রে বলে সর্ব্বভূতে আবির্ভূত, কিন্তু কোন ভূতে থাকেন জড়ীভূত, আহা কি কাণ্ড অদ্ভুত, ভূতে কি রচিতে পারে!

কখন পুরুষাকার কখন প্রকৃতি, কখন মোহন রূপ বিকৃত আকৃতি, সাধক হিত সাধনে শাস্ত্রে বলে সবে নানাকারে।

কখন শ্মশানালয়ে শবে শবাসনা, কখন সমর ভূমে শোণিতে মগনা, কখন গোপাল রূপ গোকুলে গোপ আকারে। ২১৫।

গৌরী—একতালা।

কোথায় সে জন, জানে কোন জন, যে জন সৃজন লয় করে,
নিকটে কি দূরে, অন্তরে বাহিরে, মসীদে কি গীর্জ্জে মন্দিরে।
শূন্যমার্গে স্বর্গে সাগরে সলিলে, ভূধরে ভূগর্ভে অনলে অনিলে,
বনে প্রস্রবণে শৃঙ্গে ভূমণ্ডলে, আলোয় কি অন্ধকারে!
পাতে পোতে পথে ঘাটে ঘোঁটে ঘটে,
তপে জপে যোগে যাগে যোগী বটে,
সরলে কি শঠে, হোটেলে কি হাটে, পটে কি পাথারে প্রান্তরে!
লণ্ডনে মার্কিণে, ফ্রান্সে কি চীনে,
বর্ম্মা বেঙ্গলে, বোম্বে হিন্দুস্থানে,
নেপালে কি ভোটে, কাবুলে গুজরাটে,
ব্রহ্ম অণ্ডে কি অণ্ড বাহিরে!
গয়া গঙ্গা বারাণসী বৃন্দাবনে, ঘোষপাড়া পেঁড়ো নদীয়ায় মদিনে,
রিভার জর্ডনে, গার্ডেন অফ্ ইডেনে,
শ্মশানে সমাজে কবরে!
ভারত অশক্ত যে ভাব ধারণে, সাঙ্খ্যে হয় না সংজ্ঞা অদর্শ দর্শনে,
বাইবেলে মিল্টনে, কোরাণে পুরাণে,
বেদে কি তন্ত্র অন্তরে!
তিনি কর্ত্তা কি গৌরাঙ্গ নানক আল্লা যীশু,
কালী কি কানাই বস্থ-শিশু বাস্থ,
কোন্ নামে কোন্ ডাকে, সাড়া দেন কাকে,
স্বরূপ বলিতে সেই পারে! ২১৬।

বাহার—ঝাঁপতাল।

জানিতে সে জন, চাহ যদি মন,
ভজ সেই জন, ভক্তি করে।
গুরুদত্ত পথে, সাধুজন মতে,
স্বীয় মনোরথে পরমাদরে।
বেদভেদ মন্ত্র গীতা ভাগবত,
ভক্তি রসামৃতসিন্ধু আদি মত,
বিবিধ বিধানে, বিধি ভক্তি যত,
সাধন ভজন কর সাদরে।
কাশীনাথ তুচ্ছ করি কাশীধাম,
পঞ্চমুখে সদা গায় যার নাম,
সে বিষ্ণু চরণ, পরম কারণ,
স্মরণ মনন, সদা কর রে। ২১৭।

বাউলের সুর—খেমটা।

নদি! বল রে বল, আমায় বল রে,
কে তোরে ঢালিয়ে দিল এমন শীতল জল রে।
পাষাণে জন্ম নিলে, ধর্‌লে নাম হিমশিলে,
কার প্রেমে গলে আবার হইলে তরল রে?
ওরে যে নামেতে তুমি গল, (মরি হায় রে নদি)
ওরে, সেই নাম আমায় এক বার বল,
দেখি আমার হৃদিস্থল,
গলে কি না আমার কঠিন হৃদিস্থল রে!
ভক্তজন পবন সঙ্গে, পুলক না ধরে অঙ্গে,

প্রেম-তরঙ্গে তুমি কর টলমল রে।
তুমি নেচে নেচে ছুটে বেড়াও,
(মরি হায় হায় রে নদি)
যারে নিকট পাও তারে নাচাও,
উচ্চ স্বরে কার নাম গাও, হইয়ে বিকল রে।
যে সৃজন করে তোরে, তাঁর স্বরূপ তোমার নীরে,
তাই নদি তোমার তীরে, দেখি শ্মশান স্থল রে!
ওরে তোমার তটে সাধন করে,
হয়ে থাকে তোমায় হেরে হৃদয় নিরমল রে। ২১৮।

বেহাগ—কাওয়ালী।

নিত্য নিরঞ্জন, নিখিল কারণ,
বিভু বিশ্ব নিকেতন।
বিকার বিহীন, কাম ক্রোধ হীন,
নির্ব্বিশেষ সনাতন।
অনাদি অক্ষর, পূর্ণ পরাৎপর,
অন্তরাত্মা অগোচর;
সর্ব্ব শক্তিমান, সর্ব্বত্র সমান,
ব্যাপ্ত সর্ব্ব চরাচর।
অনন্ত অব্যয়, অশোক অভয়,
এক মাত্র নিরাময়;
উপমা রহিত, সর্ব্বজন হিত,
ধ্রুব সত্য সর্ব্বাশ্রয়।

সর্ব্বজ্ঞ নিষ্কল, বিশুদ্ধ নিশ্চল,
পরব্রহ্ম স্বপ্রকাশ;
অপার মহিমা, অচিন্ত্য অসীমা,
সর্ব্ব সাক্ষী অবিনাশ। ২১৯।

জয়জয়ন্তি—একতালা।

জননী সমান করেন পালন,
মনে বাঁধি আপন স্নেহ গুণে।
মাতার হৃদয়ে দিলেন স্নেহ-নীর,
দুগ্ধ দিলেন মাতার স্তনে।
পাপী তাপী সাধু অসাধু,
দিবেন সবারে মঙ্গল ছায়া,
কেবা জানে কত সুখরত্ন দিবেন মাতা,
লয়ে তাঁর অমৃত নিকেতনে। ২২০।

খট—সুরফাকতাল।

মঙ্গল তোমার নাম, মঙ্গল তোমার ধাম,
মঙ্গল তোমার কার্য্য, তুমি মঙ্গল নিদান।
অকূল ভবসাগর, অনুদিন তুমি সহায়,
পাপ তিমির নাশি বিতর কল্যাণ।
দুর্ব্বল হৃদয় মোর, আশ্রয় কর দান,
দুর্গম পথ তরাও, দাও হে পরিত্রাণ।
দুর্জ্জয় রিপু দ্বন্দ্বে, অন্তরে বাহিরে
এ সঙ্কটে ধ্রুব নেতা তুমি কর বিজয় দান। ২২১।

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে,
তারকা মণ্ডল চমকে মোতি রে।
ধূপ মলয়ানিল, পবন চামর করে,
সকল বন-রাজি ফুলন্ত জ্যোতি রে।
কেমন আরতি হে ভব-খণ্ডন তব আরতি,
অনাহত শব্দ বাজন্তভেরী রে। ২২২।

কীর্ত্তন।

অশব্দ অস্পর্শ অরূপ অব্যয়,
দেখা না দিলে কে দেখ্‌তে পায় নাথ?
(তুমি দয়া করে), (মনের অগোচর),
কেবল অনুরাগে তুমি কেনা!
প্রভু বিনা অনুরাগ, করে যজ্ঞ যাগ,
তোমারে কি যায় জানা?
তোমায় ধন দিয়ে কে কিন্‌তে পারে,
(ওহে অমূল্য ধন)
(হৃদয় না দিলে হে), (জীবন না দিলে হে),
তোমায় ভক্তি-পুষ্পে, পুষ্পে যে জন পূজে।
(ওহে ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু হে)
তুমি আপনি এসে, দেখা দাও তার হৃদয় মাঝে।
(ডাক্‌তে না ডাক্‌তে)। ২২৩।

খাম্বাজ—চৌতাল।

গাও হে তাঁহার নাম, রচিত যাঁর বিশ্বধাম,
দয়ার যার নাহি বিরাম, ঝরে অবিরত ধারে,
জ্যোতি যাঁর গগনে গগনে,
কীর্ত্তিভাতি অতুল ভুবনে,
প্রীতি যাঁর পুষ্পিত বনে, কুসুমিত নবরাগে।
যাঁর নাম পরশ রতন, পাপ-হৃদয়-তাপহরণ,
প্রসাদ যাঁর শান্তিরূপে ভকত হৃদয়ে জাগে।
অন্তহীন নির্ব্বিকার, মহিমা যাঁর হয় অপার,
যাঁর শক্তি বর্ণিবারে বুদ্ধি বচন হারে। ২২৪।

ইমন কল্যান—তেওট।

ভাব সেই একে,
জল স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে।
যে রচিল এ সংসার, আদি অন্ত নাহি যাঁর,
সে জানে সকল, কেহ নাহি জানে তাঁকে।
তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং,
তং দেবতানাং পরমং দৈবতং।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ,
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং। ২২৫।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঠুংরী।

তুমি আত্মীয় হতে পরমাত্মীয়,
তোমা হতে আত্মীয় কে আছে!

পিতা মাতা জায়া, তনয় তনয়া,
আর এত দয়া কে করিতে পারে।
করুণার নিধান বিভু তুমি হে
কত না করুণা করিলে পাপীরে;
গ্রহ তারকমণ্ডিত নীল নভঃ, ধন ধান্য ভরা রমনীয় ধরা,
সুগভীর তরঙ্গিত নিরবধি, হিমরঞ্জিত শোভন তুঙ্গগিরি,
সকলে পুলকে সমতান ধরি,
করিছে করুণা তব কীর্ত্তন হে। ২২৬।

মুলতান—ঠুংরী।

জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে,
তব গুণ কথনে, স্মরণে মননে,
ভব.ভয় তাপ হরে।
গায় ঋষিগণ, স্বধাম অবিরাম,
হে পরমেশ, প্রাণেশ প্রাণারাম, অহর্দিন যোগভরে।
কিবা প্রেম ঘন,রূপ নিরঞ্জন,
যোগী তপধন, ধ্যান ধরে।
সুধা গন্ধে অলি, ভক্ত অলিবৃন্দ,
পদার বিন্দে বাস করে।
যে পদ সেবনে, দর্শনে স্পর্শনে,
মহাপাপী তরে। ২২৭।

ইমন—আড়াঠেকা।

সত্যং শিব সুন্দর, আদি দেব মহেশ্বর,
অনন্ত অখণ্ড নিত্য ব্যাপ্ত চরাচর।
শুদ্ধ সত্য নির্ব্বিকার, নিরাকার সারাৎসার,
পরম পুরুষ গুণাতীত গুণাকর।
বিধাতা বিশ্বনিয়ন্তা, জীবের জীবনদাতা,
দয়াময় হে, দেবতা করুণাসাগর। ১২৮।

বিভাস—ঝাঁপতাল।

জয় জয় পরব্রহ্ম, অপার তুমি অগম্য,
পরাৎপর তুমি সারাৎসার;
সত্যের আলোক তুমি, প্রেমের আকর ভূমি,
মঙ্গলের তুমি মূলাধার।
নানা রসযুক্ত ভব, গভীর রচনা তব,
উচ্ছ্বসিত শোভায় শোভায়;
মহাকবি আদি কবি, ছন্দে উঠে শশীরবি,
ছন্দে পুনঃ অস্তাচলে যায়।
কুসুমে তোমার কান্তি, সলিলে তোমার শান্তি
বজ্র রবে রুদ্র তুমি ভীম;
তব ভাব গূঢ় অতি, কি জানিবে মূঢ়মতি,
ধ্যায় যুগ যুগান্ত অসীম।
মিলি সুর নর ঋতু, প্রণমি তোমায় বিভু,
তুমি সর্ব্ব মঙ্গল আলয়;

দেও জ্ঞান দেও প্রেম, দেও ভক্তি দেও ক্ষেম,
দেও দেও ও পদে আশ্রয়। ২২৯।

জয়জয়ন্তি—চৌতাল।

নাথ তুমি ব্রহ্ম, তুমি নিত্য, তুমি ঈশ, তুমি মহেশ,
তুমি আদি, তুমি অন্ত, তুমি অনাদি, তুমি অশেষ।
জল স্থল মরুৎব্যোম, পশু মনুষ্য দেবলোক,
তুমি সবার সৃজনকার হৃদাধার ত্রিভুবনেশ।
তুমি এক তুমি পুরাণ, তুমি অনন্ত সুখসোপান,
তুমি জ্ঞান তুমি প্রাণ, তুমি মোক্ষ-ধাম।
পূর্ণ হলো মনস্কাম, লয়ে আজি তব নাম,
তব পায় শতবার করি, প্রণাম করি প্রণাম। ২৩০।

বাহার—কাওয়ালী।

হৃদয়ের মম যতনেরি ধন তুমি হে,
অন্তরযামী, আত্মার স্বামী,
পিতা তুমি পুত্র আমি,
জাগ্রত কৃপা তোমারি দীনজনে।
তোমারি করুণা দিবা রাত, প্রতি মুহু মুহু জীবনো ভর
মিনতি করি তোমায়, মোহ পাশ কাটিয়ে আমায়,
রাখহে রাখ তব সাথ সাথ। ২৩১।

খাম্বাজ বেহাগ—যৎ।

হে হরি সুন্দর,
তুমি সুন্দর সুন্দর সুন্দর।
তুমি করুণাসাগর,
ভক্তি সুধা রস সঞ্চারি,
তাপিত তৃষিত মম প্রাণ শীতল-কর।
তব প্রেম মুখচন্দ্র হেরিলে,
আঁখি ভাসে প্রেম নীরে,
সব শোক সন্তাপ হয় দূর।
প্রেম মূরতি মধুর জ্যোতি,
প্রকাশি নাশ, মোহ আঁধার দুস্তর ;
হৃদয় মাঝে প্রেম সরোজে বিহর আনন্দে নিরন্তর।২০২।

ইমনকল্যান—চৌতাল।

সকল মঙ্গল নিদান, ভব মোচন,
অরূপ পতনরূপে বিরাজো ;
তুমি অকৃত, অমৃত পুরুষ,
বিশ্ব ভুবনপতি, সুন্দর অতি অপূর্ব্ব।
জীব জীবন, দীন শরণ, দুখ-সিন্ধু তারণ হে,
কৃপা বিতর কৃপা-সাগর, তার ভব অন্ধকারে।
অনুপম শাশ্বত-আনন্দ, তুমি জগজ্জীবন,
আকুল অন্তরে তোমারে চাহে ;
পরম ব্রহ্ম পরম ধাম, পরমেশ্বর সত্যকাম,
নাম স্মরণ, চরম শান্তি, তুমি সার। ২০৩।

নট বেহাগ—ঝাঁপতাল।

জয় পরম সুভসদন ব্রহ্ম সনাতন,
করুণার সাগর কলুষ নিবারণ।
জয় বিশ্বপাতা, অনন্ত বিধাতা,
জয় দেব দেবেশ, জীবের জীবন। ২৩৪।

ইমন কল্যান—তেওরা।

সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি,
ধ্রুব জ্যোতি তুমি অন্ধকারে।

তুমি সদা যার হৃদে বিরাজো,
দুখ জ্বালা সেই পাসরে।
তোমার জ্ঞানে, তোমার ধ্যানে,
তব নামে কত মাধুরী।
যেই ভকত সেই জানে!
তুমি জানাও যারে সেই জানে,
ওহে, তুমি জানাও যারে সেই জানে। ২৩৫।

মিশ্র জয়জয়ন্তি—একতালা।

তুমি বন্ধু, তুমি নাথ, নিশি দিন তুমি আমার,
তুমি সুখ, তুমি শান্তি, তুমি হে অমৃত-পাথার।
তুমিত আনন্দলোক, জুড়াও প্রাণ, নাশ শোক,
তাপ-হরণ তোমার চরণ, অসীম-শরণ দীন জনার। ২৩৬।

সিন্ধু খাম্বাজ—লোফা।

হরি হে আপনি নাচ, আপনি গাও, আপনি বাজাও তালে তালে।

মানুষত সাক্ষীগোপাল, মিছে আমি আমার বলে।

ছায়াবাজীর পুঁতল যেমন, জীবের জীবন তেমন, দেবতা হতে পারে যদি তোমার পথে চলে।

দেহযন্ত্রে তুমি যন্ত্রী, আত্মারথে তুমি রথী, জীব কেবল পাপের ভাগী, নিজ স্বাধীনতার ফলে।

সর্ব্বমূলাধার তুমি, প্রাণের প্রাণ হৃদয়স্বামী, পাপীকে সাধু কর তুমি, নিজ পুণ্যবলে। ২৩৭।

প্রেম—ঈশ্বর-প্রেম।

জ্ঞানের গান।

ভূপালী—কাওয়ালী।

মন একবার হরি বল, হরি বল হরি বল,
হরি হরি হরি বলে ভবসিন্ধু পারে চল।
হরি হরি বল, পাবি রে তুই মোক্ষফল।
জলে হরি, স্থলে হরি, চন্দ্রে হরি সূর্য্যে হরি,
অনলে অনিলে হরি, হরিময় এই ভূমণ্ডল।
ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিহরি, বল রে মন হরি হরি,
হরি তোর ক্ষুধার অন্ন, হরি তোর পিপসার জল।
দুর্ব্বলের বল হরি, অধম তারণ হরি,
পতিত পাবন হরি, হরি ভকত-বৎসল।
ভক্তি-রসপান করি, যে বলে হরি হরি,
বাঞ্ছাকল্পতরু হরি, দেন তারে মোক্ষফল।
হরি বেদ হরি বিধি, হরি মন্ত্র হরি সিদ্ধি,
হরি বল হরি বুদ্ধি, হরি ভরসা কেবল।
পাষণ্ড দলন হরি, নাস্তিকের দর্পহারী,
যাঁহার পুণ্য প্রতাপে কাঁপে পাপী অসুরদল।
অন্নে হরি বস্ত্রে হরি, গৃহ-পরিবারে হরি,
দেহ মন প্রাণ হরি, হরি সম্বেরি সম্বল।

নিশ্বাসে প্রশ্বাসে হরি, শোণিত প্রবাহে হরি,
নয়ন-অঞ্জন হরি, হরি শক্তি হরি বল।
চিন্ময় অরূপ হরি, নহেন কভু দেহধারী,
চিদানন্দ রূপ ধরি করেন প্রাণ শীতল।
প্রবাসে কাননে হরি, পর্ব্বত পাথারে হরি,
আকাশ ভূতলে হরি, হরি ব্যাপ্ত সর্ব্ব স্থল।
গৃহে দেবালয়ে হরি, পথে কর্ম্মক্ষেত্রে হরি,
আহারে বিহারে হরি, হরি প্রাণের সম্বল।
অখণ্ড অব্যয় হরি, ভক্ত-বাঞ্ছা-পূর্ণকারী,
দীন জনে দয়া করি, দেন চরণ-কমল।
সুখে হরি দুঃখে হরি, বিপদে সম্পদে হরি,
জনমে মরণে হরি পরম মঙ্গল।
হরি ভক্তি হরি মুক্তি, হরি স্বর্গ হরি গতি,
হরি জগতের পতি, হরি ইহ পরকাল।
হরি পিতা হরি মাতা, হরি গুরু জ্ঞান-দাতা,
হরি সর্ব্বজন-ত্রাতা, শুদ্ধসত্ত্য নিরমল।
নয়নে দেখ হে হরি, রসনায় বল হরি,
হৃদয়-কমলে ভজ, হরি-চরণ-কমল। ২৩৮।

কীর্ত্তন।

ও দিন গেল দীনদয়াল বলনা, মন রসনা,
ও মন, দয়াল নাম সাধন হলে, শমন ভয় আর রবে না।
ওরে, শোন রসনা সমাচার, দয়াল নামটী কর সার,
যদি হবে ভব পার,
আর মিছে মায়ায় বদ্ধ হয়ে কুপথগামী হয়ো না।

ওরে, ভাই বন্ধু যত হয়, কেবল পথের পরিচয়,
ও মন, কেহ কারো নয়, মিছে আমার আমার বল। ২৩৯।

বেহাগ—আড়াঠেকা।

আমার কে তা চিন্‌লে না,
সরল পবিত্র মনে কর প্রেমের সাধনা;
হৃদয় সন্তোষে পূর্ণ হবে, রবে না যাতনা।
ধন, জন, লোক, মান, রূপ, লাবণ্য, যৌবন,
তৃণ তুল্য হবে জ্ঞান, তবে আর কি ভাবনা?
কাজ কিবা ধন জনে, পেয়েছি পরম ধনে, করিব যতন;—
দেহেতে থাকিতে প্রাণ, ছাড়িব না কদাচন,
নাহি রাখি আর কোন অন্য সুখে কামনা! ২৪০।

গৌরসারং—আড়াঠেকা।

ভুল না ভুল না, প্রাণসখারে ভুল না, যাতনা রবে না,
যাঁর প্রেম-মুখ-ছবি, আকাশে প্রকাশে রবি, সুধাধার জ্যোৎস্না
কত বার প্রেমভরে, দাঁড়ায়ে হৃদয় দ্বারে, ডাকিছেন
তোমারে, সুমধুর স্বরে; কেমন পাষাণ মন, কেমন কঠি
প্রাণ, শুনিয়েও শুন না! ২৪১।

বাউলের সুর।

ওরে আমার প্রাণপিঞ্জরের পাখি, গাও না রে, সদা সত্যং শি
সুন্দরং, ও নাম প্রাণভরে গাওনা রে।
পড় পড় আত্মারাম, ডাক ডাক প্রাণারাম, আমার হৃদয়মাঝে

(প্রাণবিহঙ্গ) ডাক অবিরাম; ডাক তৃষিত চাতকের মত, পাখি অলস থেকো না রে।

ব্রহ্মকল্পতরুশাখে বসে রে পাখি, বিভুগুণ গাও দেখি, গাও গাও; আবার ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সুপক্ক ফল খাও না রে।

ওকি বলরে পাখি বল, তোর নয়নে কেন জল, বুঝি হরিনামামৃত পানে হয়েছ বিহ্বল; আহা, কি সুন্দর দেখাচ্ছে তোমায়, পাখি নীরব হয়ো না রে।

অসার বিহঙ্গ-জনম কর রে সফল, করি কোলাহল, অবিরল গেয়ে অবিরাম আত্মারাম, মোক্ষধামে উড়ে যাও না রে। ২৪২।

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

তুমি কার, কে তোমার, কারে বলরে আপন;
মহামায়া নিদ্রাবশে দেখিছ স্বপন।
রজ্জুতে হয় যেমন, ভ্রমে অহি দরশন,
প্রপঞ্চ জগত মিথ্যা, সত্য নিরঞ্জন।
নানা পক্ষী এক বৃক্ষে, নিশিতে বিহরে সুখে,
প্রভাত হইলে সবে, যায় নানা স্থান।
তেমতি জানিবে সব, অনিত্য বন্ধু বান্ধব,
সময়ে পলাবে তারা, কে করে বারণ।
কোথা কুসুম চন্দন, কোথা রবে অভিমান,
কোথা বা রহিবে তব প্রাণ প্রিয়জন!
ধন যৌবন মান, কোথা রবে অভিমান,
যখন করিবে গ্রাস নিষ্ঠুর শমন! ২৪৩।

বাহার—কাওয়ালী।

শুনতো ভ্রান্ত অশান্ত মন,
দিনত মিছা গেল বয়ে;
ইন্দ্রিয় দশ, হয়েছে অবশ,
ক্রমেতে দিবস যায় ফুরায়ে।
একি অনুচিত, সত্যে নাহি প্রীত,
বিষয়ে মোহিত রয়েছ হয়ে;
সেই পরাৎপর ব্যাপ্ত চরাচর,
তা হতে অন্তর আছ ভাবিয়ে।
সৃজন কারণ, জীবের জীবন,
তিনি এক হন দেখ বুঝিয়ে;
শ্রবণ মনন, কর সর্ব্বক্ষণ,
আত্মপরায়ণ থাক্‌বে হয়ে। ২৪৪।

ভৈরবী বেহাগ—একতাল।

আমি নই তোমার পর রে ভ্রান্ত নর, জেনেও কি তা তুমি জান না;

কেন মিছে মায়াবশে, মজে বিষয় রসে, কর রে আত্মবঞ্চনা?

ছিলে বল কোথা, কে আনিল হেথা, কিছু কি মনে পড়ে না; মাতৃগর্ভে অন্ধকারে, স্নেহ সহকারে, কে করিল রক্ষা বল না?

দিলাম কত সুখ রত্ন, জ্ঞান বুদ্ধি ধন জন, বাকি কি রেখেছি বল না; করিতেছি এত, সেবা অবিরত, তবু কেন ভাল বাস না? আমি সদাই চাই তোমারে, তুমি থাক দূরে পর ভেবে, কাছে আস না!

শুন রে অবোধ জীব, প্রকৃত বান্ধব তব, কেহ নাহি আর আমি বিনা; হয়ে অনুগত, থাক বশীভূত, আমার সঙ্গে বিবাদ করো না; যদি চাও রে কল্যাণ, ছাড় অভিমান, কুভাব কুচিন্তা কুবাসনা। ২৪৫।

রামকেলী—আড়াঠেকা।

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর,
অন্যে বাক্য কবে, কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।
যার প্রতি যত মায়া, কিবা পুত্র কিবা জায়া,
তার মুখ চেয়ে তত হইবে কাতর।
গৃহে হায় হায় শব্দ, সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ,
নাড়ী ক্ষীণ, দৃষ্টিহীন, হিম কলেবর।
অতএব সাবধান, ত্যজ দম্ভ অভিমান,
বৈরাগ্য অভ্যাস কর, সত্যেতে নির্ভর। ২৪৬।

ভৈরবী—একতালা।

আর ঘুমাওনা মন,
মায়া ঘোরে কত দিন রবে অচেতন?
কি তুমি কি হেতু এলে, আপনারে ভুলে গেলে,
চাহ রে নয়ন মিলে, ত্যজ কুস্বপন।
রয়েছ অনিত্য ধ্যানে, নিত্যানন্দে হের প্রাণে,
তম পরিহরি হের তরুণ তপন। ২৪৭।

সুরভান—একতালা।

পরের তরে আপন ভুলে, পরের প্রাণে প্রাণ মিশাও,
পরম দয়াল পরম ব্রহ্ম, পরের তুমি নিজের নও।
সৃষ্টি তোমার পরের তরে, দৃষ্টি তোমার পরের পরে,
পরের তরে অগুণ হরি, আকার ধরে সগুণ হও।
পরের চোখে চেয়ে দেখ, পরের কথায় কথা কও,—
পরকে দিয়ে নিজের বিষয়, পরের তরেই চেয়ে লও।২৪৮।

পূরবী—আড়াঠেকা।

দিবা অবসান হল কি কর বসিয়া মন,
উত্তরিতে ভবনদী করেছ কি আয়োজন ?
আয়ুসূর্য্য অস্ত যায়, দেখিয়ে দেখনা তায়,
ভুলিয়ে মোহ মায়ায়, হারায়েছ তত্ত্বজ্ঞান !
নিজ হিত যদি চাও, তাঁহার শরণ লও,
ভব কর্ণধার যিনি, পাপ সন্তাপ-হরণ। ২৪৯।

পূরবী—আড়াঠেকা।

কর তাঁর নাম গান, যতদিন দেহে রহে প্রাণ,
যাঁর মহিমা অনন্ত জ্যোতি, জগত করে হে আলো ;
স্রোত বহে প্রেম-পীযুষ বারি, সকল জীব সুখকারী হে।
করুণা স্মরিয়ে তনু হয় পুলকিত,
বাক্যে বলিতে কি পারি ;
যাঁর প্রসাদে এক মুহূর্ত্তে সকল শোক অপসারি হে।
উচ্চে নীচে দেশ দেশান্তে জলগর্ভে কি আকাশে ;

অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর,
এই সদা সবে জিজ্ঞাসে হে। ২৫০।

মল্লার—একতালা।

মন চল নিজ নিকেতনে,
সংসার বিদেশে, বিদেশীর বেশে,
ভ্রম কেন অকারণে ?
বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ,
সব তোর পর কেহ নয় আপন,
পর প্রেমে কেন হয়ে অচেতন,
ভুলিছ আপন জনে।
সত্য পথে মন কর আরোহণ,
সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্যধন,
গোপনে অতি যতনে।
লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ,
পথিকের করে সর্ব্বস্ব হরণ,
পরম যতনে রাখরে প্রহরী,
শম দমে দুই জনে।
সাধু সঙ্গ নামে আছে পান্থধাম,
শ্রান্ত হলে তথায় করিবে বিশ্রাম,
পথভ্রান্ত হলে সুধাইবে পথ,
সে পান্থ নিবাসীগণে।
যদি দেখ পথে ভয়ের আকার,
প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার,

সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ,
শমন ডরে যাঁর শাসনে। ২৫১।

বাউলের সুর।

হেথা সেথা করে রে মন, তাঁরে খোঁজ কেন তবে,
তোমার সাত্‌তালা ঘরেতে দেখ, পরম তত্ত্ব ঘরেই পাবে।
মূলাধার স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর ক্রমে জান,
অনাহত বিশুদ্ধাজ্ঞা, এই ছয় তাহা যাবে।
মূল সাঙ্গাট হতে শিড়ি, মধ্যগা সুষুম্না নাড়ী,
বহিয়া ষষ্ঠেতে চড়ি, তার উর্দ্ধে নিরখিবে।
দেখিবে সপ্তম তল, রয়েছে সহস্র দল,
অধোমুখে সে কমল, অতি কমনীয় ভাবে।
আছে রে উদরে, তার স্ফটিকাভ দ্বাদশরে,
মৃণালে মণ্ডিতাকার, হেরে তোর মোহ যাবে।
তাহে সে পরম ধন, যাঁরে কর অন্বেষণ,
হবে সুধা বরিষণ, নয়নে হেরিবে যবে।
গলিবে রে প্রাণমন, পেয়ে তোর হারাধন,
পুনঃ পুনঃ বিচরণ, আর না করিবি ভবে।
গোপালে কহিছে তাঁয়, গুরু বিনা কে দেখায়,
ধর রে গুরুর পায়, তব বাঞ্ছা পূর্ণ হবে। ২৫২।

ভৈরবী—তেওট।

শেষের সে দিন মন, কর রে স্মরণ,
ভবধাম যবে ছাড়িবে।

সুখ-স্বপন যত, দেখিছ অবিরত,
চির দিনের মত ফুরাবে।
কাল শয্যায় শুয়ে, নিজ পাপ স্মরিয়ে,
যবে দুধারে নয়ন-ধারা বহিবে;
ভাই ভগিনী যত, কাঁদিবে অবিরত,
শিশু সন্তান ধুলায় লুটাবে।
স্নেহময়ী জননী, হারায়ে নয়নমণি,
কাঁদিয়ে তব গুণ গাইবে;
প্রাণসমা প্রেয়সী, অধোবদনে বসি,
কাঁদিয়ে ধরাতল ভাসাবে।
অতএব লও, ব্রহ্মপদাশ্রয়,
যদি বিপদে নিরাপদ হইবে;
তিনি হে মৃত্যুঞ্জয়, যাঁহার কৃপায়,
মরণে নবজীবন পাইবে। ২৫৩।

কালাংড়া—একতালা।

মায়ের ছেলে বল্‌ব তোমায় মায়ের মত দেখ্‌তে পেলে,
কথায় কিছু হয় না রে মন, কথায় কোথা স্বর্গ মেলে?

মায়ের মুখের ছবি যেমন, তেমনি হবে তোমার বদন, দেখ্‌লে যেন যোগীর মন ভোলে; দয়া শান্তি প্রেম পুণ্য, হইবে অঙ্গ লাবণ্য, রবে না কোন মালিন্য, চিন্‌বে মুখের পানে চেলে।

জননীর স্তন্যসুধা, নিবারে শিশুর ক্ষুধা, বাঁচে না সে আর

কিছু পেলে; মা ছলে তোমার জননী, হবে মাতৃধনে ধনী, পার না কখন জননীর ধন, মা বোল বলে দাসীর ছেলে।

মায়ের অনুগত হবে, মায়ের আজ্ঞাবহ রবে, দূরে গেলে কাঁদবে মা বলে; মায়ের সঙ্গে জীবনের টান, দিবানিশি থাকবে সমান, মায়ের ছেলে থাকতে নারে, জননীকে দূরে ফেলে। ২৫৪।

বিভাস—আড়াঠেকা।

পেয়েছ নিকটে তাঁরে, হারাইও না হেলা করে, তিনি অন্তরের ধন, রাখিতে হয় অন্তরে।

সেই প্রাণসখা হতে, নাহি থেক অন্তরেতে, তবে অবিচ্ছেদে তাঁরে পাইবে নিজ অন্তরে।

দেখিতে চাহিলে তাঁরে, দেখা দিবেন অন্তরে, তিনি অন্তরের ধন, কভু না থাকেন অন্তরে।

যত যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র, নিরখিছে সেই চন্দ্র, আমাদের প্রাণবল্লভ পরমব্রহ্ম বলে যাঁরে। ২৫৫।

কীর্তন।

দয়াল বল রে দিন যায় বয়ে;

ওরে দিন যায় বয়ে রে, তোর সময় যায় বয়ে। (একবার দয়াল বল রে)

ওরে, এ ভব সংসারের মাঝে দীনকাণ্ডারী নেয়ে। (আর কেহ নাই রে)।

ওরে মহাপাপী যারা ছিল, দয়াল নামের গুণে তরে গেল। ২৫৬।

কীর্ত্তন।

মনরে তুই ডাক্, এক বার ডাক রে দয়াল পিতা বলে,
ও তোর হোক না কেন পাষাণ হৃদয় নামের গুণে যাবে গলে।
(দয়াল নামের গুণে রে)

ও তোর ভবের জ্বালা দূরে যাবে, স্থান পাবি তাঁর চরণ-তলে। (আর ভয় নাই, নাই রে)

ও তোর, আনন্দেতে ভাসিবে প্রাণ, নামামৃত পান করিলে।
ওরে অপার সেই ভব সিন্ধু, পার হবি রে অবহেলে। ২৫৭।

কীর্ত্তন।

দয়ালের নাম সাধন কর,
নামে মুক্তির ঘাট নিকট হবে; নামের বর্ণে বর্ণে সুধা ঝরে।

নাম সাধনের এই ত সময় বটে, সময় গেলে আর তো হবে না, নাম সাধন কর।

নামে মহাপাপী তরে যায়। (সেই দয়াল নামে) এ নাম পরিত্রাণের মূলমন্ত্র।

যদি ভবনদী পার হবে, তবে ভাইভগ্নী মিলে সবে, নাম সাধন কর। (এক হৃদয় হয়ে)

যদি ধনী হতে চাও সেই নিত্য ধনে, তবে কপট ত্যজে সরল মনে। (বিনম্র ভাবে)

যদি সুখী হতে চাও এই পৃথিবীতে, তবে অলস ত্যজে সরল চিতে। (প্রেমে মত্ত হয়ে)। ২৫৮।

বাউলের সুর—একতালা।

মন ছাড় রে অসার ভোগ বাসনা, কর প্রেমতত্ত্ব সাধন, স্বার্থ লোভে অন্ধ হয়ে কত কাল করিবে ভ্রমণ?

হৃদয় উন্মুক্ত করে, আগে ভালবাস তাঁরে, যাঁর প্রেমকোলে সুখে করিছ প্রাণধারণ।

পবিত্র প্রেম নয়নে, দেখ নর নারীগণে, সুমিষ্ট বচনে সবে কর প্রীতি-সম্বোধন।

জীবন মধুময় হবে, কঠোরতা দূরে যাবে, উদার ভাবে দেখবে সবে, আপনার হতে আপন।

সংসারের সারধন প্রেম অমূল্য রতন,
করে যেই উপার্জ্জন, চিরসুখী তার জীবন। ২৫৯।

মল্লার—একতালা।

রে বিহঙ্গ মম মন,
চিরানন্দাকাশে, ব্রহ্মসহবাসে, কর সদানন্দে বিচরণ।

প্রেম সমীরণে জুড়াইবে প্রাণ, পুণ্যের জ্যোতিতে হয়ে জ্যোতিষ্মান্, চিদ্‌ঘন বারি, সুখে পান করি, পাইবে নব জীবন।

যোগ পক্ষপুটে কর আরোহণ, অনন্ত স্বরূপে হও রে মগন, সমাধি প্রভাবে, সহজ দেখিবে ব্রহ্মময় সকল ভুবন; ২৬০।

সিন্ধু খাম্বাজ—যৎ।

কেন রে মন ভাবিস্ এত দীনহীন কাঙ্গালের মত, আমি। যে পেয়েছি মায়ের অক্ষয় ধন অভয় পদ।

এক বার যদি মা বলে ডাকি তাঁরে হৃদয় খুলে, তখনি মা লয়ে কোলে, মুখে তুলে দেয় অমৃত।

আমার মা ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী দয়াময়ী হেমঙ্করী, সুদর্শনচক্র ধরি (ধন ধান্য হাতে করি) আছেন কাছে নিয়ত।

শোন্‌রে মন তোরে বলি, আমি মায়ের বলে বলী, দেহ মন প্রাণ সকলি তাঁহারি অন্নে পালিত।

অন্য ধনে কি প্রয়োজন, পরশমণি মায়ের চরণ, হৃদয়ে রাখিয়ে সে ধন, কর সুখে কাল গত। ২৬১।

বিভাস—কাওয়ালী।

চিন্তয় মম মানস,
পূর্ণ ব্রহ্ম নিরঞ্জনে,
বিষয় মদিরা পানে, থেক না অচেতনে,
অসার সুখে অবস।
দেখরে যতনে, আজি হৃদি দরপনে,
অরূপ অপরূপ প্রাণ রমণে।
সফল করহে মানব জীবন,
কিবা কাজ আছে আর, আসি ভব বাসে।
থাকিয়ে বন্দী সম মহা মোহ পাশে।
কাট ভব বন্ধন, স্মরি ভব বন্ধন,
বিভু-প্রেম-সুধা-রসে হয়ে সরস। ২৬২।

রামকেলী—আড়াঠেকা।

এক দিন হবে যদি অবশ্য মরণ,
তবে কেন এত আশা, এত দম্ভ কি কারণ ?
এই যে মার্জ্জিত দেহ, যাতে এত কর স্নেহ,
ধূলি সার হবে তার মস্তক চরণ।
যত্নে তৃণ কাষ্ঠ খান, রহে যুগ পরিমাণ,
কিন্তু যত্নে দেহনাশ না হয় বারণ।
অতএব আদি অন্ত, আপনার সদা চিন্ত,
দয়া কর জীবে, লও সত্যের শরণ। ২৬৩।

কুকা—আড়াঠেকা।

চল চল যাই হে সে দেশে, হেরিবে যদি প্রাণেশে
ব্রহ্ম কল্পতরুমূলে, প্রীতি স্রোতস্বতী-কূলে,
পুণ্যের কুসুম বনে কর চিরবাস।
করি নিত্য সুধাপান, লাভ হবে নিত্যজ্ঞান,
(আর) থেক না অলসে।
চল যাই আনন্দপুরে, নিভৃত হৃদি কন্দরে,
প্রাণ মন্দিরে গিয়ে করি যোগ সাধন।
(করি) ইচ্ছাতে ইচ্ছা মিলন, সফল হবে জীবন,
তাঁহার পরশে। ২৬৪।

পূরবী—আড়াঠেকা।

অবিশ্রান্ত ডাক তাঁরে সরল ব্যাকুল অন্তরে,
হৃদয়ের ধন সেই প্রিয়তম প্রাণেশ্বরে।

এই সংসার ধাম, নহে নিরাপদ স্থান,
যতনে সঞ্চিত পুণ্য নিমেষে হরণ করে।
মুক্তি পথে নিরন্তর, হও সবে অগ্রসর,
সম্মুখেতে স্বর্গ-রাজ্য পশ্চাতে চেওনা ফিরে। ২৬৫।

মূলতান—একতালা।

দয়াল নাম লইতে অলস করো না রসনা,
যা হবার তাই হবে।
দুঃখ পেয়েছ (আমার মনরে) না আরো পাবে,
ঐহিকের সুখ হল না বলে কি ঢেউ দেখে না ডুবাবে।
রেখ রেখ এ নাম সদা হৃদে ধরে,
অনায়াসে পার হবে ভব-বারি,
সচেতনে থেকো, (মন রে আমার) দয়াল বলে ডেক,
এ দেহ ত্যজিবে যবে। ২৬৬।

প্রাণের গান।

ঝিঁঝিট—একতালা।

ধন্য ধন্য ধন্য আজি দিন আনন্দকারী ;
সবে মিলে তব সত্যধর্ম্ম ভারতে প্রচারি।
হৃদয়ে হৃদয়ে তোমারি ধাম,
দিশি দিশি তব পুণ্যনাম,
ভক্তজন সমাজ আজ স্তুতি করে তোমারি।

নাহি চাই ধন জন মান,
নাহি প্রভু অন্য কাম,
প্রার্থনা করে তোমারে আকুল নরনারী।
তব পদে প্রভু লইনু শরণ,
কি ভয় বিপদে, কি ভয় মরণ,
অমৃতের খনি পাইনু যখন, জয় জয় তোমারি । ২৬৭ ।

কীর্ত্তন ।

এস দয়াল দীনবন্ধু প্রেমসিন্ধু হে ।

প্রভু বলেছ বলেছ তুমি, (পাপীর দশা দেখে হে) কাঙ্গাল ডাকিলে আসিব আমি ।

আমি এই মনে আশা করি হে, তোমার ঐ চরণ কমলে রয় ।

আমি তোমায় ছাড়া রইতে নারি হে, (ওহে দয়াল প্রভু হে,) আমায় দেখা দেও হে কৃপা করি । ২৬৮ ।

কীর্ত্তন ।

একবার এস হে একবার এস হৃদি মন্দিরে,
কাঙ্গাল ডাকে অতি কাতরে !
প্রভু এস হে, নৈলে ভজন হীনের উপায় নাই হে,
একবার এস হে, নহিলে কাঙ্গাল বয়ে যায় হে । ২৬৯।

মুলতান—আড়াঠেকা।

যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে।
আছি নাথ দিবা নিশি আশা-পথ নিরখিয়ে?
তুমি ত্রিভুবন নাথ, আমি ভিখারী অনাথ,
কেমনে বলিব তোমায়, এস হে মম হৃদয়ে।
হৃদয়-কুটীর-দ্বার, খুলে রাখি অনিবার,
কৃপা করি একবার এসে কি জুড়াবে হিয়ে? ২৭০।

বেহাগ—কাওয়ালী।

তুমি বিনা কে প্রভু সঙ্কট নিবারে,
কে সহায় ভব অন্ধকারে?
রয়েছি বন্দীসম মোহের আগারে,
কলুষিত পাপ বিকারে,
বিষয় বাস রত, তব প্রেমামৃত, ছাড়ি মনভৃঙ্গ বিহরে।
বিতর কৃপা তব, যার গুণে প্রভু,
মৃত দেহে জীবন সঞ্চারে।
পাপ তিমির নাশি বিরাজ হৃদয়ে আসি,
কি আর জানাব তব দ্বারে! ২৭১।

আলেয়া মিশ্র—একতালা।

দীননাথ, আমরা দীনের বেশে,
এসেছি হে তোমারি দ্বারে;
শুনে তোমার দয়ার কথা এসেছি বড় আশা করে।

পড়ে মোহ অন্ধকারে, দেখিতে না পাই তোমারে,
কোথা প্রভু দয়া করে, দেখা দেও দীনের হৃদিকুটীরে।
কারেও না দেখি সংসারে, পতিত উদ্ধার করে,
পাপ হৃদয় কেমন করে, ওহে পতিতশরণ,
এক বার চাও হে ফিরে। ২৭২।

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

আমার আর কেহ নাই,
তোমারি হৃদয়ে দেখে এ প্রাণ জুড়াই।
তোমা বিনে সব শূন্য, এ সংসার অরণ্য,
কে আছে আর তোমা ভিন্ন, কার পানে চাই। ২৭৩।

বিভাস—কাওয়ালী।

কাঙ্গালের ধন কোথা তুমি,
একবার এসে দেখ প্রভু, যে দুঃখে দিন কাটাই আমি।
অহরহ মরি জ্বলে, হৃদয়ের পাপানলে,
জানাতে না পারি নাথ, জান সকল অন্তর্যামী।
যে ধনের কাঙ্গাল হয়ে, ফিরিতেছি চেয়ে চেয়ে,
বল্‌তে গো বিদরে হিয়ে, জানছ সকল অন্তর্যামী।
কাঁদিতেছি ফিরে ফিরে, অথচ আছ অন্তরে,
দেখিতে না পাই যারে, কোথাও হে হৃদয়স্বামী।
আমি আমি যে ঘরে, আমার এই শূন্য ঘরে,
অন্যে কি জানিতে পারে, জান কেবল অন্তর্যামী। ২৭৪।

ভৈরবী বিভাস—একতালা।

ওহে দীননাথ, কর আশীর্ব্বাদ,
এই দীন হীন দুর্ব্বল সন্তানে ;
যেন এ রসনা, করে হে ঘোষণা,
সত্যের মহিমা জীবন মরণে।
তোমার আদেশ সদা শিরে ধরি,
চির ভৃত্য হয়ে রব আজ্ঞাকারী।
নির্ভয় অন্তরে, বল্‌ব ঘরে ঘরে,
মহাপাপী তরে দয়াল নামের গুণে!
নিত্য সত্য ব্রত করিব পালন,
মন্ত্রের সাধন কি শরীর পতন,
ভব বিপদ কালে, ডাক্‌ব পিতা বলে ;
লইব শরণ ও অভয় চরণে। ২৭৫।

কীর্ত্তন।

করুণা কুরু কিঞ্চিৎ, প্রভু,
কৃপা-ভিখারী কাতর কিঙ্করে নাথ।
বড় আশা করে এসেছি নাথ, (চরণ পাব বলে)
আমি পাপেতে তাপিত হয়ে,
আছি তব দ্বারে দাঁড়াইয়া, (পতিত পাবন)
প্রভু, স্থান দাও তব চরণ তলে।
আমায় ত্যজ না পাতকী বলে, (ওহে অধম তারণ)।
প্রভু কৃপাসিন্ধু (সিন্ধু) তব নাম,
আমায় কৃপা-বারি কর হে দান, (ওহে কৃপাময়)। ২৭৬।

কাফি—ঝাঁপতাল।

তুমি হে ভরসা মম অকূল পাথারে,
আর কেহ নাহি যে,
বিপদ্-ভয় বারে, আঁধারে যে তারে।
এক তুমি অভয় পদ জগত সংসারে,
কেমনে বল দীনজন ছাড়ে তোমারে?
করিয়ে দুখ অন্ত সুখসন্ত হৃদে জাগে,
যখন মনঃ আঁখি তব জ্যোতি নেহারে;
জীবন-সখা তুমি, বাঁচি না তোমা বিনা,
তৃষিত মন প্রাণ মম ডাকে তোমারে। ২৭৭।

কীর্ত্তন।

প্রাণ-সখা হে, এস হে, এস ও দয়াময়,
তোমায় দীন হীন কাঙ্গালে ডাকে হে।
(এস হে ও দয়াল প্রভু)
তোমায় না দেখিলে রইতে নারি হে।
একবার হৃদয় মাঝে উদয় হও হে;
(এস হে কাঙ্গালের নিধি হে)
হয়ে দীন হীনের পূজা লও হে।
(ওহে পতিত পাবন হে) এসে পাপীরে পবিত্র কর হে,
তোমায় দেখে হৃদয় শীতল করি হে। ২৭৮।

মোল্লার—একতালা।

কাতরে তোমায়, ডাকি দয়াময়, হইয়ে সদয়, দেও দরশন;
পুরাও মনসাধ, ঘুচাও এ বিষাদ, ভক্তি উপহার, করিয়ে গ্রহণ।
সংসার তাপে, তাপিত হয়ে, লয়েছি শরণ, তোমার আশ্রয়ে;
কৃপা বারি দানে, বাঁচাও হে প্রাণে, অধম সন্তানে, দেখ চাহিয়ে।
গতিহীন জনে, তোমাবিহনে, আপনার বলে, কে আর চাহিবে;
সন্তাপ হর, কৃতার্থ কর, অভয় দানে, আমাদের সবে।
তুমি গুণ-নিধান, সর্ব্বশক্তিমান, কল্যাণ বিধান, কর নিরন্তর;
করুণা তোমার, হইলে একবার, অনায়াসে পার, হই ভব-সাগর।
অনাথ দুর্ব্বল, নাহিক সম্বল, তুমিই আমাদের, ভরসা কেবল;
তৃষিত হৃদয়ে, ব্যাকুল হইয়ে, করি ভিক্ষা নাথ, দেও পুণ্যবল।
সুখ সম্পদে, দুঃখ বিপদে, যেন তোমাতে, থাকে হে মতি;
ইহ পরকালে, তব পদতলে, নির্ভয় মনে করিব বসতি।
যেন হে সবে, মিলে সদ্ভাবে, নিত্য এই ভাবে, করি অর্চ্চনা;
অকিঞ্চন হয়ে, এক হৃদয়ে, হে প্রভু তোমার, করি সাধনা।২৭৯

আলেয়া—একতালা।

দেহ জ্ঞান, দিব্য জ্ঞান, দেহ প্রীতি, শুদ্ধ প্রীতি,
তুমি মঙ্গল আলয়, (তুমি মঙ্গল আলয়)
ধৈর্য্য দেহ, বীর্য্য দেহ, তিতিক্ষা সন্তোষ দেহ,
বিবেক বৈরাগ্য দেহ, দেহ ও পদ আশ্রয়,
(দেহ ও পদ আশ্রয়)।২৮০।

পরজ বাহার—কাওয়ালী।

কি বলিয়ে ডাকিব তোমারে, বল তাই,

পিতা হয়ে পালিতেছ, কখন জননীরূপে দেখিবারে পাই।

অসহায় শিশু যবে জননীর কোলে, আধ আধ মা মা বলে স্তন করে পান; আমি তখনি তাহার মুলে নিরখি তোমায়, অমনি মা বলে ডাকি, কেহ না শিখায়।

সুধু জীবের জীবন বাঁচাবার তরে, ঢেকেছ বসুধা-দেহ কত উপচারে; তোমার এমন পালনী রীতি হেরি হে যখন, ইচ্ছা হয় পিতা বলি সম্বোধি তোমায়। ২৮১।

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

কোথায় আনিলে, (আমায়)

আনিয়ে সাগর মাঝে তরি ডুবালে! (হে)

কোথা রৈল মাতা পিতা, কে করে স্নেহ মমতা,

প্রাণ প্রিয়া রৈল কোথা, বন্ধু সকলে! (হে)

চারি দিকে অন্ধকার, তরি নাহি দেখি আর,

আমি দেখিলাম অনেক করে, শান্তি নাই এসংসারে,

তুমি মাত্র শান্তির আলয় হে!

শান্তি কিছুতেই মেলে না, (ধন বল সম্পদ বল)

অধম বলে করিলে ঘৃণা ছাড়্‌বনা তোমায়;

চরণ দিয়ে নিস্তার নাথ,

চরণ দিয়ে নিস্তার নাথ ভব দুস্তরে। ২৮২।

কীর্ত্তন।

কর শান্ত, হে শ্রীকান্ত,
জগৎ আলোকিত কর হে।
স্থল জল, অনিল অনল,
প্রভায় পুলকিত কর হে।
যেমন দীপক, তিমির নাশক,
রবি চন্দ্র যথা, আলোকিত হেথা,
তোমার কিরণে করয়ে হে।
মায়া মোহ ঘিরে, মানব নিকরে,
দীপ্তি হীন নরে, পন্থাহারা করে,
সুমতি তাদের প্রদান হে।
আঁখিহীন যারা, দেখিবে তাহারা,
শ্রবণ বঞ্চিত, শুনিবে নিশ্চত,
উন্মাদে স্মৃতিমান কর হে।
তরু, লতা, বন, হাসিছে কেমন,
পুষ্প ফল ভারে, আনন্দ বিতরে,
অশান্তে শান্তিবারি ঢাল হে। ২৮৩।

ভৈরবী—মধ্যমান।

কে হে আজি বিরাজে হৃদয় মাঝারে,
প্রভু কি এসেছ আজি, দয়া করে আমারে।
সাধ করেছি হেন মনে, পূজিব তব চরণে,
প্রীতি কুসুম বিনে, কি দিব আর তোমারে।
আশীর্ব্বাদ কর হে প্রভু, ও পদ না হারাই কভু,
যায় যাবে প্রাণ তবু, মজিব না পাপাচারে। ২৮৪।

ভৈরবী—মধ্যমান।

তাই ডাকি হে তোমায়, বলে দয়াময়, ডাকিলে কাতর প্রাণে, (সরলান্তরে শীতল হয় হৃদয়)।

নাম গানে প্রেমোদয়, দরশনে কত সুখ হয়, স্বরূপ চিন্তনে পাপ ভয় দূরে যায়।

তব প্রেমামৃত রসে, পবিত্র জ্যোতি পরশে, হৃদয় উদ্যানে প্রেমফুল বিকশিত হয়। ২৮৫।

বাহার—একতালা।

দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম আননে।

কি ভয় সংসার শোক ঘোর বিপদ শাসনে!

অরুণ উদয়ে আঁধার যেমন যায় জগত ছাড়িয়ে, তেমনি দেব তোমার জ্যোতি মঙ্গলময় বিরাজিলে, ভকত হৃদয় বীত-শোক, তোমার মধুর সান্ত্বনে।

তোমার করুণা, তোমার প্রেম, হৃদয়ে প্রভু ভাবিলে, উথলে হৃদয় নয়নবারি রাখে কে নিবারিয়ে; জয় করুণাময়, জয় করুণাময়, তোমার গুণ গাইয়ে, যায় যদি যাক্ প্রাণ, তোমার কর্ম্ম সাধনে। ২৮৬।

সিন্ধু খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

তুমি যারে কর হে সুখী, সেই সুখী হয় এ সংসারে, বিপদ প্রলোভনে তারে বল কি করিতে পারে?

আপন আনন্দে সেই জন করে সন্তরণ সুখসাগরে; নাহি

জানে কোন অভাব, প্রশান্ত মুক্ত স্বভাব, চিরসুখ শান্তি তার মনেতে বিরাজ করে।

প্রেমের তরঙ্গ ভাবের প্রসঙ্গ, কত উথলে তার অন্তরে; মত্ত হয়ে সুধাপানে, বিহরে তোমার সনে, অক্ষয় রত্নভাণ্ডার তার হৃদয় কন্দরে।

ওহে প্রেমসিন্ধু, এক বিন্দু প্রেম দানে সুখী কর নাথ যদি আমারে; তবেত সার্থক মম, হয় এ পাপ জীবন, গাই তব নামগুণ, মনের আশা পূর্ণ করে। ২৮৭।

কীর্ত্তন।

বড় আশা করে তোমার দ্বারে এসেছি ওহে দয়াময়, প্রভু তুমি পতিতপাবন, নিলাম চরণে শরণ, যেন এ দীনের মনো-বাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

এই সংসার প্রলোভনে, কাঁপে প্রাণ নিশিদিনে, তাহতে এসেছি এখানে; (হে) অভয় চরণ দানে এ দীনে কর অভয়।

আমি চাই না হে ধন মান, চাই না যশ অভিমান, কর-যোড়ে করি নিবেদন; (হে) যেন এ দীনে শ্রীচরণে পায় আশ্রয়। ২৮৮।

খাম্বাজ জংলা—ঠুংরি।

দীন হীন জনে, পাপী পরাধীনে, নাথ তোমা বিনে কে নিস্তারে!

বিহীন সম্বল, অনাথ দুর্ব্বল, তুমি বিনা কে বল অধমে উদ্ধারে!

তুমি দুঃখহারী, পাপ-তাপহারী, ভবের কাণ্ডারী জগত প্রচারে।

তার নিজগুণে, পাপী তাপী জনে, এসেছি তাই শুনে তোমারি দুয়ারে। ২৮৯।

খাম্বাজ—চৌতাল।

কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি,
তোমার রচনা মধ্যে, তোমাকে দেখিয়া ডাকি।
দেশ ভেদে কাল ভেদে রচনা অসীমা,
প্রতিক্ষণ সাক্ষ্য দেয় তোমার মহিমা,
তোমার প্রভাব দেখি না থাকি একাকী। ২৯০।

খাম্বাজ—চৌতাল।

নয়ন রঞ্জন তুমি, ভুলিতে কে পারে?
যে দিকে ফিরাই আঁখি, দেখি হে তোমারে।
অনল অনিলে জলে, জ্যোতির্ম্ময় নভঃস্থলে,
শোভিছে তোমার নাম জলদ অক্ষরে।
আঁধারে ঘেরিলে ধরা, তবু তোমায় যায় ধরা,
প্রকাশে তোমার জ্যোতি হৃদয় মাঝারে।
জগত-জীবন তুমি, তুমি হে আত্মার স্বামী,
জল ছাড়ি মীন কভু থাকিতে কি পারে?
যোড়করে ভিক্ষা করি, যদি হে ভ্রমে পাসরি,
ভুলনা জীবন-ধন, দীন হীন কাতরে। ২৯১।

কীর্ত্তন।

পাপে তাপে জ্বরে, আজ জুড়াতে জীবন, নাথ এলাম তোমার দ্বারে।

তুমি অন্তর্যামী জান অন্তরের দুঃখ, কি আর বলিব তোমারে।

নাথ, নিজ পাপ মনে হলে, আশা নাহি রয়, নিরুপায়ের উপায় তুমি ওহে দয়াময়। (তাই তোমার দ্বারে কাঁদি হে— তুমি নাকি মরম জান) (তুমি নাকি দীন জনে তার)

আমি দীনহীন অধম তনয়, নিলাম তোমার ও চরণে আশ্রয়।

নাথ, মম মন চকোরের তুমি সুধাসিন্ধু, মম মন চকোরের তুমি পূর্ণ ইন্দু, (তাই প্রাণ তোমারে ছেড়ে রইতে নারে হে) তুমি যদি উপেক্ষিবে, তবে কেমনে জীবন রবে! ২৯২।

বাউলের সুর—একতালা।

প্রেমপিঞ্জরে, রাখ হে নাথ, বন্দী করে চির দিন, পোষা পাখী হয়ে থাকি, ডাকি তোমায় অনুক্ষণ।

ধর আমায় প্রেমের জালে, বেঁধে রাখ প্রেমশৃঙ্খলে, বশ কর সুকৌশলে, যেন পলাইতে না চায় মন।

নিজ হাতে দাও আহার, পবিত্র প্রেম আধার, প্রেমভরে বারম্বার শুনাও সুমিষ্ট বচন।

কর মোরে শিক্ষা দান, গাইতে তোমার নাম, করে তব গুণগান, স্বার্থক করি জীবন।

চাহিয়ে তোমার পানে, অনুরাগ নয়নে, মগ্ন হব নামগানে, তুমি করিবে শ্রবণ। ২৯৩।

মূলতান—আড়াঠেকা।

কেন হে এমন করে চেয়ে আছ প্রেম নয়নে,
যেন আমা বই তোমার কেহ নাই আর ত্রিভুবনে!
এই রূপে সবে তোমারে, আপন বলে মনে করে,
তুমিও তেমনি ভাবে ভালবাস প্রতি জনে। ২৯৪।

আলেয়া—ঝাঁপতাল।

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা, এ সমুদ্রে আর কভু হব নাক পথহারা।

যথা আমি যাইনাক, তুমি প্রকাশিত থাক, আকুল নয়ন-জলে ঢাল গো কিরণ ধারা।

তব মুখ সদা মনে, জাগিতেছে সঙ্গোপনে, তিলেক বিচ্ছেদ হলে, না দেখি কূল কিনারা; কখন বিপথে যদি, যাইতে চাহে এ হৃদি, অমনি ও মুখ হেরি সরমে সে হয় সারা। ২৯৫।

বিভাস—একতালা।

বড় আশার কথা শুনেছি নাথ, তোমার মুখেতে,
তুমি বলিয়াছ, ভয় নাই রে থাকতে তোর দয়াল পিতে।

যখন যেখানে থাকি, দিবানিশি দয়াল বলে তোমারে ডাকি, আমার পিতা মাতা ভাই বন্ধু, আমি পেয়েছি এক তোমাতে।

আমি অন্ধকারে আলো দেখতে পাই, সম্পদ বিপদে কোন ভেদ রাখ নাই, তোমার মাভৈঃ রবে পূর্ণ জগৎ, তাই কেবল শুনি কান পেতে।

ধনী হব বলে আমার বড় সাধ ছিল, তোমা ধনে পেয়ে আমার সে সাধ মিটিল, কল্লে এত ধনে ধনী আমায়, ধন আর ধরে না মোর কুঁড়েতে। ২৯৬।

কীর্ত্তন।

নাথ, আমায় করুণা করিবে না কি বলে,
কারে বঞ্চিত করেছ হে কোন্ কালে,
পাপে তাপে তাপিত হয়ে,
একবার যে ডাকে তাপিত হয়ে,
তারে শীতল কর কৃপা সিন্ধু জলে।
কত কুপুত্র তোমার দেখ্‌তে পাই,
তব ত্যজ্য-পুত্র কভু শুনি নাই,
হয়ে সহস্র অপরাধি—কাতরে একবার কাঁদে যদি,
তারে তখনি তনয় বলে লও কোলে। ২৯৭।

ধুন্—কাওয়ালী।

দিবা নিশি করিয়ে যতন, হৃদয়েতে রচেছি আসন,
জগতপতি হে কৃপা করি, হেথা কি করিবে আগমন?
অতিশয় বিজন এ ঠাঁই, কোলাহল কিছু হেথা নাই,
হৃদয়ের নিভৃত নিলয়, করেছি যতনে প্রক্ষালন।
বাহিরের দীপ রবি তারা, ঢালে না সেথায় কর-ধারা,
তুমিই করিবে শুধু দেব, সেথায় কিরণ বরিষণ।
দূরে বাসনা চপল, দূরে প্রমোদ কোলাহল,
বিষয়ের মান অভিমান, করেছে সুদূরে পলায়ন।

কেমন আনন্দ বসি হেথা, মুখে নাই একটীও কথা,
তোমারি সে সেবক প্রভু, করিবে তোমারি আরাধন।
নীরবে বসিয়া অবিরল, চরণে দিবে সে অশ্রুজল,
দুয়ারে বসিয়া রবে একা, মুদিয়া সজল দুনয়ন। ২৯৮।

মল্লার—আড়াঠেকা।

পবিত্র প্রেম বন্ধনে বাঁধহে আজি দুজনে,
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রাণে প্রাণে জীবনে।
উভয়ের প্রেম-নদী, বহে যেন নিরবধি,
সুখেতে অনন্তকাল তব প্রেম-সিন্ধু পানে।
তুমি সিদ্ধিদাতা পিতা, মঙ্গলময় বিধাতা,
শুভ কর্ম্ম সম্পাদন কর আশীর্ব্বাদ দানে।
এই নব দম্পতিরে, রাখ দাস দাসী করে,
চির জীবনের মত তোমার চরণে। ২৯৯।

খাম্বাজ—আড়া।

আমার আর কেহ নাই,
তোমারে হৃদয়ে রেখে এ প্রাণ জুড়াই ;
তোমা বিনা সব শূন্য, এ সংসার অরণ্য,
কে আছে আর তোমা ভিন্ন, কার পানে চাই ? ৩০০।

প্রসাদী—একতালা।

দাও মা আমায় চরণ তরি,
আমি অগাধ জলে ডুবে মরি !

সাহস করি আপন জোরে ভবনীরে ধরেছি পাড়ি,
এখন তরঙ্গেতে যাই মা ভেসে, কূল কিনারা নাহি হেরি।
শুনেছি মা লোকের মুখে, বিমুখ নাহি হয় ভিখারী,
আমি আকুল প্রাণে এই ভিক্ষা চাই,
তুলে লও মা কোলে করি। ৩০১।

বেহাগ—কাওয়ালী।

তোমা বিনা কে প্রভু, সঙ্কটে নিবারে,
কে সহায় ভব অন্ধকারে।
রয়েছি বন্দীসম, মোহের আগারে,
কলুষিত পাপ বিকারে।
বিষয় আশ যত, তব প্রেমামৃত,
ছাড়ি মম ভৃঙ্গ বিহরে;
বিতর কৃপা তব, যায় শুনে প্রভু,
মৃত দেহে জীবন সঞ্চারে;
পাপতিমির নাশি, বিরাজ হৃদয়ে আসি,
কি আর জানাব তব দ্বারে। ৩০২।

কীর্ত্তন।

করুণা কুরু কিঞ্চিৎ, প্রভু,
কৃপা ভিখারী কাতর কিঙ্করে নাথ।
বড় আশা করি এসেছি নাথ (চরণ পাব বলে)
আমি পাপেতে তাপিত হয়ে,
আছি তব দ্বারে দাঁড়ায়ে (ওহে পতিত পাবন)

প্রভু স্থান দাও তব চরণ তলে।
আমায় ত্যজনা পাতকী বলে (ওহে অধম তারণ)
প্রভু কৃপা-সিন্ধু (সিন্ধু) তব নাম,
আমায় কৃপা বারি করহে দান (ওহে কৃপাময়)। ৩০৩।

ভৈরব—কাওয়ালী।

তুমি কি গো পিতা আমাদের,
ওই যে নেহারি মুখ অতুল প্রেমের।
ওই যে নয়নে তব, অরুণ কিরণ নব,
বিমল চরণ তলে ফুল ফুটে প্রভাতের।
ওই কি স্নেহের রবে, ডাকিছ মোদের সবে,
তোমার আসন ঘেরি দাঁড়াব কি কাছে গিয়ে,
হৃদয়ের ফুলগুলি, যতনে ফুটায়ে তুলি,
দিল কি বিমল করি, প্রসাদ সলিল দিয়া। ৩০৪।

কাফি—একতালা।

মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না,
কেন মেঘ আসে হৃদয় আকাশে, তোমারে দেখিতে দেয় না।
ক্ষণিক আলোকে আঁখির পলকে, তোমায় যবে পাই দেখিতে,
হারাই হারাই সদা ভয় হয়, হারাইয়া ফেলি চকিতে,
কি করিলে বল পাইব তোমারে, রাখিব আঁখিতে আঁখিতে,
এত প্রেম আমি কোথা পাব নাথ, তোমারে হৃদয়ে রাখিতে,
আর কারো পানে চাহিব না, করিব হে আমি প্রাণপণ,
তুমি যদি বল এখনি করিব, বিষয় বাসনা বিসর্জ্জন। ৩০৫।

ঝিঁ ঝিট—পোস্তা।

আর কারে ডাকিব গো মা,
ছাওয়াল কেবল মাকে ডাকে,
আমি এমন ছেলে নই মা তোমার,
ডাকিব গো মা যাকে তাকে।
(মা বই ছেলের আর কে আছে গো)
মা যদি সন্তানে মারে, শিশু কাঁদে মা মা করে,
ঠেলে দিলে গলা ধরে, ছাড়ে না মা যত বকে।
মা বই ত শিশু জানে না, মা বই ত কিছু বলে না,
মা ছাড়া কভু থাকে না, আমি থাকুব কাকে দেখে,
জগত জননী হও, পুত্র ভার মা গো লও,
মা গো আবদার সও, তাইতে তনয় তোমায় ডাকে। ৩০৩।

খাম্বাজ—একতালা।

কত ভাল বাস গো মা মানব সন্তানে (পাপী)
মনে হলে প্রেমধারা ঝরে দুনয়নে।
তব পদে অপরাধী, আছি আমি জন্মাবধি,
তবু চেয়ে মুখপানে, প্রেম নয়নে,
ডাকিছ মধুর বচনে, বার বার প্রেমভরে,
ডাকিছ গো মা, প্রেম বাহু প্রসারিয়ে,
স্নেহে বিগলিত হয়ে, আয় আয় আয় বলে,
অপরাধ ক্ষমা করে, হাসিমুখে প্রেমভরে,
(ওমা আনন্দময়ি) জীবের দশা মলিন দেখে,
আমাদেরি জন্যে, স্বর্গ নিকেতনে, (গো মা)

কত সুখ শান্তি, অতুল সম্পত্তি রেখেছ যতনে,
নিজ হাতে সাজাইয়ে বিবিধ বিধানে।
তোমার প্রেমের ভার, সহিতে পারিনে গো আর,
প্রাণ উঠিছে কাঁদিয়া, হৃদয় ভেদিয়া,
তব স্নেহ দরশনে, লইনু শরণ মা গো তব শ্রীচরণে। ৩০৭।

দেশ মল্লার—ঝাঁপতাল।

হরি তোমা বিনা কেমনে এ ভবে জীবন ধরি,
সংসার জলধি মাঝে তুমি হে তরি।
তোমারে যখন পাই, আঁধারে আলোক পাই,
নিমিষে হৃদয় তাপ সব পাসরি। ৩০৮।

মুলতান—একতালা।

আমার গতি কি হবে,
যদি পাতকী বলিয়ে ত্যজিবে তবে!
পাপের সন্তাপে পুড়িতেছে প্রাণ,
কোথা শান্তি দাতা, কর শান্তি দান,
আর এ যাতনা সহে না সহে না,
অনাথ শরণ হে।
ওহে তোমার হাতে করি আত্মসমর্পণ,
রাখ আর মার যা ইচ্ছা এখন,
আমি আর কার কাছে যাব, কোথা আর কাঁদিব,
শূন্য দেখি ত্রিভুবন।

দেও হে দণ্ড তোমার বিচারে যা হয়,
খণ্ড খণ্ড কর এ পাপ হৃদয়,
তোমার হাতে মলে এ মহা পাতকী
নব জীবন পাবে! ৩০৯।

হাম্বির—রূপক।

আছি আশা পথ চেয়ে,
হৃদয় আসন নাথ যতনে বিছায়ে,
দীনবন্ধু নাম ধর, পাতকী নিস্তার কর,
সেই আশে নিরন্তর আছি আশ্বাসিত হয়ে।
ডাকিতেছি অনুক্ষণ, কোথা দরিদ্র জীবন,
পরশ হৃদি আসন কৃপা-বিন্দু বরষিয়ে।
নাহি জ্ঞান, পুণ্যবল, নাহি হে অন্য সম্বল,
জনম কর সফল এ দীনে প্রসন্ন হয়ে। ৩১০।

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

তোমারই মঙ্গল ছবি দেখেছে যে জন,
সে কি আর ফিরাতে পারে তাহতে নয়ন।
স্বদেশ বিদেশ মাঝে, যথা তথা সে বিরাজে,
তোমারই মুখের প্রতি তাহার নয়ন।
কিবা জলে কিবা স্থলে, কি অর্ণবে কি অচলে,
নির্ভয় হৃদয় তার পাইয়ে তব দরশন। ৩১১।

টোড়ী ভৈরবী—মধ্যমান।

কে তুমি দাঁড়ায়ে হৃদয় কাননে,
দেখিয়াছি অনেক রূপ, এমন রূপ আর হেরিনে।
হও কি স্বর্গের পিতা, শান্তিদাতা পবিত্রাতা,
তুমি যে আসিবে হেথা তাতো আমি জানিনে।
দাঁড়াও পিতঃ, আমি পুনঃ, লয়ে ভ্রাতা ভগ্নিগণ,
সবে মিলে প্রেমধন লুটাই তব চরণে। ৩১২।

কীর্ত্তন।

হৃদয়-আসনে বসায়ে যতনে তোমারে পূজিব হরি।
(মনে চিরদিন এই সাধ আছে নাথ)
ভুঞ্জিয়া প্রসাদ, মিটাইব সাধ, এই আশা মনে ধরি।
(আছি চিরদিন এই আশা করি)
অতি সংগোপনে, বসি তব সনে, করিব প্রেম আলাপ।
(আমার মনের আশা পূরাও হে নাথ)। ৩১৩।

ঝিঁঝিট—গোস্তা।

আমি তোমারি কাছে থাকি বড় সুখে গো।
বলে মিষ্ট কথা, ঘুচাও ব্যথা, সদা হাসি মুখে গো।
বন্ধুজনের বঞ্চনা, রোগ শোকের যাতনা, কিছু মনে থাকে না—তোমার সম্মুখে গো।
দুঃখময় এ সংসারে, মা নাই যাহার ঘরে, সে কেবল কেঁদে মরে, রোগে শোকে দুঃখে গো। ৩১৪।

দেশ—একতালা।

তুমি ছেড়ে ছিলে, ভুলে ছিলে বলে,
হের গো কি দশা হয়েছে।
মলিন বদন, মলিন হৃদয়,
শোকে প্রাণ ডুবে রয়েছে।
বিরহীর বেশে, এসেছি হেথায়,
জানাতে বিরহ বেদন;
দরশন নেব, তবে চলে যাব,
অনেক দিনের বাসনা।
'নাথ' 'নাথ' বলে, ডাকিব তোমারে,
চাহিব হৃদয়ে রাখিতে;
কাতর প্রাণের, রোদন শুনিলে,
আর কি পারিবে থাকিতে;
ও অমৃতরূপ, দেখিব যখন,
মুছিব নয়ন বারি হে;
আর উঠিব না, পড়িয়ে রহিব,
চরণ তলে তোমারি হে। ৩১৫।

দেশ—একতালা।

যাদের চাহিয়ে, তোমারে ভুলেছি,
তারা তো চাহে না আমারে;
তারা আসে, তারা চলে যায়,
দূরে ফেলে যায় মরু মাঝারে।

দুদিনের হাসি, দুদিনে ফুরায়,
দীপ নিভে যায় আঁধারে ;
কে রহে তখন, মুছাতে নয়ন,
ডেকে ডেকে মরি কাহারে।
যাহা পাই তাই, ঘরে নিয়ে যাই,
আপনার মন ভুলাতে ;
শেষে দেখি, হায়! ভেঙ্গে সব যায়,
ধূলা হয়ে যায় ধূলাতে।
সুখের আশায়, মরি পিপাসায়,
ডুবে মরি দুখ পাথারে ;
রবি শশি তারা, কোথা হয় হারা,
দেখিতে না পাই তোমারে। ৩১৬।

ভাবের গান।

বিধানী সুর।

চিদাকাশে হল পূর্ণ প্রেমচন্দ্রোদয়। (রে)
জয় দয়াময়! জয় দয়াময়! জয় দয়াময়!
উথলিল প্রেমসিন্ধু, কি আনন্দময়। (আহা)
চারি দিকে ঝলমল, করে ভক্ত গ্রহদল,
ভক্ত সঙ্গে ভক্ত সখা লীলা রসময়। (হরি)
(জয় দয়াময়! জয় দয়াময়! জয় দয়াময়!)
স্বর্গের দুয়ার খুলি, আনন্দলহরী তুলি,

নববিধান বসন্ত সমীরণ বয়। (কিবা)
(জয় দয়াময়! জয় দয়াময়! জয় দয়াময়!)
ছুটে তাহে মন্দ মন্দ, লীলারস প্রেমগন্ধ,
ঘ্রাণে যোগিবৃন্দ যোগানন্দে মত্ত হয়।
ভবসিন্ধু জলে, বিধান-কমলে,
আনন্দময়ী বিরাজে, (কিবা)
আবেশ আকুলে, ভক্ত অলিকুলে,
পিয়ে সুধা তার মাঝে। (যোগানন্দ ভরে)
দেখ দেখ মায়ের প্রসন্ন-বদন, ভুবনমোহন চিত্ত-বিনোদন,
পদতলে দলে দলে সাধুগণ, নাচে গায় প্রেমে হইয়ে মগন;
কিবা অপরূপ আহা মরি মরি, জুড়াইল প্রাণ দরশন করি,
প্রেমদাস বলে সবে পায়ে ধরি, গাও ভাই মায়ের জয়। (রে) ৩১৭।

কীর্ত্তন।

দয়াময় কি মধুর নাম।
আমার নাম শুনে প্রাণ জুড়াল রে কি মধুর নাম।
নামের বর্ণে বর্ণে সুধা ঝরে কি মধুর নাম।
এ নাম কোথা ছিল, কে আনিল, কি মধুর নাম।
এ নাম জীব তরাতে এসেছিল, কি মধুর নাম।
এ নাম তোমরা বল আমারা শুনি, কি মধুর নাম।
নামে শুষ্ক তরু মুঞ্জরিল কি মধুর নাম।
নামে মরা মানুষ বেঁচে গেল, কি মধুর নাম।
আমার নামে অঙ্গ শীতল হল, কি মধুর নাম।
আমার পাপ তাপ সব দূরে গেল, কি মধুর নাম। ৩১৮।

দেশমল্লার—একতালা।

হায় রে আমি কি হেরিলাম।

হৃদিসরসী মাঝে, কি অপরূপ সাজে, বলিতে নাহিক পারি,-বলা নাহি যায়, সে তো বলিবার নয়।

প্রাণ চমকে সে রূপ হেরি, আহা মরি মরি কি রূপ মাধুরী, প্রেমে অবশ হয় অঙ্গ উথলে হৃদয়।

রবি শশী তারা, শোভে না রে তারা, সে রূপরাশি, হৃদয় আকাশে প্রকাশে যখন দেখি; বহে সুখ সমীরণ, হলে সে রূপ দর্শন, উচ্ছ্বাস উঠয়ে দেখি গভীর প্রেমসাগরে। ৩১৯।

বাউলের সুর।

ভক্ত হওয়া মুখের কথা নয়। ভক্ত হতে যার ইচ্ছা, তার আগে শাক্ত হতে হয়।

শাক্ত হইলে প্রকাশ, সেই শক্তিতে হয় প্রবৃত্তি বিনাশ, মান অপমান, বলিদান, দিয়ে কর রিপু জয়।

রিপু হলে জয় জ্ঞানের বৃদ্ধি, তখন অনায়াসে হবে ভূতশুদ্ধি, সিদ্ধি হয় তখন, নইলে মন অ আ ই ঈ কর্ত্তে হয়।

সিদ্ধি হলে মন বৈষ্ণব লক্ষণ, তখন হিংসা আদি হবে রে বারণ, বিবেকী যখন, হবে মন, তখন রে ভক্তির উদয়।

কাঙ্গাল বলিছে ভক্তি হয় যখন, ওরে ভেদজ্ঞান না থাকে তখন; যার প্রবৃত্তি, নিশ্চিন্ত, জগৎ দেখে ব্রহ্মময়। ৩২০।

বাউলের সুর।

সাধ করে কি পাগল হই।
যত সহজ লোকের কায়দা দেখে,
অবুস্থবু হয়ে রই।
(বাইরে) ধর্ম্ম চাপা, কেটে ছাপা,
মালা জপ্‌চে যত ঐ ;—
(ভিতরে) গোলোক ধাঁদা, বাহির সাদা,
ধর্ম্মের দফার চেরা সই।
কেটে ন্যায় তন্ত্র, তর্ক মন্ত্র,
বিচারে কন আমি কৈ ;
(বেড়ায়) দিয়ে ফাঁকি, পেতে চাকি,
খাওয়ায় কেবল টকো দই।
(ওরা) করে আবার কাজির বিচার,
দেহ মন আমি নই ;—
(তবে) ভোগ লালসা সংসার আশা,
তোদের এখন গেছে কই ? ৩২১।

কীর্ত্তন।

হরি বোল হরি বোল বলে কে যায় নদের বাজার দিয়ে।
ওরে সোণার নূপুর রাঙ্গা পায়।
ওরে নগর দিয়ে হেটে যায়, (দেখ রে)
হেলে পড়ে নিতাইর গায়।
ও দেখে রে নূপুর পঞ্চম গায়।
ও রে মাটি কাদা নিতাইর গায়,
(দেখ রে রক্তে অঙ্গ ভেসে যায়।)

ওরে জগা বলে মাধাই ভাই,
এমন রূপ আর দেখি নাই,
এমন নাম আর শুনি নাই।
(ও ভাই রে এমন নাম আর শুনি নাই)। ৩২২।

বাউলের সুর।

ভবপারে কে যাবি রে আয়,
ঐ দেখ নিতাই মাঝি ডেকে যায়।
হরি হরি বোলে, বেলা গেল চলে, পারে যাবি বলে,
ভবের হরিনাম তরি, ধরেন আপনি খেপণি, গৌর নিতাই
কাণ্ডারী, তাতে রাধা নামের গুণ বেঁধেছে—
তরি ভক্তি পেলে চলে যায়, (হরি হরি বোলে)।
আছে নানা তরঙ্গ, তুমি ছাড় রে কুসঙ্গ,
কর গৌর সঙ্গ, ও তুই অনায়াসে পারে যাবি অক্লে। ৩২৩।

কীর্ত্তন—ঢিমে আড়াঠেকা।

ও কে যায় রে কাঁচা সোণার বরণ নবীন-সন্ন্যাসী।
হেরে গৌরকান্তি, হয় মনে ভ্রান্তি,
যেন আসি ভূমেতে উদয় শশী,
মরি কি রূপ, হেরি অপরূপ, রূপের স্বরূপ, গৌর রূপ,
রহিল অন্তরে পশি।
করে দণ্ড কমুণ্ডল, রূপে ভুবন উজ্জ্বল,
নিরমল কাঞ্চন বরণ গো।
মুখে রাধা রাধা বলে, ভাসিছে নয়ন জলে,
বিনা ছলে করিছে ভ্রমণ গো।

যেন উন্মাদের মত, ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছাগত,
বুঝি শ্রীরাধার ভাবে হয়েছে উদাসী। ৩২৪।

কেদারা—চৌতাল।

যোগী জাগে, ভোগী রোগী কোথায় জাগে,
ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্ম ধ্যান, ব্রহ্মানন্দ রসপান,
প্রীতি ব্রহ্মে যাঁর সেই জাগে।
ধন্য সাধু সুখী সেই, যে আপন মন-আসনে,
রাখিতে তাঁরে পারে।
ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, পাপত্যাগ, ন্যায় সত্য ক্ষমা দয়া
যাঁর, তাঁর লাভ ব্রহ্মধাম। ৩২৫।

আলাইয়া ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

ওরে, দয়াল নামে ভাস সুখে মন আমার,
কেন রে ভাব আর!
ওরে, দয়াময় এই মন্ত্র যপে, দয়াময়ে প্রাণ সঁপে,
দয়াল বলে ভবার্ণবে দেও সাঁতার।
তরঙ্গ গর্জ্জনে শঙ্কা পেও না,
কলুষ-কুম্ভীর পানে ফিরেও চেও না,
ভয় কিরে মহামন্ত্র ভুল না,
কিছুতেই কিছু হবে না।
বলো, কোথায় রইলে ভবের কর্ণধার! ৩২৬।

দেশমিশ্রিত—একতালা।

কার ভাবে গৌর বেশে জুড়ালে হে প্রাণ,
প্রেমসাগরে উঠ্‌ল তুফান, থাক্‌বে না আর কুল-মান!
(মন মজালে গৌর হে—)
ব্রজ মাঝে রাখাল সাজে চরালে গোধন,
ধরলে করে মোহন বাঁশী, মজ্‌লো গোপীর মন।
ধরে গোবর্দ্ধন, রাখ্‌লে বৃন্দাবন;—
(আবার) মানের দায়ে, ধরে গোপীর পায়ে,
ভেসে গেল চাঁদ বয়ান।
(মন মজালে গৌর হে)। ৩২৭।

আলাইয়া—কাওয়ালী।

ভক্তি ভাবে ডাক্‌লে আমি রইতে পারি কৈ,
ওরে, যে ডাকে আমারে আমি তারই হয়ে রই।

যে জন বিশ্বাস করে, জীবন সপেছে মোরে, কে আছে তার এ সংসারে, বল আমি বই!

আমি ভক্তের অধীন, আমায় জানে সবে চিরদিন, ভক্তকে দেখিলে আমি আনন্দিত হই।

দারা সুত ধন প্রাণ, (ওরে) যে করে আমায় অর্পণ, তাহার সকল ভার মাথায় করে বই।

ভক্তিতে চৈতন্য মোরে, বেঁধেছিল প্রেমডোরে, ভক্তির জোরে ধ্রুব প্রহ্লাদ হল শমনজয়ী। ৩২৮।

বাউলের সুর।

এসে এক রসিক পাগল, বাধালে গোল,
নদের মাঝে, দেখ্‌সে তোরা।
পাগলের সঙ্গে যাব, পাগল হব,
হেরবো রসের নব গোরা।
নিতাই পাগল, গৌর পাগল,
চৈতন্য পাগলের গোড়া;
অদ্বৈত্য পাগল হয়ে, রসে ডুবে,
প্রেম এনেছে জাহজে পোরা।
ব্রহ্মা পাগল, বিষ্ণু পাগল,
আর এক পাগল না দেয় ধরা;
কৈলাসের শিব পাগল, খেয়ে পাগল,
সার করেছে ভাং ধুতুরা।
ওমীন পাগল, জোসেন পাগল,
আর এক পাগল না দেয় ধরা;
তারা তিন পাগলে যুক্তি করে,
মক্কায় কল্লে নামাজ পড়া।
যত সব বৈরাগী বৈষ্ণব, ভেক নিয়ে,
নাম বাড়ালে বাউল নেড়া,
গোঁসাই গোবিন্দের বচন,
পাবি চরণ, জ্যান্তে মরা। ৩২৯।

আলাইয়া—দং।

(এবার) হরিপ্রেমানলে জ্বলে হব খাঁটি সোণা,
আপনার রূপে আপনি মজে, কর্‌ব প্রেম সাধনা।
ভক্তের পদযুগলে, নূপুর হয়ে নাচ্‌ব তালে,
বাজ্‌ব রুণু ঝুনু বোলে, মধুর বাজনা।
সোণার বরণ গৌর অঙ্গে, মিশে যাব প্রেমরঙ্গে, গৌর-
সঙ্গে হরিনাম করিব ঘোষণা। ৩৩০।

বাউলের সুর।

ঐ দেখ প্রেমের দরবারে আনন্দের মেলা,
হরি ভক্তসঙ্গে রসরঙ্গে, করিছেন কত খেলা।

কেহ লয়ে প্রেমের পসরা, বলে আয় রে ভাই, শুদ্ধ প্রেম, প্রেম কে নিবি তোরা, করে অপরূপ মহাভাবের বিচিত্র রূপলীলা।

কেহ হরি-ভক্তের সাজায়ে ডালি, দেখায় নানা ভাবকালী, ভাবে হাসে কাঁদে, নাচে গায়, দেয় করতালি; দুনয়নের জলে অঙ্গ ভাসে, প্রেমরসেতে মাতোয়ালা।

যোগী ঋষি তপোধন, তারা ধ্যানেতে মগন, পণ্ডিতেরা বেদমন্ত্র করে উচ্চারণ; আবার কর্ম্মী যত, সেবায় রত, ভাবনায় হয়ে ভোলা।

শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রস, তাতে দিয়ে নব রস কেহ বা বিলায় প্রেম কলসে কলস; ডাকে কে নিবি আয়, প্রেমের ছবি ত্বরা করে এই বেলা।

প্রেমদাসের বড় সাধ মনে, হরি বলে ভিক্ষা করে ভক্তির দোকানে; সাধু মহাজনের পাতের খেয়ে ঘুচাই জঠর জ্বালা। ৩৩১।

কীর্ত্তন।

সত্যং শিব সুন্দর রূপ ভাতি হৃদিমন্দিরে। (সে দিন কবে বা হবে) নিরখি নিরখি অনুদিন মোরা ডুবিব রূপ-সাগরে।

জ্ঞান অনন্তরূপে পশিবে নাথ মম হৃদে, অবাক্ হইয়ে অধীর মন শরণ লইবে শ্রীপদে।

আনন্দ অমৃতরূপে উদিবে হৃদয় আকাশে, চন্দ্র উদিলে চকোর যেমন ক্রীড়য়ে মন হরষে, আমরাও নাথ তেমনি করে মাতিব তব প্রকাশে।

শান্তং শিব অদ্বিতীয় রাজরাজচরণে, বিকাইব ওহে প্রাণসখা, সফল করিব জীবনে; এমন অধিকার কোথা পাব আর স্বর্গ ভোগ জীবনে। (সশরীরে)

শুদ্ধমপাপবিদ্ধং রূপ হেরিয়ে নাথ তোমার, আলোক দেখিলে আঁধার যেমন যায় পলাইয়ে সত্বর, তেমনি নাথ, তোমার প্রকাশে পলাইবে পাপ আঁধার।

ওহে, ধ্রুবতারাসম হৃদে জ্বলন্ত বিশ্বাস হে, জ্বালি দিয়ে দীনবন্ধু পূরাও মনের আশ; আমি নিশি দিন প্রেমানন্দে মগন হইয়ে হে, আপনারে ভুলে যাব তোমারে পাইয়ে হে। ৩৩২।

প্রসাদী—একতালা।

ভাই! আমারি মানস মাঝারে,
সাধের বাসনা, সদাই বিহরে।
বুঝিতে চাই, কি সে বাসনা,
ধরিতে যাই, হৃদয় কাননা,
(যেন) লুকাইয়া পড়ে, অজ্ঞাত আগারে?

নয়ন মুদিয়ে, বুঝিতে পারি না,
খুলিয়ে নয়ন, দেখাও দেখি না,
ছায়াবাজী মত, আসিয়ে আসে না;
এ হেন ছলনা, কে বোঝাবে আমারে? ৩৩৩।

প্রসাদী—একতালা।

আমিই সুধু রইনু বাঁকি,
যা ছিলো তা চলে গেল,
রইলো যা, তা কেবল ফাঁকি।
আমার বলে ছিলো যারা,
আরতো তারা দেয় না সাড়া;
কোথায় তারা, কোথায় তারা,
বারে বারে কারে ডাকি!
বল দেখি মা শুধাই তোরে,
আমার কিছু রাখ্‌লি নারে!
আমি শুধু আমায় নিয়ে,
কোন প্রাণেতে বেঁচে থাকি! ৩৩৪।

ভৈরবী—পোস্ত।

আমার মন ভুলালে যে কোথা আছে সে,
সে দেখে, আমি দেখিনে, ফিরে চাই আসে পাশে!
পেলাম পেলাম, দেখ্‌লেম তারে,
এই সে বলি ধরি যারে;
বুঝি সে নয়, সে হলে পরে,
আর কি মন ফিরে আসে!

বল দেখি রে তরু লতা, আমার জগত জীবন আছেন কোথা?
তোরা পেয়ে বুঝি কম্‌না কথা,
তাই তোদের কুসুম হাসে।
বলরে বল বিহঙ্গকুল, তোরা কার প্রেমে হয়ে আকুল,
থেকে থেকে ডেকে ডেকে, উড়ে যাস কার উদ্দেশে।
বল দেখিরে হিমাচল, তুই কিসে এত সুশীতল,
ঝরিতেছে অশ্রুজল, কার অনুরাগে মিশে?
পেয়ে বুঝি রত্নবর, সিন্ধু নাম ধরেছিস রত্নাকর,
তাই উত্তাল তরঙ্গ তুলে নৃত্য করিস্ উল্লাসে।
লুখিয়ে থেকে প্রেম করে, এমন প্রেম তো দেখিনা রে,
দেখা পেলে সুধাই তারে, কেন সে ভালবাসে। ৩১৫।

খাম্বাজ—একতালা।

তুমি আমার প্রাণাধার, জীবনের অবলম্বন,
চিরসহায়, পরমাশ্রয়, হৃদয়ের প্রিয়ধন।
নিত্য সত্য অখণ্ড অনন্ত আদিকারণ,
কৃপানিধান, প্রাণপ্রাণ, তৃষিত চিত্ত-রঞ্জন।
প্রেমসিন্ধু দীনবন্ধু, দুঃখ-দারিদ্র-ভঞ্জন,
পাপহরণ দীনশরণ বিপদ্ ভয়বিনাশন।
সুখ মোক্ষদাতা বিধাতা পতিতপাবন,
সখা সুহৃদ প্রেমাস্পদ পরম ভক্তিভাজন।
মুল শক্তি গতি মুক্তি জীবনের জীবন,
অনাথ নাথ তাতঃ মাতঃ বিশ্বজন বন্দন।
প্রতিপালক গুরু রক্ষক, সর্ব্বমঙ্গল নিদান,
গুণসাগর প্রাণেশ্বর, অমৃতনিকেতন।

সারাৎসার পরাৎপর স্বয়ম্ভূ সনাতন,
মোহ আঁধারে, পাপ বিকারে, ভরসা তব চরণ। ৩৩৬।

খাম্বাজ কীর্ত্তন—খয়রা।

কি সুখ জীবনে মম, ওহে নাথ দয়াময় হে!
যদি চরণ সরোজে, পরাণমধুপ চিরমগন না রয় হে।
অগণন ধনরাশি তায়, কিবা ফলোদয় হে;
যদি লভিয়ে সে ধনে, পরমরতনে, যতন না করয় হে।
সুকুমার কুমারমুখ, দেখিতে না চাই হে;
যদি সে চাঁদবয়ানে তব প্রেমমুখ দেখিতে না পাই হে।
কি ছার শশাঙ্কজ্যোতিঃ দেখি আঁধারময় হে; যদি সে চাঁদ প্রকাশে, তব প্রেমচাঁদ নাহি হয় উদয় হে।
সতীর পবিত্র প্রেম,—তাও মলিনতাময় হে; যদি সে প্রেমকনকে তব প্রেমমণি নাহি জড়িত রয় হে।
তীক্ষ্ণবিষব্যাপী মন সতত দংশয় হে; যদি মোহপরমাদে নাথ তোমাতে ঘটায় সংশয় হে।
কি আর বলিব নাথ, বলিব তোমায় হে; তুমি আমার হৃদয় রতন, আনন্দনিলয় হে। ৩৩৭।

বেহাগ—একতালা।

কত ডেকে ডেকে জাগাইছ মোরে, তবু তো চেতনা নাই গো।
মেলি মেলি আঁখি মেলিতে না পারি, ঘুম রয়েছে সদাইগো।
মায়ানিদ্রাবশে আছি অচেতন, শুয়ে শুয়ে কত দেখি কুস্বপন, ধন রত্ন দাস বিলাস ভবন, অন্ত নাহি তার পাই গো।

কল্পনার বলে উঠিয়া আকাশে,ভ্রমি অহোরহ মনের উল্লাসে, ভাবিনে কি হবে নিদ্রার বিনাশে, কোথা আছি কোথা যাই গো। জানি না গো এ যে রাক্ষসের পুরী, জানি না যে হেথা দিনে হয় চুরি, জানি না বিপদ আছে ভূরি ভূরি, সুধা বলে বিষ খাই গো।

ভাঙ্গিতে আমার মনের সংশয়, জাগায়ে দিতেছ নিজ পরিচয়, তুমি যে জনক জননী উভয়, বুঝাইছ সদা তাই গো। সে কথা আমার কানে নাহি যায়, ভুলিয়ে রয়েছি রাক্ষসী-মায়ায়, কি হবে জননী বল গো উপায়, শুধু কৃপা ভিক্ষা চাই গো। ৩৩৮।

পাহ্‌লা—একতালা।

আমায় দে মা পাগল করে,
আর কাজ নাই জ্ঞানবিচারে।

নূতনবিধানের সুরা, পানে করে মাতোয়ারা, ওগো ভয়-চিত্তহরা, ডুবাও প্রেমসাগরে।

তোমার পাগ্‌লাগারদে, কেহ হাসে কেহ কাঁদে, কেহ নাচে আনন্দভরে ঈশা মুশা শ্রীচৈতন্য, প্রেমের ঘোরে অচৈতন্য, হায়, কবে হব মা ধন্য, মিশে তার ভিতরে!

স্বর্গেতে পাগলের মেলা, যেমন গুরু তেম্‌নি চেলা, প্রেমের খেলা কে বুঝতে পারে; তুই প্রেমে উন্মাদিনী, (ও গো মা) পাগলের শিরোমণি, প্রেমধনে কর্ মা ধনী, কাঙ্গাল প্রেম-দাসেরে। ৩৩৯।

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

চল সেই অমৃতধামে, চল ভাই যাই সকলে, নাহি যথা ব্যবধান ইহকাল পরকালে।

ঘুচিবে ভয় ভাবনা, না রবে ভব-যাতনা, নিরাপদে সুখে বাস করিব পিতার কোলে।

সেখানে নাহি ক্রন্দন, শোক তাপ প্রলোভন, প্রেমানন্দে ভাসে সবে শান্তিসলিলে; অনন্ত জীবন-স্রোত, নিরন্তর প্রবাহিত, প্রেমের লহরী, তাহে খেলে আশার হিল্লোলে।

যথায় সাধকগণে, প্রাণযোগ সাধনে, আছেন মগন হয়ে জীবনজলধিজলে; প্রাণাধার পরমেশ্বরে, আত্মসমর্পণ করে, অমর হয়েছেন তাঁরা ব্রহ্মকৃপাবলে। ৩৪০।

ভজন।

জয় বিশ্বেশ্বর, ভয়হর শঙ্কর প্রাণেশ্বর শিব সুন্দর জী।

সত্য সনাতন, নিত্য নিরঞ্জন, চিত্তবিনোদন প্রভু জী।

স্বয়ম্ভূ পুরাণ, সর্ব্বশক্তিমান, পূর্ণ ব্রহ্ম ভগবান জী; দেব দেব মহাদেব, মহেশ্বর নিখিল নিয়ন্তা পরমাত্মা জী; অনাদ্যানন্তং পুরুষ মহান্তং সচ্চিদানন্দং স্বামী জী।

মঙ্গল আলয়, পরম আশ্রয়, প্রজাপতি ভূতভাবন জী; করুণাসাগর, প্রেমের আকর, জগদীশ্বর জগবন্দন জী; সিদ্ধিবিধাতা, কল্যাণদাতা, দীনজনত্রাতা পিতা জী। ৩৪১।

আশাভৈরবী—ঠুংরি।

মিটিল সব ক্ষুধা, তাঁহার প্রেম সুধা—
চল রে ঘরে লয়ে যাই;
সেথা যে কত লোক, পেয়েছে কত শোক,
তৃষিত আছে কত ভাই।
ডাকরে তাঁর নামে, সবারে নিজধামে,
সকলে তাঁর গুণ গাই;
দুঃখী কাতর জনে, রেখোরে রেখো মনে,
হৃদয়ে সবে দেহ ঠাঁই। ৩৪২।

ভৈরবী—তেওট।

বহিছে ঘন ঘন, প্রলয় পবন, ব্রহ্মনিশ্বাস নববিধানে।
বিশাল বিক্রমে, হুঙ্কার গরজনে, উথলে সিন্ধু সাধুজীবনে।
ছুটিছে রবি শশী, পড়িছে তারা খসি, ভীষণ বজ্রনাদ গগনে;
করিছে রসাতল, অবনীমণ্ডল, ভয়ে আকুল জগতজনে।
নগেন্দ্র শিখরে, অনল উগারে, ভূকম্প হয় সর্ব্বভুবনে;
ঘূর্ণিত মহাবলে; কম্পিত সকলে, যুগ প্রলয় ধর্ম্মশাসনে।
প্রচণ্ড প্রভাকরে, পূর্ণ শশধরে, গ্রাস করে বিকট আননে;
ভূভারহারী হরি, জীবন্ত রূপ ধরি, বসিলেন মানব হৃদাসনে।
সমাধি ভেদ করি, মৃত নরনারী, উঠিছে হরি বলে বদনে;
ভক্তিরসামৃত, হল প্রবাহিত, সংসার সাগর মন্থনে।
দেবগণ সসম্ভ্রমে, সজল নয়নে, করেন স্তুতি ভবখণ্ডনে,
জয় জয় রবে, প্রণমি ভক্তিভাবে, মাতিলেন হরি নাম কীর্ত্তনে
। ৩৪৩।

কীর্ত্তন।

কানু পরশ মণি আমার,
কর্ণের ভূষণ আমার সে নাম শ্রবণ,
নয়নের ভূষণ আমার সেরূপ দরশন,
বদনের ভূষণ আমার সেরূপ গান,
হস্তের ভূষণ আমার সে পদ সেবন,
ভূষণ কি আর বাকি আছে,—
আমি শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রহার পরিয়াছি গলে। ৩৪৪।

কীর্ত্তন।

প্রাণ গৌরাঙ্গ হে, একবার এস গৌরাঙ্গ,
প্রভু ওখানে দাঁড়ায়ে কেন হে।
ও এস হে, আমার সচীর দুলাল,
ও এস হে, আমার নদীয়ার চাঁদ,
তোমার ভক্তবৃন্দ সঙ্গে করে হে,
প্রিয় গদাধরকে সঙ্গে করে হে।
(আমি জলে মলাম হে), (বিষয় জ্বালায়),
তোমার সীতানাথের সঙ্গে এস হে। ৩৪৫।

বাউলের সুর।

আজ আমার প্রেমসাগরে, জীবন তরি ডুবে গেছে,
এ তরি ভাস্‌বে না আর, ভাস্‌বে না আর,
মাঝ কোটাতে জল উঠেছে।
ডুবেছে জীবন-তরি, উঠেছে তুফান ভারি,
তরঙ্গ দেখে অঙ্গ কাঁপিতেছে;

ভয় পেয়ে জ্ঞান কাণ্ডারী, দশজন দাঁড়ী,
অবাক হয়ে বসে আছে।
যা কিছু বোঝাই ছিল, সকলি ভেসে গেল,
আমার সঙ্গে ছিল ছয়টা চাকর,
সাঁতার দিয়ে পালাইয়াছে।
পথিক কয়, ভাল হল, মনরে তোর ভাগ্য ভাল,
আর কেন হাবার মত ভাবিস্ মিছে।
এখন ঝাঁপ দিয়ে পড় গুরু বলে,
যা হবার তা হয়ে গেছে। ৩৪৬।

ভৈরবী মিশ্র—একতালা।

আমি প্রেমের ভিখারী, কে প্রেম বিলায় এ নদীয়ায়,
কে প্রেমের মাতাল, কে প্রেম ঢেলে দেয়,
যে যত চায় তত পায়।
প্রাণে প্রাণে শুনে কথা, তাইতো আমি এলেম হেথা,
আমি দেশে দেশে বেড়াই ভেসে,
ঠেকে গেছি প্রেমের দায়। ৩৪৭।

ভৈরবী মিশ্র—একতালা।

প্রাণ ভরে আয় হরি বলি, নেচি আয় জগাই মাধাই,
মেরেছ বেশ করেছ হরি বোলে নাচ ভাই।
বলরে হরিবোল, প্রেমিক হরি প্রেমে দিবে কোল,
তোলরে তোল, হরিনামের রোল।

পাওনি প্রেমের স্বাদ, ওরে হরিবলে কাঁদ,
হের্‌বি হৃদয়-চাঁদ,
ওরে প্রেমে ওদের নাম বিলায়,
প্রেমে নিতাই ডাকে ভাই। ৩৪৮।

কীর্ত্তন।

কি দেখিলাম রে, কেশব ভারতীর কুটীরে,
অপরূপ জ্যোতিঃ, গৌরাঙ্গ মূরতি,
দুনয়নে প্রেমবহে শতধারে!
গৌর মত্ত মাতঙ্গের প্রায়, প্রেমাবেশে নাচে গায়,
কভু লুটায়ে ধরায়, নয়নজলে ভাসে রে!
কাঁদে আর বলে হরি, স্বর্গ-মর্ত্ত ভেদ করি,
সিংহ রবে রে।
আবার দন্তে তৃণ লয়ে, কৃতাঞ্জলী হয়ে,
দাস্য-মুক্তি যাচেন দ্বারে দ্বারে।
কিবা মুড়ায়ে মাথার কেশ, ধরেছেন যোগীর বেশ,
দেখি ভক্তি ভাবাবেশ, প্রাণ কেঁদে উঠে রে।
জীবের দুঃখে কাতর হয়ে, এলেন সর্ব্বস্ব ত্যজিয়ে,
প্রেম বিলাতে রে।
প্রেমদাসের বাঞ্ছা মনে, শ্রীচৈতন্য চরণে,
দাস্য হয়ে সঙ্গে বেড়াই ঘুরে। ৩৪৯।

বাউল।

কোথা দীন দুঃখী তোরা, আয় রে ত্বরা,
গৌরচাঁদের প্রেম বাজারে;
হরিনাম মধুপুরী, (আয়রে তোরা) হরিনাম,
মধুপুরী, মিঠাইপুরী, প্রেমের ঝুরী, খেয়ে যা রে।
যত সব যাচ্চে ভুখো, প্রেমের ভুখো,
নিতাই আমার যতন করে;
যে যত পাচ্চে খেতে, (দেখ্‌সে তোরা)
যে যত পাচ্চে খেতে, ইচ্ছা মতে,
ইচ্ছা পাতে ঝাঁকা ধরে।
দেখ্‌তে আনন্দবাজার, হাজার হাজার,
লোক ধেয়েছে নদেপুরে,
গেল সব মনের দ্বন্দ্ব, প্রেমের দ্বন্দ্ব,
পূর্ণানন্দ ঘর বাহিরে।
আনন্দে মত্ত কিবা, (দেখ্‌সে তোরা)
আনন্দে মত্ত কিবা, হায় রে শোভা,
দীন বাউলের হৃদ্ মাঝারে। ৩৫০।

বাউলের সুর।

এসে এক রসিক পাগল, বাধালে গোল,
নদের মাঝে দেখ্‌সে তোরা;
পাগলের সঙ্গে যাব, পাগল হব,
হেরবো রসের নব গোরা।

নিতাই পাগল, গৌর পাগল,
চৈতন্য পাগলের গোড়া ;
অদ্বৈত পাগল হয়ে রসে ডুবে,
প্রেম এনেছে জাহাজ পোরা।
ব্রহ্মা পাগল, বিষ্ণু পাগল,
আর এক পাগল না দেয় ধরা ;
কৈলাসের শিব পাগল, মেয়ে পাগল,
সার করেছে ভাং ধুতুরা।
ওমীল পাগল, জোসেন পাগল,
আর এক পাগল না দেয় ধরা ;
তারা তিন পাগলে যুক্তি করে,
মক্কায় কর্লে নামাজ পড়া।
যত সব বৈরাগী বৈষ্ণব ভেক নিয়ে,
নাম বাড়ালে বাউল নেড়া,
গোঁসাই গোবিনের বচন,
পাবি চরণ, জেন্তে মরা। ৩৫১।

বাউলের সুর।

ওরে যার হবার হয়,
তার প্রেম উথলে দুর্ব্বাঘাসে।
প্রহ্লাদ হ বলে নয়ন জলে ভাসে,
হরিনামের হ বলে নয়ন জলে ভাসে।
প্রেমে নদেবাসী গৌর, ভুলাইল চোর,
মাতাইল গৌর সেই বয়সে।

ওরে বেলা গেল, বাসনার আগুন দে,
তাই শুনে লালা আমার,
ওরে লালা আমার রল না দেশে।
কত কথা শুনি এখন, চেতে নাকো মন,
(সদাই অচেতন মোহ বশে)
আমার হয়েছে প্রাণ, অশান পাষাণ,
ভেজে না সহস্র উপদেশে। ৩৫২।

কর্ত্তাভজা।

শ্রীরাধার মন্দিরে রূপ কি হইল রে,
কি হইল, কি হইল, কি হইল রে!
আট কোটরি দশম দশা, আঠার মোকামে,
ঐ যে দেহের মধ্যে আছে রূপ,
পাব কি সন্ধানে রে,-রূপ কি হইল রে।
ডাইনে গঙ্গা বাম যমুনা,-মধ্যে ত্রিবেণী লহরী,
যেখানে বসিয়া দেখ অনঙ্গসুন্দরী যে,-রূপ কি হইল রে।
ভুবন ভরি গৌর বলি মেলামিলি করে,
বিজুলি চটকে রূপ দেখ দুনয়নে রে,-রূপ কি হইল রে।
নরোত্তম বাউলে বলে, ফাঁড়িখানায় ঘুরে,
আমার দয়াল চাঁদের কৃপা হইলে,
অমূল্য ধন মিলে ;—রূপ কি হইল রে। ৩৫৩।

বাউল।

বাঁশের দোলাতে উঠে, কেহে বটে,
শাশ্মান ঘাটে যাচ্ছ চলে ?
সঙ্গে সব কাঠের ভরা, (হায় কি দশা)
সঙ্গে সব কাঠের ভরা, লট বহরা,
জাত বেহারায় কাঁদে ছলে।
ঐ শুন ঘরে পরে, সবাই কাঁদে,
ছেলেরা কাঁদে বাবা বলে ;
কোথা সে সব মমতা, (হায় রে দশা)
কোথা সে সব মমতা, কও না কথা,
এখন কি তা ভুলে গেলে ?
ঘুরে যে দিল্লি লাহোর, ঢাকা সহর,
টাকা মোহর নিয়ে এলে ;
খেতে না পয়সা সিকি, (হায়রে দশা)
খেতে না পয়সা সিকি, কও হে দেখি,
তার কিছু কি সঙ্গে নিলে ?
রং বেরং সালের জোড়া, গাড়ি ঘোড়া,
চেন ঘড়ি সব কোথায় খুলে,
হবে যে এমন দশা, (হায় কি দশা)
হবে যে এমন দশা, দশম দশা,
জীবদ্দশায় ভুলে ছিলে।
শত্রুতা প্রকাশিতে, যাদের সাথে,
বলছে সেই সকলে ;
বলছে, ভাই ভালই হল, (ঐ দেখ সব)

বল্‌ছে, ভাই ভালই হল, আপদ গেল,
হাড় জুড়োল এত কালে।
খেদে দীন বাউল কয়, এ সমুদয়,
দেখে শুনেও শোক সকলে;
একটী দিন এ ভাবনা, (হায় কি দশা)
একটী দিন এ ভাবনা, কেউ ভাবে না,
বিষয় মদে থাকে ভুলে। ৩৫৪।

মনোহর সই—লোফা।

দেখেছি রূপ সাগরে, মনের মানুষ কাঁচা সোনা,
তারে ধরি ধরি মনে করি,
ধর্‌তে গেলাম, আর পেলাম না।
বহু দিন ভাব তরঙ্গে, ভেসেছি কতই রঙ্গে,
সুজনের সঙ্গে হবে দেখা শুনা।
তারে আমার আমার মনে করি,
আমার হয়ে আর হল না।
পথিক কয় ভেবনা রে, ডুবে যাও রূপ সাগরে,
বিরলে বসে কর যোগ সাধনা।
একবার ধর্ত্তে পেলে মনের মানুষ,
ছেড়ে যেতে আর দিও না। ৩৫৫।

বাউল।

হরি বল, বলরে ভাই, আর বেলা নাই,
এই বেলা চল নিতায়ের ঘাটে।

ছেড়ে সব খুটি নাটি, দরগা আটী,
 পড় গিয়ে চরণ নিকটে।
কেন মন কর দেরি, প্রাণের অরি,
 শমন এসে বাঁধবে কসে।
নিতাই দু বাহু তুলে, আচণ্ডালে,
 ডাকৃছে রে সব পাপী জুটে ;
পাপী তোর পাপের বোঝা, দে আমারে,
 আমরা দু ভাই হলেম মুটে।
হলি মন কাণা খোঁড়া,
 পথ চিন না, সোজা হয়ে যাওনা হেঁটে। ৩৫৬।

বাউল।

দেখ ভাই জলের বুদ্বুদ, কিবা অদ্ভুত,
 দুনিয়ার সব আজব খেলা।
আজি কেউ পাদ্‌সা হয়ে, দোস্ত লয়ে,
 রং মহলে করচে খেলা ;
কাল আবার সব হারায়ে, ফকির হয়ে,
 সার করিছে গাছের তলা।
আজি কেউ ধন গরিমায়, লোকের মাথায়,
 মার্‌বে জুতো এড়ি তোলা ;
কাল আবার কোপ্‌নি পরে, টুক্‌নি ধরে,
 কাঁধে ঝোলে ভিক্ষার ঝোলা ;
আজ রে যেখানে সহর, কত নহর,
 রয়েছে সব বাজার মেলা ;

কাল আবার তথায় নদী, নিরবধি,
করবে সে তায় তরঙ্গ খেলা।
(কাঙ্গাল কয়), পাদ্সা উজীর, কাঙ্গাল ফকির,
সকলি ভাই ভোজের খেলা ;
মন তুমি যখন যা হও, ঠিক পথে রও,
ধর্ম্মকে কর না হেলা। ৩৫৭।

কেদারা—আড়াঠেকা।

বাকি কি রেখেছ দিতে, ওহে করুণার আধার,
খুলিয়ে দিয়েছ নাথ, সুধার ভাণ্ডার।
দিলে দেহ, দিলে মন, দিলে আত্মা, জ্ঞান ধন,
দিলে হে প্রেম-ভূষণ সকল রতন সার।
চির সুখ সাধিবারে, দিলে আপনারে,
কে আছে হে এ সংসারে, তোমা সম দাতা আর। ৩৫৮

কীর্ত্তন।

এমন দয়াল নাম সুধারসে,
আমার মন কেন না মজিল রে!
আমার মন,-মন কেন না মজিল রে!
সেই দেবতার বাঞ্ছিত ধনে, না মজিল রে,
(গতি কি হবে রে)
এমন জনম বিফলে গেল, না মজিল রে!
(কখন কি হবে রে)। ৩৫৯।

বাউল সুর—একতালা।

কে আমায় ডাকে বিদেশী সাধু,
মধুর ভাবে যেতে স্বদেশে ?
আমার ধন মান পরিজন
কাজ নাই গৃহ বাস।
আমি অভাগা দীন পরাধীন,
আছি রোগে শোকে, পাপে তাপে, পিতা মাতা হীন।
কবে যাবে জ্বালা, প্রাণ জুড়াবে,
হৃদে পেয়ে প্রাণেশে ?—
আর কত দিন এই আঁধারে পড়ে,
থাকব বিদেশেতে একাকী, সেই মায়ের কোল ছেড়ে।
আর ফিরাব না পাষাণ মনে, জননীরে নিরাশে।
এবার পাইলে সে হারাণ রতন,
রাখ্‌ব মনের সাধে, হৃদে গেঁথে, করিয়ে যতন,
যাবে জন্মদুঃখীর সকল দুঃখ, প্রেমবারি পরশে। ৩৬০।

পিলু—যৎ।

এক দিন হায় এমন হবে, এ মুখে আর বল্‌বে না,
এ হাতে আর ধর্‌বে না, এ চরণ আর চল্‌বে না ;
নাম ধরে ডাকবে সবে, শ্রবণে তা শুন্‌বে না,
পুত্র মিত্রে জগত চিত্রে নেত্রে নিরখিবে না।
অসাড় হবে এ রসনা আস্বাদন আর হবে না।
ভাল মন্দ কোন গন্ধ নাসিকাতে লবে না,
হবে সার, অবশার, সঙ্গে কিছুই যাবে না।

(তাঁরে) এই বেলা ডাক, ডেকে নেরে,
ডাকতে সময় মিল্‌বে না। ৩৬১।

দেশ—একতালা।

দিবা নিশি জাগেরে ও কে হৃদয় মাঝারে,
(আমার) প্রাণমোহন হৃদিরঞ্জন সখা বা হবে রে!
(নইলে) কেন অকারণে, এ মলিন মনে বিহার কর রে।
(নইলে) আমার সঙ্গে, কিবা প্রসঙ্গের রঙ্গে ঘোরে।
পাপ নাশিয়ে, প্রেম বিকাশিয়ে, মোহ সংহারে,
(আবার) মাভৈঃ রবে অভয়বাণী, শুনায় পাপীরে!
অপরূপ রূপে ভকত-পরাণ আকুল করে রে,
(আবার) হরণ করি ভব-জঞ্জাল লয় ভবপারে।
এতেও কি পাষাণ পরাণ ঘুমায়ে রবে রে,
একবার ছাড়ি মোহ ঘোর, ও চরণে ভোর হইয়ে রহ রে। ৩৬২।

বাউলের সুর।

আমি অপরূপ রূপ দেখেছি রূপ-সাগরের পারে,
ঐ ভুবনমোহন রূপে, পাগল করেছে আমারে।
আমার মন মানে না, আমার প্রাণ মানে না,
আমি আর যাব না, আর যাব না, আর যাব না ঘরে,
আমি কাঙ্গাল বেশে, ঘুরে দেশে দেশে,
আমি প্রেম-নগরে শেষ এসে পেয়েছি তাহারে।
কেঁদে পথিক বলে, ভেসে নয়ন জলে,
আমি প্রাণারামে রাখ্‌ব ভরে প্রাণের মাঝারে। ৩৬৩।

সঙ্কীৰ্ত্তন।

(১)

আমার গৌর নাচে,
নাচে সঙ্কীর্ত্তনে, শ্রীবাস অঙ্গনে, ভক্তগণ সঙ্গে,
হরি বোল বলে বদনে গোরা, চায় গদাধর পানে।
গোরার অরুণ নয়নে, (আমার গোরার)
বহিছে সঘনে প্রেম ধারা দেখ অঙ্গে,
(নাচে ভক্তগণ সঙ্গে), (আমার গৌর নাচে)।

(২)

নাচে রে শ্রীগৌরাঙ্গ আমার, রাধা প্রেমে বলে হরি হরি,
উথলিল প্রেম-সিন্ধু ব্রজলীলা মনে করি।
গোরা ক্ষণে বৃন্দাবন করয়ে স্মরণ,
ক্ষণে ক্ষণে বলে কোথায় প্রাণেশ্বরী।

(৩)

রাধে গোবিন্দ বল,
রাধে গোবিন্দ বল, শ্রীরাধে গোবিন্দ বল,
রাধে রাধে রাধে বল,
নাম বল্‌তে বল্‌তে প্রাণ গেলেও ভাল।
(থাকলেও ভাল)
রাধা নামে বাঁধ ভেলা, এড়াবি শমনের জ্বালা,
রাধা নামে সুধানিধি, পান কর নিরবধি,
রাধা রাধা বল মুখে, জনম যাইবে সুখে,
রাধ নামা বল সদা, যাবে তোর ভবের ক্ষুধা।

(৪)

সুরধুনী তীরে হরি বলে কে রে,
প্রেমদাতা নিতাই এসেছে ;(বুঝি)
আমার নিতাই এসেছে, আমার গৌর এসেছে,
(তা নৈলে প্রাণ জুড়াবে কিসে !)
নিতাই নৈলে প্রেম বিলাবে কে ?
(নিতাই নৈলে), (দয়াল নৈলে) ।

(৫)

প্রেমধন বিলায় গৌররায়,
দয়াল নিতাই ডাকে, আয় আয় আয় ;
শান্তিপুর ডুবু ডুবু, নদে ভেসে যায় ।
আপনি পড়িয়ে নিতাই, বলে সামাল রে ভাই ।
(প্রেমের বন্যা এল রে)

(৬)

কেনে আয় মাধাই রে,
নগরে কে যায় হরিবোল বলে ।
খোঁড়া যাচ্ছে দৌড়ে দৌড়ে, কানা যাচ্ছে পথ চিনে,
কত শুষ্ক তরু মুঞ্জরিল হরিনামের গুণে ;
কত অন্ধ আতুর তরে গেল, এই হরিনামের গুণে,
এ নাম কে আনিল নদে !

(৭)

আরে ও ব্রজের বালক,
হরিনাম কোথায় ছিল, কে আনিল, (বল রে)
এ নাম তোদের মুখে শুনতে ভাল ! (বল রে)

নামের বর্ণে বর্ণে সুধাক্ষরে, (বল রে)
এ নাম গোলকে গোপনে ছিল, (বল রে)
হরিনাম কোথায় ছিল, কে আনিল, (বল রে)
এ নাম নিতাই ভিন্ন কেউ জানে না! (বল রে)

(৮)

হরি বল্‌ব আর মদন মোহন হের্‌বো,
যাব ব্রজেন্দ্রপুর, গোপিকার হব নূপুর,
(গোপীকার শ্রীচরণে)
আমি শ্রীচরণে রুণু ঝুনু বাজ্‌বো।
তোমরা সব ব্রজবাসী, পূরাও এই অভিলাষী,
আমি নিতই নিতই শ্যামের বাঁশী শুন্‌বো।
(শ্যামের বাঁশী)

(৯)

গৌর প্রেম উথলিয়া যায় (রে,)
কে নিবি, প্রেম নিবি তোরা আয়।
উথলিয়া প্রেম-সিন্ধু, শান্তিপুর ডুবু ডুবু,
(প্রেমে দশদিক ভাসায়)
প্রেমে নদে ভেসে যায় (রে)!
ঢেউ এসে পাড় ভেঙ্গেছে,—ঢেউ লাগ্‌লো জীবের গায়।

(১০)

শ্রীবাসের অঙ্গিনার মাঝে, আমার গৌর নাচে,
তোরা দেখ্‌বি যদি ত্বরায় আয়,
দরশনের সময় বয়ে যায়!
নাচে হরিবোল হরিবোল হরিবোল বলে (রে),

গৌর নিতাই নাচে, হরিবোল হরিবোল হরিবোল বলে।
(আমার) গৌর নাচে রঙ্গে ভঙ্গে,
নিতাই নাচে প্রেম-তরঙ্গে,
হরিবোল হরিবোল হরিবোল বলে! (রে)
ও তার সঙ্গে নাচে ভক্তগণ,
শ্রীরূপ স্বরূপ সনাতন,
নাচে হরিবোল হরিবোল হরিবোল বলে! (রে)

(১১)

গৌর চল্লো ব্রজনগরে,
জয় রাধে শ্রীরাধার নাম লয়ে;
গোরার মুড়া মাথা, ছেঁড়া কাঁথা, করঙ্গ নিয়ে করে,
(হেদে গো নদেবাসী)
জয় রাধে শ্রীরাধার নাম লয়ে;
(গৌর চল্লো ব্রজনগরে)
গোরা যারে দেখে, গোরা তারে পুছে,
মধুর বৃন্দাবন কত দূরে?
(হেদে গো নদেবাসী)
তাপিত অঙ্গ শীতল হবে বংশীবটের ছায়াতে,
(জয় রাধে শ্রীরাধের নাম লয়ে!)
ওরে চিনিনা, চিনায়ে দেরে, ব্রজে যাব কোন পথে।
(জয় রাধে শ্রীরাধার নাম লয়ে।)

(১২)

হরি নাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে,
বল্ মাধাই মধুর স্বরে।

নারদ ঋষি দিবানিশি বীনাযন্ত্রে গান করে,
মন প্রাণ ঐক্য করে ডাক যশোদা-কুমারে।
(মাধাই তাও কি তুমি জাননা রে)
হরি নামের গুণে, গহন বনে, মৃত তরু মুঞ্জরে,
হরি নামামৃত পান করিলে, ভাস্‌বে সুখের সাগরে।
(মাধাই তাও কি তুমি জাননা রে)
আমরা দু ভাই অশেষ পাপী, বিখ্যাত এই সংসারে,
হরি নামের তরি ঘাটে বাঁধা, ডাক্‌লে নিতাই পার করে,
(মাধাই তাও কি তুমি জাননা রে)

(১৩)

ব্রজে যাই রে গুণের ভাই,
নিতাই চল্ চল্ চল্ ব্রজে যাই।
(আমরা দুভাই ব্রজে যাই)
ব্রজে গিয়ে মাধুপুরি মেগে খাই।
(চল্ চল্ চল্ ব্রজে যাই)
ওরে, রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড, কবে হের্‌বো দুনয়নে!
(চল্ চল্ চল্ ব্রজে যাই।)

(১৪)

আমি ব্রজে যাব কোন পথে?
গুণের ভাই রে নিতাই, ব্রজের পথ চিনায়ে দে।
কবে রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড দেখ্‌বো দুনয়নেতে,
কবে মাধুপুরি মেগে খাব, ব্রজবাসীর ঘরেতে,
কবে তাপিত অঙ্গ শীতল হবে বংশীবটের ছায়াতে!
আমি ব্রজে গিয়ে, এই করিব,—ধূলা মাখিব্ অঙ্গেতে;
কবে রাধারাণীর দয়া হবে, যাব ব্রজপুরেতে!

(১৫)

হরি বল্ রে আর চল্ রে ব্রজের পথে রে,
তোমরা বল, ও ভাই বল রে।
আজ সুধামাখা হরিনামে, আজ সুধামাখা,
(নামে কতই সুধা রে)
ব্রহ্মাণ্ড যাবে মেতে; আজ হরি নামের ধ্বজা লয়ে,
আজ হরিনামের (বিজয় নিশান্ ধরে রে)
যাব দ্বারেতে দ্বারেতে।
সেই ব্রহ্মার দুর্লভ নাম, সেই ব্রহ্মার,
(নামের কি মহিমা রে)
দুর্লভ নাম এল পাপী তরাতে।

(১৬)

মনের আনন্দে হরিগুণ গাও,
গাও রে আনন্দে হরিগুণ গাও;
একবার গাও রে আনন্দময় নাম,
এ নাম বদন ভরে গাও,
হরিনাম বদন ভরে গাও।
এ নাম দিনান্তে নিশান্তে গাও রে,
সদা সর্ব্বক্ষণে গাও, হরিনাম সর্ব্বক্ষণে গাও।
এ নাম শয়নে স্বপনে গাও রে;
হরিনাম যথা তথা গাও,
হরিনাম যথা তথা গাও,
এ নাম নির্ভয় নিশ্চিন্ত মনে,
গেয়ে জগত মাতাও, নামে জগত মাতাও।

এ নাম গাইতে গাইতে পথে,
(সংসারের দুর্গম পথেরে) আনন্দে চলে চাও।

(১৭)

কোন ফুলের সৌরভ রে নিতাই,
এনে জগত মাতালি রে!
গাছের নাম তার চম্পকলতা রে,
পাতার নাম তার হেম ;
ওরে, এক ডালে তার রসের কলি,
আর এক ডালে প্রেম রে।

(১৮)

তোরা কে নিবি লুট, লুটে নে,
নিতাই চাঁদের প্রেমের বাজারে।
প্রেমের কর্ত্তা শ্রীচৈতন্য, পাত্র হইল নিত্যানন্দ,
মুন্সিগিরি দিল অদ্বৈতে রে।
ওরে হরিদাস খাজাঞ্চি হয়ে প্রেম বিলাচ্ছে নগরে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যারে ভাবে নিরন্তর,
ধ্যান করিয়ে না পাইল যাহারে ;
ওরে, নারদমুনি মগ্ন হয়ে বীণা যন্ত্রে গান করে।
(নিতাই চাঁদের প্রেমের বাজারে)
রূপ সনাতন দুভাই আসি, প্রেম বাজারে বসি,
আনন্দেতে বেচা কেনা করে ;
ওরে, রাং দস্তা ফেলে, সোণা নিতেছে ওজোন করে।

(১৯)

কি প্রেমধন গৌর এনেছে এ নদিয়ায় রে,
ওরে, কলসে কলসে লুটে, তবু না ফুরায় রে।

নদীয়ার নাগরী যত জল আন্‌তে যায় রে,
(ওরে) কাঁকের কলসী থুয়ে গৌর পানে চায় রে!
গৌর নিতাই দুটী ভাই, নাচে আর গায় রে,
কুল ডুবায়ে উঠ্‌ল ঢেউ, লাগ্‌লো জীবের গায় রে।
গৌর বলে, নিত্যানন্দ তুমি গুণের ভাই রে,
ওরে, তুমি থাক মায়ের কোলে,
আমি ব্রজে যাই রে।

(২০)

হরি নাম সুধা সিন্ধুনীরে,
ভাসিয়ে দে দেহ তরি হরি বলে রে।
ও তার যাবার সময়, কত রত্ন কুড়াইবি রে,
ও তার কূলে পড়ে ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম রে।
ও ভাই, সে জলধি, নিরবধি সুখময় রে,
ও তায় ব্রহ্মা আদি দেবগণে সুখে বিহরে।
নবহুল্লোড় বলে ভাই চল সত্বরে,
ও তোর ভক্তিকুম্ভ লয়ে চল, সুধা আনি রে।

(২১)

হরি বলে দেবগণে নাচে। নাচে রে গৌরাঙ্গ আমার ভকত সমাজে, (ভাবে গরগর রে) দু নয়নে প্রেমধারা অপরূপ সাজে।

ঋষি সক্রেটিশ্‌ নাচে আনন্দ বদনে, বাল্মীকি বশিষ্ঠ নাচে মুদিত নয়নে।

ঈশা নাচে মুশা নাচে দুবাহু তুলিয়ে; (প্রেমে মত্ত হয়ে রে) দেবর্ষি নারদ নাচে বীণা বাজাইয়ে।

নাচেন প্রাচীন সাধু দাউদ ভূপতি; (যোগানন্দ ভরে রে) তার সঙ্গে জনক যুধিষ্ঠির মহামতি।

মহাযোগী মহাদেব নাচেন আনন্দে; (প্রেমে পাগল হয়ে রে) তার সঙ্গে জন্ নাচে লয়ে শিষ্যবৃন্দে।

নানক প্রহ্লাদ নাচে, নাচে নিত্যানন্দ; (হরিবোল বলে রে) তার মাঝে নৃত্য করে পল্ মহম্মদ।

ধ্রুব নাচে, শুক নাচে, নাচে হরিদাস; তার মাঝে মাঝে নাচে যত ব্রহ্মদাস।

পাপী নাচে, সাধু নাচে, নাচে দুঃখী ধনী; নারীগণ মধুর স্বরে করে শঙ্খধ্বনী।

জাতিকুল অভিমান সব পরিহরি; ব্রাহ্মণে চণ্ডালে নাচে কোলাকুলি করি।

জলে নাচে মৎস্যগণ আকাশে বিহঙ্গ; তরু নাচে বায়ুভরে করে কত রঙ্গ।

নদী নাচে সিন্ধু নাচে তুলিয়ে তরঙ্গ; তার মাঝে করেন হরি লীলারসরঙ্গ।

রবি শশী তারাদল নাচিছে গগনে; পশু পাখী নাচে গায় গহন কাননে।

অনলে অনিল নাচে, মেঘে সৌদামিনী; হিমালয় শিরে নাচে অনন্ত হিমানি।

বেদ বাইবল নাচে ভাগবত সনে, পুরাণ কোরাণ নাচে প্রেমের মিলনে।

বিজ্ঞানী বৈরাগী কবি করে হরিধ্বনি, সুধাময় নূতন বিধান স্তব শুনি।

(২২)

হরি বলে আমার গৌর নাচে,
নাচেরে অদ্বৈত আমার হেম গিরির মাঝে।
(ভাবে ভোর হয়ে আমার গৌর নাচে রে)
(হরিবোল বলে আমার গৌর নাচে রে)
অরুণ নয়নে ধারা, প্রেমে ঢুলু ঢুলু আঁখি ভোর,
গোরার রাঙ্গা পায়ে সোনার নূপুর রুণু ঝুণু বাজে।
(আমার গৌর নাচে)
থেকো রে বাপ নরহরি, চাঁদ গৌরের কাছে,
গোরার রাধারসের গড়াতন্নু, ধূলায় পড়ে আছে।
(নদের কঠিন মাটি রে)।

(২৩)

তোরা দেখ এসে রে নদেপুরে,
যাদের হরির নামে নয়ন ঝরে রে।
(তারা) দুভাই বাহুতুলে, প্রেমে গলে, নৃত্য করে রে।
(চেয়ে দেখ রে নদেবাসী)
তাদের আর কিছু নাই এ সংসারে, সে ধন বিনে রে।
(তোরা আয় রে নগরবাসী)
তারা হরি হরি বলে ভূমে লুটায় রে,
(চেয়ে দেখ রে নগরবাসী)
তারা সেই নামে পাগল হয়ে বের হয়েছে রে,
(এমন রূপ দেখি নাই রে)
তাদের রোগ শোক পাপ তাপ চলে গেছে রে।

(২৪)

মুখে দীনবন্ধু হরির নাম তুই ভুলিস্ নারে,
এমন মধুর নাম তুই কোথায় পেলি (ও রসনা)
রসনা, রসনা, ও রসনা রে।
এ নাম ব্রহ্মা জপে ব্রহ্ম জ্ঞানে,
যোগী জপে যোগসাধনে,
এমন মধুর নাম তুই পেলি কোথায় ওরে রসনা রে!
এ নাম শিব জপেছে পঞ্চমুখে,
নারদ জপে বীণা রবে,
এমন মধুর নাম, তুই পেলি কোথা? (ওরে রসনা রে)
এ নামে শমন দমন, রোগ নিবারণ,
যম ভয় আর রবে নারে; (এমন মধুর নাম)
এ নাম গোলকে ছিল, কে আনিল নদেপুরে,
এমন মধুর নাম কোথায় পেলি, (ওরে রসনা রে)!

পরিশিষ্ট—নানাবিধ।

পৌরাণিক সঙ্গীত।

শঙ্কর।

সারঙ্গ—ঝাঁপতাল।

হর শঙ্কর, শশিশেখর, পিনাকী ত্রিপুরারে,
বিভূতিভূষণ, দিকবসন জাহ্নবী-জটাভারে।
অনল ভালে মদনদহন, তরুণ কিরণ নয়ন,
নীলকণ্ঠ রজত বরণ, মণ্ডিত ফণীহারে।
উগ্রারূঢ় গরল ভক্ষ্য, অক্ষমালা শোভিত বক্ষ,
ভিক্ষালক্ষ, পিশাচ পক্ষ, রক্ষক ভবপারে। ১।

কামোদ—ঠুংরি।

শম্ভো শিব শঙ্কর ;—
ত্রিলোকপালক, ত্রিনেত্র ধারক,
নাশক ত্রাশক, নয়নে পাবক,
শম্ভো শিব শঙ্কর।
বম বম্ ভোলা, গলে হাড় মালা,
শম্ভো শিব শঙ্কর ;—
জয় ত্রিপুরারি, জয় বিষধারী,
শ্মশানচারী, জয় ভস্মধারী,
শোভিত গায়ে বিভূতি ;—

সত্ত্ব, রজ, তম, গুণসংযম,
জয় শিব পশুপতি, শিব শঙ্কর ;—
শম্ভো শিব শঙ্কর । ২ ।

ভৈরবী—ঠুংরী ।

মৃড় চন্দ্রচূড় হর ভোলা,
ভূতনাথ ভব, বোম বব বোম্ বব,
নিনাদ ভৈরব অম্বু উথলা ।
মন্মথ-শাসন, নয়ন হুতাশন,
ফণামাল গল, দল দল দোলা ।
তমাল নিন্দিত, কণ্ঠে হলাহল,
জলদ-জাল জিনি, জটাজূট দল,
কল কল ঢল ঢল গঙ্গা বিলোলা । ৩ ।

বাহার—যৎ ।

ওহে হর বাঘাম্বর, কৃপা কর অবলায়,
আকুলা অকূল মাঝে, রাখ ভোলা রাঙা পায় ।
না জানি এ বিসম্বাদে, ফেলিবে কি পরমাদে,
প্রাণ কাঁদে,—
শঙ্কর, সঙ্কটে তার, অঙ্গনা আশ্রয় চায় । ৪ ।

ঝিঁঝিট—একতালা ।

ভাঙ-বিভোলা ভোলানাথ ভোলা ভূত সাথ নাচিছে,
ডিমিকি ডিমিকি রাম রবে মধুর ডমরু বাজিছে ।

বম্ বম্ বম্ বাজিছে গাল, তাল দিতেছে তাল বেতাল, ভূত প্রেত প্রমথপাল, হি হি হি হি হাসিছে।

অঙ্গে ভস্ম ভূষণ ফণি, ভালে শোভে নিশামণি, শিরে সুরধুনী, কুলু কুলু ধ্বনি করিছে।

ধুতুরা পানে আঁখি ঢুলু ঢুলু, কর্ণে শোভে ধুতুরারি ফুল, কটিতটে বাঘছাল দুকূল, দুকূলে দুলে খসে পড়িছে। ৫।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

হর অশেষ ক্লেশ মন হর,

হর রোগ হর, হর শোক হর, বিড়ম্বনা আর করোনা, বারম্বার, রং মেখে সং সেজে কত আসিব শঙ্কর!

কৃপা কর কৃত্তিবাস, ঘুচাও দাসের গর্ভবাস, কর্ম্মফাঁসে কণ্ঠ ছেদ করে।

ওহে ত্রিনেত্র, দাও দিব্য নেত্র, পামরে করুণানিধি করুণা-কণা বিতর।

বিরূপাক্ষ বামদেব, কোপে ভস্ম কামদেব, কামাদি রিপু সংহার।

মম তমোগুণ, হর তমোগুণ, পড়িয়ে যন্ত্রণাজালে জর জর কলেবর।

আমি অতি হীনমতি, নাজানি ভকতি স্তুতি, ত্বং গতি পরমেশ্বর। ৬।

[সাধারণ।]

তুঙ্ক—ঠুংরী।

তামসী রজনী, পথ নাহি চিনি, আসিয়ে পড়েছি বনে,
পঙ্কজ-লোচন, শ্রীমধুসূদন, ধ্রুবেরে রাখ চরণে।
গিয়ে পিতৃ-পাশে, বিমাতার কাছে, যে দুখ পাইনু মনে,
সে কথা কহিতে, তোমারে দেখিতে, বাসনা হয়েছে মনে
অন্তরেরি কথা, জান হে তুমি তা, কহে ইহা সর্ব্বজনে ;
এসেছি বনেতে, তোমারে দেখিতে, জননীর মুখে শুনে,
তুমি নারায়ণ, কমল-লোচন, নাশ মম মনাগুণে। ৭।

জংলা সারঙ্গ—তাল তেওরা।

আজি পাণ্ডব-যশোরব, যত গুণ গৌরব, সব যাবে,
গুনময় গাণ্ডীব, আজি নিগুর্ণ করিব, দেখিবে সবে।
অক্ষয় তূণ নিশ্চয়, শূন্যময় হবে,
চক্রাকারে কপিধ্বজ ঘুরিবে।
মহাবীর ভীমসেনে, শোয়াব ধরাসনে,
মহা মহরথী অগণ্য, যতেক সৈন্য,
চুম্বিবে ধরা সবে ; যবে লুটিবে,—পুত্র বলি তবে চিনিবে। ৮।

জয় জয়ন্তী—আড়াঠেকা।

বিধি এই তব মনে ছিল,
সূর্য্যবংশ গৃহলক্ষ্মী পরের কিঙ্করী হল !
রবি শশী যে বদন, হেরে নাহি কদাচন,
আসিয়ে পথিক জন, হায় তারে কিনে নিল।

শশী সম সুকুমার, বিকাইনু সাথে তার,
কুবুদ্ধি একি আমার, কলঙ্ক রটিল!
ধিক্ এই অভাজনে, আপন জন বিহনে,
এখনও বেঁচে প্রাণে, কেন প্রাণ না যাইল!
হা কুমার, হা প্রেয়সি, দেখা দাও ত্বরা আসি,
তোমাদের দুঃখ রাশি অধম হতে ঘটিল! ৯।

ভৈরবী—একতালা।

তাই ভাবি গো মনে, বিনা নিমন্ত্রণে,
কেমন করে যজ্ঞে যাই বল না।
তোমরা সবে যাবে, সমাদর পাবে,
আমি গেলে পিতা কথাও কবেন না।
একে নারী আমি ভিখারীর ঘরণী,
বিধাতায় করেছেন জনম দুখিনী।
শিব অপমানে হয়ে অপমাণী,
শিবনিন্দে আমার প্রাণে সবে না। ১০।

মুলতান—কাওয়ালী।

তোরে যেতে দিব না মা শঙ্করি,
আমার মন সরে না, প্রাণ বুঝে না,
যেতে দিতে দক্ষপুরী।
তুই গেলে আর আস্‌বিনি,
ওগো হরের মন-মোহিনী।
মা বলে আর ডাক্‌ব কাকে,
সেই ভেবে মরি! ১১।

টোড়ি—আড়াঠেকা।

আর অভিমান করিস্‌নে মা, ক্ষমা দেগো ও শঙ্করি,
দুনয়নে বহে ধারা, মা হয়ে কি সইতে পারি।
তুমি নও সামান্যা কন্যা, ভবজায়া ত্রিলোকমান্যা,
আছি মা তোমারি জন্য, পথ নিরীক্ষণ করি। ১২।

মূলতান—একতালা।

কই সে দুখিনী ধনী,
ভিখারী হরের ভিখারিণী ?
কোথা সে যোগীর যোগ-ভঙ্গিনী,
নীল-নলিনী ফণির মণি ?
কই সে হরের নয়ন তারা,
সে বিনে হয়েছি নয়ন হারা ;
কই সে কামিনী, বন-হরিণী,
পাগল শিবের পাগলিনী। ১৩।

মতিরামের সুর।

জননী বলি গো তোমার গোচরে,
সাত দিন পর্য্যন্ত, যোরা অবিশ্রান্ত,
করিলাম শ্রীরাম সহ সমর,
ও মা, ভরত আর শত্রুঘ্ন, ধীর বীর লক্ষণ,
এ তিন তাহার সহোদর।
আর কত রাম সৈন্য, করি হয় অগণ্য,
সসৈন্যে মেরে এলাম রঘুবর।

ও মা, শ্রীরাম নাম যার, তার অঙ্গের অলঙ্কার,
এনেছি কত মনোহর।
দেখ কিরীট কুণ্ডল, আর মাতঙ্গ মণিহার,
আর এনেছি তার ধনু শর!
ও মা, কপি এক চমৎকার, এক রাক্ষস আর,
এক ভল্লুক ভয়ঙ্কর ;
তাদের বন্ধন করিয়া, এনেছি ধরিয়া,
না মরে সমরে, তিনই অমর। ১৪।

মতিরায়ের সুর।

কইতে সে কথা, বাজে বুকে ব্যথা,
কি প্রমাদ করিল তোমার কুসন্তান।
কহিতে হয় ত্রাস, হয়েছে সর্ব্বনাশ,
বধেছে সসৈন্যে রাঘবের প্রাণ।
আগে শত্রুঘ্নে, মারিলেক রণে,
মারে পরে ভরত লক্ষ্মণে ;
কটক সহিতে, মারলে তব সুতে,
রামকে মেরে এল এই কতক্ষণ।
মানা নাহি মানে, নানা সন্ধানে হানে বাণে বাণে,
কে বাঁচে প্রাণে মা, তব লব কুশ কি পাষাণ।
সব শব পারা, মোরা অর্দ্ধ মরা,
হায় বেঁচে আছি তিন জন ;
সবে জর জর, দহে কলেবর,
নাহি সরে স্বর, সংশয় জীবন।

চাহিল মোদের বধের কারণ,
নাহি মরিলাম অমর কারণ,
বেঁধে এনেছে, দেখ বিদ্যমান। ১৫।

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

সখি কৈ লো আমার অভিমন্যু আমার নয়ন তারা ধন,
জীবন মৃত হয়ে আছি, দেখে জুড়াই চাঁদ বদন।
না হেরে তার বদন শশী, আঁখি-নীরে সদা ভাসি,
সে যে আমার জীবনের শশী,
সে ধনে বঞ্চিত হয়ে, জীবন রহে কত ক্ষণ। ১৬।

যাত্রার সুর।

(আছে) তোর বিলক্ষণ বীরত্ব লক্ষণ,
কি জানিরে লক্ষণ, ঘটিবে কি দায়।
তাই করি বারণ, করনারে রণ,
(আমার কপাল ভাল নয়, ভাল নয়)
পাছে গৌর বরণ, হারাই ভাই তোমায়।
কমল হতে জানি কোমল অঙ্গ তোর,
রাক্ষসের বাণে হবি রে কাতর,
(ভয় এই পাছে ভাই-হারা হই)
সকল মেলে ভাই,—ভাই মেলে কোথায়! ১৭।

সামাজিক সঙ্গীত।

বিভাস—একতালা।

যার পয়সা নাই, ওরে ভাই, সংসারে তার মরণ ভাল,
পয়সা ভিন্ন, হয় না পুণ্য, মান্য গণ্য কে করে বল।
পয়সা হীন হলে নরে, লোকে তারে নিন্দা করে,
প্রাণের সহোদরে-সমাদরে আলাপ করে না;
বন্ধুগণে তায় না গণে, সুতাসুতে বশে থাকে না;
পিতামাতা, কন না কথা, মর্ম্মে ব্যথা দেন তার প্রবল।
নারকী নরের করে, পাপ পয়সা হলে পরে, পুণ্য হয় সংসারে,
নরে কে না করে যশ গান,
অর্থবশে অনায়াসে, সভায় বসে হয়ে মান্যমান,
কুলে শীলে, হীন হলেও, কুলীন বলে তারে সকল।
দরিদ্র হলে পতি, প্রাণ-প্রেয়সী রসবতী,
রোষান্বিত হয়ে অতি,পতির পাশে ঘেঁষে না—
সদাই বলে, বাঁচি মলে, পোড়া কপালে সুখ হলো না।
পাই নে বসন, পাই নে ভূষণ, অনশনে চিরদিন গেল। ১।

বেহাগ—পোস্তা।

ওরে মন, তোমারে আজ বাদে কাল ভবের পটল তুল্‌তে হবে,
এখন উপায় আছে ভেবে নে ভবানী ভবে।

কোথা ঘড়ী বাড়ী, পড়ে গড়াগড়ি যাবে,
গালপাটা কাটা গোঁপে কে আদরে আতর মাখাবে।
পমেটম হেয়ারে দিয়ে চেয়ারে কে বসে রবে,
বিধুমুখে নিধুর টপ্‌পা গান কর্‌বে কে মধুর রবে।
বুকের ছাতি ফুলিয়ে কে জুড়ী হাঁকাবে,
আরামে আরামে গিয়ে খুসী হয়ে খাসী খাবে।
টানাপাখা টাঙ্গিয়ে দিয়ে বৈটকখানায় বাতাস খাবে,
ফুলের তোড়া সামনে রেখে সট্‌কা টেনে সাধ মিটাবে।
রোগ হোলে ডাক্তারে যখন নাড়ী টিপে জবাব দিবে,
তখন কুইল ধরে উইল করে পরের হাতে দিতে হবে।
এখন একটী পয়সা ব্যয় কর না মহামায়ার মহোৎসবে,
যখন পাঁচে পাঁচ মিশাবে তখন পাঁচভূতে সব লুটে খাবে।
খাটে তুলে ঘাটে তখন সুঁদরী কাঠে সাধ মিটাবে,
প্যারী বলে যাবার সময় মেম-সাহেব কে সঙ্গে যাবে ? ২।

সিন্ধু-খাম্বাজ—একতালা।

অবাক্ কল্লে জুয়াচোরে ;
গেল সোণার বাঙ্গালা ছারে খারে ;
ভাল মানুষ হতভাগ্য, বিজ্ঞ-হয়ে অন্নে মরে ;
আবার সোণার দরে রাং বিকোচ্ছে,
কেবল বিজ্ঞাপনের জোরে।
কেহ কলায় ভট্টাচার্য্য, ম্লেচ্ছের কার্য্য করে ;
আবার মাথায় রাখে হজ্‌মি টিকি,
কেবল ফাঁকি দিবার তরে।

কেহ হলো রাজনীতিজ্ঞ, দুই একটী বক্তৃতা করে।
আবার কেহ হলো দেশের বন্ধু,
গালি দিয়ে ইংরেজেরে।
কেহ হলো ভক্ত সাধু, অকথা ভণ্ডামি করে ;
ওদের স্বার্থ বটে পরমার্থ, অর্থ পেলে সকলি করে।
আশ্চর্য্য এক দলাদলি, ক্ষুদ্র সাহিত্যের বাজারে,
তাতেই কেহ হলো কবিশ্রেষ্ঠ,
অবিকল তর্জ্জমা করে।
কেহ করে বিদ্যা প্রকাশ, দেশ ছেড়ে দেশ দেশান্তরে ;
আবার উপাধি হয়েছে ব্যাধি,
কত অবিদ্বানের তরে।
কেহ হলো সাহেব সুবা, রীতিমত সেলাম করে ;
আবার কেহ হলো রাজা-নবাব,
বড় বড় খানার জোরে।
আসল কথা স্বার্থসিদ্ধি, দুষ্টবুদ্ধি ঘরে ঘরে,
যখন সময় হবে সব বেরবে,
এ সময় তো থাকবে না রে। ৩।

বাউল।

হদ্দমজা কলিকালে কল্লে কল্‌কাতায়।
মাগীতে চড়লো গাড়ী ফেটীং জুড়ী,
হাতে ছড়ি হ্যাট্‌ মাথায়।
ষষ্ঠী মাকাল আর মানে না,
সেঁজুতির ঘর আর আঁকে না,

আরসিতে মুখ আর দেখে না,
এখন কেবল ফটোগ্রাফ চায়।
এখন গাউন পরে ঘোড়ায় চড়ে,
গঙ্গাস্নান ত দেছে ছেড়ে,
গোসল-খানায় খানসামাতে,
টাউএল দিয়ে গা মোছায়।
পায়ে লেডি বুট, ভক্ষণ পাউরুটী বিস্কুট,
আবার আলকানিরুট না দিলে
তেলের মসলা নাহি হয়।
বাংলার চাল আর নাহি পেটে,
ইংরাজীতে এঁটে সেঁটে,
বাড়ী মেল-কর্ত্তাদের বেড়া এঁটে,
একি হলো দায়।
আবার পুরুষের হাত ধরে,
পাব্‌লিক লেক্‌চারে যায়। ৪।

সিন্ধু খাম্বাজ—খং।

বড় বেজায় দর বাড়ালে বরের বিশ্ব-বিদ্যালয়।
বাঙ্গালায় কন্যাদায় যত গৃহস্থ-লোকেরা মারা যায়।
না হতে এণ্ট্রেন্স পাশ, চায় গো রূপার থাল গেলাস,
বি. এ, সোণার ঘড়া গাড়ু, এ, মেতে সর্ব্বস্ব চায়।
কন্যার বাপ বরকর্ত্তারে, কহিছে মিনতি করে,
তোমার এ খাঁটি কনার চাপন, ক্ষুদ্র প্রাণে নাহি সয়। ৫।

মুলতান—আড়খেম্টা।

সুখ নাই উকিল মহলে, ওকালতির প্যাঁচ লেগেছে,
উকিলের গোলে।
কোর্টে নাই মিছিল মামুলা, ভ‍্যাব্‌ছে বসে সকল আম্‌লা,
উকিলেরা বেচ্চে সাম্‌লা কিসে দিন চলে।
এ কাজে আর নাইকো যুত, জুটেছে অনেক ভূত,
হয়েছে ঘোর বেযুত কাঁদ্‌ছে সকলে।
হরি ঘোষের গোয়াল যেমন, হাইকোর্টের লাইব্রেরী তেমন;
কেউ ঢুক্‌ছে কেউ বেরুচ্চে, নজীর বগলে। ৬।

বাউল।

বেঁচে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে,
সদরে হয়েছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে।
কবে হবে হেন দিন, প্রকাশ হবে এ আইন,
জেলায় জেলায় থানায় থানায় বেরুবে হুকুম,
যতেক বিধবার বিয়ের লেগে যাবে ধুম,
কে যাবে এদের সনে বরণ ডালা মাথায় লয়ে।
কবিবর হেসে কয়, ঘুচিল নারীর ভয়,
সকলের হাতের খাড়ু হইল অক্ষয়;
সবে বলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জয়;
দেখে শুনে মদন রাজা পলাইল ভয়ে। ৭।

ঝিংঝা—একতালা।

খেও না খেও না ছুঁইও না, মদ বদ্ জিনিস ভাই রে।
অদেয় অপেয় হের বস্তু অতি, মতিমান্ নরে করে হীন মতি,

অল্প দিনে ঘটে অশেষ দুর্গতি, সর্ব্বনাশের চাঁই রে।
বিনামে পদ ঘটায় বিপদ, করে দুরাশয় করে চতুষ্পদ,
নরকের নদ পাতকের হ্রদ, মদ আপদের থাঁই রে।
সর্ব্বনেশে সুরা চাপে যার ঘাড়ে,কলেবর ত্যাগ করে গো-ভাগাড়ে,
চিনি রিফাইন হয় তার হাড়ে, অলক্ষ্মীর বাড়ে ঠাঁই রে।
যারে দংশায় সুরা-কাল সাপ, কলঙ্ক-সাগরে সেই দেয় ঝাঁপ,
নানা রোগ ভোগে পায় পরিতাপ, অসুস্থ সদাই রে।
নেশায় ঢুলু ঢুলু নেত্র জবাফুল, বিষয়ে বিরক্ত কাজ কর্ম্মে ভুল,
হিত উপদেশ যেন বাজে শূল, রেগে হতে হয় কাঁই রে।
কথাতে বেতাল, মুখে ভাঙ্গে লাল, চলে যায় বেঁকে,
লোকে বলে মাতাল, পথে ঘাটে পড়ে খায় কত তাল,
ছি ছি এমন পাজি নেশা নাই রে। ৮।

খাম্বাজ—একতালা।

ধরি দুটী পায়, বলি গো তোমায়,
ক্ষান্ত হও পিতা ত্যজ সুরাপান।
দেখ গো একবার, ডুবিল সংসার,
আমাদের প্রতি হয়ে কৃপাবান।
জীবিত থাকিতে তুমি গো ধরায়,
রহিব কি মোরা হয়ে নিরাশ্রয়,
চিরদুখী দীন হীন নিরুপায়,
অনাথ দরিদ্র বালক সমান।
তোমার অত্যাচারে জননী আমার,
কাঁদেন দিবানিশি করি হাহাকার,

শোকে ভগ্ন দেহ অস্থি চর্ম্ম সার,
দেখিলে সে মুখ বিদরে পাষাণ। ৯।

কবির সুর।

নীল বানরে সোণার বাংলা কল্লে এবার ছারখার।
অসময়ে হরিশ মলো, লংয়ের হলো কারাগার!
প্রজার আর প্রাণ বাঁচান ভার,
রাম সীতার কারণে, সুগ্রীবে মিতাল করে বধে রাবণে,
যত সওদাগরেরা সহায় এদের,—বাঁদর ছুটো এডিটার।
এখন স্পষ্ট লেখা ঘুচে গেল, জজ সাহেব এক অবতার,
যত নচ্ছারের রাজত্ব হল, সাধুর পক্ষে গঙ্গা পার। ১০।

খাম্বাজ—একতালা।

চাঁপদাড়ি রাখা, চোকে চস্‌মা ঢাকা, ভয়ানক ঢং চেগেছে বাংলাতে। এ পথের পথিক, নম্বরে অধিক, (গণনায় অধিক) দেখা যায় কেবলই ইয়ং বেঙ্গলেতে।

যাদের আঁতুড়ে গন্ধ গায় পাওয়া যায়, চস্‌মা নাকের ডগে এ বড় বেজায়, সে সং সাজা দেখে কার না হাসি পায়? গম্ভীর ভাবে বসে থাকেন চেয়ারেতে।

ফিলোজফার যেন ভাবছেন ফিলোজফি, নবাবী আমলের পুরোণ মৌলবী, বেদব্যাস কিম্বা কালিদাস কবি, নিমগ্ন রয়েছেন থিওরি চিন্তাতে।

চেনা যায় না এখন হিন্দু মুসলমান, চেহারায় চকে ঠেকে সব সমান, বাড়ুয্যে কি রসুলবক্স রমজান, অনুমান করা কঠিন একনেতে।

দাড়ি রাখে লোক হলে মহারোগ, দাড়ির সঙ্গে নাই ধর্ম্মের সংযোগ, তবে দাড়ি রাখা কেবল কর্ম্মভোগ, কামানো পয়সাটা পায়নাকো নাপিতে।

প্রাচীন প্রণালী দিয়ে যমের বাড়ী, নকল তুলে নিতে ছুটে তাড়াতাড়ি, সাহেবেরা চটে দেখে চাঁপদাড়ি, কবি কয় তবু প্রবৃত্তি দাড়িতে। ১১।

বাউল।

ভাই রে ভাই, কলির মানুষ চেনা ভার,—
মানুষের উপর ভিতর দুই প্রকার।
টেঁকে ঘড়ী হাতে ছড়ী, ফুল বাবু সেজে,
বাবু চল্লেন সমাজে,—(মরি হায়)
আবার অন্দরেতে ছাঁট্‌চে বালাম,
বাবুর যত পরিবার!—
ইংলিশ বুটে, ইংলিশ কোটে, বিস্‌কুটে রত,
বাবু ইংরাজের মত ;—(মরি হায়)
পেটে পা দিয়ে টিপ্‌লে পরে,
এ, বি, সি, ডি, (ও ভোলা মন)
এ, বি, সি, ডি পাওয়া ভার। ১২।

জাতীয় সঙ্গীত।

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

মিলে সবে ভারত সন্তান, একতান মন প্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান।
ভারত ভূমির তুল্য আছে কোন স্থান,
কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান!
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী,
শত মণি রত্নের নিধান।
হক, ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয়, কি ভয় গাও ভারতের জয়। ১।

ইমন—আড়াঠেকা।

হবে কি ভারতে পুন এমন সুদিন,
ভারত সন্তান কি রে হইবে স্বাধীন?
ভীষ্ম কর্ণ ভীমার্জ্জুণ, অশ্বথামা আর্য্য দ্রোণ,
জামদগ্ন্য বীর পুন জন্মিবে কি কোন দিন!
কাঁপিবে বিশাল পৃথ্বী, পুন বিক্রমে নবীন,
রহিবে না পুণ্য ভূমি চির পরাধীন। ২।

নট বেহাগ—পোস্ত।

নীরব ভারতে কেন ভারতীর বীণা,
সোণার প্রতিমা আজি শোকে মলিনা!

কুঞ্জে কুঞ্জে গায়, কোকিল কণ্ঠে, খেলিত সুধা তরঙ্গে,
সে কবি-নিকুঞ্জ আজি শ্মশান সমান।
বীর রাগমদে, যেই তানে গর্জ্জিত ভারত,
আজি সে দীপক-রাগ, শ্রবণে শুনি না। ৩।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

হায় কি তামসী নিশি ভারত মুখ ঢাকিল,
সোণার ভারত আহা, ঘোর বিষাদে ডুবিল!
শোক সাগরেতে ভাসি, ভারত মা দিবানিশি,
স্মরি পূর্ব্ব যশোরাশি, কাঁদিতেছে অবিরল।
কে এখন নিবারিবে জননীর অশ্রুজল? ৪।

কীর্ত্তনের—ভুক।

কেরে ও কামিনী, ধূলা ধূসরিণী,
বিজন কাননে রে!
আলু থালু কেশ, ছাড়িছে নিশেস,
অতীব সঘনে রে!
জীর্ণ শীর্ণ দেহ, সঙ্গে নাহি কেহ,
ধীরে ধীরে যায় রে!
মলিন বসনে, বিরস বদনে,
পাগলিনী প্রায় রে।
চলিতে চলিতে, না পারি চলিতে,
বেজেছে কি পায় রে?

কি কহিব আর, ভারত সোণার,
আজি এ দশায় রে!
হৃদে পাই ব্যথা, কহিতে এ কথা,
বুক ফেটে যায় রে! ৫।

ভৈরবী—কাওয়ালী।

কেন ভাগিরথী, হাসিয়ে হাসিয়ে,
নাচিয়ে নাচিয়ে চলিয়ে যাও গো।
চলিয়ে চলিয়ে সৈকত পুলিনে,
বহি এ ভারতে, কি সুখ পাও গো।
নিরখি মা আজ ভারতের দশা,
এ দুখে আনন্দে কি গান গাও গো!
কি সুখে বল মা নীলাম্বর পরি,
হরষিত মনে সাগরে ধাও গো।
অধীন ভারতে বহিও না আর,
এ কলঙ্ক রেখা মুছায়ে দাও গো।
উথলি তটিনী গভীর গরজে,
পূত ভারত হৃদয় ছাড়ো গো। ৬।

বসন্তবাহার—একতালা।

আঁধার ভারতে আলো কে জ্বালিবে রে,
আলোকিত ছিল যারা, একে একে গেল তারা,
ত্যজি যায় সুখ-তারা যেমনে প্রভাতে রে,
বিদেশী চাতক আসি, পিয়িতেছে জল রে!

দুখে ভারত জননী করিছে রোদন-ধ্বনি,
হারাইলে মণি ফণী যেমন বিষাদেরে রে!
আর কি চকোর হাসি, পিয়িবে রে সুধারাশি,
পূরবে ভারত-শশী যেমন উদিলে রে।
ভারত বিহগগণ, গাবে কি মধুর গান,
তারা পূরবে যেমন গাইত উল্লাসে রে।
সে সুখের দিন হায়, আসিবে কি পুনরায়,
পালাবে কি দুরালয়, ভারতের মসীরে।
আবার ভারতে আলো কে আর জ্বালিবে রে! ৭।

খাম্বাজ—ঠুংরী।

কত কাল পরে, বল ভারত রে,
দুখ সাগর সাঁতারি পার হবে!
অবসাদ হিমে, ডুবিয়ে ডুবিয়ে,
ও কি শেষ নিবেশ রসাতল রে!
নিজ বাস ভূমে, পরবাসী হলে!
পরদাস খতে সমুদায় দিলে।
পর হাতে দিয়ে, ধন রত্ন সুখে,
বহ লৌহ বিনির্ম্মিত হার বুকে।
পর ভাষণ আসন, আনন রে—
পর পণ্যে ভরা তনু আপন রে।
পর-দীপ শিখা, নগরে নগরে,
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে। ৮।

জয়জয়ন্তী।

তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ,
তোমারি তরে মা সঁপিনু প্রাণ ;
তোমারি শোকে এ আঁখি বরষিবে,
এ বীণা তোমারি গাইবে গান।
যদিও এ বাহু অক্ষম দুর্ব্বল,
তোমারি কার্য্য সাধিবে ;
যদিও এ অসি কলঙ্কে মলিন,
তোমারি পাপ নাশিবে।
যদিও হে দেবি শোণিতে আমার,
কিছুই তোমার হবে না—
তবু ওগো মাতা পারি তা ঢালিতে,
এক তিল তব কলঙ্ক ক্ষালিতে,
নিভাতে তোমার যাতনা!
যদিও জননি, যদিও আমার,
এ বীণায় কিছু নাহিক বল,
কি জানি যদি মা একটি সন্তান,
জাগি উঠে শুনি এ বীণা-তান!। ৯।

নট বেহাগ—ঝাঁপতাল।

মলিন মুখ চন্দ্রমা ভারত তোমারি,
রাত্রি দিবা ঝরিছে লোচন বারি।
চন্দ্র জিনি কান্তি নিরখিয়ে, ভাসিতাম আনন্দে,
আজি এ মলিন মুখ কেমনে নেহারি ;
এ দুখ তোমার হায় রে সহিতে না পারি। ১০।

ভৈরবী—একতালা।

দিনের দিন, সবে দীন, ভারত হয়ে পরাধীন,
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ, অনশনে তনু ক্ষীণ।
সে সাহস বীর্য্য নাহি আর্য্যভূমে,
পূর্ব্ব গর্ব্ব সর্ব্ব খর্ব্ব হলো ক্রমে,
চন্দ্র সূর্য্য বংশ অগৌরবে ভ্রমে,
লজ্জা-রাহু মুখে লীন।
অতুলিত ধন রত্ন দেশে ছিল,
যাদুকর-জাতি মন্ত্রে উড়াইল,
কেমনে হরিল, কেহ নাহি জানিল,
এমনি কৈল দৃষ্টিহীন।
তুঙ্গদ্বীপ হতে পঙ্গপাল এসে,
সার শস্য গ্রাসে, যত ছিল দেশে,
দেশের লোকের ভাগ্যে খোসা ভুষি শেষে,
হায় গো রাজা কি কঠিন!
তাঁতি কর্ম্মকার করে হাহাকার,
সূতা, জাঁতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার,
দেশীয়বস্ত্র, অস্ত্র বিকায় না কো আর,
হলো দেশের কি দুর্দ্দিন!
আজ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ,
কলের বসন বিনা কিসে রবে লাজ,
ধর্ব্বে কি লোক তবে দিগম্বরের সাজ,
বাকল টেনা ডোর কপীন।
ছুঁচ সূতা পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হতে,

দীয়াশালাইটি কাটি, তাও আসে পোতে,
প্রদীপটী জ্বলিতে, খেতে শুতে যেতে,
কিছুতে লোক নয় স্বাধীন। ১১।

খাম্বাজ—ঠুংরী।

না জাগিলে সব ভারত ললনা,
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।
অতএব জাগ, জাগ জাগ ভগিনি,
হও বীর-জায়া, বীর-প্রসবিনী।
শুনাও সন্তানে, শুনাও তখনি,
বীর গুণ গাথা, বিক্রম কাহিনী,
স্তন্য দুগ্ধ যবে পিয়াও জননী।
বীর গর্ব্বে তার নাচুক ধমনী,
তোরা না করিলে এ মহা সাধনা,
এ ভারত আর জাগে না জাগে না। ১২।

খহং—একতালা।

জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ,
পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা।
জ্বলুক্ জ্বলুক্ চিতার আগুন,
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা।
শোন্‌রে যবন, শোন্‌রে তোরা,
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে।
সাক্ষী রলেন দেবতা তার,
এর প্রতিফল মিলিবে সবে।

জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ,
অনলে আহুতি দিব এ প্রাণ;
জ্বলুক্ জ্বলুক্ চিতার আগুন,
পশিব চিতায় রাখিতে মান।
দেখ্ রে যবন, দেখ্ রে তোরা,
কেমনে এড়াই কলঙ্ক ফাঁসি;
জ্বলন্ত অনলে হইব ছাই,
তবু না হইব তোদের দাসী।
দেখ্ রে জগৎ মেলিয়া নয়ন,
দেখ্ রে চন্দ্রমা দেখ্ রে গগণ,
স্বর্গ হতে সব দেখ দেবগণ,
জ্বলদ অক্ষরে রাখ গো লিখে।
স্পর্দ্ধিত যবন, তোরাও দেখ্ রে,
সতীত্ব রতন করিতে রক্ষণ,
রাজপুত সতী আজিকে কেমন,
সঁপিছে পরাণ অনল শিখে। ১৩।

রহস্য সঙ্গীত।

প্রসাদী সুর।

মা, এবার মলে সাহেব হব,
রাঙ্গা চুলে হ্যাট বসায়ে,
পোড়া নেটিভ নাম ঘুচাব।
সাদা হাতে হাত দিয়ে মা,বাগানে বেড়াতে যাব।
(আবার) কাল বদন দেখ্‌লে পরে,
"ডাকি" বলে মুখ ফিরাব। ১।

পূরবী—কাওয়ালী।

গা চালো লো প্রিয়ে নিশি আগুয়ান,
বেলফুল বেলফুল, ঘন হাঁকে মালিকুল,
বরফ বরফ হেঁকে বরফওয়ালা যান।
শ্যাওড়াবনে পালে পালে, কাহুয়া কাহুয়া ডাকে শ্যাল,
আস্তাকুঁড়েয় কিচির কিচির ছুঁচয় করে গান।
হুলোবিড়াল মিয়াও করে, নেংটা ইন্দুর মারে ধরে,
পেঁচা ভাবেন আমার খাবার অন্যে কেন খান।
পড়্‌লো গুড়ম নটার তোপ,এখনও কি যায়নি কোপ,
একটু খানি দিয়ে হোপ্‌, রাখ লো আমার প্রাণ।
কেঁদেড় গুল মারে উকি, ঘুমিয়ে পলো খোকাখুকি,
শ্রীরাম বলেন, ও জানকি, ভাংলো না কি মান!

দ্বিজ বাল্মীকি কয়, এ মান ভাংবার নয়,
চরণ ধর হে দয়াময়, নইলে নাইক ত্রাণ। ২।

বাউলের সুর।

পুরাণে নবীন বিদ্যা হয়েছে আমার,
রাবণ উদ্ধবে কহে সমাচার।
দ্রৌপদী কাঁদিয়া বলে বাছা হনুমান,
কহ কহ কৃষ্ণ কথা অমৃত সমান।
পরীক্ষিত কিচকের করিয়া সংহার,
সিংহাসন অধিকার করিলে লঙ্কার।
জানকীর কথা শুনে হাসে দুর্য্যোধন,
সপ্তাহ মধ্যেতে হবে তক্ষক দংশন।
শ্রীমন্ত করিয়া কোলে বেহলা নাচনী,
রথের তলায় ঐ দেখলো সজনী,
পঞ্চানন বলে সত্যপীরের বারতা,
ব্যাধের রমণী আমি হব মোর সতা। ৩।

খাম্বাজ—খেমটা।

লুচি মণ্ডা খেয়ে মনটা তুষ্ট, কিন্তু প্রাণটা গেল,
কুচ্‌কি কণ্ঠা এক হয়েছে;
(বাবা) বুঝি দফা ঠাণ্ডা হল।
জল রাখিবার স্থান রাখ নাই, উপায় কি বল,
উঠ্‌তে উদর ফাটে,
(ও বাবা) শীঘ্র আমায় ধরে তোল!

লোভে পাপ পাপে মৃত্যু, তাই আমার ঘটিল,
পূরি দিয়া উদর পূরি,
(ও বাবা) যমের পুরী দেখতে হল। ৪।

ভৈরবী—কাওয়ালী।

আহা রে বাঙ্গালী বাবু যাই বলিহারি,
কত রূপ ধর তুমি অপরূপধারী!
শিবের ছিল অষ্টমূর্ত্তি, তোমার হল শতমূর্ত্তি,
রসনায় তব গুণ কি বর্ণিতে পারি।
ব্রহ্মারূপে সৃজন কর, বিষ্ণুরূপে কলম ধর,
শিবরূপে কত ঢাল ব্রাণ্ডি সাম্পেন সেরি।
(কভু) সাহেবি মেজাজে চল, কভু শিবদুর্গা বল,
কত রকম ভাব তোমার, বুঝতে কিছু নারি।
কভু মুরগির ঝোল খাও, কভু গয়ায় পিণ্ড দেও,
বিদেশে পরম ব্রাহ্ম, হিন্দু গেলে বাড়ী।
দিনে একশ আঠার বার, কর ভারত উদ্ধার,
ভারতের তরে তোমার কত জাঁক জারি।
মুখেতে মালসাট মার, এয়সা কর, তেয়সা কর,
কাজের বেলায় লেজ গুটিয়ে মার টেনে পাড়ি। ৫।

বাউল।

আজব ইংরেজের মুলুক, বিলাত সহর,
তাই এমন দেখি নাই আর দুনিয়ায়।
চলে জলের তলে কলের গাড়ি,
উপর দিয়ে জাহাজ যায়।

ওরে সাবাস মরি কারিকরি,
দেখে বিশ্বকর্ম্মা লজ্জা পায়।
কাঁচের ঘরে বিবি নাচে,
সাহেবেরা টপ্পা গায়।
কত বিদ্যাধরী আহা মরি,
রঙ্গ দেখে মূর্চ্ছা যায়।
তথায় রাজা প্রজা সবাই সমান,
হুজুর মজুর চেনা দায়।
তথায় ঠাকুর কুকুর মুন্সি মুচি,
এক টেবিলে খানা খায়।
যে জন কালা পানি—
যে জন কালা পানি পার হয়ে,
যেতে পারে লোহার নায়,
সেই শ্রীগৌরাঙ্গের দেশে গিয়ে,
সে সশরীরে স্বর্গ পায়।
পথিক বলে কলির নৃপ,
রেখ তোমার রাঙ্গা পায়।
নইলে ভাতখেগো বাঙ্গালী আমি,
মর্ব্বো তোমার খুরের ঘায়। ৬।

বিধি তোরে বিরলে—সুর।

বহু দিন পরে এসেছি, চিনি নাকো শ্বশুর বাড়ী,
কোন পথে যাইব মাগো, বিশ্বনাথ রায়বরীর বাড়ী।
যারা ছিল ছেলে পিলে, তাদের হল ছেলে পিলে,
বিয়ে করেই গেলেম ফেলে, বয়ে গেল বছর কুড়ী।

বাড়ী ঘর তার নাহি চিনি, (কেবল) শ্বশুরের নামটি জানি,
উত্তরেতে বাগান খানি, সুপারি তার সারি সারি।
বাড়ীর মধ্যে এক একচালা, তারি মধ্যে হাঁড়ি চুলা,
কক্ষে নিয়ে ভিক্ষার ঝোলা, বেড়িয়ে বেড়ায় বাড়ী বাড়ী।
দ্বিজ রাসবিহারী বলে, আর তো হাসি রাখ্‌তে নারি,
তুমি যাকে মা বলিলে, সে বটে তোমারি নারী। ৭।

বাউল।

হরিনাম থাসা গুড়ুক, ভুড়ুক ভুড়ুক,
টান দেখি মন দিবানিশি।
নেসায় গা মেতে যাবে, মজা পাবে, মনে মনে হবি খুসী।
ভক্তি-কল্কেতে সেজে, টান্‌লে তেজে,
হয় রে মজা বেশী বেশী ;—
প্রবৃত্তি হুঁকো ধরে, যতন করে, দম্‌ লাগাও তায় বসি বসি।
। ৮।

সুরট মল্লার—চিমে তেতালা।

প্রণয়ো গেরাবু খেলা হল সই,
জ্বালা কত সই, ভেবে হত হই ;
একে রূপ ভুরূপ নাই, তাতে রস গুণ ফেরাই কৈ ?
আমার নাহিক রূপেরি টেক্কা, আসল বিষয়ে ফক্কা,
তাইতে তাচ্ছিল্য ছক্কা পাইলো।
ইদানি হৃদয়ে পরি, সাতা আটা রাখি ধরি,
খেলিব কি, লাজে মরে যাই লো।

নাহি রং হাতে, নাহি রং তাতে,
এখন বিবি ধরা থেকে না সে, কার কাছে না ধরা রই।
কি রূপড় তা দেখ্‌তে পাই, স্বর্ণ কান্তি বিন্তি নাই,
চটক পঞ্চাশ নাই তাতে লো।
সে সুন্দর ভাব খানি, হান্দর বলিয়া জানি,
আর কি আসিবে মম হাতে লো।
সে লাবণ্য সাহেব শূন্য,
তবে কি লয়ে খেলিব আর, কেমনে হইব জই। ৯।

মূলতান—একতালা।

যত রকম ডাল্‌ আছে এ সংসারে, কলায়ের কাছে সব বেটা হারে।
আ মরি কি মজা হয় গো আহারে, টিকি ধরে যেন জুতো মারে।
কোথা লাগে কাম্যকূপ, কামধেনু স্বরূপ, কল্প বৃক্ষ কয়ে পায় না করে।
অনাহুত অতিথ্‌ কুটুম্ব লোক এলে, গরম গরম ফেন্‌ চেপে ঢেলে, যোগে যাগে দীনের দিন যায় চলে, সংক্ষেপে সম্রমে লারে।
হাঁসাবর্ণ বনবাস হাঁসথালি, মূর্ত্তি ভেদে নাম ধরে, বিরি, কালী, যার প্রতি প্রীতি করেন মহাকালী, মা তাই মাসভক্ত বলি খান আদরে।
মিশি জাফরান্‌ হলুদ যাকে বলে, জলে গুলে তার এক বিন্দু দিলে, আদা লঙ্কা হিঙ্গে রিফাইন হলে, সে সৌরভে কে রবে ঘরে।

বাকুড়া বৰ্দ্ধমান জেলার যত লোক, কলাই মন্ত্রে তারা বলে উপাসক; কোন কালে কোন ভোগেনাকো রোগ, সদা থাকে সুস্থ শরীরে।

শিলে বেটে যদি গড়ে বড়া বড়ি, কালিয়ে কাবাব যায় গড়াগড়ি, ব্রহ্মা বিষ্ণু বাসব স্বর্গপুর ছাড়ি, হাঁড়ী হাতে করে দাঁড়ান্ দ্বারে।

তাতে যদি হয় টকের মাছের যোগ, ভরণী নক্ষত্রে পায় মূলা যোগ, পেটে যেন ঢোকে ভস্ম কীট রোগ, সে রোগ কি কেউ মার্ত্তে পারে।

এমন ধারা ডেলে দোষারোপ যে করে, কবি বলে তারে পাঠাই দ্বীপান্তরে, মাংস তুল্য গুণ মাসকলাই ধরে, শিব লিখেছেন তন্ত্রসারে। ১০।

নানা ভাষা সঙ্গীত।

সংস্কৃত।

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসিবেদং, বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদং। কেশব ধৃতমীনশরীর জয় জগদীশ হরে॥

ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তব তিষ্ঠতি পৃষ্ঠে, ধরণিধরণকিণচক্রগরিষ্ঠে। কেশব ধৃতকচ্ছপরূপ জয় জগদীশ হরে॥

বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না, শশীনিকলঙ্ককলেব নিমগ্না। কেশব ধৃতশূকররূপ জয় জগদীশ হরে॥

তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং, দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গং। কেশব ধৃতনরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে॥

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন,পদনখনীরজনিতজনপাবন। কেশব ধৃতবামনরূপ জয় জগদীশ হরে॥

ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপং। স্নপয়সি পয়সি শমিতভবতাপং। কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥

বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্‌পতিকমনীয়ং, দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ং। কেশব ধৃতরামশরীর জয় জগদীশ হরে॥

বহসিবপুষি বিশদে বসনং জলদাভং, হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভং। কেশব ধৃতহলধররূপ জয় জগদীশ হরে॥

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহশ্রুতিজাতং। সদয়হৃদয়দর্শিত পশুঘাতং। কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে॥

ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালং। ধূমকেতুমিব কিমপি করালং। কেশবধৃতকল্কিশরীর জয় জগদীশ হরে॥

শ্রীজয়দেব কবেরিদমুদিতমুদারং। শৃণু মে সুখদং শুভদং ভবসারং। কেশব ধৃতদশবিধরূপ জয় জগদীশ হরে॥১।

বাঙ্গালা। (আধুনিক)

ভৈরবী—খেম্‌টা।

হেদে গো নন্দরাণি,
(আমাদের) শ্যামকে ছেড়ে দেও।
(আমরা) রাখাল বালক দাঁড়িয়ে দ্বারে,
(আমাদের) শ্যামকে দিয়ে যাও।
(হের গো) প্রভাত হল সূর্য্যি উঠে,
ফুল ফুটেছে বনে;
(আমরা) শ্যামকে নিয়ে গোঠে যাব,
আজ করেছি মনে।
(ওগো) পীতধড়া পরিয়ে তারে,
কোলে নিয়ে আয়।
(তার) হাতে দিও মোহন বেণু,
নূপুর দিও পায়;
রোদের বেলায়, গাছের তলায়,
নাচ্‌ব মোরা সবাই মিলে,
বাজ্‌বে নূপুর রুনু ঝুনু।
বনফুলে গাঁথ্‌ব মালা,
পরিয়ে দিব শ্যামের গলে। ২।

বাঙ্গালা। (প্রাচীন)

খাম্বাজ—একতালা।

নীলবরণী নবীনা রমণী নাগিনীজড়িতজটা বিভূষিণী,
নীলনলিনী-জিনিত-ত্রিনয়নী নিরখিলাম নিশানাথ-নিভাননী।
নিরমল-নিশাকর-করপালিনী, নিরুপম ভালে পঞ্চরেখা শ্রেণী,
নিকর কর চারু সুশোভিনী, লোলরসনা করালবদনী।
নিতম্বিনিচোল শার্দ্দূলছাল নীলপদ্ম করে করি করবাল,
রুধির খর্পর অপর দুকর লম্বোদর লম্বোদর-প্রসবিনী।
নিপতিত পতি শব রূপে পায়, নিগমে ইহার নিগূঢ় না পায়,
নিস্তার পাইতে শিবের উপায়,নিত্য-সিদ্ধ-তারা নগেন্দ্র-নন্দিনী।৩

ব্রজবুলি। (প্রাচীন)

সবহুঁ নাচত, সবহুঁ গায়ত, সবহুঁ আনন্দে বাধিয়া,
ভাবে কম্পিত, লুটত ভূতলে, বেকত গৌর কাতিঁয়া।
মধুর মঙ্গল মৃদঙ্গ বাজত, চলত কত কত ভাতিঁয়া,
বচন গদগদ মধুর হাসত, খসত মোতিম পাতিঁয়া।
পতিত কোলে করি, বোলত হরি হরি, দেয়ত পুনঃ যাচিয়া।
অরুণ লোচনে. বরুণ ঝরতহি, এ তিন ভুবন ভাসিয়া।
এ সুখ সাগরে লুবধ জগজন, মুগ্ধ ইহ দিন রাতিয়া,
গোবিন্দদাস রোয়ত অনুখণ বিন্দু কণা আধ লাগিয়া। ৪।

ব্রজবুলি। (আধুনিক)

খাম্বাজ—একতালা।

সজনি সজনি রাধিকা লো, দেখ অবহুঁ চাহিয়া,
মৃদুল গমন শ্যাম আওরে, মৃদুল গান গাহিয়া।

পিনহ ঝটিত কুসুমহার, পিলহ নীল ঘাভিয়া,
সুন্দরি সিন্দুর দেকে, সিঁতি করহ রাঙিয়া।
সহচরী সব নাচ নাচ, মধুর গীত গাওরে,
চঞ্চল মঞ্জরী রাব, কুঞ্জ গানে ছাওরে।
মল্লিকা চমেলি বেলি, কুসুম তুলহ বালিকা,
গাথ যুতি গাথ জাতি, গাঁথ বকুল মালিকা। ৫।

হিন্দি।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

ইয়ে জগ দরশন কি মেলা হ্যায়। গো তু আয় ও ইহাঁ কুচ্ দেখ্ ফের, হাঁস জোর বোলর বাতা লে; পর এতনা কহনা মন মেরা, যো করনা হো সো জল্‌দী কর, টুক দেরি নেহি ইস্কা দমকি, আওর জাদা নেহি মনজিলা।

দিল্ ভর দেখ্ সঙ্কোচ মতি, ইয়ে মুরৎমে কা সুরৎ হ্যায়; এস্ বুদোঁ জিস্ দরিয়া কি; উহাঁই কি উঁহা মিল্ যাওয়েগী; ন টাঠা হ্যায়, ন বখেড়া হ্যায়, ন ঝমেলা হ্যায়।

কোই বাপ বনা কোই বেটা, কোই চাচা ভাতিজা কহলাওয়ে হেঁ; কোই মিঞা আপনেকো জানে, কোই দাস্ আপনেকো মানে, কোই পীর মুরিদ্ কহলাওয়ে হেঁ, কোই গুরু কোই চেলা হ্যায়। ধন্য উয়ো কারীগর্‌কো যিস্‌নে সব্ কুস্ বানায়া। ৬।

উর্দ্দু।

জংলা—খেমটা।

সাকি মেলা রাখো দেলমে,
আগর মিঠা খানে মাঙ্গ জগমে হো।
ব্রহ্ম-সাধন মে, উনকা পূজন মে,
কভি ময়লা নেহি রাখো মনমে হো।
লোকন কি হিত, এহি ত উচিত,
আউর খয়রাত করহ দরিদ্রমে হো।
এহি সাধু বাত, করনা খয়ঁরাব,
যাওয়েগা সাত আখেরিমে হো। ৭।

বেহারী।

মনোয়া ভজ্‌লে সীতারাম।
ভজ্‌লে সীতারাম, মনোয়া কাহে না জপ্‌লে নাম,
দিন গিয়া জি হরিগুণ গাওয়ে, গুরু দিয়ো যো নাম।
রামগড়কে বৈঠে রামজি, সব্‌কি মজুরা লিজে।
যো যায়সা নকুসি করেগা উন্‌কো তায়াসা দিজে।
লাড়্‌কা বালা লালন পালন,
তেন্‌কি দুধ মরণ কালে শরণ লেকে,
বাবা কর বোলা পিলাওয়ে।
এক নর ভুলে দু নর ভুলে, জগৎ সংসার,
জান শুন্‌কে যো নর ভুলে, উন্‌কে নাহি পার। ৮।

আসামী।

ঝিঁঝিট—একতালা।

কি সুখর দিন আজি, কেনে প্রীতি ভাব এ,
আনন্দে নধরে হিয়া সকলো ভাই বন্ধুর এ,
ঈশ্বরর কৃপাগুণে, আহি সবে জনে জনে,
প্রাণভরি মহারঙ্গে করিছো উৎসব এ।
বছরে বছরে যেন, হয় এনে শুমিলন,
আহি যেন সবে পুন সুকার্য্য সাধয় এ। ৯।

পাঞ্জাবী।

(নানক রচিত)

গগনময় থাল রবি চন্দ্র দীপক জলে,
তারকা মণ্ডলা জনক মোতি।
ধূপ মলয়ানিল পবন চৌরি করে,
সকল রাই ফুলও জ্যোতি।
কায়সে আরতি হোয়ে ভয়খণ্ডন তেরি আরতি,
অন্‌হত শব্দ বাজান্ত ভেরি। ১০।

উড়িয়া সঙ্গীত।

দয়াময় হৃদয় সাথী,
অধম ডাকুছি শুনু না হঁকি।
গর্ভে যেতে বেলে অচেতন কালে,
রহি খিলি মোতে রক্ষা কল কি।

শাস্তরু পতন্তে ভূতল স্পর্শন্তে,
মোহর বদনে শব্দ দেল কি।
দর্শন নিমন্তে, কৃপার সহিতে,
দর্শন ইন্দ্রিয় দান দেল কি।
স্পর্শাস্বাদ পাই, সকরুণ হোই,
অঙ্গ জিহ্বা দান মোকে দিল কি।
জীবনর পাপ অনেক নিষ্পাপ,
তাকু ক্ষমিবাকু তুম্ভে আজ কি।
মুহিঁ হীন জন, মাগুছি শরণ
ভক্তি দেই, মোতে তারি নেব কি। ১১

গুজরাটী।

এক অখণ্ড অনন্ত অগোচর ঈশ অদ্বৈত্য উপাসুঁ রে,
অত্যদ্ভুত জগনী রচনা নে, নিরখি নিরখি উল্লাসুঁ রে।
সত্যমূল সচরাচর ব্যাপক ব্রহ্মপদে হুঁ বিলাসুঁ রে,
রটন ভজন প্রভু ঈশ-গুণ কীর্ত্তন নিশদিন হুঁ অভ্যাসুঁ রে।
যে অপরাধ অগাধ কি বাছে অতিশয় মনে ভিখাসুঁ রে।
ক্ষমা কর করুণাসিন্ধু প্রভু এ বচনে বিশ্বাসুঁ রে।
পরা ভক্তিথি প্রভুনে বিনাথু যম দণ্ডথি নেও ত্রাসুঁ রে।
পরাপের পরলোক বিনে প্রভু চরণ সমীপে নিবাসুঁ রে। ১২।

মহারাষ্ট্রী।

হে জগদীশ দীনদয়ালা, নমি তো তব চরণালা,
মতোয়া চুনি সাধন নেনে, দুস্তর ভবতারণালা।

কৃপা সাগর তুঁ অসশি জগনাথা,
নম্র করি তোঁ মি চরণে তুঝা মাথা,
অগেঁ পানীমি, পতিত দুরাচারী
তুঁচি হউনি বা সদয় মল্লাতারি। ১২।

পার্শী।

আলাম্ হামা, এগ্‌ম্   দ্, খল্‌কে খোদা সর্‌দাএ তু,
ইনরগিসে বোনাএতু, আওরদা, রম্‌মে দিলবরী।
আফাকুহা গর্‌দিদা আম্, মেহরে বুতাঁ ওরজিদা আম্,
বিশিয়ার খুবাঁ, দিদা আম্, লায়কিন্ তু, চিজেদিগরী।
মন্ তু, শুদম্ তু মন্ শুদন্ মন্ তন্ শুদম্ তুজাঁ শুদি,
তা, কস্ ন গুয়া দবাদ্ আজিঁ মন্‌দিগরম তুদিগরি।
খসক গরিব্ আস্ত, ওগদা, উফ তাদাদর, শহরে শমা,'
বাশদকে আজ বহরে খোদা সোয়ে গরিবাঁ বিন্ গরি। ১৩।

মুসলমানী।

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

পুরনবি মহাম্মদ হবির আল্লার গো,
উদ্ধারিবে কেরামতে বান্দা গোনাগার গো।
হসোর ময়দানে নবি, উদ্ধারিবে বান্দাসবি,
আমি কি কহিব খুবি, বয়ান তানার গো।
সফিওল উম্মত থাছ, মাস্ত তার বিধি পাছ,
পাইলেন বেকয়াছ, রহমতে আল্লার গো।

গোলাক লেমাজার সানে, কহিলেন ছোবহানে,
সেই নবি ত্রিভুবনে, মহিমা অপার গো।
কোরাণ আল্লার কাল, তার বিচে তাঁর হাল,
ব্যক্ত আছে সর্ব্বকাল, আলমে আল্লার গো।
এয়াছিন তাহাতে দেখো, হৃদয়েতে বিচে লেখো,
কিছু না থাকিবে শক, দেলেত [illegible] ন্মার গো।
চিস্তিয়া আজিজ গায়, ভরসা [illegible] ার পায়,
তাহা বিনে পাপক্ষয়, কে করে আমার গো।
পোল ছারাত পার তিনি, করিবে আপনা জানি,
সারাবান তহুরা থানি, খাঁও সহবে আর গো।
আপনা দিদার দিয়া, মোসরফ মরে কিয়া,
জেন্নতে রাখিবে লিয়া, করিয়া পিয়ার গো। ১৫।

সিলেটী।

আরে কইলা ন ডাইও আর,
বন্ধু গিছুন জও, ডাও কইন অও,
ইন যদি ডায়, কইল মোর মাথাটী খাও।
বন্ধু গিছুন বিদেশৎ, খৎনা লিখুন ছ মাসৎ,
বন্ধুর লাগি মোর কলিজা জ্বলি জ্বলি যায়। ১৬।

সাঁওতালদের গীত।

বেহাগ খাম্বাজ সুর।

ঝিম দালু হুকানাই তালই বাজে তালই লাতার বাজে।
সে কামহেই হুকানাই বোরাই বিস্তে ঝরায়া দোশিনাতে।

মাদলের তাল।

দিড়ং ধাপুন ভিদাং ধাপুন।

আলাদ খাম্বাজ সুর।

খাবার দাবার বেলা হল তলের বালি তাতা হল।
আর শীতে চলিতে না পারি, দাল ভাঙি ছায়ায় করিবে (রো)
চল শীতে যাব ধীরে ধীরে।

মাদলের তাল।

ধাতিং ধাতা তিঙদা হাতা। ১৭।

ইংরাজি।

SEE THE CONQUERING HERO COMES—সুর।

Hail noble Prince all hail to thee,
With joyous voice we welcome sing.
As bursting into festive glee
Bengal greets her future king.
Tho' humble our reception be,
The loyal heart, we bring to thee,
Is warmer than our eastern sun. । ১৮।

সর্ব্বশ্রেণীর গীত।

ধ্রুপদ।

কামদ—চৌতাল।

মধুসূদন মদনমোহন, মাধব বহুরূপী,
তুহি অব্যয়রূপ পতিত পাবন।
দীনবন্ধু জগন্নাথ দামোদর দর্পহারী,
দেবেশ, দেবপাল, দারিদ্র্য দুঃখভঞ্জন।
মহাভাগ বেগবান ওমিতাশন ব্যবস্থান,
সাধুগতি সর্ব্বদর্শী বিমুক্তাত্মা সর্ব্বজ্ঞান।
বৎসর বৎসল বৎসী রত্নগর্ভ ধনেশ্বর,
গাওয়াত মূঢ়পামর তুহি হো কৃপা নিধান। ১।

হাম্বির—তেওরা।

সকল জনগণ পালিনী,
নর দেব সম্পদে দায়িনী।
কুইন ভিক্টোরিয়া মহারাজ্ঞী,
বিবিধ রিপুবর ভয়বারিণী।
অখিল ভারতবর্ষ জনপদ মান গৌরববর্দ্ধিণী,
যাচে সদা তব কৃপা লেশং,
সুখ যশ গুণপালিনী।

পাতু কণ্ঠে সরদত্তং শিরসি রক্ষতু কালিকা,
বাহুমূলে ভৈরবী হৃদি মাতুশঙ্কর গেহিনী।
বাসনেয়ং বঙ্গভূষণ ক্ষেত্রমোহন শর্ম্মণঃ,
পরিবসতু মাধব কামিনী কমলালায়া তব বেশ্মনি। ২।

খেয়াল।

ভৈরবী—কাওয়ালী।

এ দৈয়া মাতোয়ারা যোগী মোর দ্বারে আএ হো,
এ দৈয়া মাতোয়ারা যোগী মোর দ্বারে আএ হো।
ডিম্ ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে, পিণাকী গাল বাজায় হো,
কানন সোহে কুণ্ডলিমালা শীশ নাগল পটাএ হো।— ৩।

খাম্বাজ—ঠুংরী।

নিমক হারামনে মুলুক বিগাড়া,
হজরত যাঁতি হি লণ্ডন কো।
মহলে মহলে মে বেগম রোঁয়ে,
গলি গলি রোঁয়ে পাথুরিয়া। ৪।

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

সিংহবাহিনী, ত্রিশূলধারিণী,
ত্রিনয়নী, মহিষমর্দ্দিনী।
রূপে জগত মোহিত, ত্রিভুবন প্রকাশিত,
একত্রে উদিত, স্থির শত সৌদামিনী।
দাস অকিঞ্চন আশ, নাশ মম ভব পাশ,
তবে বিশেষ নাম প্রকাশ তারিণী। ৫।

কেদারা—আড়াঠেকা।

হর উরু অম্বরে হের দীপ্ত কালশশী,
আমরি কতই শোভা শশীর কপালে শশী।
তারা ঘেরিয়াছে তারা যোগিনীগণ ষোড়শী,
তুচ্ছ করি মহা মেঘ কুণ্ডল পড়েছে খসি।
অখণ্ড মণ্ডলাকারে, চরাচরে নাশে মসী,
সাধক চকোর সব সুধা পানে অভিলাষী। ৬।

টপ্পা।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

পিয়া রুম্‌ঝে ঝুমুঝে নিদ আই রে ;—
যাও যাও যাঁহা সারি চাঁদনি ঘুমাই।
কদর টুটাই ডিঠে, মিনতি কর তুঁহে,
এইসা চতুরালী কাঁহা শিখল বেঁইয়া নিঠুরাই। ৭।

ভৈরবী—জলদ তেতালা।

এই কি তোমার বঁধু ছিল হে মনে,
যাচিয়া যাতনা দিবে জানিব কেমনে ?
অবলা সরলা অতি জানিয়া মনে,
ছলেতে ভুলালে ভাল সুধা বচনে। ৮।

বেহাগ—জলদ তেতালা।

আমি কি তোমার কেনা কেনা,
এই জনরব, ঘরে ঘরে সব, করিছে কে না।

এ রবে নীরব আমি, মনে বুঝে দেখ তুমি,
তুমি যদি জান কেনা, আমায় নাহি ভাব না,
বলিছে কি না। ৯।

সুর খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কিবা শোভা মনলোভা শশী মুখী ধরেছ,
ভুষিতে আমার চিত কে তুমিরে এসেছ;
হাসি হাসি মুখখানি, কত ভাল বাসি আমি,
যেন সুধাধরাননী, সুধা ধারা ঢেলেছ।
চঞ্চল চারু নয়ন, খঞ্জন করে গঞ্জন,
এমন মনমোহন রূপ কোথা পেয়েছ!
আয় লো হৃদয়ে ধরে, প্রাণভরে হেরি তোরে,
কেন লো মন চকোরে পিপাসিত রেখেছ! ১০।

যাত্রা।*

মন্ডিরায়ের সুর।

কর না হে আমার কেশ আকর্ষণ,
ওহে দেবর দুঃশাসন।
আমি অপবিত্রা নারী, লাজে কইতে নারী,
বেদ বিধিমতে নিষেধ পরশন।

---

* যাত্রা, ঢপ, কীর্ত্তন ও পাঁচালীতে প্রথমে শ্যামা বিষয়ক বা ঈশ্বর বিষয়ক আসরি গান গাইয়া পরে কোন পালা গাওয়া রীতি। যাত্রার সকল প্রকার পালা আছে। ঢপ, কীর্ত্তন ও পাঁচালীতে গোষ্ঠ, সখী সম্বাদ, মানভঞ্জন, মাথুর ও প্রভাসই প্রধান পালা। অন্যান্য পালাও হয়।

শোন নাই কি, নারীর কেশ ধর্‌লে বলে,
পরমায়ু ক্ষয় ধর্ম্মশাস্ত্রে বলে, বঞ্চিত ধর্ম্মবল সম্বলে,
বলি ধরে সীতার কেশ, নির্ব্বংশ লঙ্কেশ,
কালীর কেশ ধরে শুম্ভ হয় পতন। ১১।

কর্ত্তাভাজার গান।

ভাটিয়াল—তাল ঠোস।

ব্রহ্মাণ্ডের অগ্রভাগে আগে জাগে চোর,
ও তার পায়ে শোভে লালপাগড়ী, মাথায় সোনার নূপুর,
শকুন খাবার আকাঙ্ক্ষাতে, মৃতা চলে উল্লাসেতে,
(হায় রে হায়) ও তার একদিক আগে, এ ছাগে বাঘে,
ধরি খায় বাঘলপুর।
নূতন একটা চীন সহরে, বাঁঝা নারীর পুত্র মরে,
(হায় রে হায়) তাই দেখে তার পিতা হাসে,
এক সাপে খায় তিন ময়ূর। ১২।

ভাটিয়াল—তাল ঠোস।

আছে পূর্ণিমার চাঁদ মেঘে ঢাকা,
মনের গাদ কাট্‌লে পরে পাবি দেখা।
ষিতগে মানুষের স্থিতিরে, চতুর্দ্দলে বারামখানা,
ও তার দশম দলে স্থিতি দেখে মণিপুরে পাবিরে দেখা,
মেঘের কোলে চাঁদ রয়েছে, চাঁদের কোলে দিব্য শোভা,
তথায় রয়েছে গুরুর কৃপা, সেই সে চাঁদের পাবে দেখা। ১৩।

পাঁচালী।

সুরট—কাওয়ালী।

আই আই, পালাই কি বালাই, কাজ নাই এ জামাই,
দেখে মরি, একি রঙ্গ!
গত মেয়ের হাট পেয়ে, অলঙ্কেরে মাথা খেয়ে,
আবার হয়েছে উলঙ্গ।
চল গো সজনি চল, নালা কেটে যেন জল
এন না, বুড়কে করি ব্যঙ্গ;
খেপা মহেশের যেওনা পাশে, মরি ত্রাসে, বুকে এসে,
পাছে খাবে লো ভুজঙ্গ।
এ বড় মর্ম্মের কথা, এ বরে যে স্বর্ণলতা,
দিবে গিরি খেয়ে কি অপাঙ্গ;
আহা মরি ছি ছি মেনে, এ বাদ সাধিল কেনে,
বিরোধে নারদে বুড় রঙ্গ।
সাধের উমার বর, খেপা হর দিগম্বর,
শিরে জটা উদর মোটা, কি ঘোর ঘটা ভূতের রঙ্গ। ১৪।

আকড়াই গীত। *

(আসর)

বাগেশ্বরী।

ত্ব মেকা ভুবনেশ্বরী, সদা শিবে শুভঙ্করী,
নিরানন্দে আনন্দদায়িনী; (মা)

---

* আকড়াই, হাপ্ আকড়াই ও কবিতে প্রথম শ্যামা বিষয়ক, তৎপর সখী-সম্বাদ, বিরহ পরে খেউড় ও শেষে প্রভাতি গান গাইয়া শেষ করাই রীতি। ১৫।

নিশ্চিত ত্বং নিরাকারা, অজ্ঞানে বোধ সাকারা,
তত্ত্ব জ্ঞানে চৈতন্য রূপিনী।
প্রণতে প্রসন্না ভব, ভীম তব ভবার্ণব,
ভয়ে ভীত ভবানি ভবানি।
কৃপাবলোকন করি, তরিবারে ভব বারি,
পদতরি দেহি গো তারিণি। ১৫।

(সখি সম্বাদ)

ওই দেখ না লো সই আসিছে,
হাসিতে হাসিতে মোর মনোরঞ্জন ;
দেখ যাহার কারণ, ওষ্ঠাগত মোর প্রাণ,
তার দরশনে কি করিবে গঞ্জন।
প্রতিপাদ অর্পণে, লোমাঞ্চ হরিষ মনে,
দুখ হলো ভঞ্জন।
আলিঙ্গন করিবারে, ভুজ দ্বয় নৃত্য করে।
নয়ন রাখিতে চাহে করি অঞ্জন। ১৬।

(খেউড়)

পিরীত করিলে হয় এই কি করিতে (দেওয়া ওরে)
ভুলায়ে বিনয় ছলে না হয় হেরিতে।
চাঁদের পিরীতি দেখ কুমুদী সহিতে,
বিধু আসি দেয় দেখা না পারে রহিতে। ১৭।

(প্রভাতি)

যামিনী কামিনী বশ হয় কি কখন,
হলে কি ও বিধুমুখ হেরি হে মলিন।
নলিনী হাসিবে কেন, কুমুদী বিরসানন,
এ সুখে অসুখ তবে করে কি অরুণ। ১৮।

হিজড়ের—গান।

ও বেঁচে থাক ছেলের বাপ। (ওগো দিদি)
আমি আশীর্ব্বাদ করি ছেলের ঘরে ছেলে হবে পূরাবে,
মোর মনসাধ, আমি বছর বছর পর্ ব এসে ঢাকাই কিংথাপ।
আজি বুঝি হয়েছে ছেলে, পাড়ায় লোক এসেছে বলে,
ধাই এসেছে আগর তুলে, পাইগো দুশাল।
ছেলের বাপ দিলে আশা, গড়িয়ে দেবে কাণের পাশা,
সেই আশা নৈরাশা করো না আর। ১৯।

সাপুড়ের গীত।

সাপে বাঁদরে খেলা করে, ওগো লয়া লয়া সাপ।
ঢোঁড়া বোড়া ঘোড়া যোড়া, বিশ হাত লম্বা চক্র ছাড়া,
ফোঁস্ ফোঁস্ গোখ্‌রো, ফোঁস্ ফোঁস্ কেউটে,
দু মুখো সাপ তে মুখো সাপ, ছ মুখো সাপ তিন্‌টে;
খোয়ে গোখ্‌রো দোয়ে গোখ্‌রো কলারে গোখ্‌রো,
রঙচেংরা ওগো দেখে যাগো দেখে যা।
আমার সাপের পাঁচ পাঁচ পা, রং বেরঙের হিলি মিলি গো,
ওগো সাপে বাঁদরে খেলা করে। ২০।

টপ।

সুরট—কাওয়ালী।

কি জানি কি হল আমার মনে, কি শয়নে কি স্বপনে,
কৃষ্ণরূপ হেরি দু নয়নে।
যদি না ভাবি অন্তরে, তবু রহে অন্তরে,
কি আছে তার অন্তরে,
অন্তরে তা বুঝিতে পারি নে।
যদি থাকি আপন মনে, না করি মনে, (এ)
সে কেমন মনে মনে উদয় হয় মনে, (এ)
মনে পাইনে মনের কথা, তাইতে সদাই মনে ব্যথা,
কারে বা কই মনের কথা,
তোমা বিনে মন দিয়ে কে শুনে!
যে দিকে যাই, যে দিকে চাই, দেখ্‌তে কৃষ্ণ পাই,
কৃষ্ণ ভেবে কৃষ্ণবর্ণ বুঝি কৃষ্ণ পাই।
কালরূপ চিনি নে কে সে, নাম বুঝি তার হৃষীকেশ,
ধরিল আমার কেশে,
সুদন বলে শেষে জান্‌বে মনে। ২১।

কীর্ত্তন।

বাহার—ঠেকা।

পতিত পাবন, অধম তারণ,
তব মহিমা কে জানিতে পারে!
(প্রভু) দ্বারে দ্বারে নাকি ফেরো,

কত পাষণ্ড সন্তান, করে অপমান,
তথাপি ছাড়িতে নারো!
(ওহে দীনবন্ধু দয়াল)
(তুমি) তাড়ালেও নাকি এসো,
একি ব্যবহার, বল চমৎকার,
পলালে ধরিয়ে বসো!
(পতিত পাবন, দীনবন্ধু!)
(তুমি) দীনজনে নাকি তারো,
আমি ঘোর অহঙ্কৃত, মোহে অভিভূত,
আমার উপায় করো।
(ওহে দীনবন্ধু দয়াল)
(ওহে পতিত পাবন, অধমতারণ
বিঘ্নবিনাশন, কলুষনাশন।)
(প্রভু) এসেছিনু যাব বলে,
এখন সে পথ ঘুচিল, পাষাণ গলিল,
ভাসালে নয়ন জলে,
(ওহে দীনবন্ধু দয়াল!)। ২২।

কীর্ত্তন।

তাল ছুটো দশকুশী।

প্রেমক অঙ্কুর আত জাত ভেল, না ভেল যুগল পলশা।
প্রতিপদ চাঁদ উদয় যৈছে যামিনী, সুখ লব হৈভ গেল নৈরাশা।
সখিরে—অব মোহে নিঠুর মাধাই—

বরষ অবধি গেল, পুন আর নাই আইল,
অবধি রহল বিছুরাই।
কো জানে চাঁদ চকোরিণী বঞ্চব,
মাধব মধুপ সুজান।
ওইছন কানু পিরীতে অনুমানিয়ে,
বিঘটিত বিহে নিরমান।
পাপ পরাণ আন নাহি জানত,
কানু কানু করি ঝুর।
বিদ্যাপতি কহে, নিকরুণ মাধব,
গোবিন্দদাস রসপুর। ২৩।

কীর্ত্তন।

তাল ডাঁস পেড়ে।

কদম্বের ফুল দেখি কানু পড়ে মনে,
কত না রাখিব প্রাণ দরশন বিনে।
কাহারে কহিব দুখ, কে মিলাবে কান,
অমূল্য রতন দিব বাঁটিয়া পরাণ।
হায় হায় মরি মরি বিদরে পরাণ,
হায়রে দারুণ বিধি কোথা নিলি কান॥
অল্প বয়সে মোর কানু পরিবাদ,
বিধি কইল পরাধীন, না-পূরিল সাধ।
বিদ্যাপতি কহে শুন বরনারি।
ধৈরজ ধরহ চিতে মিলিবে মুরারী॥ ২৪॥

কবি।

সঙ্গীতখান

(মহড়া)

ওহে এ কালো, উজ্জ্বলো বরণো,
তুমি কোথা পেলে ?
বিরলে বিধি কি নির্ম্মিলে !
যে বলে সে বলে, বলুকো কালো,
আমার নয়নে লেগেছে ভালো।
বামা হলে শ্যামা বলিতাম তোমায়,
পূজিতাম জবা বিল্বদলে।

(চিতেন)

আরো তো আছে হে, অনেকো কালো,
এ কালো নহে তেমন,
জগতের মনোরঞ্জন।
না মেনে গকুলে কুলেরো বাধা,
সাধে কি শরণো, লয়েছে রাধা !
জনমের মত ঐ কাল চরণে,
বিকায়েছি যে বিনি মূলে !

(অন্তরা)

ওহে শ্যাম, কালো শব্দে কহে কুৎসিতো,
আমার এইত জ্ঞান ছিল।
সে কালোয় কালত্ব গেল হে কৃষ্ণ,
তোমারে হেরে কালো,
এখনো বুঝিলাম কালোরো বাড়া,

সুন্দরো নাহিক আর ;
কালো রূপ জগতের সার ।
ত্রিলোকে এমন আর, নাহিক হেরি,
এ রূপের তুলনা আর কি দিব হরি,
কালো রূপ আলো করেছে ....
মহিতো হয়েছে সকলে ।

(অন্তরা)

একো কাল জানি কোকিলো,
আরো ভ্রমরার কালো বরণ্,
আরো কালো আছে, জলো কালিন্দীর,
কালো তো তমাল বন্ ।

(চিতেন)

আরো কালো দেখো, নবীনো নীরদ,
ছিলহে দৃষ্টান্ত স্থল, কালোতো নীল কমল ।
সে কালোর কলঙ্ক দেখেছে সবে,
প্রেমোদয়, অশ্রু হয়, কার বা ভেবে ।
তোমারো মতন চিকণো কালো,
না দেখি ভূবন মণ্ডলে । ২৫ ।

হাফআকাড়াই ।

ধরতা—প্রথম ।

চিতেন—করুণা-নিধানো তুমি শ্যাম্ শ্যাম্ হে বেদাগমে কয় ;
পঃ চিঃ—দাসীর্ এ দশা কেন ভবে দীননাথ্ লইরা পদাশ্রয়্ ।

ফুকো—কভু কৃষ্ণ বই নাহি জানি অন্যে আর—
কৃষ্ণ-ধ্যান্ কৃষ্ণ জ্ঞান্ কৃষ্ণ-মান্ মনপ্রাণ
তবে প্রেমাধিনী তব, হে কৃষ্ণ কেশব ;
বিরহে কেন দেখে অন্ধকার্।
ডঃ ফুঃ—রাধার নাই অন্য গতি, গতি হে অগতির গতি,
ত্যজ তায়্ রাঙ্গা পায়্ কি রীতি শ্রীপতি—
ওড়তা—বিপদে প্রহ্লাদে যে পদে, তারিলে মাধব ;
যে চরণ্ রেণুতে পাষাণ মানব ;
মেলতা—জীবন জলে কেন ভজি সেই চরণ্ ?
মওড়া—সুধাই তাই হে তোমায়্ নব-নীরদ্-বরণ—
অপরূপ্ এ কিরূপ্ রূপা হে কালরূপ,
আমায় বঞ্চিতা প্রেমে করি প্রাণ্ হরি।
সপ্তদশ বর্ষ হলে অদর্শন্।
তেহারাণ—শ্যাম্ শ্যাম্ হে—শিখরে ডুবিলে কাহারে—শ্যাম্।
২ মেলতা—বল ছল ছাড়ি শুনি কৃষ্ণ ধন্—
মঃ—সুধাই তাই হে তোমায়্ নব-নীরদ্- বরণ্। ২৬।

দ্বিতীয় গীত।

চিতেন—প্রেমের প্রতিমা তুমি রাই হৃদয় আমার (প্রাণসই)
পঃ চিঃ—সদা হৃদয়ে জাগে, প্রেম অনুরাগে,
প্রতিমা হে তোমার।
ফুকো—তোমা ছাড়িয়ে নাহি রহি কোথায়।
তুমি ধ্যান, তুমি মম জ্ঞান,
মন প্রাণ তুমি হায়, প্রাণ সই প্রাণ সই।

তোমা বিহনে এ জীবনে রহি কোথায়।
ডঃ ফুঃ—দুখে আর কাজ নাই;
হল আজ সম্মিলন, পুরাব আকিঞ্চন,
দেহ দুঃখ বিসর্জ্জন, শুন ওহে রাই।
মেলতা—ভক্তের কারণে ভূমে অবতার।
মঃ—কেন এ দুখ তাতে তোমার (রাই)
সওঃ—তোমা বই, প্রাণ সই, আছে কই বল আর?
ওড়তা—সত্যভামারে সখি হায়, শিখরে তুমি তায়।
মেলতা—এস হৃদয়ে রাধে আজ আমার।
তেহারণ—রাই তোমা বিহনে কেহ নাই।
মেলতা—গেল সপ্তদশ বর্ষের অন্ধকার। ২৭।

সারি গান।

আল্লার হুকুম ভাই সাব দুনিয়া ভরি,
ওরে খোদার দোস্ত মহম্মদ করিল জারি।
দুনিয়াৎ হইল পয়দা ঈশা পেগাম্বর,
ইঞ্জিল নামক যাহার কেতাব ফিরিঙ্গির আদর।
বহুৎ বহুৎ পেগম্বর দুনিয়াৎ পয়দা হইল,
আল্লার কুদ্রতে মক্কায় মহম্মদ জন্মিল।
মহম্মদ মদিনা সরে বাদসা হয়েছিল,
বন্দায় খয়রাকিয়তে কোরান বানাইল।
ভেস্তে যদি যাবে কোরানের কথা ধর,
এক চিত্তে পাঁচ ওক্ত নেমাজ পড়।

কাবা মাল্লা পড় ভাইরে গোছল করিয়া,
জুম্মার নেমাজ পড় সকলে মিলিয়া।
ফজরের নেমাজ পড় সাহেবিনীর সহিত,
নহে দিবা নহে রাত্রি কোরাণের লিখিত।
ত্রিশ রোজা কর একদিল, এক জানে,
হরদম আল্লার নাম জপ মনে মনে।
যে জনে মহম্মদের তরিক না মানিবে,
কাফের হইবে সে যে দুজকে যাইবে। ২৮।

গ্রাম্য গীত।

ভাটিয়াল সুর।

ও মন বেয়ে যাওরে,
আমার মনের নাও, পবনের বৈঠা বেয়ে যাওরে।
কে তোমার আপনার ভাই, কে তোমার পর,
মৈলে পরে নাই সম্বন্ধ, ঘরের বাহির কর।
তখন বন্ধু কাঁদে, কাঁদে জ্যেষ্ঠ ভাই,
তারা সবে কাঁদে কেন তার কি মরণ নাই,
ও মন সাধুরে ভাই! ২৯।

ভাটিয়াল সুর।

রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট প্রজা পলায় ওরে,
স্ত্রীর দোষে পুরুষ নষ্ট লক্ষ্মী নাই যার ঘরে।
ভরা কলসীর জল রে ভাই নিশ্বাসে শুকায়,
বার বছরের আয়ু তার নিমিষেতে যায়।

কুমারের হাঁড়ীরে ভাই ভাঙ্‌লে না যায় জোড়া,
এমন যে সোণার অঙ্গ মৈলে যাবে গাড়া।
ভিস্তের বান্দা ভিস্তে যাবে বদ্‌লিবে কায়া,
ফিকির চাঁদ ফকিরে বলে সকলি ত মায়া। ৩০।

ভাটিয়াল সুর।

আরে ও রঙ্গিলা নায়ের মাঝি,
ওরে এই ঘাটে লাগায়ে নাও, নিগম কথা বলে যাও শুনি,
শুরুজি বানাইছে নাও, গলুইতে মাণিক জ্বলে,
ওরে মনাজি বানাইছে নাও, শুক্ক দিনে চলে,
চলে নাও রাজহংস করে জল কেলি,
আরে হংস ছাড়িয়ে গেলে, কোঠা থাকবে খালি। ৩১।

মধুমালার সুর।

ওরে প্রাণ কানাইয়া রে,
তেলের বাটী গামছা হাতে,
আমার বঁধূ যায় যমুনার ঘাটে।
আমার কলসি ভাসায়ে নিল সোঁতে (রে)
ও প্রাণ কানাইয়া রে।
বঁধূ যদি আমার হইত, কলসি আনিয়া দিত,
আমার মুখের ঘাম মুছায়ে দিত,
আমার মুখেতে তুলিয়া দিত পান,
ও প্রাণ কানাইয়া রে। ৩২।

ভাটিয়াল সুর।

কোন্ পিরীতে সংসার ঘুরে কও আমারে,
কোন্ পিরীতে সংসার ঘুরে ?
কোন্ পিরীত করেছিল যশোদা-নন্দন,
ব্রজপুরে ঘরে ঘরে বাঁধা যার চরণ ?
কোন্ পিরীতে রাম নাম জপে হনুমান,
কোন্ পিরীতে কালনীমা ত্যজিল পরাণ ?
কোন্ পিরীতে নীমাই চাঁদ হইল সন্ন্যাসী ?
কোন্ পিরীতে কাশীনাথ হয় শ্মশান বাসী ? ৩৫।

লুপ্ত সঙ্গীত।

আশুতোষ দেব রচিত।

সুরট মোল্লার—আড়াঠেকা।

শ্যামা আমি তোমায় ভাবি সম্ভাবনা নাহি এমন,
যার সুখে হব সুখী সেতো আমার নয় তেমন।
কামাদিরে লয়ে সঙ্গে, ভ্রমিতেছি নানা রঙ্গে,
হেরো মা করুণাপাঙ্গে, তবে সে জন হবে দমন।
কিসে হবে পরাজয়, সে ইন্দ্রের ইন্দ্র হয়,
বলেতে হরিয়া লয়, পরমার্থ পরম ধন।
পড়েছি মাঝে বিপদে, স্থান দিয়ে রেখ পদে,
প্রাণ যায় মা এ বিষাদে, বৃথা হলো আগমন। ১।

সুরট মোল্লার—আড়াঠেকা।

গো তারিণী কে আছে তারিতে তোমা বই।
কৃপা করি পদতরি দেহ, ভবে পার হই।
কেনবা বা পতিত রই, এতেক যন্ত্রণা সই,
জানি তুমি বিশ্বময়ী, আমি তো তা ছাড়া নই।
আগমে নিগমে যুক্তি, এই আশুতোষ উক্তি,
দিতে মুক্তি আছে শক্তি, তাই সে তোমারে কই। ২।

দেশ মোল্লার—ঢিমেতেতালা।

এ দীনে কত দিনে করিবে নিস্তার,
কি হবে করুণাময়ী তাই ভাবি অনিবার।
হৃদয়ে পাইয়ে ভয়, তারা পদদ্বয়,
যে জন শরণ লয়, ভাবনা কি থাকে তার!
আশু কৃপানুসারে, তুমি না তারিলে তারে,
ত্রিলোকে আর কে তারে, ভবজলধি বিস্তার। ৩।

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

লজ্জারূপা লজ্জাতীত যদি না করিবে,
থাক মা গো লজ্জা লয়ে কেবা লজ্জা পাবে।
ত্যজি ব্রীড়া কর ক্রীড়া সদা লয়ে শিবে,
আসবে উন্মত্তা হয়ে গ্রাস করো শবে।
মান লয়ে থাবি গো কেবা ভার দিবে,
কার মনে ভয় নাই মা কালীতে কালী মিশাইবে! ৪।

টোড়ি—চৌতাল।

গোকুল গোচারণ গরুড়পতি গরুড়গামী
গোবিন্দ গিরিধারী।
জনার্দ্দন হৃষিকেশ, রঙ্গনাথ বন ছেড়ে
বামন বনয়ারী।
জানরায় জগৎপতি জগজ্জীবন,
জগন্নাথ মাধব মধুহৃদন মুকুন্দমুরারী,
ধীরজ প্রভু বেহারি।

গোপীনাথ নেত্রচারি, উরূপস্তারূপ নেতধারী,
বৃন্দাবন গোপনারী, তারণ ব্রতধারী। ৫।

আশুতোষ দেব কৃত।

ভৈরবী—ঢিমে তেতালা।

দেখরে নয়ন ভরে কালী, যদি ভবে যাবি তরে,
নীলবরণা রূপে মুণ্ডমালা ধরি।
নব সখী চারিদিকে ঘেরে, অভয় বরদা বরে,
অসি মুণ্ড আছে ধরে।
চমকে চমকে সুধা দেয় কর পুরি
যোগিনী যোগাইতেছে।
বামা সুধাপানে ঢল ঢল ঢলে পড়িতেছে,
ধর ধর ধর শ্যামা মারে। ৬।

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

মন যে কুরঙ্গ আমার কুতর্ক কাননে,
প্রবল মোহ জালেতে পড়েছে বন্ধনে।
উপায় না পাই অদ্য, পলাইতে নাহি সাধ্য,
হয়েছি কৃতান্তে বদ্ধ, বাঁচিব কেমনে।
ভরসা নাহিক আর, ও পদ করেছি সার,
তাই ভাবি অনিবার, নিবেদি চরণে।
সমুচিত এন প্রায়, নথর সুধাংশুচয়,
কলঙ্ক হইবে ভয়ে পাছে ত্যজ দীনে। ৭।

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কালী করুণাময়ী কখন বলিব না,
এত দুঃখ দিলে তবু কিছু দয়া হলো না।
বড় সাধ ছিল মনে, স্থান পাব ও চরণে,
আশুতোষ হৃদয়ে রেখেছে, কারু দিবে না। ৮।

ভৈরবী—ঢিমেতেতালা।

কি হবে গো তারা আমার এবার,
আমি দীন হীন ক্ষীণ অতি দুরাচার।
হইয়া বিষয়াবৃত, কুপথে যে মনোরত,
নাহি ভাবে পরমার্থ, তত্ত্ব একবার।
অগতির তুমি গতি, কি করিব স্তব স্তুতি,
রবিসুত দূত ভীতি আশু কর পার। ৯।

দেওয়ান রঘুনাথ রায় কৃত।

কানাংড়া—আড়াঠেকা।

হরিপদ পঙ্কজে মজ রে মন, নহে বিলম্ব সহন,
দেখ রবি দিনে দিনে করিছে আয়ু হরণ।
জীবন নিধনকালে, কণ্ঠাবরোধ হইলে,
কেমনে হইবে কৃষ্ণ নামেরি স্মরণ;
ভ্রমে মত্ত হয়ে, কুসাধনে কাল খোয়াইলে,
যা কহিরে হিত বাক্য শুনরে এখন;
কহে অকিঞ্চন, দৃঢ়ভাবে ভজ নারায়ণ,
তবে রে হইবে যমভয় নিবারণ। ১০।

রামকেলী—কাওয়ালী ।

মন মধুকর হরিপদ পঙ্কজ, মধুপানে মজ,
রাখ এই মিনতি আমার ।
নানা কুরস আস্বাদ নিরন্তর করি মোরে ঘটালে প্রমাদ, এখন চঞ্চল তুমি না হইও আর।
কর রে কিঞ্চিত হিতাচার, বেদাদিতে রে প্রমাণ, হরি সাধন বিনে ত্রাণ, কর মন শ্রীহরি চরণে অনুধ্যান, সাধ দীন অকিঞ্চনে উদ্ধার। ১১।

সিন্ধু—তিওট।

কি শোভা মহিষমর্দ্দিনী,
হেরি ত্রিভুবনজন, আনন্দিত মন, পুলকে করে জয় ধ্বনি।
দশভুজে, নানাবিধ আয়ুধ সাজে,
কটিতে বাজিছে কিঙ্কিণী।
পরিধান বিচিত্র বসন, অতি সুশোভন,
অঞ্চলে দোলে গজমুক্তা শ্রেণী।
শিশু শশী ভালে, চাঁচর কুন্তলে,
মণিতে গ্রথিত সুবেণী।
অরুণোপর, অবিবাদে রজনীকর,
চরণ গুণ গো এমনি;
অকিঞ্চন মন, প্রকাশ কারণ, ভবার্ণব তরণে তরণী। ১২।

ইমন—তিওট।

তব চরণ দুখানি, শোভে চিত্র তরণী,
দুস্তর ভবার্ণবে হইতে পার।

মনন স্মরণ, এ তরণীর বাহকগণ,
শ্রীগুরু চরণ কর্ণধার।
যতনে যে জন, ইহাতে করে দৃঢ় মন,
অনায়াসে তারিণী গো হইবে উদ্ধার;
ভবান্ধ কূপে মগন, মূঢ়মতি অকিঞ্চন,
কৃপা বিনে গতি নাই তার। ১৩।

সিন্ধু—একতালা।

দিন তো গেল ওগো মা, মাতিয়ে বিষয়ামোদেতে।
ভুলেছ অবোধ মন কি সম্পদেতে।
জ্ঞান রত্ন কিরণ, কেমনে হবে প্রকাশন,
দেখি সব আবার মায়াতে।
ডুবে মায়া হ্রদেতে, এখন বিপদমোচনি গো,
তারিণী অকিঞ্চন-অভয়পদেতে। ১৪।

বাগেশ্রী—একতালা।

মনবারণ না মানে বারণ, যাইতে বিষয় বনে,
মায়া মদে হয়ে মত্ত, তত্ত্ব কথা নাহি শুনে।
হেরি কৃতান্ত কেশরি, সে ভয় সামান্য করি,
পেয়ে কুমতি কুঞ্জরি, না চায় পশ্চাৎ পানে।
অসাধ্য হইল ধরা, শুন আশুতোষ দারা,
ইহার উপায় করা, কেহ নাহি তোমা বিনে।
নাহি সাধু সঙ্গ বল, ভাবিয়ে হই বিকল,
দেহি বিবেক শৃঙ্খল, করি চরণ বন্ধনে। ১৫।

কেদারা—আড়াঠেকা।

নৃত্যতি রাগ-রসে বনমালী,
গায়তি সুন্দরী বৃতি সুখশালী।
অলিকুল গুঞ্জিত, পিককুলনাদিত,
বাদিত সুমধুর কুলবলি তালি।
অনুপম সুন্দর, নটবর নাগর,
কোটি মদন মোহন কেলি।
দ্বিজ রাধানাথত, ইহ রস বঞ্চিত,
ত্রাসিত মম চিত, মোহময় ব্যালি। ১৬।

রামবসু।

মঃ—জলে কি স্থলে কি দোলে, দেখ লো সখি কি হেলে হিল্লোলেতে; পারিনে স্থির নির্ণয় করিতে। শ্যামল কমল ফুটেছে বুঝি, নির্ম্মল যমুনা জলেতে।

চিঃ—নিতি নিতি লই এই যমুনার জল সখি, জল মধ্যে কি, আজ একি দেখ দেখি; জলে এমন দেখেছ কখন, বল দেখি ওগো ললিতে।

অঃ—সই দেখ দেখি শোভা, কিসের আভা দেখি জল মাঝেতে, প্রস্ফুটিত তমাল, বৃক্ষ যার কালো ঐ ছায়া কি ইথে।

চিঃ—আরো সখি, কালো চাঁদ কি আছে, গগনমণ্ডলে কি প্যতালে রয়েছে, বল দেখি সখি কাল চাঁদ কি উদয় হয় দিবসেতে? ১৭।

হরুঠাকুর।

মঃ—পুনঃ হরি কি আসিবে বৃন্দাবনে গো; সখি কও শুভ সমাচার, জীবন জুড়াও রাধার মথুরা নগরে; মাধবেরো দেখে এলে কিরূপ ব্যবহার?

চিঃ—না হেরে নবীন, জলধর রূপ, আকুল চাতকী জ্ঞান, দিবা নিশি আমার সেই শ্যাম ধ্যান। জীবন যৌবন ধন প্রাণ, হরি বিনে সকলি আঁধার; হায় ভূপতি নাকি হয়েছে হরি, মধুপুর সুখ বিলাসী, স্বরূপ কহনা সেখানে রাজার কোন মহিষী? ১৮।

ভোলা ময়রা।

মঃ—আমি সে ভোলানাথ নই, আমি সে ভোলানাথ নই, আমি ময়রা ভোলা, হরুর চেলা, শ্যামবাজারে রই, আমি যদি সে ভোলানাথ হই, তোরা সবাই,বিল্বদলে আমায় পূজ্‌লি কই?

চিঃ—যার স্বভাব যা থাকে প্রাণনাথ, তাকি ঘুচাতে কেহ পারে! নিদর্শন তোমারে। শুনেছ কখনো, অঙ্গারের মলিনত্ব, ঘুচে কি দুধে ধুলে পরে?

চিঃ—নিম্ব তরু যদি রোপণ হয়, শতভার শর্ক রে, সে মিষ্ট রস না হয় কখন, নিজগুণ প্রকাশ করে। ১৯।

এন্‌টনি সাহেব।

মঃ—কহ সখি কিছু প্রেমের কথা, ঘুচাও আমার মনের ব্যথা; করিলে শ্রবণ হয় দিব্যজ্ঞান, হেন প্রেমধন উপজে কোথা? আমি এসেছি বিবাগে, মনের বিরাগে, প্রীতি-প্রয়াগে মুড়াব মাথা।

চিঃ—আমি রসিকের স্থানে পেয়েছি সন্ধান, তুমি নাকি জান প্রেম-বারতা; কাপট্য ত্যজিয়ে কহ বিবরিয়ে, ইহার লাগিয়ে এসেছি হেথা।
অঃ—কোন প্রেমলাগি প্রহ্লাদ বৈরাগী, মহাদেব যোগী কোন প্রেমে? কি প্রেম কারণে ভগীরথ জনে, ভাগীরথী আনে ভারত ভূমে?
চিঃ—কোন প্রেমে হরি বোধে ব্রজনারী, গেল মধুপুরি করে অনাথা? কোন প্রেম ফলে, কালিন্দীর কূলে, কৃষ্ণপদ পেলে মাধবীলতা? ২০।

রাম্‌নৃসিংহ।

অঃ—প্রাণনাথ মোর, সেজেছেন শঙ্কর, দেখসিয়ে প্রিয়ে ললিতে, অপরূপ দরশন, আজু প্রভাতে। বুঝি কারো কাছে রজনী জেগেছে, নয়ন লেগেছে ঢুলিতে।
চিঃ—পার্ব্বতী নাথের, অর্দ্ধ শশধর, সবিতা অর্দ্ধ কপালেতে; আমার নাগর সেজেছেন সুন্দর, চন্দন সিন্দুর ভালেতে।
অঃ—মথনের বিষ, ভখিয়ে মহেশ, নীল কণ্ঠদেশে নিশানা। নীলকণ্ঠ নাম, অতি অনুপম, জগতে রয়েছে ঘোষণা।
চিঃ—পোহাইয়া রজনী, এই গুণমণি এসেছেন মন তুষিতে, গুঞ্জ ছড়া গলে, মুখে সুধা ঢালে, রাধা রাধা বলে বাঁশীতে। ২১।

নিত্যানন্দ বৈরাগী।

সঃ—কমলিনী কুঞ্জে কি কর, তব নব প্রেম ভাঙ্গিল। ব্রজের বসতি বুঝি উঠিল, মথুরাতে যাবে কৃষ্ণ, ঐ নন্দের ভেরী বাজিল।

চিঃ—সহচরী কহে কিশোরী, ব্রজে প্রমাদ হইল, মথুরা হইতে প্রাণনাথে হরে নিতে অক্রূর আইল।

অঃ—যে শ্যামচাঁদ সোহাগে তোমায় আদরিণী বলে ব্রজেতে, সে শ্যামসুন্দর মথুরা নগরে যাবে নিশি প্রভাতে।

চিঃ—সেই বংশীধারী, যাবে গো প্যারী, ত্যজে গোকুল ; নিধুবনে রাধা রাধা বলে কে বাঁশী বাজাবে বল ? ২২।

গোজলা গুই।

মঃ—এস এস চাঁদবদনী, এ রসে নিরস করো না ধনি। তোমাতে আমাতে একই অঙ্গ, তুমি কমলিনী আমি সে ভৃঙ্গ ; অনুমানে বুঝি আমি সে ভুজঙ্গ, তুমি আমার তায় রতন মনি। তোমাতে আমাতে একই কায়া, আমি দেহ প্রাণ তুমিলো ছায়া ; আমি মহাপ্রাণী তুমিলো মায়া, মনে মনে ভেবে দেখ আপনি। ২৩।

কেষ্টামুচি।

মঃ—হরি কে বুঝে তোমার এ লীলে, ভাল প্রেম করিলে। হইয়ে ভূপতি, কুবুজা। যুবতী, পাইয়ে শ্রীপতি, শ্রীমতী রাধারে রহিলে ভুলে।

চিঃ—শ্যাম সেজেছ হে বেস, ওহে হৃষীকেশ, রাখালের বেশ এখন কোথায় লুকালে ? মাতুল বধিলে, প্রতুল করিলে, গোপ গোপীকুলে গোকুলে অকূলে ভাসায়ে দিলে ! ২৪।

লালুনন্দ লাল।

মঃ—হল এই সুখলাভ, পিরীতে চিরদিন গেল কাঁদিতে।

চিঃ—হয়েছে না হবে কলঙ্ক আমার, গিয়েছে না যাবে কূল। ডুবেছি না ডুব দিয়ে দেখি পাতাল কতদূর। শেষে এই হল কাণ্ডারি পলাল, তরণী লাগিল ভাসিতে।

অঃ—ধন প্রাণ মন যৌবন দিয়ে, শরণ লইলাম যারে; তবু তার মন পাওয়া সখি, আমার হল ভার। না পুরিল সাধ, উদয়ে বিচ্ছেদ, গিছে পরিবাদ জগতে। ২৫।

নীলমণি পুটুনি।

নঃ—আর সহেনা কুহুস্বর, ক্ষেমা দে পিকবর, ডাকিসনে শ্রীকৃষ্ণ বলে। শুন রে নিরদয়, এত সুখের সময় নয়, প্রাণে মরবে রাই, জ্বালার উপর জ্বালালে। ব্রজবাসী সবে ভাসি নয়নের জলে, হোয়ে কৃষ্ণশোকে শোকাকুল, কি গোপ গোপীকুল, পশু পক্ষীকুল বিরহে সকলি ব্যাকুল। ত্যেজে বকুল মুকুল, অধীর অলিকুল, সব কোকিল এ সময় কেন এলি গোকুলে।

চিঃ—বসন্ত ঋতু এসে মনোনো ব্রজে হইল উদয়, বিরহে ব্যাকুল হোয়ে বৃন্দে, কোকিলের প্রতি কেঁদে কয়। প্রাণের কৃষ্ণ ছেড়ে গিয়েছে, কৃষ্ণ বিরহিণী কৃষ্ণ কাঙ্গালিনী ধূলাতে পোড়ে রোয়েছে। বাঁকা ত্রিভঙ্গ বিহীনে, শ্রীঅঙ্গ শ্রীহীনে রাই, তারে কি হবে মধুর ধ্বনি শুনালে?

অঃ—এমন দুঃখের সময়, কোকিল পক্ষী রে, কেন তুই এলি রাধার কুঞ্জে? ব্রজনাথ অভাবে, ব্রজের শ্রীরাই, কাতরা হইয়ে কি সুখ ভুঞ্জে।

চিঃ—অধীরা ধরাসনে পড়ে রাই, চক্ষে জলধারা বয়; এ সময় স্বপক্ষ হও পক্ষ, বিপক্ষ হওয়া উচিত নয়। এই ভিক্ষা করি

পিকবর, বধিগনে কুলজা, সম্মুখ থেকে যা, দুখিনীর কথা রক্ষা কর। কোকিল দেখ লিতো স্বচক্ষে, মরণের অপেক্ষা আর নাই, হোয়ে রোয়েছি জীবন্ত সকলে। ২৬।

কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য।

মঃ—কও কথা বদন তোল, হও সদয়, এই ভিক্ষা চাই; রাধার অধৈর্য্যে, এলেম অপার্য্যে, তোমার কংশ রাজ্যের অংশ লতে আসি নাই। অধোমুখে যদি থাক শ্যাম, কুবুজার দোহাই; তোমার সহাস্য বদনে নাহি রহস্য, কেন হে দাসীর প্রতি ঔদাস্য? তোমার চন্দ্রাস্য নহে প্রকাশ্য, যেন সর্ব্বস্ব লোতে এলেম ভাবিছ তাই।

চিঃ—রঙ্গিনী যে জনা, সঙ্গিনী প্রধানা, বাক্য ছলে কৃষ্ণে কয়; ছিলে নব্য রাখাল, হোলে ভব্য ভূপাল, সভ্য এখন কংশালয়; আমার এই দশা, আমি এখন সেই বৃন্দে, বিক্রীত শ্রীমতীর পদারবিন্দে। পারত চিন্তে, কেন সচিন্তে, তোমার চিন্তা কি চিন্তামণি চিন্তা নাই। ২৭।

সাতু রায়।

মঃ—তাই সুধাই গো সুধামুখি রাই, তোমার হোয়ে বিরাগী, কি বিরাগে, কি ভাবের অনুরাগে, অলিরাজ ধরে তব রাঙ্গা পায়। ও যে বনড় ষটপদ অন্য দিকে নাহি চায়, কত প্রফুল্ল ফুল রাধার কুঞ্জে, তাহে সুখে নাহি ভুঞ্জে পাদপদ্মের সুধা, ঘুচেছে অন্য ক্ষুধা, সুখে জয় রাধে শ্রীরাধের গুণ গায়।

চিঃ—ত্রিভঙ্গ ভৃঙ্গ হোয়ে, শ্রীঅঙ্গ লুকায়ে রঙ্গে নিকুঞ্জে উদয়। ভঙ্গি হেরি চমৎকার, বৃন্দে বুঝে সার, চন্দ্রমুখীর প্রতি কয়। ওগো রঙ্গ দেখি একি রঙ্গ, পদ প্রান্তে যেন ভমে ভৃঙ্গ, ও যে সাধিছে সাধের কাজ, কি সাধে অলিরাজ পদপঙ্কজ রজ মাখে গায়।

অঃ—ও রাই কি কালো মাধুরী সৌন্দর্য্য,এ আশ্চর্য্য অলি কোথাকার। হোয়েছে শরণাপন্ন দেখি চরণে তোমার, অরণ্যের অলি বল, কি জন্যে ব্যাকুল, অন্যে সুধালে না কয়। ২৮।

পরে প্রাপ্ত।

জংলা—কাওয়ালী।

রাঙ্গা মেঘ ছড়িয়ে দেছে আকাশের গায়,
সুয্যিমামা ডুবু ডুবু, রাঙ্গা মুখে চায়।
ঝাঁকে ঝাঁকে আস্‌ছে পাখী গুলি,
ঝাড়ছে পাখা, কচ্ছে কিলি কিলি,
পিউ পিউ মিটি মিটি চায়। ২৯।

মূলতান—ঢিমেতেতালা।

কভু কুঞ্জ বনে বসি চন্দ্রাননে,
কাকলি লহরী ঢালিতে উথলিত প্রাণে।
শুনিয়াছি প্রেম কথা, ধারা নয়নে,
গিয়াছে সে দিন, সুধু আছে স্মরণে। ৩০।

বাউল।

কৃষ্ণপ্রেম বেসম চেলে, ভক্তি ডেলে,
বানিয়ে নেনা প্রেম খিচুড়ি ;

যাবে তোর পাপ অরুচি, হবে রুচি,
তিন দিনেতে বাড়্‌বে ভুঁড়ি।
তুই রে মন সাবধানে, যোগ আগুণে,
চড়িয়ে দে না দেহ হাঁড়ি;
বিবেক ঝাল দিয়ে তাতে, বিধি মতে,
ঘন ঘন দাও রে নাড়ি।
প্রবৃত্তি পটোল ভাজা, হলে মজা, হয় রে কিছু বাড়াবাড়ি,
শ্রদ্ধা পিক্কিতে ঢেলে, যেন ভুলে,
যাস না রে তুই ও আনাড়ি। ৩১।

বাউল।

মন পাখী, আমার বশ তো হলো না, হলো না,
আমি রাধাকৃষ্ণ বল্‌তে বলি, সে বুলি ত বলে না।
আছে রিপু ছয় পক্ষ হলো তাদেরি পক্ষ,
সর্ব্বদা বিপক্ষ, আমার হয় না স্বাপক্ষ,
আমি বলি আমার আমার, সে ত আমার বলে না। ৩২।

ভৈরবী—কারফা।

কি ছার আর কেন মায়া, কাঞ্চন কায়া ত রবে না,
দিন যাবে দিন রবে না ত, কি হবে তোর তবে?
আজ পোহাল, কাল কি হবে, দিন পাবি তুই কবে?
সাধ কখনও মেটে না ভাই, সাধে পড়ুক বাজ,
বেলাবেলি চল্‌রে চলি সাধি আপন কাজ।
কেউ কারও নয়, দ্যাখ না চেয়ে, কবে ফুট্‌বে আঁখি,
আপন রতন বেছে নে চল্, হরি বলে ডাকি। ৩৩।

বাউল।

হরি কই সে মোহন বাঁশি,
কি লাগি, কালমোণা, দিগ্বসনা,
লোলরসনা হেরি?
কেন পায় রুধির ধারা, পড়িছে ধরা,
চরণে ত্রিপুরারি।
আবার শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলী,
দিতেছেন রাই কিশোরী। ৩৪।

কীর্ত্তন।

প্রেম নগরে রাই মহাজন, তস্য খাতক শ্রীহরি,
কস্য কর্জ্জ পত্র লিখে, দিয়েছেন বংশীধারী।
খৎ দেখালে হবে বা কি, ওয়াশীল শূন্য বাকীর বাকী,
সম্ভাবন তার আছে বাকী, কেবল বাঁশের বাঁশরী।
পরিশোধের কথা আছে, দিবে ধড়া চূড়া বেচে,
তস্য খতে লেখা আছে, ইসাদী অষ্ট মঞ্জরী। ৩৫।

খাম্বাজ—ঢিমেতেতালা।

নাথ কেন হে ব্যাকুলিত অন্তরে,
আঁখি দুটী বিজলিত কিসেরি তরে?
শ্রীচরণ সেবি সতত,
কি দোষ পাইলে বল হে নাথ!
ব্যথিত মানস,—হৃদয় বিদরে। ৩৬।

মিশ্র কাফি—একতালা।

বাঁশরী বাজাতে চাহি, বাঁশরী বাজিল কই!
বিহরিছে সমিরণ, কুহরিছে পিকগণ,
মথুরার উপবন, কুসুমে সাজিল ওই।
বাঁশরী বাজাতে চাহি, বাঁশরী বাজিল কই!
একা আছি বনে বসি, পীতধড়া পড়ে খসি,
সোঙরি সে মুখ শশী, পরাণ মজিল সই,
বাঁশরী বাজাতে চাহি, বাঁশরী বাজিল কই! ৩৭।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

নাচ্ শ্যামা, তালে তালে,
বাঁকায়ে গ্রীবাটী, তুলি পাখা দুটী,
এ পাশে ও পাশে করি ছুটা ছুটি,
নাচ্ শ্যামা তালে তালে।
রুণু রুণু ঝুণু বাজিছে নূপুর,
মৃদু মৃদু মধু উঠে গীত স্বর,
বলয়ে বলয়ে বাজে ঝিনি ঝিনি,
তালে তালে উঠে করতালি ধ্বনি,
নাচ্ শ্যামা নাচ্ তবে। ৩৮।

ধানি মিশ্র—একতালা।

জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই,
কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই।
ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি,
কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই।

কে খেলায়! আমি খেলি বা কেন!
জাগিয়ে ঘুমাই কুহকে যেন;
এ কেমন ঘোর, হবে নাকি ভোর,
অধীর অধীর, যেমতি সমীর,
অবিরাম গতি নিয়ত ধাই। ৩৯।

কীর্ত্তন।

বাঁশীতো মথুরার নয়,
দে, দে, দে, বাঁশী দে,
রাধা নামের সাধা বাঁশী, বাঁশীতো মথুরার নয়।
তুই থাক্ না কেন শ্যাম, বাঁশী দে।
বাঁশী দে, চূড়া দে, তোর মা বলেছে, পীতধড়া দে।
(যে ধড়ায় ননী বেঁধে দিতো রে)
তোর, মা নন্দরাণী, এখন তো বিনে পথের কাঙ্গালিনী,
(তোর মা বলেছে)
দে দে রেয়ের গাঁথা চিকণ মালা দে,
(তোর পিরীতি ফিরায়ে নে।) ৪০।

পরজ—জলদ তেতালা।

দেখিতে দেখিতে কোথা লুকাইল ওলো সখি,
আঁখি পালটীতে পুনঃ তারে আর নাহি দেখি।
ক্ষণে দরশনে আঁখি, কদাচিৎ নহে সুখী,
তৃষা অতিশয় হয় মনে বুঝে দেখ দেখি। ৪১।

খাম্বাজ—জলদ তেতালা।

কে বলে সখী সরোজে শশী নাহি পিরীত,
তার চাঁদ মুখ নিরখিলে দেখ,
হৃদয়-কমল হয় বিকশিত।
তপনে কমলে প্রীত, এ নিয়ম অনুচিত,
অরুণ নয়ন হেরে তবে কেন হৃদয়-
কমল হয় মুদিত! ৪২।

কর্ণাটী খাম্বাজ—ফেরতা।

আজি শুভ দিনে, পিতার ভবনে,
অমৃত সদনে চল যাই।
চল চল চল যাই।
না জানি সেথা, কত সুখ মিলিবে,
আনন্দের নিকেতনে।
চল চল চল্ ভাই।
মহোৎসবে ত্রিভুবন মাতিল,
কি আনন্দে উথলিল,
চল চল চল ভাই।
দেব লোকে উঠিয়াছে হৃদয় গান,
গাও সবে একতান,
বল সবে জয় জয়। ৪১।

মিশ্র বেলাওল—ঝাঁপতাল।

শুনেছে তোমার নাম অনাথ আতুর জন,
এসেছে তোমার দ্বারে শূন্য ফেরে না যেন।

কাঁদে যারা নিরাশায়, আঁখি যেন মুছে যায়,
যেন গো অভয় পায় ত্রাসে কম্পিত মন।
কত শত আছে দীন, অভাগা আলয় হীন,
শোকে জীর্ণ প্রাণ কত কাঁদিতেছে নিশিদিন।
পাপে যারা ডুবিয়াছে, যাবে তারা কার কাছে,
কোথা হায় পথ আছে, দাও তারে দরশন। ৪৪।

দাসরথী সুর।

তোরা সব ফিরে যা ভাই তিনু রে।
আমি যাব না, যেতে পারব না,
ভবে আস্‌তে হয়েছে একা, যেতে হবে একা রে।
আমার যত কিছু ধন কড়ি, ঘর দরজা বাগান বাড়ী,
সকল ধনের অধিকারী তিনকড়ি ভাই তুমি রে!
হয়ে বিচক্ষণ, কর রে রক্ষণ,
ঘরে বিধবা রমণী রইল তারে অন্ন দিও রে।
ওরে তোরা তো ভাবিস্ রে একা, আমি কিন্তু নই রে একা,
বসে আছি আমি মায়ের কোলে রে।
বলে ভগবান, যদি বের হয় রে প্রাণ,
অন্তিম কালে দাসরথীর ভাগিরথীর তীরে রে। ৪৫।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

নও তুমি কেবল কাশীবাসী, বিশ্বেশ্বর হে;
যেখানে ভ্রমণ করি সেই বারাণসী।

তব রাজ্য সম্পূর্ণ, নানারঙ্গে পরিপূর্ণ,
প্রকৃতি অন্নপূর্ণা তুমি ব্রহ্মাণ্ডনিবাসী।
স্থান তীর্থ নাহি দেখি, চিত্ততীর্থে সদা সুখী,
ধনমান চাহি না হে শান্তি-অভিলাষী। ৪৬।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

যে ধরতে পারে ধরা দিই তারে,
বাঁধা থাকি বিনি সুতোর সোহাগের হারে।
নইলে পরে মজ্‌তে পারে,
সাধ করে সই মন কি সরে,
থাক্‌তে বোসে, পড়্‌বো ফাঁসে, যেচে কার তরে,
জোরে মন কেড়েনিতে যে পারে সই, যে পারে। ৪৭

ইমন—কাওয়ালী।

সুধীগণ, ধর ধর গীত হার,
সুরাগে সুতানে ভরা, সুধারি আধার।
ভ্রমিয়া সঙ্গীত কানন, করেছি গীতি রচন,
টোরি গৌরী, মুলতান, বেহাগ বাহার। ৪৮।

[সম্পূর্ণ।]

ইংরাজি পুস্তকে যেরূপ "ইন্‌ডেক্‌স" থাকে, আমরা সেই ধরণে এই পুস্তকের শেষাংশে একটী নির্ঘণ্ট পত্র দিলাম; কিন্তু পুস্তক গ্রাহক গ্রাহিকাগণের বিশেষ আগ্রহাতিশয্যে অতি সত্বর প্রকাশ করিতে বাধ্য হওয়ায় নির্ঘণ্ট পত্রটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইল না, দ্বিতীয় সংস্করণে ইহাকে সর্ব্ব প্রকারে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত হইব।